দাসা[illegible]কাশিত।

দাসী

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কুসুমকামিনী পুস্তকালয়।
১১ ই বৈশাখ সোমবার
১৩০১ সালে স্থাপিত
পুস্তক নং
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

দ্বিতীয় ভাগ।

CALCUTTA,

Printed and Published by K. C. DATTA, *Brahmo Mission Press*
211, Cornwallis Street, Calcutta.

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত এক টাকা।

ভ্রম-সংশোধন।

"২৭১ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভ ১৭ লাইনের পর দ্বিতীয় স্তম্ভের ১০ লাইন হইতে ১৪ লাইন পর্য্যন্ত পড়িতে হইবে। তার পরে "ওই দেখ, তব কণ্ঠরব" পড়িতে হইবে।

৩৫২ পৃষ্ঠা ১৪ লাইনে "কুহু কুহু"র পরিবর্ত্তে "কুলু কুলু" হইবে। ঐ পৃষ্ঠা ১৭ লাইনেও "কুহুতাসে"র পরিবর্ত্তে "কুলুতান" হইবে।"

বিষয়			পৃষ্ঠা
অশ্লীল বিজ্ঞাপন	...	...	৩৪২
অহল্যা বাই	...	...	১৭১,২১০,২৪৬,৩২৩,৩৩১
আদিম আর্য্য রাজবংশ	...	...	২২০
আমন্ত্রণ (কবিতা)	...	...	২৭২
আমার ডায়েরী হইতে	...	...	২০৪
ইংরেজজাতির পূর্ব্বপুরুষ	...	...	২৩১
ঊষা (কবিতা)	...	...	২৭১
এই পথে (কবিতা)	...	...	৩৫৪
একটি অভাব	...	...	২৪০
একটি অরণ্যজাতি	...	...	২৮৮
ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা	...	...	২১
কশ্যপের আবির্ভাব কাল	...	...	২৭৪
কাউণ্ট টল্‌ষ্টই	...	...	১৫৯
কেট্ মার্স্‌ডেন্	...	...	৫,৩৫
গোজাতির অবনতি	...	...	৮৩
ছাত্রগণের জন্য নির্দ্দোশ আমোদ	...	...	৫৭
ডোরোথী লিণ্ড্ ডিক্স্	...	...	৯৭,১৩৬
তমিশ্রা আফ্রিকা	...	...	১৯৫
দাসাশ্রম ও "দাসী"র অর্থকষ্ট	...	...	৩৫৫
দাসাশ্রম কমিটির পঞ্চম অধিবেশন		...	২৯২
দাসাশ্রম কমিটি সম্বন্ধে মন্তব্য	...	...	২৯৯
দাসাশ্রম কাহার ?	...	...	৩৫৫
দাসাশ্রমের ইতিবৃত্ত ও বর্ত্তমান অবস্থা		...	২৭৭
দাসাশ্রমের দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ		...	২৭
দাসাশ্রমের দ্বিতীয় বার্ষিক সভা	...	...	২৬৬
দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ	২৯,৬০,৯৪,১২৩,১৫৩,১৮৪,২২৫,২৩১, ২৯৩, ৩২৬, ৩৫৮, ৩৮৭,		

বিষয়			পৃষ্ঠা
দাসাশ্রমের বিশেষ অভাব	...	...	২৬৮
দাসাশ্রমে রোগী লইবার নিয়ম	...	...	৯৩,১১৮
"দাসী"র আত্মকথা	...	...	৮৭,১১৪
"দাসী"র ঋণ	...	...	২৩০
দুইটি কবিতা	...	...	১৯১
দুটী বন্ধু	...	...	১২১
ধর্ম্মাচরণে ক্লান্তি	...	...	৩৭১
নববর্ষ	...	...	৩
নিশীথে গান (কবিতা)	...	...	১৬২
নূতন ঘর (কবিতা)	...	...	১৪০
প্রেম ও সেবা	...	...	১৩৪
বারাসতনিবাসী মহাত্মা কালীকৃষ্ণ মিত্র		...	৩৭৩
বিলাতে লোক শিক্ষার একটি উপায়		...	৫২
ভারতবর্ষের দারিদ্র্য	...	...	৭৫
মেরী কার্পেণ্টার	...	...	৭৯
বাহ্য প্রকৃতি ও মানব	...	...	১৩১
বিবিধ প্রসঙ্গ	...	১১,৪১,৬৭,১৪১,১৮১,৩৩৫	
শারদীয় উৎসবের আনন্দ	...	...	১১৬
সমালোচনা	...	...	১৮৪,৩৪৫
সম্পাদকের নিবেদন	...	...	১২৭
সাহসিকতা	...	...	১৬৪
সাহিত্য-সংবাদ	...	...	২২৯
সেবালয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	...	...	১১৯
স্বপন (কবিতা)	...	...	৩৫০
স্বর্গীয় বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা			৩৬৩
হিসাবে ভুল	...	...	৮৮
হেমচন্দ্র	...	...	১০৯

দাসী

নববর্ষ।



সমাগমে প্রকৃতিদেবী নবজীবন লাভ কারয়া সুন্দর বৃক্ষলতা ফল পুষ্পে নিজ দেহ অলঙ্কৃত করেন। পৃথিবী নূতন শোভা ধারণ করে। এই প্রকারে বসন্তের সঞ্জীবনী-মন্ত্রে প্রকৃতি চেতনা লাভ করিলে পর মানুষ নববর্ষ গণনা করে। বসন্ত তাহাদের প্রাণে নূতন আশা জাগাইয়া দেয়। বাহ্যজগতের অভিনব শোভা মানবের প্রাণে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু জীবনের পথ পুষ্পোদ্যানের মধ্যবর্ত্তী সৌরভে আমোদিত সুশীতল ছায়াসমন্বিত পথের ন্যায় সুগম নয়। অনেকেরই জীবন দুঃখময়। হাসি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। কিন্তু কখনও চোখের জল ফেলিতে হয় নাই, পৃথিবীতে এমন লোক কয়জন আছে ?

মানবের সুখের কথা প্রচার করিতে "দাসী" জন্মগ্রহণ করে নাই। চোখের জলই যাহাদের একমাত্র সম্বল, সেই সকল হতভাগ্য নর-নারীর কথা সকলকে জানাইতে "দাসী" জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পরদুঃখে অশ্রুপাত করিতেই ইহার জন্ম। তাই বর্ষাকালে ইহার জন্মদিন।

বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং অজস্র বৃষ্টিপাত আপাতত ভাল লাগে না বটে, কিন্তু পরিণামে বর্ষার মত মানুষের উপকারী বন্ধু আর কে আছে? ভগবান্ এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন বর্ষার জলের ন্যায় "দাসী"র অশ্রু কিয়ৎপরিমাণেও মানব সমাজের মঙ্গল সাধনে সমর্থ হয়।

গত বৎসর আমরা "প্রস্তাবনা"তে লিখিয়াছিলাম, "বঙ্গীয় পুরুষ এবং রমণীগণের হৃদয়ে সেবার ভাব জাগাইয়া দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।" ভগবানের কৃপায় এই উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে। অনেক স্থানে দরিদ্রগণের সাহায্যের জন্য ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। অনেক সহৃদয় ব্যক্তি উদ্যোগী হইয়া সেবালয়ে রোগী প্রেরণ করিয়াছেন। অনেকে গোপনে রোগীর সেবাশুশ্রূষা-রূপ ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক সযত্নে পালন করিতেছেন। "দাসী"র গ্রাহক সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। অযাচিত ভাবে কত টাকা রোগীর সেবার জন্য আমরা পাইতেছি। সকলই বিশ্বজননীর দয়া। আমরা সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে আমাদের হৃদয়ের ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। যে সকল বন্ধু আমাদের শত ত্রুটি সত্ত্বেও এক বৎসর কাল আমাদিগের সাহায্য করিয়াছেন, আশা করি তাঁহারা এখনও তদ্রূপ সাহায্য করিতে থাকিবেন। তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। দাসাশ্রমের কার্য্য শুধু আমাদের নয়। ইহার কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য সকলেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

দাতব্য ভাণ্ডার। নদীয়া জেলার মুড়াগাছা স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ মুষ্টিভিক্ষা এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য দ্বারা একটি দাতব্য ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। ইহা হইতে দরিদ্র ব্যক্তিগণকে সাহায্য দেওয়া হয়।



কেট্ মার্সডেন।

(১)



রোগীদিগের সেবায় ফাদার ডেমিয়ানের জীবন ত্যাগের পর হইতে, তাহাদিগের দুঃখ ও কষ্টের প্রতি জন-সাধারণের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। তিনি যেন স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া মানব-সমাজের এই হতভাগ্য অংশের প্রতি মানবের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে কুষ্ঠ রোগীদিগের ভাগ্যাকাশে এক সুখ-তারকার আবির্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। কুমারী মার্সডেন সেই সুখ-তারকার এক আলোক-রশ্মি রুসিয়ার অনন্তযাতনা-প্রপীড়িত কুষ্ঠরোগীদিগের আলয়ে আনয়ন করিয়াছেন।

এই নরহিতাকাঙ্ক্ষিণী রমণী রুসিয়ার কুষ্ঠরোগীদিগের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দূরীকরণ জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে হাউয়ার্ড নরহিতকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়া ভীষণ যন্ত্রণার আকর রুসিয়ার কারাগার সকল পরিদর্শন করিয়াছিলেন। দান্তের কল্পনা-রচিত নরকের অপেক্ষা সাইবিরিয়ার কারাগৃহ সকলে যন্ত্রণা অধিক, কিন্তু সেখানকার কুষ্ঠ-রোগীদিগের যন্ত্রণার সহিত তুলনায় সে যন্ত্রণাভোগও বাঞ্ছনীয়।

রুসিয়াকে এক স্বতন্ত্র জগৎ বলিয়া উল্লেখ করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইহার অনন্ত তুষারমণ্ডিত উত্তর ভাগ হইতে শস্য শ্যামল দক্ষিণ ভাগ পর্য্যন্ত দেখিলে মনে হয় সত্যই রুসিয়া এক ভিন্ন জগৎ। ইহা এতই বিস্তৃত যে ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে আব-হাওয়া পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন; এসিয়া খণ্ডের প্রায় অর্দ্ধেক ভূমি রুসিয়ার অন্তর্গত। কিন্তু এই বিস্তৃত দেশে সভ্যতা ও শিক্ষার বিস্তার অতি সামান্যই হইয়াছে। এখানকার অধিবাসিগণ নিতান্ত কুসংস্কারাপন্ন এবং কুষ্ঠরোগীদিগকে ইহারা বোধ হয় দেবতার অভিসম্পাতগ্রস্ত কোন রূপ অস্পৃশ্য জীব বলিয়া মনে করে। মানবগণের সাধারণ বাসস্থানে ইহাদিগের স্থান নাই। রুসিয়ার ভীষণ অরণ্যে ইহারা আপনাদিগের ব্যাধি-বিকৃত হস্তে কোনরূপে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করে; সেখানে ইহারা নরকে অভিশাপগ্রস্ত জীবাত্মার মত ভ্রমণ করে! আশা, ভরসা, সুখ ও শান্তিহারা হইয়া ইহারা কল্পনাতীত দুঃখে কাল যাপন করে। সে দুঃখ বর্ণনা করে লেখনীর এমন সাধ্য নাই—সে চিত্র দেখিয়া বিগলিত না হয় জগতে এমন পাষাণ হৃদয় নাই।

রুসিয়ার মত দেশে এইরূপ জনহিতব্রতের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র প্রাপ্ত হওয়া বাতুলের কল্পনা বলিয়া বোধ হইতে পারে। সেখানকার মানবগণ এই সকল সৎকার্য্যের মহত্ত্ব অনুভব করিতে অসমর্থ এবং এইরূপে কুষ্ঠরোগীদিগের মধ্যে কার্য্য করিতে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হওয়াও বড় সহজ নহে। আবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেও কুমারী মার্সডেনের মত, সহায়, সম্পত্তি ও বন্ধুহীনা অসুস্থকায় যুবতীর পক্ষে রুসিয়ার কানন ভ্রমণের কষ্ট সহ্য করা একরূপ অসাধ্য বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু মানব যখন কোন সদিচ্ছা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া

উঠে, তখন সকল বাধা বিঘ্ন তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যায়, বিধাতার মঙ্গলময় হস্ত তাহার পথ পরিষ্কৃত করে। কুমারী মার্সডেনের হৃদয় যখন এই হতভাগ্য জীবদিগের জন্য কাঁদিয়া উঠিল, তখন তিনি আর এসকল বাধা ও বিঘ্নের কথা ভাবিতে পারিলেন না। অনেক সময় দেখা যায় যে যে সকল কার্য্য পুরুষের অসাধ্য তাহা সদিচ্ছাপ্রণোদিতা রমণীদিগের দ্বারা সহজে সম্পন্ন হয়; এখানেও তাহাই হইল—কুমারী মার্সডেন রমণী হইয়াও অনেক পুরুষের অসাধ্য এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

সহায় ও সম্পত্তিহীনতা ও দুর্ব্বল শরীর অপেক্ষাও আর এক অধিকতর দুরতিক্রম্য বিঘ্ন উপস্থিত হইল; কুমারী মার্সডেন রুসীয় ভাষা কিছুই অবগত ছিলেন না। কিন্তু তাহাতেও তিনি কিছুমাত্র ভীতা হইলেন না; এবং "সাধু যাহার সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়" এই বাক্যের সত্যতায় দৃঢ়বিশ্বাসবতী হইয়া তিনি কার্য্যে প্রবৃত্তা হইলেন। সেই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সহিত কাউণ্টেস্ এলেকজেণ্ড্রিন টলষ্টির (The Countess Alexandrine Tolosti) পরিচয় হইল। কাউণ্টেস্, তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য দেখিয়া বিমুগ্ধা হইলেন এবং তাঁহার সাহায্যে কুমারী মার্সডেন রুষিয়ার সম্রাটপত্নীর সহিত পরিচিতা হইলেন। রমণী-হৃদয় স্বভাবতঃ দয়াপূর্ণ; সম্রাটপত্নী কুমারী মার্সডেনকে এই নরহিতকর ব্রতে ব্রতী দেখিয়া নিরতিশয় সম্মান করিলেন। এইবার পথ পরিষ্কৃত হইল। তিনি কুমারী মার্সডেনকে রুসিয়ার সর্ব্বস্থানে গমনের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তিনি যেস্থানে কুষ্ঠরোগী আছে বলিয়া সন্দেহ করিবেন, সেই স্থানই মুক্ত হইবে, এই আদেশ প্রদত্ত হইল। এতদ্ভিন্ন রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি তাঁহাকে যথাসম্ভব সাহায্য প্রদানের আদেশও প্রচারিত হইল।

কুষ্ঠরোগীদিগের আবাস সম্বন্ধে সেণ্টপিটার্সবর্গ ও মস্কৌ সহর দ্বয় হইতে যথাসম্ভব সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কুমারী মার্সডেন তাঁহার গন্তব্য পথে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। আখোটস্ক পর্য্যন্ত পথে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই; কিন্তু আখোটস্ক পরিত্যাগের পর হইতেই তিনি রুসিয়ায় ভ্রমণের কষ্ট অনুভব করিতে আরম্ভ করিলেন। আখোটস্ক হইতে ভিলুইস্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত অরণ্যে বহুসংখ্যক কুষ্ঠরোগী বাস করে। কুমারী মার্সডেন প্রথমে এই কাননে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন। এই বিস্তৃত কানন খণ্ড দুই সহস্র মাইলেরও অধিক পথ অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করা অনেক পুরুষেরও অসাধ্য; এবং কুমারী মার্সডেনের মত দুর্ব্বলদেহ কোন রমণী বোধ হয় অশ্বপৃষ্ঠে একবারে এত পথ অতিক্রম করেন নাই। তিনি সুবিধা এবং আত্মরক্ষার্থ আপনার সহিত দোভাষী (Interpreter) এবং পথপ্রদর্শক ভিন্ন ঊনত্রিশ জন শরীররক্ষক লইলেন। এখানে আর এক নূতন বাধা উপস্থিত হইল। এখানকার অধিবাসিগণ আবার অনেকে রুসীয় ভাষাও বুঝিতে অসমর্থ। ইহারা কুষ্ঠরোগীদিগকে গ্রামমধ্যে বাস করিতে দেয় না। মানবের বাসস্থান হইতে দূরে নিবিড় কাননাভ্যন্তরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহারা বাস করে; এই অবস্থায় কেহ কেহ বহুদিন দুঃখময় জীবন যাপন করে বটে, কিন্তু অধিকাংশই রুসিয়ার ভয়ানক ভল্লুকের হস্তে নিহত হয়। কুমারী মার্সডেন এই সকল হতভাগ্যদিগকে একত্র করিয়া একস্থানে বাস করাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইলে সুবিধা এ ইহইবে, যে ইহারা অযত্নে ও অনাদরে ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কষ্টে ও দুঃখে জীবন ত্যাগ করিবে না, এবং চিকিৎসা ও যত্নে তাহাদিগের জীবন যতদূর সুখময় করা সম্ভব, তাহা হইবে।

ইংলণ্ডীয়া রমণীগণ পুরুষদিগের মত করিয়া অশ্বারোহণে সমর্থ নহেন। তাঁহারা এক পার্শ্বেই পদদ্বয় ঝুলাইয়া পাশ-জিনে (Side saddle) অশ্বারোহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু রুসিয়ার অশ্বগণ সে পাশ-জিন বহন করিতে শিক্ষিত হয় না; কাজেই কুমারী মার্সডেন পুরুষদিগের মত করিয়া অশ্বারোহণ করিতে বাধ্য হইলেন। দিবা-ভাগে রৌদ্রতাপে তিনি পুরুষদিগের বৃহৎ টুপী ব্যবহার করিতেন এবং পুরুষদিগের মত করিয়া অশ্বারোহণার্থ তাঁহাকে এই বিপদ সঙ্কুল প্রদেশে জানু পর্য্যন্ত আচ্ছাদনকারী জুতা ব্যবহার করিতে হইত। এই সকল অনভ্যস্ত পরিচ্ছদ ব্যবহার করা যে নিতান্ত অসুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। সেখানে এক প্রকার মশক আছে; তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে একত্রে এত উড়িয়া বেড়ায় যে সময় সময় জলা ভূমির কর্দ্দমে প্রোথিতপদ অনেক জীব ইহাদিগের দংশনে প্রাণত্যাগ করে। এই ক্ষুদ্রদেহ ভীষণ দংশনকারী জীবদিগের দংশন হইতে আত্মরক্ষার্থ তাঁহাকে আবার মুখে মশক-রোধক জাল ব্যবহার করিতে হইত। এইরূপ বেশে কুমারী মার্সডেন তাঁহার সহচরদিগের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। ১৮৯১ খৃঃ-অব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি তাঁহার শরীররক্ষক ও পথপ্রদর্শকদিগকে লইয়া যাত্রা করেন। আপনার সহিত একটি ব্যাগে আবশ্যক দ্রব্যাদি, একটি পিস্তল, ও একখানি চাবুক লইয়াছিলেন মাত্র। রুসিয়ায় ভ্রমণ এতই কঠিন ও ভয়-সঙ্কুল যে তাহা কল্পনা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। সেখানে অনেক স্থানে মানবগণ অপরকে প্রবঞ্চনা করা পাপ বলিয়া বোধ করে না। সেখানে পুরুষের জীবনের মূল্য নাই। সেখানে রমণীর সম্মান নাই।

স্থানে স্থানে জলাভূমিতে অশ্বগণের সমস্ত পদ কর্দ্দমে নিমগ্ন

হইয়া যায়। এখানে একবার অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলে কর্দ্দমে শরীর এতই ডুবিয়া যায় যে উঠিবার ও বাঁচিবার আশা আর অতি অল্পই থাকে। এরূপ অবস্থায় অশিক্ষিত অশ্বে আরোহণ করিয়া এত পথ অতিক্রম করা কত কঠিন! কুমারী মার্সডেন তাঁহার সহিত রাত্রিযাপনের জন্য কতকগুলি তাম্বু লইয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভব হইলে তিনি প্রথম প্রথম রাজ-কর্ম্মচারীদিগের আবাসেই রাত্রি-যাপন করিতেন। এই রাত্রিযাপন বড় সহজ ব্যাপার নহে; ভিন্ন গৃহের অভাবে অনেক স্থানেই অশ্ব প্রভৃতি ও ভৃত্যাদি এবং কুমারী মার্সডেনকে এক কক্ষেই রাত্রিযাপন করিতে হইত। রুসিয়ার অপরি-ষ্কার গৃহের ছারপোকা ও অনেক কীট ত কক্ষ মধ্যে থাকিতই, তদ্ভিন্ন আবার স্থানে স্থানে বায়ু এত ক্ষুদ্র মশকে পূর্ণ থাকিত, যে কক্ষ মধ্যে বাস করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিত। এসকল স্থানে কক্ষমধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়া দ্বার ও গবাক্ষ সকল রুদ্ধ করিয়া সেই ধূমপূর্ণ নরকতুল্য গৃহেই অগত্যা বাস করিতে হইত। বরং দিবসের ৬০ বা ৭০ মাইল পথ ভ্রমণ ক্লেশ সহ্য হয়, তথাপি নিশাকালের এই ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। তখন কেবল মনে হইতে থাকে, কখন পৃথিবী আবার সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইবে, কখন এই নরক হইতে বহির্গত হইতে পারিব। আবার ইহা ভিন্ন নিদ্রার আর এক ব্যাঘাত ছিল; রুসিয়ার ভল্লুকের ভয়ে সর্ব্বদা এমন সাবধান থাকিতে হইত, যে সেরূপ অবস্থায় সুনিদ্রা হওয়া অসম্ভব।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিতের কোন রূপ সমালোচনা করা আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তবে তাঁহার জীবনের দুই একটি ঘটনা "দাসী"তে স্থান পাইতে পারে। শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মধুসূদনের একজন সহা-ধ্যায়ী ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"আমরা উভয়ে যখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে একবার আমার স্কুলের ১৬ মাসের বেতন বাকী পড়ে। মাসিক ৫৲ টাকার হিসাবে বেতন ধরিয়া ১৬ মাসে ৮০৲ টাকা হয়। আমার পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন; সুতরাং এত টাকা পরিশোধের পর আবার মাসিক ৫৲ টাকা বেতন দিয়া আমাকে হিন্দুকলেজে পড়ান তাঁহার পক্ষে বড় সুসাধ্য ছিল না; অগত্যা আমার হিন্দুকলেজে পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। মধু সেই কথা শুনিয়া বলিল, "তুমি নাকি হিন্দুকলেজে পড়া বন্ধ করিবে?" আমি বলিলাম, "হাঁ, আমাদের অবস্থা ত বুঝিতেছ; ৫৲ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দেওয়া বাবার পক্ষে কষ্টকর, কাজেই আমাকে পড়া বন্ধ করিতে হইবে।" এই কথায় মধু বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "কেন ভাই, টাকার জন্য তোমার পড়া বন্ধ হইবে, আমি ত আমার মায়ের কাছ থেকে অনেক টাকা জলপানি পাই, আমার টাকা হইতে তোমার স্কুলের বেতন দেওয়া চলিতে পারিবে।" ঐ বৎসর ৫ম শ্রেণীতে আমরা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, সুতরাং অল্পদিন মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাওয়ায় আমাকে মধুর অর্থসাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। কিন্তু একথা বলিয়া রাখি যে, মধুর টাকা গ্রহণ করিতে যে আমি কুণ্ঠিত হইতাম, তাহা নহে; আমি মধুকে এতই আপনার বলিয়া মনে করিতাম।"

মধুসূদন যখন সপরিবারে ফ্রান্সে ছিলেন, তখন তাঁহার এমনি দুরবস্থা হইয়াছিল, যে ঋণের দায়ে তাঁহার জেলে যাই বার উপক্রম

হইয়া যায়। এখানে একবার অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলে কর্দ্দমে শরীর এতই ডুবিয়া যায় যে উঠিবার ও বাঁচিবার আশা আর অতি অল্পই থাকে। এরূপ অবস্থায় অশিক্ষিত অশ্বে আরোহণ করিয়া এত পথ অতিক্রম করা কত কঠিন! কুমারী মার্সডেন তাঁহার সহিত রাত্রিযাপনের জন্য কতকগুলি তাম্বু লইয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভব হইলে তিনি প্রথম প্রথম রাজ-কর্ম্মচারীদিগের আবাসেই রাত্রি-যাপন করিতেন। এই রাত্রিযাপন বড় সহজ ব্যাপার নহে; ভিন্ন গৃহের অভাবে অনেক স্থানেই অশ্ব প্রভৃতি ও ভৃত্যাদি এবং কুমারী মার্সডেনকে এক কক্ষেই রাত্রিযাপন করিতে হইত। রুসিয়ার অপরি-ষ্কার গৃহের ছারপোকা ও অনেক কীট ত কক্ষ মধ্যে থাকিতই, তদ্ভিন্ন আবার স্থানে স্থানে বায়ু এত ক্ষুদ্র মশকে পূর্ণ থাকিত, যে কক্ষ মধ্যে বাস করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিত। এসকল স্থানে কক্ষমধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়া দ্বার ও গবাক্ষ সকল রুদ্ধ করিয়া সেই ধূমপূর্ণ নরকতুল্য গৃহেই অগত্যা বাস করিতে হইত। বরং দিবসের ৬০ বা ৭০ মাইল পথ ভ্রমণ ক্লেশ সহ্য হয়, তথাপি নিশাকালের এই ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। তখন কেবল মনে হইতে থাকে, কখন পৃথিবী আবার সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইবে, কখন এই নরক হইতে বহির্গত হইতে পারিব। আবার ইহা ভিন্ন নিদ্রার আর এক ব্যাঘাত ছিল; রুসিয়ার ভল্লুকের ভয়ে সর্ব্বদা এমন সাবধান থাকিতে হইত, যে সেরূপ অবস্থায় সুনিদ্রা হওয়া অসম্ভব।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিতের কোন রূপ সমালোচনা করা আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তবে তাঁহার জীবনের দুই একটি ঘটনা "দাসী"তে স্থান পাইতে পারে। শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মধুসূদনের একজন সহা-ধ্যায়ী ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"আমরা উভয়ে যখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে একবার আমার স্কুলের ১৬ মাসের বেতন বাকী পড়ে। মাসিক ৫৲ টাকার হিসাবে বেতন ধরিয়া ১৬ মাসে ৮০৲ টাকা হয়। আমার পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন; সুতরাং এত টাকা পরিশোধের পর আবার মাসিক ৫৲ টাকা বেতন দিয়া আমাকে হিন্দুকলেজে পড়ান তাঁহার পক্ষে বড় সুসাধ্য ছিল না; অগত্যা আমার হিন্দুকলেজে পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। মধু সেই কথা শুনিয়া বলিল, "তুমি নাকি হিন্দুকলেজে পড়া বন্ধ করিবে?" আমি বলিলাম, "হাঁ, আমাদের অবস্থা ত বুঝিতেছ; ৫৲ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দেওয়া বাবার পক্ষে কষ্টকর, কাজেই আমাকে পড়া বন্ধ করিতে হইবে।" এই কথায় মধু বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "কেন ভাই, টাকার জন্য তোমার পড়া বন্ধ হইবে, আমি ত আমার মায়ের কাছ থেকে অনেক টাকা জলপানি পাই, আমার টাকা হইতে তোমার স্কুলের বেতন দেওয়া চলিতে পারিবে।" ঐ বৎসর ৫ম শ্রেণীতে আমরা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, সুতরাং অল্পদিন মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাওয়ায় আমাকে মধুর অর্থসাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। কিন্তু একথা বলিয়া রাখি যে, মধুর টাকা গ্রহণ করিতে যে আমি কুণ্ঠিত হইতাম, তাহা নহে; আমি মধুকে এতই আপনার বলিয়া মনে করিতাম।"

মধুসূদন যখন সপরিবারে ফ্রান্সে ছিলেন, তখন তাঁহার এমনি দুরবস্থা হইয়াছিল, যে ঋণের দায়ে তাঁহার জেলে যাইবার উপক্রম

রাজ্যাধিপতি অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী ছিলেন, তিনি নীচ মুটের কাজ করিয়া তদুপার্জ্জিত অর্থে শ্রদ্ধা সহকারে কতকগুলি সামান্য শ্রেণীর ফকিরের সেবা করিতেন; কেমন বিচিত্র বৈরাগ্য ও উচ্চ সেবাব্রত!"

বর্ষাকাল ও দরিদ্রলোকের বাসগৃহ। এবৎসর বর্ষায় কলিকাতার কত খোলার ঘর যে পড়িয়া গিয়াছে, কত দরিদ্র পরিবার যে নিরাশ্রয় হইয়াছে, বলা যায় না। মফঃস্বলেও অনেক স্থানে নিশ্চয়ই এইরূপ বিপদ্ ঘটিয়াছে। এরূপ দুর্ঘটনাতে আমাদের একটা কথা মনে পড়িল। বিলাতে জর্জ্জ পীবডি নামক এক মহাত্মা দরিদ্রগণের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যকর কুটীর নির্ম্মাণার্থ অনেক টাকা রাখিয়া যান। তাহাতে লণ্ডনের অনেক ময়লা দুর্গন্ধময় পল্লীতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে গরিব লোকেরা সামান্য ভাড়া দিয়া বাস করে। তাহাদিগকে গৃহ বা পল্লী ময়লা করিতে, কিম্বা মাতলামি বা অপর কোন দুর্ব্ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না। বর্ত্তমান সময়ে লণ্ডনে কুমারী অক্টেভিয়া হিলও এইরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করাইতেছেন। গৃহগুলি থাকিতে ভাল; অথচ ভাড়াও অপকৃষ্ট অস্বাস্থ্যকর কুটীর অপেক্ষা বেশী নয়। কলিকাতা সহরে অনেক ধনী জমীদার আছেন। অধিকাংশ খোলার ঘর পূর্ণ বস্তিই তাঁহাদের। তাঁহারা যদি সস্তায় ছোট ছোট স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদেরও ক্ষতি হয় না, গরিব লোকেও খোলার ঘরের সমান ভাড়ায় ভাল ঘরে থাকিয়া সুস্থ শরীরে সুখে থাকিতে পারে।

বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ দেওয়া। গরিব চাষা ভূসা লোকের অন্নকষ্ট হইলেই তাহারা কর্জ্জ করিতে বাহির হয়। যাহাদের জমী যায়গা আছে, তাহারা মহাজনের কাছে ধান কর্জ্জ লয়। অপরে

গৃহের দু-একখানা রূপার অলঙ্কার এবং পরিশেষে তৈজস পত্রাদি বন্ধক দিয়া কর্জ্জ করে। ইহাদিগকে অত্যন্ত বেশী সুদ দিতে হয়। মাসে টাকায় চারি পয়সার কম সুদে ত ধার পায়ই না; কখনও কখনও টাকায় দু আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত সুদ দিতে হয়। সুতরাং ইহাদিগকে দু এক মাসের মধ্যেই সামান্য থালা ঘটীর দামের চেয়েও অধিক সুদ দিতে হয়। কাজে কাজেই মূল টাকা শোধ দিয়া ইহারা আর থালা ঘটীগুলি ছাড়াইতে পারে না। গ্রামে গ্রামে যদি কেহ কেহ সামান্য সুদে বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেন, তাহা হইলে গরিব লোকদের অনেক উপকার হয়, অথচ তাঁহাদেরও ক্ষতির কোন সম্ভাবনা থাকে না। অভাবে পড়িয়া কোন গরিব লোক ধার চাহিতে আসিলে একেবারে তাহার রক্ত শোষণ করিয়া লওয়া অতিশয় গর্হিত কার্য্য।

থিয়সফিষ্ট ধোপার কারখানা। আজ কালিকার দিনে জনহিতকর কার্য্যে মন না দিলে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা অপর সম্প্রদায়কে লোকে গ্রাহ্য করে না। তাই দেখিতেছি, ইংলণ্ডে থিয়সফিষ্ট দলের নেত্রী শ্রীমতী অ্যানি বেজাণ্ট গরিব লোকদের জন্য একটি ধোপার কারখানা খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইহাতে কলে কাপড় কাচা হইবে; এবং গরিব স্ত্রীলোকগণ অপেক্ষাকৃত অধিক বেতনে কাজ পাইবে।

বিলাতে দেবী চৌধুরাণী। পাঠকবর্গের বঙ্কিম বাবুর "দেবী চৌধুরাণী" পড়া আছে। পাঠিকা মহাশয়াদিগের ত আছেই। "দেবী চৌধুরাণী"র শিক্ষা প্রসঙ্গে বঙ্কিম বাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন, "ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের প্রতি আর একটি শিক্ষার আদেশ করিলেন, তাহা বলিতে লজ্জা করিতেছে, কিন্তু না বলিলেও কথা অসম্পূর্ণ থাকে।

দ্বিতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুর বলিলেন, 'বাছা, একটু মল্লযুদ্ধ শিখিতে হইবে।' প্রফুল্ল লজ্জায় মুখ নত করিল, শেষে বলিল, 'ঠাকুর, আর যা বলেন তা শিখিব, এটি পারিব না।'—ভ। এটি নইলে নয়।—প্র। সেকি, ঠাকুর? স্ত্রীলোক মল্লযুদ্ধ শিখিয়া কি করিবে?—ভ। ইন্দ্রিয় জয়ের জন্য। দুর্ব্বল শরীর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয় জয় নাই।" বিলাতী কাগজ পড়িতে পড়িতে দেবী রাণীর মল্লযুদ্ধ শিক্ষার কথা মনে পড়িয়া গেল। কুমারী শার্লট্ স্মিথ্ নাম্নী কোন মহিলা একখানা চিকিৎসা বিষয়িণী পত্রিকায় স্ত্রীলোকের ব্যায়াম শিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, পুরাকালে স্পার্টার রমণীগণ সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন; কারণ তাঁহারা ব্যায়ামনিপুণা ছিলেন। আমাদের দেশে যে সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা খোলা বাতাসে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া খায়, তাহাদের শরীর বেশ সুস্থ। অন্ততঃ তাহাদের আজি কালিকার প্রচলিত "ফিটে"র ব্যারামটা হয় না। তাহারা কথায় কথায় মূর্চ্ছা যাইতে জানে না। ভদ্র গৃহস্থদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদের জন্য কোন প্রকার শারীরিক শ্রমের বন্দোবস্ত না হইলে দেশের মঙ্গল নাই। কলিকাতায় যদি একটা প্রকাণ্ড মাঠ দেওয়াল দিয়া ঘিরিয়া স্ত্রীলোকদের বায়ুসেবনার্থ রাখা হয়, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। বঙ্কিম বাবু যে লিখিয়াছেন, "ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয় জয় নাই", ইহাও অতি সত্যকথা।

"কাণা অন্ধকে দয়া কর।" কলিকাতার যে কোন বড় রাস্তা দিয়া যাও, দু এক যায়গায় শুনিতে পাইবে, কোন অন্ধ করুণ স্বরে বলিতেছে, "বাবাগো, কাণা অন্ধকে দয়া কর।" আমাদের দেশে অন্ধকে দয়া করার কেবল এক অর্থ—ভিক্ষা দেওয়া। তাহা-

দিগকে অন্য কোনরূপে সুখী করিতে কেহ চেষ্টা করে না। মানুষের আত্মা পরম ধন। মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যদি মনেরই উন্নতি না হইল, তবে আর কি হইল? কিন্তু অন্ধদিগকে কেবা বিদ্যাশিক্ষা দেয়, কেবা তাহাদিগকে উপদেশ দেয়। জ্ঞানালোচনার সুখ হইতে, নিজের জীবিকা নিজে উপার্জ্জন করিতেছি, এই আত্মপ্রসাদ হইতে তাহারা বঞ্চিত। তাহারা কোন প্রকারে ভিক্ষালব্ধ অর্থে শরীর ধারণ করে। তাহার মধ্যে কেহ কেহ মাদক সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া পশু হইতেও অধম হইয়া পড়ে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত পাঠকবর্গ বর্ত্তমান সংখ্যার "দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণে" দেখিতে পাইবেন। আমরা গত বৎসর শ্রাবণ মাসে অন্ধের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে আমরা লিখিয়াছিলাম যে, ইংলণ্ডে "বিদ্যা-শিক্ষা ব্যতীত অন্ধগণ ঝুড়ি বুনিতে, বুরুশ, ঝাঁটা, গদি, মাদুর প্রভৃতি জিনিস তৈয়ার করিতে, বেত দিয়া চেয়ার বুনিতে এবং স্ত্রীলোকেরা মোজা বুনিতে ও সেলাই করিতে শিক্ষা করে।" এবার আরও দুই একটি খবর দিতেছি। এডিনবরা নগরী হইতে "হোরা জুকুণ্ডা" *(Hora Jucunda)* নামক একখানি মাসিক কাগজ বাহির হয়। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য অন্ধজনের চিত্ত-বিনোদন এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধন। ইহা ব্রেল অক্ষরে মুদ্রিত। (ব্রেল অক্ষরের বৃত্তান্ত গত শ্রাবণের "দাসী"তে লিখিত হইয়াছে)। ব্রেল অক্ষরে মুদ্রিত আর একখানি পত্রিকার নাম "শান্তা লুসিয়া" *(Santa Lucia)*। ইহাও অন্ধদিগের জন্য প্রকাশিত হয়; কিন্তু ইহাতে হোরা জুকুণ্ডা অপেক্ষা উচ্চ উচ্চ বিষয়ের প্রবন্ধ থাকে। বিলাতের প্রধান প্রধান গ্রন্থকার এবং প্রকাশকগণ এই পত্রিকার সম্পাদকগণকে নিজ নিজ পুস্তকাদি হইতে যে কোন অংশ অবাধে মুদ্রিত করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

কুমারী হজকিন নাম্নী দুই ভগিনী ইহার সম্পাদিকা। ইঁহারা অনেক ভাল ভাল বই অন্ধগণের পাঠোপযোগী ব্রেল অক্ষরে ছাপাইয়া একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। তাঁহাদের পত্রিকার পাঠকগণ সেই লাইব্রেরী হইতে কেবল ডাকমাশুল দিয়া পড়িবার জন্য বহি ধার লইতে পারিবেন। মেণ্টর (*Mentor*) নামক আর একটি পত্রিকা আমেরিকার বোষ্টন নগর হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা সাধারণ ইংরাজী অক্ষরে মুদ্রিত এবং অন্ধদিগের মঙ্গলার্থিগণের জন্য প্রকাশিত।

মূক ও বধিরদিগের জন্যও কাগজ আছে। তন্মধ্যে একখানির নাম *The British Deaf Mute and Deaf Chronicle*. এখানি পাক্ষিক পত্রিকা; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য দুই পেনী। ঠিকানা Howarth Place, Leeds. আর একখানির নাম *Our Deaf and Dumb*. ইহা ত্রৈমাসিক। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ১ পেনী। ঠিকানা—Midland Deaf and Dumb Institution, Friar Gate, Derby.

আমাদের দেশে কি অন্ধদের জন্য একটি স্কুল করা যায় না?

নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা আরোগ্যলাভ। নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরী পত্রিকায় মেজর জেনারেল ড্রেসন সাহেব রোগমুক্তির এক সহজ উপায় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এক উচ্চ পর্ব্বতে উঠিতে উঠিতে এই উপায় আবিষ্কার করেন। নিশ্বাস গ্রহণ দ্বারা রক্ত অম্লজান বাষ্পসংযুক্ত হয়। অম্লজান বাষ্প ব্যতীত মানুষ বাঁচিতে পারে না। এই বাষ্প বায়ুর একটি উপাদান। ইহা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বায়ুতে বর্ত্তমান থাকে। যতই উপরে উঠা যায়, বায়ু ততই হাল্‌কা ও সূক্ষ্ম হয়। সুতরাং নীচে থাকিলে এক নিশ্বাসে যত পরিমাণে অম্লজান শরীরের মধ্যে যায়, পর্ব্বতের উপরে উঠিলে তত যায় না। সুতরাং অতি উচ্চ পর্ব্বতে উঠিলে যেন নিশ্বাস বন্ধ হইবার মত

বোধ হয়। ড্রেসন সাহেবেরও একবার দেড় মাইল উচ্চ এক পাহাড়ে উঠিয়া এইরূপ বোধ হয়। তিনি খুব ঘন ঘন নিশ্বাস লওয়াতে অধিক পরিমাণে অম্লজান তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ আরাম বোধ করিলেন। তিনি বলেন, যখনই তিনি দূষিত বায়ুর মধ্যে বাস করার দরুণ কষ্ট অনুভব করিয়াছেন, তখনই ঘন ঘন নিশ্বাস লইয়া বেশ আরাম লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অনিদ্রা, মাথা ধরা, দাঁতের বেদনা, সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি কেবল ঘন ঘন নিশ্বাস লইলেই সারিয়া যায়। তাঁহার নিজের ঐ সকল পীড়া অনেকবার উক্ত উপায়ে সারিয়াছে। সকল চিকিৎসকগণই বলেন, যে স্বাস্থ্যের জন্য মুক্ত বাতাসে কিয়ৎক্ষণ ব্যায়াম করা আবশ্যক। তিনি বলেন, ব্যায়ামের আবশ্যক নাই। "ব্যায়াম কি করে? ব্যায়াম করিলে নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য খুব ঘন ঘন সম্পন্ন হয়। সুতরাং অম্লজান অধিকতর পরিমাণে রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। কিন্তু গৃহে বসিয়াও ইচ্ছা পূর্ব্বক ঘন ঘন নিশ্বাস লওয়া ও ফেলা যাইতে পারে। অভ্যাস করিলে মিনিটে ৫০ বার নিশ্বাস লওয়া যাইতে পারে।" ড্রেসন সাহেবের মতটা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয়।

পতিতারমণীগণের উদ্ধার। মুক্তি-সেনাদলের নেতা জেনারেল বুথ সাহেবের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ইঁহার পরিবারভুক্ত সকল নর নারীই মানবের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত। ইহাঁর এক পুত্রবধূর নাম শ্রীমতী ব্রাম্‌ওয়েল বুথ্। ইঁহার কার্য্য বিলাতের পতিতা রমণীগণের উদ্ধার সাধন। সম্প্রতি ইঁহার কার্য্য সম্বন্ধে Young Woman নাম্নী বিলাতী একখানি পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ইনি বলেন, "আমরা কোন পতিতা বালিকাকে একবার

হাতে লইলে ছাড়িয়া দি না। এই কার্য্য সাত বৎসর করিতেছি। ইতিমধ্যে ১৩টি উদ্ধারাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে ৮ হাজার ৬শত পতিতা স্ত্রীলোক ও বালিকা আশ্রয় পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৩৭৬১ জনকে চাকরী অথবা কোন সৎব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত করিয়া পাঠান গিয়াছে; ১৪৬৭ জনকে তাহাদের আত্মীয় বন্ধুবর্গের নিকট পাঠান হইয়াছে। পতিতা রমণীদিগকে আমি যখন প্রথম দেখি, তখন হইতেই আমি তাহাদিগকে ভালবাসি। তাহাদের প্রতি আমার প্রাণের টান আছে। আমি বোধ হয় প্রমাণ করিতে পারিয়াছি, যে কেবল তাহাদের প্রতি পবিত্র প্রেমই এই সকল হতভাগিনীদিগের উদ্ধার সাধনে সমর্থ।" Young Woman পত্রিকার কর্ম্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা, আপনি যে মুক্তিসেনার এত কাজ করেন, ইহাতে আপনার পারিবারিক কার্য্য ও জীবনের ক্ষতি হয় না?" তিনি বলিলেন, "না; আমার পাঁচটি ছেলেমেয়ে; সকলের বড়টির বয়স দশ বৎসর। আমাদের আয় বড় কম; সুতরাং ছেলেমেয়েদের কাপড় চোপড় বাড়ীতেই তৈয়ার করি; এবং নিজেই তাহাদের পড়া দি। আমি শনিবার ব্যতীত রোজ আফিসে সন্ধ্যা ৫টা ৬টা পর্য্যন্ত কাজ করি, এবং সপ্তাহে দু একটি প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করি। ইহা অবশ্য খুব বেশী খাটুনি, কিন্তু নানা রকমের কাজ করিলে মানুষ সহজে ক্লান্ত হয় না। সুতরাং ঘরকন্নার কাজ এবং ছেলেদের যত্ন করা ও শিক্ষা দেওয়া আমার পক্ষে এক রকম বিশ্রামকালীন আমোদের মতই বোধ হয়।" শ্রীমতী বুথ ৮ বৎসর নিরামিষ আহার করিতেছেন; তাঁহার পরিবারস্থ সকলেরই নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা।



ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা।



ভারতবর্ষের অনেক নগর, অনেক দৃশ্য, প্রাচীন কবিত্বের স্মৃতিবিজড়িত, প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষীস্বরূপ। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে নানাজাতীয় পর্য্যটকগণ ভারতভূমি দর্শনার্থ এখানে আসিতেন। এখনও দেশ বিদেশ হইতে কত লোক ভারতের প্রসিদ্ধ স্থান সকল দেখিবার জন্য আসিয়া থাকেন। অথচ আমরা সেই দেশে, সেই সকল স্থানও সেই সকল দৃশ্যের মধ্যে বাস করিয়া তাহার কোন সংবাদই রাখি না। ভারতের পূর্ব্ব গৌরব ও ভারতের অতীত ইতিহাসের জীবন্ত ছবিস্বরূপ অনেক দৃশ্য এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। অথচ আমরা তৎসমুদয় দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করি না। আমাদের দেশের সাধারণ নিরক্ষর লোকেরা ত ইতিহাস জানে না, ইতিহাস পাঠ করে না। কিন্তু যাঁহারা ভারতের ইতিহাস পাঠ করেন, তাঁহাদের নিকটও উহা কতকগুলি নীরস নাম এবং তারিখের তালিকা মাত্র। অথচ আমাদের হাতের কাছে এমন সকল উপকরণ রহিয়াছে, যদ্দ্বারা ইতিহাস শিক্ষা উপন্যাস পাঠ অপেক্ষাও প্রীতিকর হইতে পারে, যদ্দ্বারা ইতিহাস শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই জীবনকে কবিত্বরসময় এবং ধর্ম্মভাবপূর্ণ করিতে পারে।

ভারতভূমি পুণ্যক্ষেত্র। ইহাতে অসংখ্য সাধু মহাত্মা, অসংখ্য ধর্ম্মবীর, অসংখ্য স্বদেশপ্রেমিকের নশ্বরদেহ মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ এবং তাঁহাদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি দর্শন করিলে জীবনের গৌরব বৃদ্ধি হয়, আত্মার মূল্য বাড়িয়া যায়। দেশের দারিদ্র্যের কথা উঠিলেই সকলে বলেন :—"ভারতের এত খনিতে এত ধাতু আছে, ভারতের উর্ব্বরা ভূমিতে এত ফল শস্যাদি জন্মে ; শিল্প ও কৃষির উন্নতি হইলে এই সকলের দ্বারাই দেশের অভাব দূর হইতে পারে।" ধনোৎপাদনের উপকরণ গুলির সদ্ব্যবহার না হওয়ায় যেমন আমরা গরিব হইয়া রহিয়াছি, তেমনি অতীতসাক্ষী এই সকল স্থান ও দৃশ্যের সদ্ব্যবহার না হওয়ায় আত্মার অভাব দূর হইতেছে না। আমরা কেবল ধনের কাঙ্গাল নই ; আমরা ধর্ম্মের কাঙ্গাল, কবিত্বের কাঙ্গাল, জ্ঞানের কাঙ্গাল, প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমের কাঙ্গাল।

পুরাকালে তীর্থপর্য্যটন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করিত। বই পড়িতে না পারিলে কি হয় ? দেখিয়া শুনিয়া লোকে অনেক শিখিত। এখনও সাধারণ লোকদিগের মধ্যে তীর্থভ্রমণের রীতি হ্রাস পায় নাই। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রীতি নীতি, প্রাচীন কীর্ত্তি প্রভৃতি দেখিয়া হৃদয় প্রশস্ত এবং স্বদেশপ্রেম বর্দ্ধিত হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। বর্ত্তমানে শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে দেশভ্রমণ কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহার নাম আর তীর্থযাত্রা নাই, তাহার নাম বায়ু-পরিবর্ত্তন বা তদ্রূপ আর কিছু। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। বায়ু-পরিবর্ত্তন অথবা আমোদের জন্য দেশভ্রমণ নিন্দনীয় নয়, কিন্তু তীর্থযাত্রার মধ্যে যে একটি উচ্চ এবং মহৎভাব নিহিত থাকে, ইহাতে তাহা নাই। দেখিবার জিনিস সেই একই, কিন্তু

উভয়ে প্রভেদ আছে। তীর্থযাত্রার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ঔৎসুক্য দেখা যায়, সুধু দেশভ্রমণে তাহা নাই। তবে এখন কর্ত্তব্য কি ? পুনর্ব্বার তীর্থযাত্রার প্রথা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। ইহাতে অনেকে বলিবেন, "আজ কাল অনেকে আর দেব দেবীর অস্তিত্বে, তীর্থাদির মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করেন না ; তাঁহারা কেন তীর্থভ্রমণ করিবেন ?" ইহার উত্তর এই যে এরূপ লোকেরাও তীর্থভ্রমণ দ্বারা উপকৃত হইবেন। নানাদিক্ হইতে উপকার লাভের আশা আছে।

উড়িষ্যার দেবমন্দির সকল ও বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের জন্য নির্ম্মিত গিরি গুহাদি দেখিলে কে ভারতের পূর্ব্বগৌরবে অবিশ্বাসী থাকিতে পারে ? বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়িয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মিতেছে, যে আমরা সৃষ্টিকালাবধি পরাধীন নিকৃষ্ট জাতি। এই সকল অতীতসাক্ষী কীর্ত্তিমালা অন্য কথা বলে। বুদ্ধ গয়ার বৌদ্ধ-মন্দির এবং বোধিদ্রুম দর্শন করিলে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হয়। মনে হয়, কত সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইল, কিন্তু সেই যে এক রাজকুমার ধর্ম্মের জন্য, অক্ষয় শান্তির জন্য, সংসারে বিরাগী হইয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি এখনও জাগ্রত থাকিয়া সংসারকে পবিত্র করিতেছে। মনে হয়, এই অধঃপতিত জাতির মধ্যেও পুরাকালে এরূপ এক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, কি স্বদেশে কি বিদেশে মানবের মনোরাজ্যের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম আজিও কোটী কোটী মানবের সংসারক্লিষ্ট আঁধার হৃদয়ে আশার আলো আনিয়া দেয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, বুদ্ধ-গয়া সকলেরই তীর্থ-স্থান। ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধ নৃপতি অশোকের প্রস্তর স্তম্ভ সকল দৃষ্ট হয়। ইহাতে তাঁহার অনুশাসন

সকল খোদিত রহিয়াছে। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে জাতি, বর্ণ, এবং ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল প্রজাকে সমভাবে পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে পশুদিগের জন্যও হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল। অশোক তিন সহস্র বৎসরেরও অধিক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা হইতে কেবল যে ইতিহাস শিক্ষা হয়, তাহা নয়; ধর্ম্মলাভ হয়; যুগযুগান্তের শত শত ঘটনা, শত শত গম্ভীর দৃশ্য মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হৃদয়কে প্রশান্ত-গম্ভীর কবিত্বরসে আপ্লুত করে। বহুদূর যাইতে হয় না, এলাহাবাদের দুর্গের মধ্যেই একটি অশোক-স্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে। এক দিল্লীনগর এবং তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ধ্বংসাবশেষপূর্ণ ভূভাগ দর্শন করিলেই ভারতবর্ষের দুই সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। দিল্লী এবং আগ্রার সুন্দর সুন্দর প্রাসাদগুলি সম্রাট্‌গণের বিলাসিতার পরিণামের সাক্ষ্য দেয়। হায় মানব! মৃত্যুকালে তুমি তোমার জীর্ণ ভগ্ন কুটীর-খানি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ক্লেশ বোধ কর; আর দিল্লী ও আগ্রার স্বপ্নপুরীবৎ প্রাসাদগুলি আজ জনশূন্য। সম্রাট্‌গণকে ইহাদেরও মায়া ছাড়িতে হইয়াছিল। ভরদ্বাজাশ্রম, বিন্ধ্যাচল, চিত্রকূট প্রভৃতি দেখিলে কাহার হৃদয় ভারতের বর্ত্তমান দুর্গতির কথা ভুলিয়া অতী-তের প্রিয় স্বপ্নগুলির মধ্যে বিচরণ না করে? অমৃতসরের গুরুদরবার দেখিয়া কি কিছু শিখিবার, কিছু অনুভব করিবার নাই। দিল্লীর চাঁদনি চৌকের নিকটে কোতোয়ালির সম্মুখে নবম শিখগুরু টেগ্‌-বাহাদুর ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া বলেন, "তুমি যে গুরু তাহা কোন অলৌকিক কার্য্যদ্বারা প্রমাণ কর, নতুবা মুসলমান হও।" তিনি উভয়ের মধ্যে কোন প্রস্তাবেই

সম্মত না হওয়ায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। শেষে অনেক অনুরোধ উপ-রোধে তিনি অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইতে সম্মত হইয়া একখণ্ড কাগজে কি লিখিয়া তাহা গলদেশে ধারণ করিয়া বলিলেন, "এই মন্ত্রের বলে আমি এক্ষণে তরবারির আঘাত সহ্য করিতে সমর্থ।" তাঁহার কথার সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য সম্রাটের আদেশে জল্লাদ তখনই তাঁহার গলদেশে তরবারি আঘাত করিল। তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল। সম্রাট কৌতূহলী হইয়া কাগজটি পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা রহিয়াছে, "শির দিয়া, সার নাহি দিয়া।" (মস্তক দিয়াছি, কিন্তু ধর্ম্ম দি নাই)। এই কোতোয়ালির সম্মুখস্থ স্থান দর্শন করিলে নির্জ্জীব প্রাণেও তেজস্বিতার সঞ্চার হয়।

এলাহাবাদের গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের উপরেই দুর্গ। তন্মধ্যে অক্ষয়-বট, এবং অশোকস্তম্ভ। এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান ইতিহাসের একত্র সমাবেশ হইয়াছে। নদীর অপর কূলে ঝুঁসী নামক মনোরম স্থান। কথিত আছে, তাহা পুরূরবা রাজার রাজধানী ছিল। নাম প্রতিষ্ঠানপুর। এক্ষণে তথায় কতকগুলি সন্ন্যাসী বাস করেন। বর্ষাকালে আতটব্যাপী নদীস্রোতের উপর জ্যোৎস্নালোক পড়িলে সে স্থানের দৃশ্য বড়ই রমণীয় হয়। তখন সন্ন্যাসীদিগের কক্ষগুলির পাদদেশে কল কল নাদে জল প্রবাহিত হয়। স্থানটি দেখিলে শান্তি-ময় প্রাচীন আশ্রমের কথা মনে হয়। ভারতে ঈদৃশ স্থান আরও কত আছে। পুরাবৃত্তজ্ঞানলিপ্সা, ধর্ম্ম-পিপাসা, কবিহৃদয়সুলভ সৌন্দর্য্য-পিপাসা, সকলই এই সকল স্থানে পরিতৃপ্ত হয়। গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের উপর ভাসিতে ভাসিতে কালিদাসের সেই সুন্দর বর্ণনা মনে পড়ে। রাম লঙ্কা হইতে অযোধ্যা প্রত্যাগমন কালে পুষ্পকরথ হইতে সীতা-দেবীকে সঙ্গম দেখাইয়া বলিতেছেন :—

"ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈঃ, মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানাম্, ইন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব॥
ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং, কাদম্বসংসর্গবতীব পংক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা, ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব॥
ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসীতমোভিঃ, ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা, রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্য নভঃ প্রদেশা॥
ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব, ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি! বিভাতি গঙ্গা, ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥"

বর্ণনার স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে সীতা ও রাম চরিত্রের নির্ম্মল প্রভায় হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। এইরূপ ভারতবর্ষের কত স্থান কবির প্রতিভাগুণে চিরদিনের জন্য মানবের হৃদয়ে অতি প্রিয়স্থান অধিকার করিয়া আছে।

পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্যে প্রসিদ্ধ ঈদৃশ স্থান সকল কি বৃথাই রহিয়াছে? নবযুগে নূতনবিধ তীর্থযাত্রা না করিলে আর এসকলের মাহাত্ম্য আমরা সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করিতে পারিব না। তজ্জন্য আমরা কএকটি প্রস্তাব করিতেছি। (১) ছাত্রদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্কুল কলেজ হইতে যাত্রীর দল গঠিত হউক। এই দল ছুটির সময় এক এক প্রদেশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিবেন। তাঁহাদের সঙ্গে সেই সেই প্রদেশের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, পৌরাণিক বৃত্তান্ত, এবং কাব্যে বর্ণিত স্থান সমূহের বিবরণ, অবগত আছেন, এরূপ এক বা ততোধিক বিচক্ষণ ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক স্বরূপ থাকিবেন। কোনবার উড়িষ্যা, কোনবার দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, প্রভৃতি, কোনবার বা চিতোর, উদয়পুর প্রভৃতি স্থান এইরূপে পরিদৃষ্ট হইতে পারে। অবশ্য ছাত্রগণকে সকল বিষয়ে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিতে হইবে। নতুবা দেশভ্রমণের সম্পূর্ণ ফললাভ হইবে না। (২) বয়ঃপ্রাপ্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ একটি দল গঠন করিয়া নিজ নিজ কার্য্য হইতে কিয়দ্দিনের জন্য অবসর লইয়া এইরূপ একটি দল গঠন করিতে পারেন। তাঁহারা নিজেদের

মধ্যে ইতিহাসজ্ঞ ও কাব্যরস-গ্রাহী কাহাকেও নেতা নির্ব্বাচন করিতে পারেন। এবিষয়ে স্থানীয় লোকদিগেরও সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। এলাহাবাদ, দিল্লী কিম্বা আগ্রার লোক ঐ সকল স্থান সম্বন্ধে এমন অনেক বিষয় জানিতে পারেন, যাহা অন্যে জানে না। (৩) সাধারণ লোক এবং স্ত্রীলোকগণ দলে দলে তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের জন্য স্থানীয় লোকেরা ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কথকতার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। যেমন বুদ্ধগয়ায় "বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ" সম্বন্ধে কথকতা হইতে পারে। (৪) যখন কেহ সপরিবারে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইবেন, তখন তিনি নিজে পরিবার-বর্গকে সকল স্থানের ইতিহাস বলিতে পারেন।

এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, এক এক প্রদেশের দ্রষ্টব্য স্থান, কি উপায়ে তথায় যাওয়া যায়, ভ্রমণের ব্যয় কত পড়ে, প্রভৃতি বিষয়ক এক এক খানি পুস্তক থাকা উচিত। সাধারণ "রেলওয়ে গাইড্" অপেক্ষা এই সকল পুস্তক বিস্তারিত ভাবে লিখিত হওয়া উচিত।

দাসাশ্রমের দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ।

ভগবানের কৃপায় আর এক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া দাসাশ্রম তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। এই বৎসর সর্ব্বশক্তিমান্ বিধাতার অনন্ত শক্তি ও দয়ার প্রমাণ আমরা পদে পদে পাইয়াছি। সর্ব্বাগ্রে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি ও বার বার প্রণাম করিয়া নব বর্ষের কার্য্য আরম্ভ করিতেছি। তৎপরে আমাদিগের পরামর্শদাতা, উৎসাহদাতা, চাঁদা-দাতা, ও "দাসী"র গ্রাহকগণকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি।

সেবালয়।—গত বৎসর সেবালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ১২৮টী রোগী, অনাথ বালক বালিকা, স্থায়ী আতুর ও পতিতা রমণী আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩২ জন

আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে, ৩৬ জনকে ভিন্ন ভিন্ন হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে, ৩৩ জন সেবালয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, ১১ জন আতুর স্থায়ী আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে, (তাহাদের মধ্যে এক জনের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে), দুইজন পতিতা রমণীকে মুক্তি সেনার উদ্ধারাশ্রমে প্রেরণ করা হইয়াছে, তিন জন অনাথ বালক বালিকার মধ্যে ২ জনকে আমাদের একজন সভ্য লইয়া যান, অপর একজন সেবালয়ের কাজ কর্ম্ম করিতেছে, ৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ও ৪ জন সেবালয়ে থাকিয়া চিকিৎসিত হইতেছে। হাঁসপাতালে যতদূর সম্ভব রোগী পাঠান হইয়াছে, কারণ সেখানেও চিকিৎসার সুব্যবস্থা হয়। তাহাতে যে টাকা বাঁচে, তদ্দ্বারা অনেক স্থায়ী আতুরের সেবা হয়। গত বৎসর দাসাশ্রম এই ভাবে কার্য্য করিয়াছেন যে অনেক হাঁসপাতাল থাকাতে রোগীদের অসুবিধা হয় না। তবে, রোগীদিগকে রাস্তা অথবা বিদেশ হইতে আনিয়া যত্নপূর্ব্বক হাঁসপাতালে স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহাদের সংবাদ লইয়াছেন। যাহারা হাঁসপাতালে আশ্রয় পায় না এরূপ রোগী ও অল্পসংখ্যক অন্যান্য রোগীও সেবালয়ে রাখা হইয়াছে। চিকিৎসা কার্য্যে বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য বি, এ, এম, বি, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বাবু চন্দ্রশেখর কালী, এল, এম, এস ও বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ রায় আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। আমরা এবৎসর স্থায়ী আতুরদিগকে সেবালয়ে আশ্রয় দানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি। কারণ কোনও হাঁসপাতালে ইহাদিগকে আশ্রয় দেয় না, অথবা ইহাদের আশ্রয়-স্থান আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। Little Sisters of the Poor দিগের আশ্রমে খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া অনেকে যাইতে চাহে না, এবং তাঁহারাও ৬০ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক আতুরকে গ্রহণ করেন না।

গত বৎসর সেবালয়ের রোগীদের পথ্যাদির জন্য সর্ব্বশুদ্ধ ৬৪৯৷৷/০ ব্যয় হইয়াছে, এবং প্রত্যেকের জন্য ৫/১৫ করিয়া পড়িয়াছে। বাটী ভাড়া ও চাকরাদির বেতন প্রভৃতি অন্যান্য খরচ সর্ব্বশুদ্ধ ৪৮৩৷৷/৫ এবং প্রত্যেক রোগীর জন্য ৩৸১৫ পড়িয়াছে। গত বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ২২৩৭।০ আয় হইয়াছে। তন্মধ্যে দাসীর ফণ্ড হইতে সাহায্য ৪৭৮৷৷৵১০, পূর্ব্ব বৎসরের জমা টাকা হইতে গৃহীত ৪৬৲, অবশিষ্ট দান প্রাপ্ত ১৭১২৷৷১০। গত বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ খরচ ২২৩০৸৵০ হইয়াছে। তন্মধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ঔষধ ২৫৩৵৫, পথ্যাদি ৬৪৯৷৷/০, বাটীভাড়া আদি ৪৮৩৷৷/৫, জালালপুরে যাওয়ার খরচ ৫০৲, দুর্ভিক্ষে সাহায্য ২০।০, কার্য্যকারকগণের খরচ ৫৪৸০, আসবাব খরিদ ১৬৩৸১০, স্থায়ী ফণ্ডে জমা ১২৫/১০, ও অন্যান্য খরচ ৪৩০৷৷৵১০। মোট জমা ২২৩৭।০, মোট খরচ ২২৩০৸৵, হস্তেস্থিত ৬।৵০।

ক্রমে ক্রমে সর্ব্বশুদ্ধ ৮টী দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। এই সকল দাতব্য চিকিৎসালয়ে গতবৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ১০৫৬ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৫৮৯ জন পুরুষ ও ৩৩৭ জন স্ত্রীলোক, অপর ১৩০ জনের সম্বন্ধে কিছু

জানা যায় নাই। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৮৪ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও ৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। অবশিষ্ট সকলেই প্রায় আরোগ্য লাভের পূর্ব্বেই চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়াছে, অথবা আরোগ্যলাভের পর আর সংবাদ প্রদান করে নাই। গত বৎসর দাতব্য চিকিৎসালয় গুলির জন্য সর্ব্বশুদ্ধ ২৫৩৵৫ এবং গড়ে মাসে ২১/১০ খরচ হইয়াছে।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

সেবালয়।—জুন মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১ জন আতুর সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। দেবীসুরা, ২। পদ্মমুখী, ৩। কুদি, ৪। দামো, ৫। রামজি, ৬। কুসুম, ৭। কেদার, ৮। রামচরণ বসু, ৯। রাজেন্দ্রনাথ দাস। ইহারা সকলেই জালালপুরে। সেখানে কাহারও কাহারও জ্বর হইয়াছিল, ভাল হইয়াছে, কেহ কেহ এখনও ভুগিতেছে। (৮) রামচরণ বসু। জাতিতে কায়স্থ, নিবাস মেদিনীপুর জেলায়, বয়স আন্দাজ ৭০ বৎসর। এই বৃদ্ধের সেবা করিতে জগতে আর কেহ নাই। এটি স্থায়ীভাবে সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া জালালপুর গমন করিয়াছে। (৯) রাজেন্দ্রনাথ দাস। ইহার বয়স আন্দাজ ১৬ বৎসর। জাতিতে কায়স্থ, নিবাস বিক্রমপুর। ইহার বৃদ্ধা জননী রোগশয্যায় শায়িত বলিয়া ইহার আত্মীয় বাণিকদহ স্কুলের শিক্ষক বাবু রজনীকান্ত গুহ মহাশয় নিজে অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সেবালয়ে আনয়ন করেন। বালক একেবারে উত্থানশক্তিরহিত, জন্মাবধি এই দশাপন্ন ; বিছানাতেই মলমূত্রত্যাগ করে। ইহাকে জালালপুরে পাঠান হইয়াছে।

১০। পার্ব্বতী।—গয়া হইতে এই হতভাগিনীকে আনা হইয়াছিল। আজ পার্ব্বতী নাই। প্রথমতঃ অল্প অল্প জ্বর হয় ও অবশেষে হঠাৎ কণ্ঠনালী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া আহার বন্ধ হয়। কয়েক দিন কষ্টে অল্প অল্প দুগ্ধ পান করান গিয়াছিল, কিন্তু আর আহার করান অসম্ভব হইল। সেজন্য অল্পদিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইল। ভগবান্ তাহার আত্মাকে শান্তি দান করুন।

১১। বাবুরাম, ১২। কামিনী। পূর্ব্ববৎ কলিকাতায় আছে।

১৩। জগুসিং।—ইহার পীড়ার নানা প্রকার উপসর্গ হওয়াতে, ও রোগ অত্যন্ত সাংঘাতিক বোধ হওয়ায় ইহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

১৪। নির্ম্মলা।—বয়স ১১ বৎসর, নিবাস বাগআঁচড়া। পীড়া পুরাতন জ্বর, গালে ঘা, প্লীহা ও যকৃত। অবস্থা তত ভাল নহে। ইহার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সুবিধা মনে না করায় রোগীকে অন্যত্র লইয়া গিয়াছেন।

১৫। গোলাপী।—নিবাস হাবড়া। রোগ হিষ্টিরিয়া। রোগ চিকিৎসা দ্বারা সহজে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

১৬। আবদুল মাজিদ।—নিবাস বন্দিপুর। বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর। রোগ অত্যন্ত জঘন্য দেখিয়া হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

১৭। হামাজাদ্দ।—নিবাস বারপালা, বয়স ৩০ বৎসর। ইহার কেহ নাই। একটি স্ত্রীলোক ইহাকে এখানে রাখিয়া যায়। রোগ গলায় ঘা। কিছু পরে ইহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

১৮। কানাই।—বয়স ৩৫। বাবু ত্রিগুণাচরণ সেন, বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইহাকে রাস্তা হইতে পাঠাইয়া দেন। সম্পূর্ণ অন্ধ। স্থায়ীভাবে থাকিবে বলিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু দুই এক দিনের মধ্যেই ভিক্ষা করিতে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইল। কারণ সে গাঁজা খাইত। এখানে গাঁজা পাইত না। ইহা যে অবিচারিত দানের বিষময় ফল তাহাতে আর সন্দেহ কি? সে আবার বৃষ্টিতে কষ্ট পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু গাঁজা না পাঁওয়ায় চলিয়া গিয়াছে।

১৯। নব মাহাঁত।—বয়স প্রায় ৬০।৭০ বৎসর। দাসাশ্রমের চাকর ছিল, কিন্তু জ্বর ও কাশ রোগে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়ায় সেবালয়ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে।

২০। সেলাব।—নিবাস গাজিপুর। বয়স ৪০ বৎসর। বাবু যোগানন্দ দাস রাস্তা হইতে ইহাকে উঠাইয়া লইয়া আইসেন। রোগ জ্বর ও উদরাময়। আরোগ্য লাভ করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

২১। ফুলমিন।—বনগ্রাম হইতে কাজি নিবাজদৌলা ইহাকে আনয়ন করেন। বয়স ৯ বৎসর। রোগ পুরাতন জ্বর। সুবিধা বোধ না করাতে চলিয়া যায়।

২২। বুড়ী।—রাস্তা হইতে কুড়াইয়া লইয়া আসা হয়। বয়স প্রায় ৯০ বৎসর। ইহার কোনও রোগ ছিল না, তবুও বলিত ডাক্তার তিনবার করিয়া আসা চাই। অবশেষে বলিল, "আমি কি ভাত ডাল খাইতে এখানে আসিয়াছি? বাবুর বাড়িতে সন্দেশ খাব, রসগোল্লা খাব। এ না হলে আমি কেবল ভাত খাইয়া থাকিতে পারিব না।" এই বলিয়া বুড়ি চলিয়া গেল। এই বৃদ্ধা অবিচারিত দানের কুফলের আর একটি প্রতিমূর্ত্তি।

২৩। রাজকুমার সিং।—নিবাস গইলা। বয়স ৪০ বৎসর। রোগ পক্ষাঘাত। চিকিৎসা হইতেছে।

২৪। শ্যামা।—বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। রোগ অর্শ ও শূল বেদনা। কয়েক দিবস চিকিৎসায় উপশম হইয়াছিল। তৎপরে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

২৫। রামচরণ দাস। নিবাস যশোহর। বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। রোগ দুর্ব্বলতা ও হাঁটুতে বেদনা। আহারাদি করিয়া একটু একটু বল পাইতেছে।

২৬। ক্ষেত্র।—নিবাস শোভাবাজার। বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। রোগ আমরক্ত।

সেবালয়ে থাকিয়া প্রায় আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু লুকাইয়া বার বার গাঁজা খাওয়াতে হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

২৭। ভূষণ।—নিবাস কলিকাতা। বয়স ৩৫ বৎসর। রোগ শোথ। যাহা ইচ্ছা তাই খাইতে না পাওয়াতে কয়েক দিবস পরে চলিয়া যায়।

২৮। মতি।—বয়স ২৮ বৎসর। রোগ বাত। রাস্তা হইতে উঠাইয়া আনা হয়। কয়েক দিবস পরে রাখা অনাবশ্যক বোধে বিদায় দেওয়া হয়।

২৯। পাঁচু।—নিবাস শিবহাটী। বয়স ৩০ বৎসর। রোগ যকৃত স্ফোটক। বাবু প্রমথনাথ বসু ইহাকে সেবালয়ে রাখিয়া যান। রোগ গুরুতর বোধে মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

৩০। দুর্গাতারিণী।—নিবাস কলিকাতা। বয়স ৭০ বৎসর। সম্পূর্ণ অন্ধ। একজন ভদ্রলোক ইহাকে খাইতে দিতেন। তিনি অসমর্থ হওয়াতে বাবু দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাকে সেবালয়ে প্রেরণ করেন। এখানে স্থায়ীভাবেই থাকিবে।

৩১। * *।—বয়স প্রায় ২২ বৎসর। ভদ্রলোকের মেয়ে। কোনও ভদ্র বংশজাত ও অবস্থাপন্ন লোকের স্ত্রী। স্বামী বর্ত্তমান। এক পাষণ্ড ইহাকে ভুলাইয়া লইয়া আইসে। অবশেষে আসন্নপ্রসবা দেখিয়া নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া পলায়। একজন ভদ্রলোক ইহাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। অনেক বুঝাইয়া ইহাকে মুক্তি সেনার উদ্ধারাশ্রমে দিয়া আসা হইয়াছে।

দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির কার্য্যবিবরণ।

জালালপুর। জ্বর ৩, অজীর্ণ ১, উদরাময় ১। মোট ৫, পুরুষ ৩, স্ত্রী ২। আরোগ্য ৩, চিকিৎসাধীন ২।

নওগাঁ। জ্বর ১, কাশি ২, উদরাময় ৪, অর্শ ১, দন্তশূল ১। মোট ৯। পুরুষ ৭, স্ত্রী ২। আরোগ্য ২, ত্যাগ ১, চিকিৎসাধীন ৬।

সূর্পানগর। বাত ১, জ্বর ১, পেট বেদনা ২, বমন ২, চক্ষুপ্রদাহ ১, ওলাউঠা ১, অন্যান্য ৬। মোট ১৪। পুরুষ ৫, স্ত্রী ৯। আরোগ্য ৮, ত্যাগ ৫, চিকিৎসাধীন ১।

নলধা। জ্বর ১৭, স্ত্রীরোগ ২, ক্ষত ১, কৃমি ২, কফকাশ ৫, রক্তামাশায় ২, বাত ১, স্নায়ু দুর্ব্বলতা ১, মাথাধরা ২, অজীর্ণ ৩, অন্যান্য ২। মোট ৩৮, পুরুষ ১৮, স্ত্রী ২০। আরোগ্য ২১, ত্যাগ ৫, চিকিৎসাধীন ৯, ফল অজ্ঞাত ৩।

চেরাপুঞ্জি। দন্তরোগ ২, খোস ১, অজীর্ণ ৭, কাশি ৬, স্নায়ুরোগ ১, জ্বর ১২, স্ত্রীরোগ ৪, শিরোরোগ ৩, অঙ্গহীনতা ২, কৃমি ৪, দন্তোদ্গম ১, পার্শ্ববেদনা ২, শূল ২, স্নায়ুদুর্ব্বলতা ১, উদরাময় ৭, ক্ষত ২, পক্ষাঘাত ১, বধিরতা ১, আমাশয় ১, বিষাক্তব্রণ ১, মোট ৬৮। পুরুষ ৪৪, স্ত্রী ২৪। আরোগ্য ৩১, চিকিৎসাধীন ১০, ত্যাগ ৬, ফল অজ্ঞাত ১৭।

কোঁড়ামারা। জ্বর ৫, নালী ২, অন্যান্য ৩। মোট ১০, পুরুষ ১০। আরোগ্য ৭ চিকিৎসাধীন ৩।

কলিকাতা। চর্ম্মরোগ ১, জ্বর ১, ক্ষত ২। মোট ৪। পুরুষ ৩, স্ত্রী ১। আরোগ্য ৩, চিকিৎসাধীন ১।

দান প্রাপ্তি।

বস্ত্রাদি। বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কোট ৫, পেণ্টালুন ৩, ব্রাহ্ম বালিকা বোর্ডীং হইতে প্রাপ্ত ধুতি ৩, জ্যাকেট ২, কম্ফর্টার ১।

অর্থ। চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ উপলক্ষে ৪, গিরিশচন্দ্র মিত্র ৫, পার্ব্বতী নাথ দত্ত ৩, গিরিশচন্দ্র মিত্র ৪, রেবতীকান্ত নাগ ১, অজ্ঞাত দাতা ১, যদুনাথ মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর হাজারিবাগ ১০, চন্দ্রমোহন সাহা ভাণ্ডারিয়া ২, কোন অজ্ঞাত দাতা ।৵০, গিরিশচন্দ্র গুপ্ত কটক ৫, নগেন্দ্রকুমার ঘোষ ২, রতিকান্ত মজুমদার ১, শচীন্দ্রমোহন বসু ১০, মুকুন্দলাল সরকার ১, শ্রীমতী ষোড়শীবালা দাস গুপ্তা মুষ্টি ভিক্ষাদ্বারা ॥/১০, শ্রীমতী চন্দ্রকুমারী সেন মুষ্টি ভিক্ষাদ্বারা সংগ্রহ ।৵১০, মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারা উমাপদ রায় ।০, ভাই বোন সেনহাটী ৫, অমৃতলাল গুপ্ত ১, পশুপতি নাথ বসু ১, a poor man ২, W.Dehone Esqr. ॥০, J. Patterson Esqr. ১, D. Radford দ্বারা সংগৃহীত ৪৸০, H. Mitter ১, দয়াময় চট্টোপাধ্যায় ॥০, হিরণ্ময় প্রামাণিক ॥০, অম্বিকাচরণ রায় ।০, শ্রীকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ॥০, শশিভূষণ বসু ৵০, শিবচন্দ্র রায় ৵০, শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দে ২, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি নন্দির কন্যার বিবাহ উপলক্ষে গ্রামভাটী আদায় ৯, বাণীকান্ত দে ১, জনৈক ভদ্রমহিলা C/o S. N. Das, জ্যৈষ্ঠ মাসের চাঁদা ১, গোবিন্দ নারায়ণ সিংহ ৩, শ্রীমতী স্বর্ণলতা দত্ত ১, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী জ্যৈষ্ঠ মাসের চাঁদা ১, বালক বোর্ডিং হইতে প্রাপ্ত ১॥/০ বাক্সে প্রাপ্ত ১।৫, একজন বন্ধু ৶৭॥, একজন বন্ধু পটুয়াখালি ৫, দিগিন্দ্রশঙ্কর দাস গুপ্ত ১, মোট ৯৫৸৵১২॥।

আয় ব্যয়।

জমা। দান প্রাপ্ত ৯৫৸৵১২॥, কাগজ ও ছবি বিক্রয় ।৵৫, দাসী ফণ্ড হইতে ৮৫৸৫, ঋণ ৮০।০, পূর্ব্ব মাসের হস্তে স্থিত ৬।৵০, মোট ২৬৮॥৶২॥।

খরচ। পথ্যাদি ৪৩/১৫, ঔষধ ৪৸০, গাড়িভাড়া ১৸৶৫, জালালপুর সেবালয়ের জন্য ৫৯।৶৫, রোগীর বাটী যাইবার খরচ ৯॥১৫, আদায়কারীর খরচ ১০॥৵০, দুধ ১০॥৶৫ ডাক খরচ ।১০, কুলী /১০, কাগজ ।১৫, অএল ক্লথ ৸/০, প্রোব ॥০, প্লেট ও গেলাস ১॥১০, রাঁধুনীর বেতন ৮।০, কর্ম্মচারীর বেতন ২৩৶০, বাটীভাড়া ৭০, পশ্চিমে জমী দেখিতে যাইবার খরচ ৮, কড়াই ৸০, মোট ২৫৩৸/১০। হস্তে স্থিত ৪৸/১২॥।

মে মাসে খুলনা ও বরিশাল হইতে সংগৃহীত দান আগামীবারে স্বীকৃত হইবে।



দাসী

কেট্ মার্সডেন।

(২)



যখন কুমারী মার্সডেন কুষ্ঠরোগীদিগের প্রকৃত আবাসস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি যাহা দর্শন করিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। কঠিন পুরুষ-হৃদয়ও সে দৃশ্যে বিগলিত হয়। রুসিয়ার কুষ্ঠ-রোগীদিগের প্রকৃত অবস্থা, এ পর্য্যন্ত যাহা সভ্য জগতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা শতগুণে ভয়ঙ্কর। যখনই কোন পুরুষ, রমণী, এমন শিশুও কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়, তখনই তাহার গ্রামে বাস করিবার অধিকার লুপ্ত হয়। সেই দিন পিতা মাতার স্নেহ, আত্মীয়, স্বজন ও বন্ধুবর্গের ভালবাসা সকলই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। মানবের আবাসস্থান হইতে বহুদূরে নিবিড় কাননান্তরে সে বিতাড়িত হয়। এইরূপ অবস্থায় নিতান্ত অল্পবয়স্ক শিশুর মৃত্যু নিশ্চয়; কারণ যদি বা তাহারা সৌভাগ্যবশতঃ ভল্লুকের মুখ হইতে রক্ষা পায়, তথাপি অনাহারে বা অল্পাহারে শরীর কয়দিন টিকিতে পারে? এই হতভাগ্যগণ কাজেই মানবের বাসস্থান হইতে

বিতাড়িত হইয়া এক এক স্থানে কুষ্ঠরোগীদিগের গ্রাম নির্ম্মাণ করে। সেইখানে ইহারা পরস্পরের সাহায্য ও আত্মরক্ষার্থ একত্রে বাস করে এবং রুসিয়ার দীর্ঘ শীত ঋতুতে গৃহ অগ্নিবেষ্টিত করিয়া একত্রে রাত্রি যাপন করে। যতদিন একজন কুষ্ঠরোগীর অঙ্গুলিগুলি একেবারে খসিয়া না যায়, ততদিন সে আপনি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারে, কিন্তু অঙ্গুলিগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলে অপরের সাহায্য ভিন্ন শীত-ঋতুতে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়; কারণ এই সকল স্থানে আট নয় মাস শীত থাকে। কোন কোন রোগীর আত্মীয় স্বজনগণ দয়াপরবশ হইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহাদিগের জন্য আহারীয় রাখিয়া চলিয়া যায়। তাহারা তৎপরে যাইয়া তাহা লইয়া আইসে।

কুমারী মার্সডেন এইরূপ ত্রয়োদশটি কুষ্ঠগ্রাম দর্শন করেন। গভীর অরণ্যে নিশাকালে তাঁহারা তাম্বু খাটাইয়া তাহাতে রাত্রি যাপন করিতেন; কোন আকস্মিক বিপৎপাতের আশঙ্কায় বন্দুক কাছে লইয়া সজাগ হইয়া নিদ্রা যাইতে হইত। তাম্বুর বাহিরে আখোটস্কবাসিগণ ভল্লুকের ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে জাগিয়া থাকিত। ভল্লুকের উৎপাতে তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা সুবিধা পাইলেই পথিকদিগকে আক্রমণ করে। তাহারা দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকিলেও অশ্বগণ তাহাদিগের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বুঝিতে পারে এবং নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠে।

একদিন কুমারী মার্সডেনকে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা ভেদ করিয়া গমন করিতে হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন:—

"একদিন রাত্রিকালে আমরা এক বিস্তৃত অরণ্যে উপস্থিত হইলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম যে অশ্বগণ পদদ্বারা এক প্রকার কেমন শব্দ করিতেছিল, যেন তাহারা ফাঁপা জমীর উপর দিয়া যাইতে

ছিল। সঙ্গীরা আমাকে বলিল যে অদূরে তৃণপূর্ণ ভূমিতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছিল। ইহার অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল পরেই আমি দূরে অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলাম। নিকটবর্ত্তী হইয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা ভীষণতায় নারকীয়। আমাদিগকে একেবারে তাহার মধ্য দিয়া গমন করিতে হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল প্রজ্বলিত ভূখণ্ড হইতে অগ্নিশিখা ও ধূম উদ্গীরিত হইতেছে। আমার সম্মুখে পথপ্রদর্শক কোন রূপে অগ্রসর হইতেছিল; আমিও অশ্বপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিতেছিলাম। কিন্তু সময় সময় আমাদিগের অশ্বগণ অগ্নি-গর্ভ গর্ত্তমধ্যে পদক্ষেপ করিতেছিল; তখন তাহারা ভীতি-বিহ্বল হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিল। তাহাদিগকে আয়ত্তাধীন রাখা বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিতেছিল। সেই ধূমে অনুক্ষণ পথানুসরণজনিত শ্রমে আমাদিগের দৃষ্টি ক্লেশযুক্ত ও ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। কিছুক্ষণ নিরাপদে কাটিয়া গেল। তদনন্তর পশ্চাদ্দেশ হইতে সহসা এক ভীষণ শব্দ শ্রুত হইল। আমি পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, কিন্তু অগ্নিশিখা ও ধূম ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; কিন্তু শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আমাদিগের অশ্বগণ অস্থির হইয়া উঠিল এবং তাহাদিগকে বশীভূত রাখা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময় ঘটনা কি আমরা তাহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবার পূর্ব্বেই আমাদিগের একটী ভার-বাহী অশ্ব বেগে ধাবিত হইয়া আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখা গেল ঐ অশ্বের পৃষ্ঠে নিবদ্ধ দুইটি বাক্সের মধ্যে একটির বাঁধন আল্‌গা হইয়া সশব্দে অপরটির উপর পতিত হওয়ায় অশ্ব চমকিত হইয়া এইরূপ প্রচণ্ড বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। অশ্বটি আমার দিকেই ধাবিত হইতেছিল এবং আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী ব্যক্তি তাহাকে কশাঘাত না করিলে, সে আমার উপর

পতিত হইয়া আমাকে বিনষ্ট করিত। তাহার পৃষ্ঠস্থ বাক্স দুইটি আমার অশ্বের পদসংলগ্নও হইয়াছিল। সেই অশ্ব অধিকতর ভীত হইয়া সেই অগ্নিশিখা ও ধূমরাশির মধ্যে প্রবেশ করিল—তাহাকে থামাইয়া রাখা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইল। তখন আমরা আমাদিগের অশ্বগণকে সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই পথ অতিক্রম করিয়া আমরা এক অন্ধকারসমাচ্ছন্ন, বিস্তৃত নিবিড় কাননে প্রবেশ করিলাম; কিন্তু ধূম এবং অগ্নিশিখার মধ্য দিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার পর আমি চক্ষে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না। আমার চক্ষু দিয়া অশ্রু পতিত হইতেছিল এবং আমার অশ্বের অবস্থাও এরূপ হইয়াছিল, যে সে ক্রমাগত বৃক্ষের শিকড়ে আঘাত পাইয়া পড়িতেছিল।"

কি ভীষণ কষ্ট! কিন্তু ইহাতেও এক মুহূর্ত্তের জন্য কুমারী মার্সডেনের সংকল্প টলিল না।

কুমারী মার্সডেনের এইরূপ ব্যবহারে কুষ্ঠরোগিগণ যে কত কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। মানব-সমাজ হইতে বিতাড়িত হইবার পর এইরূপ শুশ্রূষা ও সুখ প্রাপ্তির আশায় তাহাদিগের নয়ন হইতে অশ্রুধারা পতিত হইয়া তাহাদিগের ব্যাধি-বিকৃত বদনমণ্ডল সিক্ত করিয়াছিল।

এই সকল কুষ্ঠগ্রামে অপরিষ্কারজনিত এক প্রকার উৎকট দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। কুমারী মার্সডেন দেখিয়া আসিয়াছিলেন, এই রূপ চিকিৎসক-হীন অবস্থায় আবার এক গ্রামে বসন্ত রোগ প্রবেশ করিয়াছিল। একস্থানে কুমারী মার্সডেন একটি সুস্থকায়া বালিকাকে উদ্ধার করেন। হতভাগিনীর মাতার কুষ্ঠ ছিল; সেই জন্য গ্রাম-বাসিগণ তাহাকেও গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। তিনি স্থানে স্থানে দুই একটি কুষ্ঠরোগী দেখিয়াছেন, তাহারা ভল্লুকের হস্ত

হইতে আত্মরক্ষার জন্য একটি একটি কুকুর মাত্র লইয়া মানব-জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে একাকী বাস করে। যাহাদিগের গাভী নাই, তাহারা বৃক্ষের ছাল ও পচা মৎস্যাদি ভোজন করিয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করে। এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কুষ্ঠগ্রাম হইতে মধ্যে মধ্যে নিকটস্থ পল্লীগ্রামে যাইয়া পরিত্যক্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিত। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি ইহা অবগত হইয়া আজ্ঞা প্রদান করেন যে তাহার বস্ত্রাদি কাড়িয়া লওয়া হউক, তাহা হইলে সে লজ্জায় আর লোকসমাজে আসিতে পারিবে না। ইহার ফল কি ভীষণ! বস্ত্রাভাবে সেই শীতে হতভাগিনীর রক্ত শীতল হইয়া জমিয়া গেল; সেই উলঙ্গ অবস্থায় আবরণাভাবে হতভাগিনী প্রাণত্যাগ করিল।

এই সকল পরিদর্শন ও শ্রবণের পর কুমারী মার্সডেনের কুষ্ঠরোগী-দিগকে একত্রিত করিয়া এক স্থানে বাস করাইবার সংকল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। রুসিয়ায় এই সদনুষ্ঠানের সাহায্যার্থে অর্থও সংগৃহীত হইয়াছে। মস্কৌবাসিগণ কুমারী মার্সডেনের বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং চিকিৎসকদিগের প্রধান সভাও তাঁহাকে এই কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। শুনা যায়, যে তিনি রুসিয়া হইতে এক প্রকার বৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, যাহার গুণে কুষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইলেও কমিয়া যায়।

কুমারী মার্সডেনের নিকট কুষ্ঠরোগীদিগের অবস্থা অবগত হইয়া প্রিন্সেস্ স্যাকোভস্কির ভগিনী সম্প্রদায়ের পাঁচজন ভগিনী এই হতভাগ্যদিগের অবস্থা পরিদর্শন ও শুশ্রূষা করিবার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন।

মিষ্টার পেবিডোনোজেফ প্রথম-সংগঠিত কুষ্ঠগ্রামে একজন ধর্ম্ম-যাজক প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং কুষ্ঠরোগীদিগের অভাব

সাধারণকে জানাইবার জন্য এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাহার ত্রিশ সহস্র খণ্ড বিতরণ করিয়াছেন।

ইহাতে আর এক সুফল ফলিয়াছে। কুমারী মার্সডেনের দৃষ্টান্তে সভ্যজগতে অনেক হৃদয় কুষ্ঠরোগীদিগের দুরবস্থা নিবারণে চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেকে অন্ততঃ এই হতভাগ্যদিগের জন্য অশ্রু বর্ষণ করিতে ও তাহাদিগের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতে শিখিয়াছেন—কুষ্ঠরোগীদিগের ভবিষ্যৎ ভাগ্যাকাশ হইতে দুঃখের ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে।

কুমারী কেট্ মার্সডেনের, মানব জগতের হতভাগ্য অংশের জন্য দয়াপরবশ হইয়া, ভীতিময় রুসিয়ার কাননদেশে ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে, বোধ হয় যেন আমরা কোন সুকবির কল্পনাপ্রসূত উপন্যাস পাঠ করিতেছি। তিনি একবারও বিপদের বা আপন জীবন-নাশের সম্ভাবনাতে ভীত হয়েন নাই। তাঁহার সেই জনহিতকর মহৎ উদ্দেশ্যের সম্মুখে সকল বাধা ও বিঘ্ন সরিয়া গিয়া তাঁহার জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। এরূপ কার্য্য মানবের সাধ্যাতীত; ইহাতে আমরা ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাই। তাঁহার অঙ্গুলির ইঙ্গিতে চালিত হইলে মানব আপনাকে ভুলিয়া যায়—তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রেমের একবিন্দু কোন মানবের হৃদয়ে পতিত হইলে, সে আর আপনার কথা ভাবিতে পারে না।

ঈশ্বরের মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ কুমারী কেট্ মার্সডেনের উপর বর্ষিত হউক; তাঁহার দৃষ্টান্তে শত শত প্রাণ প্রেম-পূর্ণ হইয়া জগতের হিতসাধনে তৎপর হউক এবং অনন্তকাল শোকতাপক্লিষ্ট জগৎবাসিগণ সেই উচ্চ আদর্শের মধ্যে ঈশ্বরের করুণা দেখিয়া আর্দ্র হৃদয়ে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া পবিত্রতা লাভ করুক!



বিবিধ প্রসঙ্গ।

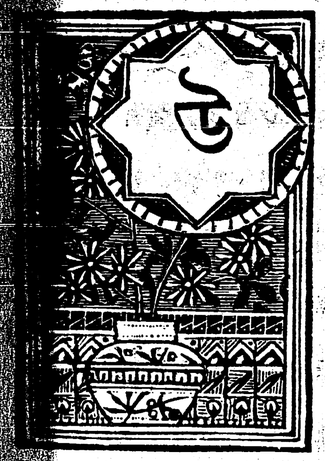

দ্যানপালিকা। শকুন্তলার একটি দৃশ্য পাঠকবর্গের মনে পড়ে কি? শকুন্তলা সখীগণের সহিত আশ্রম-তরুগুলির মূলে জলসেচন করিতেছেন। অনসূয়া পরিহাস করিয়া শকুন্তলাকে বলিতেছেন, "সখি শকুন্তলে, বোধ করি, তাত কণ্ব আশ্রমপাদপ-দিগকে তোমা অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। দেখ, তুমি নবমালিকাকুসুমকোমলা, তথাপি তোমায় আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন।" শকুন্তলা উত্তর করিতেছেন, "কেবল যে পিতার আদেশে আমি জলসেচন করিতেছি, তাহা নয়; ইহাদের প্রতি আমার সোদর-স্নেহ আছে।" জল সেচন করিতে করিতে শকুন্তলা আবার বলিতেছেন, "সখি, দেখ দেখ, সমীরণভরে সহকারতরুর নবপল্লব পরিচালিত হইতেছে; বোধ হইতেছে, যেন সহকার অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা আমায় আহ্বান করিতেছে। আমি উহার নিকট চলিলাম।" শকুন্তলা আদর করিয়া একটি লতার বনজ্যোৎস্না নাম রাখিয়াছিলেন। তিনি যখন কণ্ব-মুনির আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বামী রাজাদুষ্মন্তের আলয়ে যাইতে-ছিলেন, তখন তিনি পিতাকে বলিলেন, "তাত, আমি লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে সম্ভাষণ করি।" এই বলিয়া বনজ্যোৎস্নার নিকটে

গিয়া কহিলেন, "বনতোষিণি! শাখাবাহু দ্বারা আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন কর; আজ অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম।" অনন্তর অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, "সখি, আমি বনতোষিণীকে তোমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলাম।" এই দৃশ্যগুলিতে আশ্রমের তরুলতাসমূহের প্রতি শকুন্তলার কেমন পবিত্র প্রগাঢ় অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়! কল্পনার চক্ষে কি রমণীয় স্বর্গীয় শোভা আমরা দেখিতে পাই। এই সকল কথাতে মানবের সহিত প্রকৃতির কেমন ঘনিষ্ঠ প্রীতিযোগের আভাস পাওয়া যাইতেছে। বাস্তবিকই প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে জীবন যাপন করিলে, মানবের চিত্তও সুষমাময় হইয়া উঠে।

আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ পরিবারের প্রয়োজন মত বৃক্ষলতাদি রোপণ করেন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই তরকারীর জন্য। ইহাতে পরিবারের ব্যয় সংক্ষেপ হয়। অথচ শরীর মনও বেশ প্রফুল্ল থাকে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের গাছ রোপণ করিলে বড়ই ভাল হয়। ইহাতে গৃহের শোভা বৃদ্ধি হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রভাবে মনের সুকোমল বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হয়। পরিবারস্থ শিশুগণ বাল্যাবধি সৌন্দর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়। যে সকল পরিবারে ব্যয় সংক্ষেপের জন্য তরকারীর গাছ রোপণ করিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহাদের স্ত্রীলোকগণ অন্যভাবে উদ্যানপালিকার কার্য্য করিতে পারেন। পুষ্পবৃক্ষ রোপণ, তাহাদের মূলে জল সেচন, ইত্যাদি প্রীতিকর কার্য্য করিলে তাঁহারা কিছু সময় বেশ প্রফুল্লচিত্তে কাটাইতে পারেন; তাহাতে তাঁহাদের শরীরও বেশ সুস্থ থাকে। নিজ হস্তে যে পুষ্পবৃক্ষটি রোপণ করিয়াছি, তাহার ফুল ফুটিলে দেখিতে কত সুখ! বন্ধুবান্ধবদিগকে ফুল উপহার দিতেও কত সুখ! তরুলতার সহিত ভাই ভগিনী সখী সম্পর্ক পাতাইয়া কত সুখ! কেমন পবিত্র সম্বন্ধ! পবিত্রস্বভাবা ঋষিকুমারী শকুন্তলা যে কার্য্য আনন্দের সহিত করিতেন, তাহা করিতে কাহার না প্রবৃত্তি হইবে?

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রাদ্ধ। মহৎলোক যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান, গুণগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই তদ্দ্বারা উপকৃত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মনুষ্যত্বের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুকরণ করিলে আমরা সকলেই মানুষ হইতে পারি। তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে গত ১৩ই শ্রাবণ তাঁহার দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রাদ্ধ দিবসে, কলিকাতায় তিনটি সভা হয়; মেট্রপলিটান কলেজ গৃহে, বিজ্ঞান সভার গৃহে এবং সিটি কলেজ হলে। সিটি কলেজ হলে তাঁহার একটি সুন্দর চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। সে দিন তাহার আবরণ উন্মোচিত হয়। তথায় বক্তা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে অনেকগুলি গল্প বলেন। তন্মধ্যে আমরা কেবলমাত্র একটির উল্লেখ করিব। মেট্রপলিটান কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক বাবু খুদিরাম বসু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত প্রায়ই দেখা করিতে যাইতেন। এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে কমলা লেবু খাইতে দেন। তিনি ছিব্‌ড়েগুলি ফেলিয়া দিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিষেধ করিয়া বলিলেন, "ওগুলি জানালার কাছে রাখিয়া দাও, দেখিবে, এখনই অনেক কাক আসিয়া খাইয়া যাইবে"। খুদিরাম বাবু তাহাই করিলেন, কিন্তু কাক আসিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "উহারা তোমার জামা জোড়া দেখিয়া ভয় পাইয়াছে। তুমি সরিয়া আইস; এই দেখ, আমি দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি ছিব্‌ড়ে গুলি ছড়াইয়া দিবামাত্র অনেক কাক আসিয়া সেগুলি খাইতে লাগিল। পক্ষীরাও তাঁহাকে চিনিয়াছিল! তাঁহার দৌহিত্র বাবু সুরেশচন্দ্র

সমাজপতি মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "সাহিত্য"* নামক মাসিক পত্রের বর্ত্তমান (শ্রাবণ মাসের) সংখ্যায় তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। ছবিখানি বিলাতী শিল্পী দ্বারা অঙ্কিত ও তথায় উত্তমরূপে মুদ্রিত করিয়া আনা হইয়াছে। এমন সুন্দর ছবি বাঙ্গালা মাসিক পত্রে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই ছবি এক একখানি সকলেরই গৃহে থাকা উচিত।

বঙ্গসাহিত্যে সেবা-ধর্ম্ম। বাঙ্গলা পুস্তক ও মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রে সেবা-বিষয়ক কোন প্রবন্ধাদি দেখিলে আমরা বড় সুখী হই। কারণ তদ্দ্বারা বুঝা যায়, যে সেবা-ধর্ম্মের প্রতি লোকের মন কিরূপ আকৃষ্ট হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে নব্যভারতে "গরিব সেবক দল" শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমরা যথাসময়ে তাহার উল্লেখ করি। "সাধনা" হইতেও "পরিবারাশ্রম" নামক একটি ইংরাজী প্রবন্ধের বাঙ্গালা সারসংগ্রহ উদ্ধৃত হয়। এতদ্ব্যতীত "সঞ্জীবনী", "হিতবাদী" প্রভৃতি পত্রিকা হইতেও সেবা-বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। বাঙ্গালা উপন্যাসগুলির মধ্যে কয়েকটিতে সেবা-ধর্ম্মের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে দুই একটির কথা মনে পড়িতেছে। বঙ্কিম বাবুর "রাধারাণী" নামক গল্পে দেখা যায় যে রাধারাণী একটি অনাথ-নিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। বাবু প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "নবীনা জননী" নামক উপন্যাসে কয়েকটি উৎকৃষ্ট নারীচরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঊষা মাতৃহীন শিশুর লালন পালন, ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্রকে অন্নদান এবং একটি রোগিনিবাস স্থাপনপূর্ব্বক তথায় রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষাদি দ্বারা "নবীনা জননী" আখ্যার সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। "সাহিত্যে" "মাধুরী" নামক একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে। শ্রাবণ মাসের সংখ্যায় রাজকন্যা

* "সাহিত্যে"র ঠিকানা ১২নং রামকৃষ্ণ দাসের লেন।

মাধুরীর লোক-সেবা বর্ণিত হইয়াছে। বালিকা বড়ই কোমলহৃদয়া ছিল। "সে প্রতিদিন দাসীর দ্বারা প্রতিবেশীদের সংবাদ লইত, যাহার যে অভাবের কথা শুনিত, তখনই তাহার মোচন করিতে সাধ্যমত যত্ন পাইত। কাহারও পীড়ার কথা শুনিলে সে যতদিন না আরোগ্যলাভ করিত, ততদিন তাহার বাড়ী দুইবেলা হাঁটিতে হাঁটিতে দাসীর পায়ে ব্যথা ধরিয়া যাইত, বালিকা ঔষধ ও পথ্যের খরচ পাঠাইয়া দিত।" "মাধুরী পিতার অনুমতি লইয়া দাসী সঙ্গে এখন প্রত্যহই দুই প্রহরের পর স্বয়ং গিয়া অতিথিদিগকে ভোজন করান। কোন দিন বা স্বহস্তে পরিবেশনও করিয়া থাকেন।" কন্যার ইচ্ছানুসারে রাজা একটি রোগিনিবাস নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

"দেখিতে দেখিতে কত রোগী আসিয়া সেইখানে আশ্রয় লইল। বালিকার বিস্তর কাজ বাড়িয়া গেল। রোগীদিগের তত্ত্বাবধান করিতে, তাহাদের পথ্যের ব্যবস্থা করিতে, শুশ্রূষার উপায় করিতে সকল দিন আহার নিদ্রার সময় ঠিক থাকিত না। হয় ত কাহাকেও নিজেই জল আনিয়া দিতেছেন; যে যন্ত্রণায় বড় ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহাকে আপনিই পাখার বাতাস করিতেছেন; কেহ জ্বরের তেজে অচৈতন্য হইয়া আছে, তাহার শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে কোমল হাত খানি তাহার কপালে বুলাইতেছেন। সকলে ভাবিত, একি মাধুরী, না মনুষ্যাকারে কোন স্বর্গের দেবকন্যা! সেই রোগিনিবাসে যে আসিত, সেই তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। বালিকা যখন সেই গৃহে আসিত, তাহার পবিত্র নিশ্বাসে তথাকার দূষিত বায়ু দূরে পলাইত। রোগীদের মুহূর্ত্তের জন্য সকল যন্ত্রণা দূরে যাইত, তাহারা শান্তিময়ী সাক্ষাৎ আশাদেবীকে সম্মুখে দেখিয়া পুলকিত হইত। যাহার চক্ষু মেলিবার সামর্থ্য থাকিত না, সেও তখন একবার জোর করিয়া চাহিয়া সেই পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া আশায় বুক বাঁধিত। ঔষধ বা চিকিৎসার গুণে যত হউক, না হউক, বালিকার সস্নেহ শুশ্রূষায় রোগিগণ শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিত।"

আমরা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি যে শিশুদিগের উপযোগী "সাথী" নামক নবপ্রকাশিত মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যায় মহাভারত হইতে উঞ্ছবৃত্তি মুনির যে উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে আতিথেয়তা শিক্ষা করা যায়। এই উপাখ্যানটী "রুক্মপার্শ্ব নকুল" নামে ১৮৯৫ সালের বাঙ্গালা এণ্ট্রান্স কোর্সেও উদ্ধৃত হইয়াছে। দুই এক মাস

পূর্ব্বে "সাহিত্য ও বিজ্ঞান" পত্রিকায় "নীরো" নামক একটি ক্ষুদ্র সেবা-বিষয়ক গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল।

মাণিকদহ স্কুল দাতব্য ভাণ্ডার। গত ১২৯৩ সালের ২৪ শে মাঘ শনিবার মাণিকদহ স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণের উদ্যোগে "মাণিকদহ স্কুল দাতব্য-ভাণ্ডার" স্থাপিত হয়। মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় এই ভাণ্ডার সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ইহার বর্ত্তমান সভ্যসংখ্যা ১২৮ জন। ইহার অধিকাংশ সভ্যই মাণিকদহ মধ্যইংরেজী স্কুলের ছাত্র। ইহারা ইহাদের মধ্য হইতে প্রতি বৎসর সম্পাদক ইত্যাদি মনোনীত করিয়া থাকে। একজন শিক্ষক ইহার সভাপতি-স্বরূপ আছেন। তিনি অন্যান্য শিক্ষকগণের সহযোগে ইহার কার্য্যের শৃঙ্খলা বিধান করিয়া থাকেন। গত ৩২শে আষাঢ় ইহার ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার গত চারি বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ নিম্নে মুদ্রিত হইল ঃ—

এই চারি বৎসর ভাণ্ডার হইতে ৩৩৭ জন সাহায্য পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অন্ধ ৬৯ জন, খঞ্জ ৯ জন, বধির ২ জন এবং অবশিষ্ট ২৫৭ জন পীড়িত, বিপন্ন, দরিদ্র এবং নিঃসহায়া ভদ্র মহিলা। ইহাদের অবস্থা বিশেষরূপে জানিয়া সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে। ছাত্রগণই ইহার অধিকাংশ কার্য্য করিয়াছে। মোট ব্যয় ১০৪৶১০।

"জীবন-জ্যোতিঃ"। আমরা "জীবনজ্যোতিঃ" নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক পাইয়াছি। ইহা পরলোকগত ডাক্তার গোপালচন্দ্র বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনী। ইহাঁর জীবন বেশ উপদেশপ্রদ। ইহাতে তাঁহার লোক-সেবার কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে। আমরা তন্মধ্যে দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি।

কাঁথিতে অবস্থানকালে এক দরিদ্র নাপিত তাহার সন্তানের চিকিৎসার্থে শ্রদ্ধেয় গোপালচন্দ্রকে ডাকিয়া লইয়া যায়। তাহার বাটীতে একটি গাভী ছিল। গোপাল-চন্দ্র তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন। অবশেষে তিনি দেখিলেন, লোকটি বাড়ীর গাভীটি লইয়া কোথায় যাইতেছে; জানিতে পারিলেন, তাঁহার ভিজিট দিবার জন্য ও ঔষধ ক্রয়ের নিমিত্ত সে ব্যক্তি গাভীটি বন্ধক দিতে

যাইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে কহিলেন, "তোমার গাভী বন্ধক দিয়া আমাকে ভিজিট দিতে হইবে না; আমি বিনা ভিজিটে তোমার ছেলেকে দেখিতে আসিব; আর আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে ঔষধও দিব।" সেই দরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎ-সকের এই দয়া দেখিয়া নিতান্ত পুলকিত হইল; অবশেষে ঔষধাদি পাইয়া দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। দয়ালু গোপালচন্দ্র অতীব যত্নসহকারে ঐ দরিদ্রসন্তানের চিকিৎসা করিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন।

এক সময়ে এক ব্রাহ্মের বাসবাটী ঋণের জন্য বিক্রীত হইয়া যাইতেছিল। সাধু গোপালচন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া দুই সহস্র মুদ্রায় তাহা নীলামে স্বীয় নামে ক্রয় করিলেন। ক্রয় করিলেন বটে, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি গৃহস্বামীকে কহিলেন, "আপনাদের বাড়ী আপনাদেরই রহিল; আপনারাই থাকুন; আমার টাকা যখন দিতে পারিবেন, তখন দিবেন।" গৃহস্বামীর মৃত্যুর পরে গৃহস্বামিনী কহিলেন, "আমরা ত শীঘ্র টাকা দিবার কোন উপায় দেখি না।" গোপালচন্দ্র কহিলেন, "আপনার পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ও উপার্জ্জনক্ষম হইলে ক্রমে ক্রমে আমার টাকা দিবে।"

সওদাগরের দান। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে ম্যাকিনন, ম্যাকেঞ্জি এণ্ড কোং নামক একটি কোম্পানি আছে। তাহার অতি বিস্তৃত কারবার। সম্প্রতি এই কোম্পানির অধ্যক্ষ স্যার উইলিয়ম ম্যাকিননের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ড নিবাসী ছিলেন। স্বদেশের কল্যাণার্থ তিনি অনেক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার কলিকাতা ও বোম্বাইস্থ আফিসের দেশীয় কেরাণী-দিগকে ১০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ দেড় লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। তিনি অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে ধনশালী হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে ধনের উপযুক্ত ব্যবহারই করিয়া গিয়াছেন।

ঔষধ ও ঔষধালয়। কেবল সুচিকিৎসক হইলেই রোগ আরাম হয় না। খাঁটি ঔষধ চাই। কলিকাতার অনেক ডাক্তার-খানায় সস্তা নিকৃষ্ট ঔষধ দেওয়া হয়। এই প্রকার ঔষধালয় হইতে কাহারও ঔষধ ক্রয় করা উচিত নয়। ডাক্তারগণেরও নিষেধ করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু অনেক ডাক্তারই তাহা করেন না এবং করিতে পারেনও না। কারণ তাঁহারা অনেকেই ডাক্তার খানা হইতে কমি-

শন, কেহ কেহ বা বেতন পাইয়া থাকেন। মফঃস্বলের ডাক্তারদের প্রায় সকলেরই ঔষধালয় আছে। যাঁহারা কলিকাতায় পাইকারি ঔষধ বিক্রয় করেন, তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যায়, মফঃস্বল হইতে ভাল ঔষধের বরাত আসে না। ঔষধ সস্তা হওয়া চাই। সুতরাং মফঃস্বলের লোকে ভাল ঔষধ পান না। মফঃস্বলের ডাক্তারেরা যে অপকৃষ্ট ঔষধ বিক্রয় করেন, তাহাতে তাঁহাদেরও ক্ষতি হয়। যদি ভাল ঔষধ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র রোগ আরাম করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরই পসার বাড়ে।

আপোসে অন্তর্জ্জাতিক বিবাদ মীমাংসা। দুই জাতিতে বিবাদ হইলে প্রায়ই যুদ্ধ ব্যতীত তাহার মীমাংসা হয় না। কিন্তু গত ১৬ই জুন বিলাতী পার্লেমেণ্টে এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে, যে অতঃপর আমেরিকা ও ইংলণ্ডে কোন বিবাদ হইলে তাহা আপোসে মীমাংসা করা হইবে। দুই দেশের মধ্যে আর যুদ্ধ হইবে না। নরশোণিতে পৃথিবী আর প্লাবিত হইবে না, এমন দিন যে আসিতে পারে, অনেকে তাহা স্বপ্নেও ভাবেন না, কিন্তু অন্ততঃ দুইটী দেশে তাহাই হইতে চলিল, ইহা কম সুখের বিষয় নয়।

মূক বিদ্যালয়। সিটীকলেজে বোবাদের জন্য যে স্কুল খোলা হইয়াছে, তাহা চলিতেছে; তবে সাধারণে এখনও বিশেষ উৎসাহ দিতেছেন না। যিনি যে প্রকারে পারেন, ইহার সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনীয়। একজন যুবক বোম্বাইয়ে মূকদিগকে শিক্ষা দিবার প্রণালী ভাল করিয়া শিখিতে গিয়াছেন।

বাষ্পচালিত কৃত্রিম মনুষ্য। অধ্যাপক জর্জ্জ মূর নামক একজন মার্কিন আবিষ্কর্ত্তা একটি মানুষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা বাষ্প দ্বারা চালিত হয়। উহা চারি হাত উচ্চ, এবং ইস্পাত-নির্ম্মিত।

অনেকেই দেখিয়াছেন, রেলের গাড়ীর কলে একটি নল দিয়া জোরে বাষ্প নির্গত হয়। এই কৃত্রিম মনুষ্যের মুখে একটি চুরটের মত নল আছে; তাহা হইতে বাষ্প বাহির হয়। এই কৃত্রিম মানুষ গাড়ী টানিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ঘণ্টায় পাঁচ মাইল করিয়া হাঁটিতে পারে।

খোঁয়াড় ও গোয়াল। বর্ষাকালে একবার গোয়ালগুলির প্রতি সকলেরই চাহিয়া দেখা উচিত। এক হাঁটু কাদায় নিরীহ পশুগুলি দাঁড়াইয়া থাকে। কি ক্লেশ! ইহাতে দেশের দুর্গতি হইতেছে। গবাদির অবনতি হইলে চাষবাসও ভাল হয় না, দুধের অভাবে দেশের লোকের শরীরের বলও কমিয়া যায়। আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। একে ত গোয়ালগুলি নরকতুল্য, তাহার উপর খোঁয়াড়ের অত্যাচার। এগুলি নীলাম দ্বারা ব্যক্তি বিশেষকে ইজারা দেওয়া হয়। ইহারা লাভের চেষ্টায় লোককে পয়সা দিয়া বিনা দোষে লোকের গরু ধরাইয়া আনে, এবং তাহার পর কিছুই খাইতে না দিয়া গরুগুলিকে খোঁয়াড়ে বাঁধিয়া রাখে। অনেক সময়ে আবার খোঁয়াড়ে ঘরের চাল দিয়া বৃষ্টি পড়ে। এখন ত মিউনিসিপাটীগুলি অনেক পরিমাণে দেশের লোকের হাতে আসিয়াছে। তাঁহারা কেন এদিকে দৃষ্টিপাত করেন না?

রাজবধূ মে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র ডিউক অব্ ইয়র্কের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এ সংবাদ সকলেই জানেন। আমরা বিলাতী সংবাদপত্র হইতে রাজবধূ মে (Princess May) সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। ইনি রাজকুমারী, এবং ভবিষ্যতে সাম্রাজ্ঞী হইবেন; কিন্তু অলস নহেন, অতিশয় শ্রমশীলা। তিনি দিনের মধ্যে একটি ঘণ্টাও বৃথা নষ্ট করেন না। কখনও কখনও এমনও হয়, যে অনেক লোক তাঁহার পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ

করিতে আসিয়াছেন; তিনি তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন; এমন সময় ধীরে ধীরে উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বলেন, "আমি জানি, যদি আমি আমার উল লইয়া আসিয়া এখানে বসিয়া গল্প করিতে করিতে বুনি, আপনারা তাহা হইলে কিছু মনে করিবেন না। এত কাজ করিবার রহিয়াছে যে, অলস হইয়া থাকা অনুচিত বলিয়া মনে হয়।" এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়া একটি মোটা মোজা বুনিতে বা জামা সেলাই করিতে থাকেন। তিনি অনাথ শীতার্ত্ত ব্যক্তিগণের শীত নিবারণের জন্যই এই সকল মোজা ও জামা তৈয়ার করেন। অনেক সময় সম্মুখে স্তূপাকার সেলাই করিবার কাপড় দেখিয়া তিনি নিজের বন্ধুবর্গকে বলেন, "যে সকল বালিকা বৃথা সময় নষ্ট করে, আমার নিজের সময়ের উপর যদি তাহাদের সময়ের অর্দ্ধেক আমি উপহার পাইতাম, তাহা হইলে কি সুখের বিষয় হইত!" তিনি বেশ সঙ্গীত জানেন। তিনি যেমন ইংরাজী জানেন, ফরাসী ও জার্ম্ম্যান ভাষাও তেমনি ভাল জানেন। তিনি উপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন না। তবে বড় বড় উপন্যাস-লেখকের গ্রন্থ তিনি পড়িয়াছেন বটে। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা টেনিসন, কার্লাইল, এমার্সন্ এবং জর্জ্জ ইলিয়টের গ্রন্থ পড়িতে ভাল বাসেন। তিনি বড় শৃঙ্খলা ভাল বাসেন। কোন জিনিসটি যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকে না; যে সময়ের যে কাজ, তাহা যথাসময়ে নির্ব্বাহিত হয়। তিনি শিশুগণকে বড় ভালবাসেন। পীড়িত শিশু মাত্রেই তাঁহার স্নেহের অধিকারী। তিনি তাঁহার আয়ের কিয়দংশ গরিব ছেলে মেয়েদিগকে দিবার জন্য নিয়মিতরূপে রাখিয়া দেন। দরিদ্র লোকদিগের সহিত তাঁহার গভীর সহানুভূতি আছে। তাঁহার পিতার প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে একটি দরিদ্র খঞ্জ বালক যক্ষ্মারোগে মৃত্যুশয্যাশায়ী হইয়াছিল। মে রাণী ঘন ঘন ঐ বালককে দেখিতে যাইতেন, এবং

তাহার কুটীরে তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার সহিত কথা কহিতেন, কিম্বা তাহাকে কোন মনোরম পুস্তক পড়িয়া শুনাইতেন। তিনি প্রায়ই বালকটীর ক্ষীয়মান শরীরটি কোন প্রকারে রক্ষা করিবার জন্য নানা প্রকার সুখাদ্য দ্রব্য লইয়া যাইতেন। একদিন গির্জ্জা যাইবার সময় বালকটীকে তিনি শেষ দেখা দেখিতে যান। তিনি তখন জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাহার মৃত্যু আসন্নপ্রায়। ধীরে ধীরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া, তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এই প্রকার আরও অনেক ঘটনা বর্ণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এই একটী হইতেই তাঁহার কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

"হিতসাধক।" আমরা কয়েক মাস হইতে "হিতসাধক" নামক একখানি মাসিক পত্র প্রাপ্ত হইতেছি। ইহাতে লিখিত হইয়াছে, যে ইহার আয় হইতে দরিদ্র রোগীদিগকে ঔষধ দান, এবং দরিদ্র বিধবাগণের সাহায্য করা হইবে। কাগজখানিতে উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্যের উল্লেখও দেখা গেল। বলা বাহুল্য যে এই প্রকার কার্য্যের সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে অধিকাংশ গ্রাহকই এখনও নূতন বৎসরের টাকা পাঠাইতেছেন না। অনেকে পুরাতন বৎসরের টাকা পর্য্যন্ত দেন নাই। সকলেরই নিকট সবিনয় নিবেদন, শীঘ্র শীঘ্র নিজ দেয় টাকা দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন। টাকা প্রেরণের সময় নিম্নলিখিত দুইটি বিষয় লিখিতে ভুলিবেন না।

১। নূতন কিম্বা পুরাতন গ্রাহক।

২। গ্রাহক নম্বর।

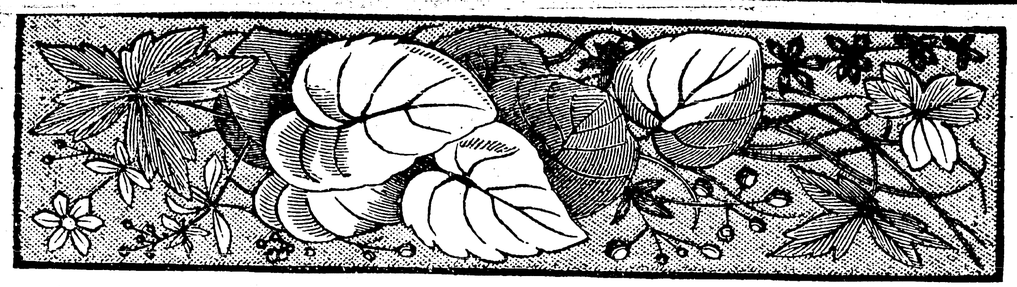

বিলাতে লোক-শিক্ষার একটি উপায়।

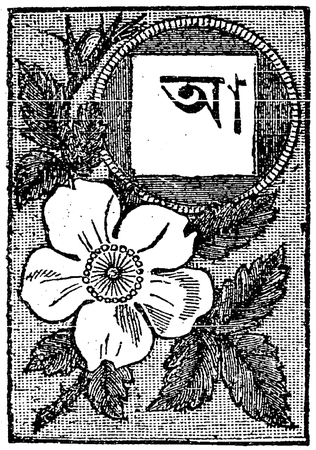

আমাদের দেশের অনেক বিলাত-প্রত্যাগত ব্যক্তিই বলিয়া থাকেন, যে বিলাতের নিম্ন-শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে যেরূপ পশুপ্রকৃতি মানুষ দেখা যায়, বঙ্গদেশে তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু একদিকে যেমন ইহা সত্য, তদ্রূপ আবার ইহাও সত্য, যে বিলাতে নিম্নশ্রেণীর লোকের অবস্থার উন্নতি এবং নৈতিক শিক্ষার জন্য যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, আমাদের দেশে তাহার সহস্রাংশের একাংশও হয় না। এই চেষ্টার স্রোত অবিরত শতমুখে প্রবাহিত হইতেছে। কুমারী অক্টেভিয়া হিল সাউথ্‌ওয়ার্ক নামক স্থানে গরিবদের বাসের জন্য অনেক-গুলি স্বাস্থ্যকর কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি কেবল তাহা-দের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাহাদের বিশ্রাম, নির্দ্দোষ আমোদ এবং নির্ম্মল বায়ু সেবনের সুবিধার জন্য নিজের সংস্থাপিত পল্লীতে একটি উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার এই পল্লীতে পাঁচ শত পরিবারের বাস। ইহারা পূর্ব্বে একটি সবুজ ঘাসেরও মুখ দেখিতে পাইত না। প্রকৃতির মুখচ্ছবি দেখিবার তাহাদের কোনই সুযোগ ছিল না। এখন তাহারা সুন্দর বৃক্ষলতা-শোভিত, পুষ্পের সৌরভে আমোদিত উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া অপূর্ব্ব সুখ শান্তি

লাভ করে। বাগানের মধ্যে একটি পুষ্করিণী আছে। তাহার উপর দিয়া একটি সেতু গিয়াছে। তদ্ভিন্ন তথায় একটি ফোয়ারা, ব্যাণ্ড বাজাইবার স্থান, এবং বর্ষাকালে শিশুগণের খেলিবার জন্য একটি ছাদ-যুক্ত ক্রীড়া-ভূমি আছে। এই বাগান হইতে একটি বৃহৎ সুরম্য অট্টালিকায় প্রবেশ করা যায়। এখানে প্রতি সপ্তাহে নানা বিদ্যা-বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হয়, জনসাধারণের জন্য নানা প্রকার আমো-দের বন্দোবস্ত করা হয়, এবং সকলে নানাবিধ ব্যায়াম শিক্ষা করে। এই অট্টালিকা হইতে আর একটি অট্টালিকাতে যাওয়া যায়; সেখানে পুরুষদিগের জন্য পাঠগৃহ আছে।

প্রথমোক্ত অট্টালিকার একটি ব্যবস্থার কথা বলা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই গৃহের দেয়ালে নানা প্রকার আত্মোৎসর্গের চিত্র জীবন্তভাবে চিত্রিত হইয়াছে। গরিব, অশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অপরের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে, এরূপ লোক সকল দেশেই দেখা যায়। এই প্রকার সামান্য অবস্থার লোকের পরার্থে জীবনোৎসর্গের দৃষ্টান্তগুলি যাহাতে সাধারণে বিস্মৃত না হন, সেই উদ্দেশ্যে এই চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছে। সাধারণতঃ লোকে যোদ্ধাদিগকেই বীর বলে। কিন্তু অপরের প্রাণ রক্ষার জন্য যাঁহারা মৃত্যুকেও ভয় করেন না, তাঁহারাই প্রকৃত বীর-পদবাচ্য। তাঁহাদের বীরত্বের উজ্জ্বল আলোকে যোদ্ধাদিগের বীরত্ব ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া যায়। অপরের বীরত্ব দেখিলে, অপরের স্বার্থ-ত্যাগের চিত্র দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, অপরের আত্মোৎসর্গের কাহিনী পাঠ করিলে, স্বার্থপর ভীরু কাপুরুষের হৃদয়েও আত্মোৎসর্গের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। কেবল মহাপুরুষগণের আত্মোৎসর্গের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে মনে হইতে পারে, "তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না, অসামান্য গুণসম্পন্ন ছিলেন। তজ্জন্যই এরূপ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতে

সমর্থ হইয়াছেন। সাধারণ মনুষ্যগণ তাঁহাদের প্রদর্শিত পথানুসরণ করিতে সমর্থ নয়।” এই জন্য সামান্য অবস্থার লোকে যে সকল মহতী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা স্বার্থত্যাগের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয়ের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়া উচিত। ঘটনাগুলির বৃত্তান্ত পাঠ করিলে যে ফল হয়, তাহাদের চিত্র দেখিলে তদপেক্ষা অধিক ফল হইবার সম্ভাবনা। তাঁহারা সামান্য অবস্থার লোক হইলেও সামান্য মনুষ্য নহেন। তাঁহাদের জীবন দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয়, যে ছোট বড় সকল মানুষের মধ্যেই ঐশী শক্তি বিদ্যমান আছে। ঈশ্বর সকলকেই স্বার্থত্যাগের উপযোগী ক্ষমতা দিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত অট্টালিকায় যে সকল ঘটনার চিত্র রক্ষিত হইয়াছে, আমরা তন্মধ্যে দুইটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি। প্রথমটী এলিস্ এয়ার্স্ নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের জীবনের একটি ঘটনা লইয়া চিত্রিত। ইনি এক তৈলবিক্রেতার শ্যালিকা ছিলেন। তিনি এক দিন নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়, “আগুন,” “আগুন,” এই চীৎকারে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি গৃহের উপর তলায় ছিলেন। জানালায় মুখ বাড়াইবামাত্র নীচের লোকেরা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ঝাঁপ দিয়া নিজ প্রাণ রক্ষা করিতে বলিল। তাহারা তাঁহার প্রাণ রক্ষার জন্য নীচে কতকগুলা কাপড় রাখিয়াছিল। তিনি তাহা না করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বহুকষ্টে একটা গদি আনিয়া জানালার ভিতর দিয়া নীচে ফেলিয়া দিলেন। তৎপরে গদি নীচে পাতা হইলে পর একটি তিন বৎসরের শিশুকে আনিয়া তিনি তাহাকে সাবধানে নীচে গদির উপর ফেলিয়া দিলেন। এইপ্রকারে আরও দুই বার দুইটী অধিকবয়স্ক শিশুর প্রাণ রক্ষিত হইল। ইহারা সকলেই তাঁহার ভগিনীর সন্তান। যখন ঝাঁপ দিয়া তাঁহার নিজের প্রাণ রক্ষার পালা আসিল, তখন তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসায়, কিম্বা উত্তাপ ও ধূমে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, তিনি নিজের প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেন না। জানালা হইতে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু জোরে ঝাঁপ-দিতে না পারায় গদির উপর না পড়িয়া মাটিতে পড়িয়া একবারে অচেতন হইয়া গেলেন; তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু তথায় তাঁহার মৃত্যু হইল। এই দরিদ্রা নারীর বীরত্ব নরশোণিত লোলুপ যোদ্ধৃবর্গের বীরত্ব অপেক্ষা শতগুণে প্রশংসার্হ। দ্বিতীয় চিত্রের বিষয়টী এই। ১৮৭৪ সালে কতকগুলি মজুর স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতী গ্লাস্‌গো নগরের নিকট এক রেলের রাস্তায় কাজ করিতে-ছিল। তাহারা দেখিল একটি অতিশয় দ্রুতগামী ট্রেন আসিতেছে। জেমিসন নামক একজন মজুর দেখিল, যে রেলের রাস্তার একটা স্লীপার * উঠিয়া গিয়াছে। ঐ স্লীপারটা বসাইয়া না দিলে সমস্ত গাড়ীগুলি রেল হইতে বিচ্যুত হইয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে। জেমিসন তৎক্ষণাৎ নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া উভয়ে মিলিয়া তৎ-ক্ষণাৎ ঐ স্লীপারটি বসাইয়া দিল। ট্রেন নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহাদের শরীরের উপর দিয়া যাওয়ায় তাহাদের মৃত্যু হইল। তাহারা জানিত যে স্লীপার বসাইতে গেলে তাহাদের প্রাণ যাইবে; কিন্তু রেলের গাড়ীর আরোহীদিগের প্রাণ রক্ষার জন্য তাহারা নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াছিল।

সংবাদপত্র সমূহে খুন, ডাকাতি এবং নানা প্রকার অসৎকার্য্যের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সকলের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে সংবাদ-দাতাদিগের যেরূপ আগ্রহ দেখা যায়, পুণ্যকার্য্যের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে যদি তাঁহাদের তদ্রূপ আগ্রহ থাকিত, তাহা হইলে তদ্দ্বারা জনসমাজের

* রেলের রাস্তায় যে কাঠের কিম্বা লোহার কড়ির উপর রেল বিন্যস্ত থাকে, তাহাকে স্লীপার (sleeper) বলে।

গণকে ভিক্ষা না দিয়া কাজ দেওয়া। বৈষ্ণব, বৈরাগী প্রভৃতি অনেকেরই ভিক্ষাই পৈত্রিক ব্যবসা। এই সকল শ্রেণীর লোককে পরিশ্রম করিতে বাধ্য করা উচিত। (১৩) একান্ন পরিবার প্রথার এরূপ আংশিক পরিবর্ত্তন, যদ্দ্বারা পরিবারস্থ সকলেই সাধ্যানুসারে উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। (১৪) আত্মনির্ভর শিক্ষা এবং আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান। হিতোপদেশে আছে পরান্নভোজী এবং পরগৃহশায়ী ব্যক্তির জীবন মৃত্যুতুল্য। যে জীবিকার জন্য অপরের উপর নির্ভর করে, তাহার মনুষ্যত্ব লোপ পায়। অদৃষ্টের দোষ দিলে কি হইবে?

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি॥
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥"

"লক্ষ্মী (সৌভাগ্য) উদ্যোগী পুরুষকেই আশ্রয় করেন। কাপুরুষেরাই কেবল বলে যে অদৃষ্টে সকল মিলে। অদৃষ্টের বিনাশ সাধন করিয়া নিজ শক্তি দ্বারা পুরুষত্ব দেখাও। যত্ন করিলে যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তাহাতে দোষ কি?"





মেরী কার্পেণ্টার।



দুঃখে সহানুভূতি, স্নেহ, দয়া, মমতা প্রভৃতি কতকগুলি সদ্‌গুণ রমণীজাতির হৃদয় স্বভাবতঃ আলোকিত করিয়া রাখে। যদি রমণী-হৃদয়ে এই সকল সদ্‌গুণ না থাকিত, যদি রমণী-হৃদয় পুরুষ হৃদয়ের ন্যায় কঠিন হইত, তাহা হইলে জগৎ প্রকৃত পক্ষে মরুবৎ অপ্রীতিকর হইত। আর রমণী হৃদয়ে এই সকল সদ্‌গুণ আছে বলিয়াই সভ্যজগতে এত রমণীকে আমরা বিশ্বসেবাব্রতে ব্রতী হইতে দেখিতে পাই। বিশ্বসেবাব্রতে জীবন উৎসর্গকারিণী রমণী-মণ্ডলীর মধ্যে মেরী কার্পেণ্টার একজন অগ্রগণ্যা।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রেল তারিখে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী এক্‌স্‌-কিটার নামক স্থানে মেরী কার্পেণ্টারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার একজন উদারহৃদয় পরোপকারী ধর্ম্মযাজক ছিলেন। পিতার এই সকল সদ্‌গুণ কন্যায় বর্ত্তাইয়াছিল। পিতার সদুপদেশে কন্যার হৃদয় জ্ঞান ও ধর্ম্মের জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যখন ডাক্তার কার্পেণ্টার ব্রিষ্টল নগরে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি সেখানে দরিদ্র বালক বালিকাদিগকে ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান, প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য একটী রবিবাসরীয় বিদ্যালয় (Sunday school) সংস্থাপন করেন। এই সময় মেরী

সকলের বিবেচনার উপযুক্ত বিষয়। আমরা এবারে আর একটি প্রস্তাব করিতেছি। আশা করি, উপযুক্ত বোধ হইলে ইঁহারা ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন।

ম্যাজিক লণ্ঠন কি তাহা অনেকেই জানেন। ইহাদ্বারা নানা প্রকারের চিত্র আলোকের সাহায্যে বর্দ্ধিতাকারে একটি পর্দ্দা বা দেয়ালের উপর নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। আমাদের প্রস্তাব আর কিছুই নয়; ছাত্রগণকে শিক্ষা দিবার জন্য এবং তাহাদের মনোরঞ্জনার্থ ম্যাজিক লণ্ঠন ব্যবহার। কিন্তু ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা সাধারণতঃ যে সকল চিত্র দেখান হয়, অবশ্য তদ্রূপ চিত্র দেখাইলে চলিবে না। আমরা যে সকল চিত্র প্রদর্শনের পক্ষপাতী, তাহা সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১। বৈজ্ঞানিক বিষয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা দুই একটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। অপরিষ্কার জলে মানব চক্ষুর অগোচর কত প্রকার কীটাণু থাকে, তাহা এই লণ্ঠনের সাহায্যে দেখান যাইতে পারে। ইহাদ্বারা পিপীলিকা, মক্ষিকা, মশক প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবের চিত্র অতি বৃহদাকারে পর্দ্দা বা দেয়ালের উপরে চিত্রিত হয়; সুতরাং এই সকল ক্ষুদ্র প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা হয়। জীবদেহে কি প্রকারে রক্ত চলাচল হয়, তাহাও এতদ্দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে। ইহা দ্বারা গ্রহণ, ঋতুপরিবর্ত্তন, প্রভৃতি বিষয়ও সুন্দররূপে বুঝান যায়। যাঁহারা বিজ্ঞান জানেন, এই প্রকার বহু-সংখ্যক চিত্তরঞ্জক ও শিক্ষাপ্রদ বিষয় তাঁহাদের মনে পড়িবে। ২। প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক দৃশ্য। গতমাসে আমরা "ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা" প্রবন্ধে ভারতবর্ষস্থ যে সকল প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক দৃশ্য, দুর্গ, প্রাসাদ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছি, তৎসমুদয় এবং অপরাপর অনেক দৃশ্যের ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা ম্যাজিক

লণ্ঠনের স্লাইড (Slide) প্রস্তুত করান যাইতে পারে। এই সকল দৃশ্য দেখা সকলের না ঘটিয়া উঠিতে পারে। কিন্তু ইহাদের চিত্র দেখিলেও অনেক তৃপ্তি হয়। চিত্র প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের বিষয়ে জ্ঞাতব্য অনেক বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতে পারে। শুধু ভারতবর্ষের কেন, পৃথিবীস্থ নানা স্থানের দৃশ্য এই প্রকারে প্রদর্শিত হইতে পারে। ভারতবর্ষের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে। বুদ্ধগয়ার মন্দির, উড়িষ্যার মন্দির এবং গিরিগুহা সকল, বোম্বাইয়ের হস্তীগুম্ফা, তাজ-মহল, কুতবমিনার, বিভিন্ন স্থানের অশোকস্তম্ভ সমূহ, এলাহাবাদ দুর্গ, আগ্রাদুর্গ প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত, উষ্ণ-প্রস্রবণাদির চিত্রও প্রদর্শিত হইতে পারে। ৩। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ঘটনার চিত্র। যেমন আমাদের গত মাসের প্রবন্ধে বর্ণিত টেগ্‌বাহাদুরের প্রাণত্যাগের বিবরণ। এই প্রকারে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, সীতাচরিত্র প্রভৃতি পৌরা-ণিক বিষয়, এবং অনেকানেক ঐতিহাসিক বিষয় চিত্র সহযোগে বিবৃত হইতে পারে। আধুনিক উপন্যাস বর্ণিত কোন কোন বিষয়ও চিত্রিত হইতে পারে। ৪। বিভিন্ন জাতির বাসগৃহ, পোষাক এবং রীতি নীতি। এই শ্রেণীর চিত্রগুলি পূর্ব্বোক্ত চিত্রসমূহ অপেক্ষা কোন অংশে অল্প আমোদজনক বা শিক্ষাপ্রদ হইবে না। নানাদেশীয় অসভ্য জাতিসমূহ যে প্রকারে নিজ নিজ দেহ চিত্রিত করে, তাহারা পক্ষীর পালক, নরমুণ্ডমালাদির দ্বারা যে প্রকার বীভৎসভাবে নিজ নিজ শরীর অলঙ্কৃত করে, ইত্যাদি বিষয়ক চিত্র দেখিতে কাহার না কৌতূহল হয়?

এই সকল চিত্র দ্বারা একদিকে যেমন ছাত্রগণ বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিবে, অপরদিকে তেমনই নানা বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়া নিজ আত্মার উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। আশা করি আমাদের প্রস্তাব বৃথা হইবে না।



দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।



খিতে দেখিতে নববর্ষের এক মাস গত হইল। এই এক মাসে দাসাশ্রমের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। তবে বর্ষা ও অপর নানাকারণে অর্থের কিছু টানাটানি হইয়াছে। ভরসা করি, আমাদের উৎসাহদাতাগণ এ সময়ে আমদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করিবেন।

সেবালয়।—জুলাই মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ২৪ জন আতুর ও রোগী সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। রোগী ও আতুরগণের বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১। দেবীস্থরা, ২। পদ্মমুখী, ৩। কুদি, ৪। দামো, ৫। রামজি, ৬। কুসুম, ৭। কেদার, ৮। রামচরণ, ৯। রাজেন্দ্র। ইহারা সকলেই জ্বালালপুরে আছে। প্রায় সকলেই বার বার জ্বর রোগে ভুগিতেছে। ১০। বাবুরাম, ১১। কামিনী, ১২। দুর্গাতারিণী। ইহারা সকলেই পূর্ব্ববৎ কলিকাতায় আছে। ইহাদের সকলেরই শরীর ভাল আছে।

১৩। রাজকুমার।—এখানে ঔষধ খাইয়া স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু পক্ষাঘাত আরোগ্যের কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া যাঁহারা রোগীকে দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সংবাদ দেওয়া হইল। তাঁহারা আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য রোগীকে হাঁসপাতালে দিয়া আসিয়াছেন।

১৪। রামচরণ দাস।—এই বৃদ্ধ এখনও এখানে আছে। ইহার এখন প্রায়ই পেটের অসুখ হইতেছে। যে টুকু উন্নতি দেখা গিয়াছিল, সেটুকু আর নাই।

১৫। প্রসন্ন।—অন্ধ বৃদ্ধা। একজন পুরুষ ইহাকে সেবালয়ে রাখিয়া যায়। স্থায়ীভাবে থাকিবে বলিয়া আসিয়াছিল। ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেব্‌ল্‌ সোসাইটি ইহাকে মাসে মাসে কিছু কিছু দিয়া থাকেন। সেই লোকটি বলিল, ইহাকে মাসে মাসে একবার করিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে, এ মাসে কিছু কিছু পায়। তাহাতে

আমরা বলিলাম, ও যাহা পায়, তাহা আমরাই আদায় করিয়া দিব; তোমায় সেজন্য ভাবিতে হইবে না। এতক্ষণে প্রকৃত রহস্য ভেদ হইল। সেই ষণ্ডামার্ক পুরুষটা এই স্ত্রীলোককে মধ্যস্থ করিয়া পয়সা রোজগার করে ও এই হতভাগিনীর মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া আপনার উদরপূরণ করে। সুতরাং আমরা পূর্ব্বোক্ত কথা বলাতে পুরুষটা কিছু বিচলিত হইল। প্রসন্ন তখন অসুস্থ। পুরুষটা ত পয়সার ভাগী, অসুখের ত ভাগী নহে, সুতরাং তখন আমাদের এখানেই রাখিয়া গেল। যেই একটু আরোগ্য হইয়া আসিল, অমনি একদিন সেই পুরুষটা আসিয়া প্রসন্নের কর্ণে মন্ত্র দিল, আর প্রসন্ন তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। তাই আমরা বার বার বলি দাতাগণ সাবধান হইবেন। আমরা দিন দিন দেখিতেছি, দাতাগণের উদ্দেশ্য সাধন হইতেছে না, পরন্তু অনেক স্থলে গ্রহীতার কষ্ট হইতেছে।

১৬। পঞ্চু।—একটি স্ত্রীলোক ইহাকে সেবালয়ে দিয়া যায়। রোগীর বয়স প্রায় ৪০, রোগ উদরী। সুবিধা করিয়া হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

১৭। মহাদেব কুণ্ড।—নর্ম্মাল স্কুলের একটি দরিদ্র বালক। রোগ জ্বর ও কাশি। হেড মাষ্টার রোগীকে এখানে প্রেরণ করেন। কয়েক দিবস পরে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া স্কুলে ফিরিয়া গিয়াছে।

১৮। হরিনারায়ণ মিত্র।—একজন বাবু ইহাকে রাখিয়া যান। বয়স প্রায় ৪০। রোগ জ্বর ও উদরাময়। ইহাকে হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

১৯। বুধন।—হিন্দুস্থানী চাকর। রোগ জ্বর ও ক্ষয়কাশের পূর্ব্বলক্ষণ। জ্বর সারিয়া গিয়াছে। হাঁসপাতালে দিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সেখানে গ্রহণ করিতে স্বীকার না করাতে রোগী স্ব ইচ্ছায় চলিয়া গিয়াছে। ডাক্তার বলেন আরোগ্যলাভের আশা নাই।

২০। আদুরী।—চক্ষু-চিকিৎসালয়ে ইহার চক্ষু কাটিয়া দিয়া না সারিতে সারিতে বিদায় করিয়া দিয়াছে। আমাদের একজন সহায় ইহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন। রোগী এখনও এখানে আছে।

২১। ক্ষেমা।—বৃদ্ধার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। এতই দুর্ব্বল যে চলিতে চলিতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। ক্ষেমা চিরদিন থাকিবার জন্য আসিয়াছে। তাহার তত্ত্ব লইতে আর কেহ নাই। ক্ষেমা একটু পাগলের মত, অনেক সময়ে কথার ঠিক থাকে না।

২২। ফারমারি।—পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান। আমাদের দুটি বন্ধু ইহাকে রাস্তা

হইতে অজ্ঞানাবস্থায় আনয়ন করেন। জ্বর তখন ১০৫°। সমস্ত রাত্রি অজ্ঞানাবস্থায় ছিল। সমস্ত রাত্রি ঔষধ চলিল। শেষ রাত্রে জ্বর ত্যাগ হইল ও তাহার সহিত জ্ঞানের সঞ্চার হইল। আবার জ্বর আসিয়াছিল, কিন্তু অল্প। কয়েকদিন পরে আবশ্যক বোধে রোগীকে হাঁসপাতালে রাখিয়া আসা হইয়াছে।

২৩। বিশ্বেশ্বর।—নিবাস ছাপরা। রোগ জ্বর। এই দরিদ্র রোগী আপনিই সেবালয়ে আসিয়াছিল। ইহাকে হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালে দেওয়া হইয়াছে।

২৪। লক্ষ্মী।—বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর। রোগ বাত। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় সমস্ত রাত্রি চীৎকার করে। ইহার উপর আবার স্বভাব কিছু ভিন্ন প্রকারের। রোগী স্নান করিবার জন্য বড় জেদ করে, সকল ঔষধ খাইতে চায় না, ইত্যাদি কারণে হাঁসপাতালে পাঠাইবার কথা হয়। যাইতে না চাওয়াতে পাঠান হয় নাই। এখন বাসায় যাইবার জন্য বড়ই জেদ ধরিয়াছে।

দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির মাসিক কার্য্যবিবরণ।

জালালপুর।—জ্বর ৯, স্ত্রী-রোগ ১, রক্তামাশায় ১। মোট ১১। পুরুষ ৬, স্ত্রী ৫। আরোগ্য ৫, চিকিৎসাধীন ৬।

নওগাঁ।—কার্য্যবিবরণ আসে নাই। উপর্য্যুপরি দুই মাস কার্য্যবিবরণ পাঠাইতে অযথা বিলম্ব করিলে, দাতব্য চিকিৎসালয় তুলিয়া দিতে বাধ্য হওয়া যাইবে।

সুর্পানগর।—পেটের অসুখ ৩, শিরোরোগ ১, অন্যান্য ৬। মোট ১০। পুরুষ ৮, স্ত্রী ২। আরোগ্য ৪, চিকিৎসাধীন ৩, ত্যাগ ৩।

নলধা।—জ্বর ২৫, হাম ৪, স্নায়ুদুর্ব্বলতা ১, স্ত্রী-রোগ ২, প্রমেহ ২, প্লীহাযকৃত ৩, দন্তরোগ ৫, আমাশয় ৩, উদরাময় ২, অজীর্ণ ৩, শিরঃপীড়া ৪, কৃমি ৩, কফ ৪, অর্শ ১, বাত ১। মোট ৬৩। পুরুষ ৪৪, স্ত্রী ১৯। আরোগ্য ৩৪, ত্যাগ ৪, ফল অজ্ঞাত ১০, চিকিৎসাধীন ১৫।

চেরাপুঞ্জী।—মুখে ঘা ৩, জ্বর ১২, পেট বেদনা ১, কৃমি ৫, স্ত্রী-রোগ ৬, কর্ণরোগ ২, কাশি ৬, উদরাময় ৫, শিরোরোগ ৩, খোস ৩, পেটফোলা ৩, দন্তরোগ ২, ষ্ট্রান্‌গুরী ১, ভেরিলাটি ভেন্স ১, রক্তামাশয় ৫, পার্শ্ব বেদনা ৩, অজীর্ণ ২, কৃমিজ্বর ১, কফ ২, কোষ্ঠবদ্ধ ২, ক্ষত ২, রিকেটস্ ২, প্লীহা ১, অম্ল ১, স্বপ্ন ১, বাতশ্লেষ্মা ১,

শ্লীহাযকৃত ১। মোট ৭৮। পুরুষ ৪৭, স্ত্রী ৩১। আরোগ্য ৩৬, ত্যাগ ৬। চিকিৎসাধীন ১৬, ফল অজ্ঞাত ২০। এখানে অনেক দূর হইতে অনেক রোগী আসে বলিয়া চিকিৎসার ফল সকল সময়ে জানিতে পারা যায় না।

কোঁড়ামারা।—জ্বর ৩, ওলাউঠা ২, শূলবেদনা ১। মোট ৬। পুরুষ ৬। আরোগ্য ৫, চিকিৎসাধীন ১।

কলিকাতা।—এবার কোনও কার্য্য হয় নাই। কারণ কার্য্যকারক কোন কারণ বশতঃ অনুপস্থিত ছিলেন।

দানপ্রাপ্তি।

বস্ত্রাদি।—ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজ মাঃ বাবু বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী নূতন থান ধুতি ৯, নূতন গামছা ১। বরিশাল হইতে দানপ্রাপ্ত ধুতি ১, কোট ১, সার্ট ১।

অর্থ।—শ্যামাচরণ ঘোষ ১৲, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৲, জনৈক মহিলা C/o বাবু শ্রীনাথ দাস আষাঢ় মাসের চাঁদা ১৲, শ্রীমতী শরৎকুমারী মিত্রের মাতা কন্যার আরোগ্য উপলক্ষে ১৲, একজন মহিলা মেদিনীপুর ॥০, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ৫৲, ক্ষেত্রনাথ সেন গুপ্ত পড়িয়া পাওয়া ১৫, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য জন্মদিন উপলক্ষে ২৲, কালীপ্রসন্ন বসু জালালপুরের বাড়ী মেরামতের জন্য ॥০, চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৸৵০, গোট বিক্রয়ের অবশিষ্ট ॥০, দীনেশচরণ রায় বরিশাল ২৷৵০, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে, আপার বর্ম্মা ১০৲, ডাক্তার পি, সি, রায় ২৲, দান ২৲, যদুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৲, নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ১০৲, পুলিনবিহারী মজুমদার ১৲, চন্দ্রনাথ রায় ২৲, তারাদাস ভট্টাচার্য্য ১৲, সূর্য্যনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী ২৲, শ্যামাচরণ দত্ত ১৲, রামলাল মুখোপাধ্যায় ১৲, বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় ১৲, নীরোদচরণ পাল ১৲, মতিলাল রায় ১৲, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৲, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৲, গঙ্গানারায়ণ দত্ত ১৲, মহেন্দ্রনাথ সিংহ ১৲, ৺ কমলা চৌধুরাণী মাঃ ঈশ্বরচন্দ্র পাল ১৲, রামগতি দাস ॥০, ঈশ্বরচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ।৶০, বাণীকণ্ঠ রায় ৶১৫, বাণীকণ্ঠ রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ॥০, মথুরামোহন গাঙ্গুলী ।০, সীতাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ।০, দামোদর দাস ।০, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৸১২॥০, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১॥০, ললিতমোহন দাস ১৲, যদুনাথ সেন ২৲ কালীশঙ্কর সুকুল ॥০, ললিতমোহন সেন ।০, সতীশচন্দ্র সেন ।০, কৃষ্ণকুমার মিত্র ।০, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৸০, ভূতনাথ ঘোষ

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের চাঁদা ॥০, মিস্ বিধুমুখী বসু ১৲, সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, জানকীনাথ গুপ্ত ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী আষাঢ় মাসের চাঁদা ১৲, একজন মহিলা মাঃ উপেন্দ্রনাথ সরকার ৩৲, বিপিনবিহারী রায়ের জমীদারীর প্রজাদের নিকট সংগৃহীত ৯৲, শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দত্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে রংপুর ১৲, আনন্দলীলা বিক্রয় ॥৶০, দান মাঃ শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী ১০৲, চরিত্রসংশোধিনী সভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ।০, বাক্সে প্রাপ্ত দান ২৲, মোহিতচন্দ্র সেন পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৬৲, বাক্সে প্রাপ্ত দান ৲১০, ডাক্তার এম্; এম্, বসু ১৲, ১০৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ১টী মেস হইতে সংগৃহীত ১৲, বিপিনচন্দ্র পাল ॥৶১৫, শ্রীমতী নারায়ণী দাসী চৈত্র ও বৈশাখ মাসের চাঁদা ॥০ ক্ষুদ্র দান ৲৫, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ১৲, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া পুত্রের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৩৲, অমৃতলাল বসু ভ্রাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৪৲, কুসুমকুমারী বসু পুত্রের নামকরণউপলক্ষে ১৲, ভুবনমোহন ঘোষ ১৲, বাক্সে প্রাপ্ত দান ৲৫, শ্রীনাথ দাস ২৲, বিপিনবিহারী রায়ের ভাগিনেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে ১৲, রাধাগোবিন্দ সাহা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের চাঁদা ২৲, ৭১ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট মেস্ হইতে সংগৃহীত ১৲, পঞ্চানন ঘোষ ১৲, তারাচাঁদ বেরা ।০, যদুনাথ দে ১৲, বিজয়কৃষ্ণ সেন বিবাহ উপলক্ষে ।০, বাক্সে প্রাপ্ত দান ।০, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ১৲, দোকড়ী ঘোষ ১৲, হেমচন্দ্র সুর ।০, ক্ষুদ্র দান ৲১০ চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ১৲।

আয় ব্যয়।

জমা।—দান সংগ্রহ ১৫৮৶০, দাসীর সাহায্য ৭০৸০, ভিক্ষার চাউল বিক্রয় ৯৶৫, ঋণ ৫৲, পূর্ব্ব মাসের স্থিত ১৪৸৶১২॥, মোট জমা ২৫২৸৶১৫।

খরচ।—পথ্যাদি ৪৭॥০, রোগীর গাড়ীভাড়া ৩৶১৫, আদায়কারীর খরচ ৭॥০, রাঁধুনী ১০৲, বাটী ভাড়া ৪৫, ঋণশোধ ১৬৲ চাকর ৬॥০, দুগ্ধ ২৩৸৶১০, ডাক খরচ ॥০, জালালপুরের খরচ ৫০॥০, ট্রামভাড়া ১৶০, চাদর ৩॥০, কাপড় ৪।৶১০, কর্ম্মচারীর খরচ ৭।১০, ছাপা খরচ ৩৲, ধোপা ২৲, মেথর ১॥০। মোট খরচ ২৩৫৶৫। মোট জমা ২৫২৸৶১৫, মোট খরচ ২৩৫৶৫, হস্তেস্থিত ১৭৸১০।

নিম্নলিখিত দানগুলি বাবু ইন্দুভূষণ রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত থোক টাকার মধ্যে একবার জমা হওয়ায় পুনর্ব্বার দানপ্রাপ্তির তালিকায় উল্লিখিত হয় নাই। বাগের হাটের কোন মহিলা ১৲, হরকান্ত সেন ২৲, নলিনীমোহন দাস ১৲, চণ্ডীচরণ গুহ ১৲, বিপিনবিহারী সেন ১৲, একজন বন্ধু ॥০, আর একজন বন্ধু ॥০।

শ্রীযুক্ত বাবু বামনচন্দ্র গাঙ্গুলী দাসাশ্রমের এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি মুদ্রিত ও কার্য্যাধ্যক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত রসীদ দিয়া "দাসী"র চাঁদা আদায় এবং দাসাশ্রমের জন্য দান সংগ্রহ করিবেন।

আগষ্ট মাস হইতে বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দাস "দাসী"র কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।



দাসী

বিবিধ প্রসঙ্গ।



রিবের গুণগ্রাহিতা। বর্দ্ধমানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্মানার্থ এবং স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য এক সভা হয়। তাহাতে অনেক সম্পন্ন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। গরিব লোকেরও অভাব ছিল না। যাঁহাদের খাইবার পরিবার কোন কষ্ট নাই, এমন অনেক ব্যক্তি ।০ চারি আনা চাঁদা দিয়াছিলেন। কিন্তু বর্দ্ধমান রাজবাটীর এক ২॥০ আড়াই টাকা বেতন-

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পূজার বন্ধের সময় আমাদের অনেক গ্রাহক বাড়ী যাইবেন। তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজ নিজ ডাকঘরে আবশ্যক মত একমাস কিম্বা দুই মাসের জন্য ঠিকানা

ভোগী পেয়াদা ॥০ আট আনা চাঁদা দেয়। তাহাকে এত অধিক চাঁদা দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, "আহা, তিনি যে গরিবের মা বাপ ছিলেন! আমার ২॥০ আড়াই টাকাই দেওয়া উচিত ছিল।"

জুনাগড়ে মদ্য বিক্রয় নিষেধ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে জুনাগড় একটি করদ রাজ্য। ইহা একজন মুসলমান নবাব কর্ত্তৃক শাসিত। তিনি সম্প্রতি এই আদেশ করিয়াছেন যে তাঁহার রাজ্যে কাহাকেও আর মদ্য বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইবে না; কারণ মদ্য বিক্রয়ের ইজারা দিয়া কোন প্রকার রাজস্ব আদায় মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ। হিন্দু শাস্ত্রেও সুরাপান মহাপাতকের মধ্যে গণ্য। হিন্দু করদ রাজাগণ কেন নিজ নিজ রাজ্যে সুরার ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেন না? ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাধ্য না হইলে যে সহজে সুরার ব্যবসায় বন্ধ করিবেন, এমন আশা করা যায় না।

পরিবর্ত্তন করিয়া লইবেন। এত অল্প সময়ের জন্য আমরা ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে অপারক। ঠিকানা পরিবর্ত্তন না করায় কেহ "দাসী" না পাইলে আমরা তজ্জন্য দায়ী হইব না।

পোষ্টকার্ড লিখিয়া তাগিদ দিয়াও অনেকেরই নিকট টাকা পাইতেছি না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। গ্রাহক-বর্গের নিকট সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা গ্রাহক নম্বর সহ নিজ নিজ চাঁদা পাঠাইয়া অনুগৃহীত করুন।

আমরা ভ্যালুপেয়েবেল্ পার্শেলেও "দাসী" পাঠাই।

দুর্ভিক্ষ। এবার পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সকল জেলাতেই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। এসময় ধনা, নির্ধন সকলেরই নিজ নিজ সাধ্যমত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য করা উচিত। অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বেও কোথায় টাকা পাঠাইবেন, না জানায় সাহায্য করিতে পারিতেছেন না! দেশস্থ জনহিতকর সভা সকল চাঁদা আদায় এবং তণ্ডুলাদি বিতরণের ভার লইলে ভাল হয়। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ত আছেই। তদ্ব্যতীত আমাদেরও কর্ত্তব্য আছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে কেহ দাসী কার্য্যালয়ে টাকা পাঠাইলে আমরা তাহা যথা-স্থানে প্রেরণ করিতে পারি। সকল টাকা "দাসী"তে স্বীকৃত হইবে।

মাছি ও সংক্রামক রোগ। জুলাই মাসের মেডিক্যাল ম্যাগাজিনে সার্জ্জন জেনারেল স্যার উইলিয়ম মূর "মাছি এবং পীড়া" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন মাছি দ্বারা অনেক রোগ সংক্রামিত হয়। এবিষয়ে চিকিৎসকেরা যথেষ্ট মনোযোগ দেন নাই। আমাদিগের দেশে যে সকল রোগ মাছি দ্বারা সংক্রামিত হইতে পারে, তিনি তন্মধ্যে কুষ্ঠ, ওলাউঠা, পাঁচড়া প্রভৃতি রোগের উল্লেখ করিয়া-ছেন। মাংস, মিঠাই, প্রভৃতির দোকানে অনেক সময়ই বিক্রেয় দ্রব্য গুলি মাছি দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। হয়ত এই মাছিগুলি ওলাউঠা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বমন বা মল ভক্ষণ করিয়া আসিয়াছে। এই সকল মাংস বা সন্দেশাদি ভক্ষণ করিলে যে ওলাউঠা হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? চক্ষুপ্রদাহ রোগও মাছি দ্বারা সংক্রামিত হয়।

দাসত্ব প্রথার উৎপত্তি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফ্রুড বলেন যে দয়ালু ধর্ম্মযাজক কাসাস্ (Casas) প্রথমে নিগ্রো জাতিকে দাস-রূপে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। আফ্রিকা মহাদেশে বিভিন্ন নিগ্রো জাতির মধ্যে যুদ্ধ হইলে বিজিত জাতি হইতে ধৃত বন্দিগণ

অনেক সময়ই নিষ্ঠুরভাবে নিহত এবং কখনও কখনও বিজেতাগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইত। তাহাদিগকে ক্রীতদাস করিতে পারিলে অন্ততঃ তাহাদের প্রাণরক্ষা হইবে, এই ভাবিয়া উক্ত ধর্ম্মযাজক মহাশয় এই প্রস্তাব করেন। ইহাতে দাস ব্যবসায়ের প্রথমাবস্থায় নিগ্রোগণের উপকার হইয়াছিল, কিন্তু পরে ইহা হইতে প্রভূত অনিষ্টের উৎপত্তি হয়।

সাধারণ ক্রীড়াভূমি। প্রায় সকল গ্রামেই এক একটি কুস্তির আখড়া এবং হাডু ডুডু, কপাটি প্রভৃতি খেলার জন্য ময়দান আছে। কিন্তু কুস্তির আখড়া গুলির দোষ এই যে তাহাতে অনেক অসচ্চরিত্র যুবক সমবেত হয়। সর্ব্বসাধারণে ইহাতে উপস্থিত হইয়া যোগ দিলে দুশ্চরিত্রগণের আর তত প্রাধান্য থাকে না। ক্রীড়ার ময়দান গুলির উপরে কোন প্রকার আচ্ছাদন হইলে, তৎসমুদয় বর্ষাকালেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

নারী কর্ত্তৃক যুদ্ধের উচ্ছেদ সাধন। ফ্লামারিয়োঁ নামক বিখ্যাত ফরাশিশ বৈজ্ঞানিক কস্মোপলিটান পত্রিকায় পৃথিবীর শেষ যুগ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিতেছেন। তিনি বলেন খৃষ্টীয় পঞ্চবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই পৃথিবীতে যুদ্ধের অবসান হইবে। নারীজাতি কর্ত্তৃক যুদ্ধের উচ্ছেদ সাধিত হইবে। তিনি বলেন কোন প্রতিভা ও উদ্যমশালিনী মহিলার উদ্যোগে য়ুরোপের জননীগণের একটি সমিতি স্থাপিত হইবে। সন্তান, বিশেষতঃ কন্যাসন্তানগণকে যুদ্ধের বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতা সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দেওয়াই এই সমিতির কার্য্য হইবে। ২০।২৫ বৎসরের মধ্যেই যুদ্ধের প্রতি যুবক যুবতীগণের ঘৃণার উদ্রেক হইবে। কিন্তু তখনও য়ুরোপের রাজন্যবর্গ সৈন্য রাখিতে ছাড়িবেন না। তাহার পর নারীগণ সকলেই কোন সৈনিক-

কে বিবাহ করিবেন না, এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিবেন। সুতরাং সৈন্যের অভাবে যুদ্ধের অবসান হইবে।

মুমূর্ষুগণের শান্তিকুটীর। বিলাতে কয়েকটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; নিরাশ্রয় মুমূর্ষু ব্যক্তিগণকে শান্তিতে মরিবার সুযোগ প্রদানই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। খবরের কাগজে মধ্যে মধ্যে পড়া যায় যে কলিকাতার রাস্তায় অজ্ঞাত এক জন কি দুই জন লোকের মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে। ইহারা না জানি কত কষ্টেই প্রাণত্যাগ করে। কলিকাতায় একটি মুমূর্ষুগণের জন্য আশ্রম স্থাপিত হওয়া উচিত। মফঃস্বলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। ১৪ই আগষ্টের "কাশীপুর নিবাসীতে" বরিশাল দরিদ্র ভাণ্ডারের বিবরণে নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়ঃ—

২৮ শে জ্যৈষ্ঠ বেলা ৮ ঘটিকার সময় সেবাকারিগণ শুনিলেন যে শ্মশান ঘাটের দালানের মধ্যে একজন রোগী মল, মূত্র জড়িত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাইয়া দেখিলেন, রোগী মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সর্ব্বাঙ্গ শীতল, সংজ্ঞাবিহীন, শ্বাস বহিতেছে। তখনই তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কার করিয়া একখানা বিছানায় শুয়াইলেন এবং সংজ্ঞা লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। [রোগী] কিছুকাল পরে একবার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া চক্ষের জল ছাড়িয়া দিল, অনেক চেষ্টায়ও কথা ফুটিলনা। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। ক্রমেই শ্বাস প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। বেলা ১॥ ঘটিকার সময় রোগী মানব লীলা সম্বরণ করিল। পরিচর্য্যাকারিগণ মৃত্যুকালীন ভীষণ অবস্থা সন্দর্শন করতঃ দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়ে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন।

বৈদ্যনাথ দেওঘরে মুমূর্ষু তীর্থযাত্রিগণকে জীবিত অবস্থাতেই শৃগাল কিম্বা নেকড়েবাঘে খাইয়াছে, এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। অন্যান্য স্থানেও এরূপ ঘটিয়া থাকে। মৃত্যুর হার বাড়িবার ভয়ে এ সকল লোককে হাঁসপাতালে আশ্রয় না দিতে পারে। এই জন্য যাহাতে ইহারা শান্তিতে জীবনের শেষ কয়েক মুহূর্ত্ত কাটাইতে পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

বামাবোধিনী পত্রিকার ত্রিংশ জন্মোৎসব। গত শ্রাবণ

মাসে বামাবোধিনী পত্রিকার ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সিটীকলেজ হলে একটি সভা হয়। সভাস্থলে রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বামাবোধিনী বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার বিষয়ে প্রভূত কার্য্য করিয়াছেন। আমরা ইহার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

কৃতজ্ঞতা। কলিকাতায় এক ইংরেজ পরিবার কারবার করিতে যাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে যে খাওয়া পরা চলা কষ্টকর। তদুপরি আবার পরিবারের কর্ত্তার অসুখ,—কষ্টের উপর কষ্ট বাড়িল। হঠাৎ রোগীর নিকটে এক খানা চিঠি আসিল,—তিনি চিঠি খুলিয়া দেখেন, তাহার মধ্যে এক শত টাকার ৩ খানা নোট রহিয়াছে!—কে তাঁহাকে এই নোট পাঠাইয়াছে?—তাঁহার কোন জাত ভায়া?—না তাহা নহে, একজন নিম্ন শ্রেণীর ভারতবাসী, তাহার সহিত সাহেবের চেনা পরিচয় নাই। সে তাঁহাকে লিখিয়াছে,—"আমার পিতা যখন খুব অসুস্থ ছিলেন, তখন আপনার পিতা আমাকে কয়েকটী টাকা দিয়াছিলেন—তিনি আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। আমি তাঁহাকে সেই টাকা ফেরত দিতে গেলে, তিনি তাহা ফেরত নেন নাই। ঈশ্বর ইচ্ছায় আমি এখন কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়াছি,—এবং তাহা হইতে আপনাকে এই টাকা পাঠাইতেছি। আপনাকে এই টাকা গ্রহণ করিবার জন্য আমি অনুরোধ করিতেছি—কিন্তু একথা কাহাকেও বলিবেন না। আশা করি ইহাতে আপনার উপস্থিত আবশ্যকীয় খরচ সংকুলান হইবে,—যদি তাহা না হয়, তবে আমার ভ্রাতা আরও কিছু টাকা পাঠাইবে। আমি কয়েক দিনের জন্য আমার কুটুম্ব বাড়ী যাইতেছি।" ভারতবাসী যে নিমকহারাম নহে, এ ঘটনা তাহারই দৃষ্টান্ত স্থল। —সঞ্জীবনী।

কলিকাতা অনাথাশ্রম। শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কর্ত্তৃক সংস্থাপিত অনাথাশ্রম প্রথমে নারিকেলডাঙ্গায় স্থাপিত ছিল। ইহা এক্ষণে রাজার বাজার ২৩-১ গিরিশ বিদ্যারত্নের গলিতে উঠিয়া আসিয়াছে। ১৮৯২ সালে প্রাণকৃষ্ণ বাবু ইহার জন্য সাধারণের নিকট ২৭২৸১৫ সাহায্য প্রাপ্ত হন। ১৮৯৩ সালের জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসে ২২৭৷৷১০ সাহায্য পাইয়াছেন। এই ছয় মাসের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, ঔষধের মূল্য, ভৃত্যের বেতন প্রভৃতিতে ২২৩৸৵০ খরচ হইয়াছিল। অনাথাশ্রমে বর্ত্তমানে ৫টী বালক ও ৫টী বালিকা প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইতেছে। প্রাণকৃষ্ণ বাবু নিজে এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী ইহাদের লালনপালন ও শিক্ষার ভার গ্রহণপূর্ব্বক সযত্নে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন। ইহাদের জন্য সর্ব্বশুদ্ধ মাসিক ৬০৲ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু এই খরচ শিশুগণের বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে। তদ্ভিন্ন অনাথাশ্রমের জন্য একটি নিজের স্থায়ী গৃহের প্রয়োজন হইবে। এতদর্থে প্রাণকৃষ্ণ বাবু সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যেন সকলে মুক্ত হস্তে এই সদনুষ্ঠানে নিজ নিজ সাধ্যমত দান করেন। অর্থ, বস্ত্র, বাসন, প্রভৃতি সকল প্রকারের সাহায্যই গৃহীত হয়।

পুণ্যকাহিনী। দরিদ্রাবস্থার লোকেরাও সাধু ইচ্ছা ও সৎ সংকল্প থাকিলে সৎকার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয়,—ছাত্রাবস্থায় থাকিয়া, যদি সদিচ্ছা থাকে, তবে ছাত্রগণও ছোট ছোট অনেক সুন্দর সদনুষ্ঠান অক্লেশে সম্পন্ন করিতে পারে। আজ তাহারই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

নোয়াখালী জেলার ফেণী উপবিভাগে কোনও উচ্চপদস্থ ভদ্র-

লোকের বাসায় থাকিয়া একটী ছাত্র তত্রত্য এণ্ট্রেন্স স্কুলে পড়িতে-ছিলেন। ছাত্রটীর নাম শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। সেই ভদ্রলোকই শরৎ বাবুর স্কুলের মাহিয়ানা ও খাওয়া দাওয়ার খরচ বহন করিতেছিলেন। কোনও কারণে তিনি যখন প্রথম শ্রেণীতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন উক্ত ভদ্রলোকটীর বাসা ছাড়িয়া দিলেন। পড়া শুনার সুবিধার জন্যই শরৎ বাবু উক্ত ভদ্রলোকটীর বাসা ছাড়িলেন। শরৎ বাবু অতি দরিদ্রের সন্তান। বাড়ী হইতে তাঁহার কখনও কোন খরচ আসিত না। কিন্তু তিনি চরিত্র বিষয়ে বড় ধনী; তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য তাঁহাকে ফেণীর ভদ্র ও ছাত্রমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত করিয়াছিল। তাঁহার ছাত্রবন্ধুগণ দেখিলেন, তিনি সেই বড়লোকের বাসা ছাড়িয়া মহাকষ্টে পতিত হইয়াছেন—অনেক চেষ্টা করিয়াও এমন কোন ভাল বাসা খুঁজিয়া পাইলেন না, যেখানে থাকিয়া ভাল পড়া শুনা করিতে পারেন। ফেণী স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে তখন ১২ জন ছাত্র। তাহাদের অনেকের অবস্থাই ভাল নয়। শরৎ বাবুর কষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, এবং অনেকেই নিজ খরচের টাকা হইতে যথাসাধ্য তাঁহাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ ২৲, কেহ বা ১৲, কেহ বা ॥০ কেহ বা ।০, এই ভাবে ছেলেরা নিজেদের জল খাবার টাকা হইতে শরৎ বাবুকে মাসিক সাহায্য প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি আদালতের একটী পিয়নের ঘরে বাস করিলেন; পিয়নই তাঁহার প্রতিদিনের খাবার বন্দোবস্তাদি করিয়া দিত। অনেক বড় বড় লোক থাকা সত্ত্বেও ফেণীর একজন আদালতের পিয়ন শরৎ বাবুকে মাসিক ॥০ আনা সাহায্য করিত! যাহা হউক, এত করিয়াও শরৎ বাবু দুর্ভাগ্যক্রমে সেবার এণ্ট্রেন্স পাশ করিতে পারেন নাই। তিনি এবার প্রথম বিভাগে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়াছেন এবং চট্টগ্রাম কলেজে এফ,এ পড়িতেছেন।—সঞ্জীবনী।

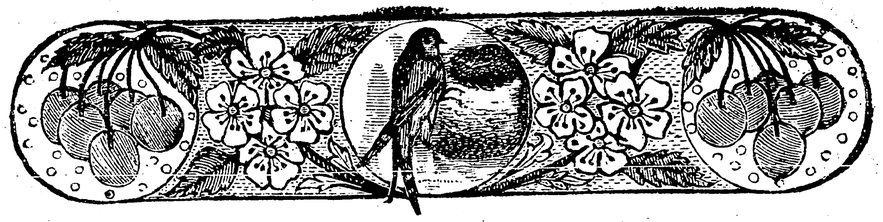

ভারতবর্ষের দারিদ্র্য।

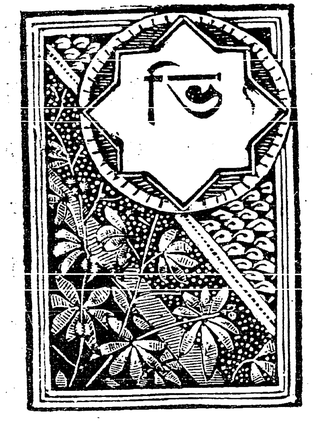

ন্ন ভিন্ন দেশে এক এক জন গড়ে বৎসরে কত উপার্জ্জন করে, তাহা দেখিলেই ভারত-বর্ষ যে কত দরিদ্র তাহা বুঝা যাইবে। নিম্নে এইরূপ আয়ের একটি তালিকা দেওয়া যাইতেছে। এই তালিকাটি কোন ভারতবাসী কর্ত্তৃক সংকলিত হয় নাই। মুলহল নামক জনৈক ইংরাজ কর্ত্তৃক ইহা সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে ভারতবাসীদিগের আয় অযথা কমাইয়া লেখা হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

দেশ	জন প্রতি গড় বার্ষিক আয়।
ইংলণ্ড	৪১ পাউণ্ড
স্কটল্যাণ্ড	৩২ ,,
আয়ারল্যাণ্ড	১৬ ,,
ফ্রান্স	২৫.৭ ,,
ইউরোপ	১৮ ,,
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	২৭.২ ,,
অষ্ট্রেলিয়া	৪৩.৪ ,,
ভারতবর্ষ	২ ,,

বর্ত্তমানে এক পাউণ্ডের মূল্য ১৫৲ টাকা, কিন্তু এই তালিকা

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল; তখন এক পাউণ্ডের মূল্য মোটামুটি ১০৲ টাকার সমান ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক ভারতবাসীর বার্ষিক গড় আয় ২০৲ টাকা মাত্র। ভারতবর্ষে অনেক ধনী লোক আছে। সুতরাং এরূপ অনেক লোকও আছে, যাহাদের বার্ষিক আয় ১০৲ টাকা অপেক্ষাও কম। তজ্জন্যই হাণ্টার সাহেব সত্য সত্যই বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক লোক এক বেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। উল্লিখিত তালিকায় পাশ্চাত্য দেশ সমূহের মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা গরিব। কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী ভারতবাসী অপেক্ষা আট গুণ ধনী। সত্য বটে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে জীবনধারণের ব্যয় ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতবর্ষ ঐ সকল দেশ অপেক্ষা অতিশয় নির্ধন। ভারতবর্ষের এই ঘোরতর দারিদ্র্য নিবারণের উপায় কি? আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি:—

(১) অধিক বেতনের সরকারী কার্য্যে দেশীয় লোক নিয়োগ। (২) সৈনিক বিভাগ এবং যুদ্ধের ব্যয় হ্রাস। (৩) ঔষধের জন্য ব্যতীত মদ, আফিম ও গাঁজা বিক্রয় নিষেধ। (৪) কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধন। (৫) শিক্ষিত লোকগণের বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন। (৬) অর্থকর শিল্প শিক্ষা। ভারতবর্ষে খনিজ এবং উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের অভাব নাই। বিদেশীয়গণ এখানে আসিয়া কাগজ, পাট, লোহা, প্রভৃতির কারবার করিয়া ধনী হইতেছে, অথচ আমরা নির্ধন থাকিয়া যাইতেছি। অর্থকর শিল্প শিক্ষা করা উচিত। কিন্তু আজ কাল কল ভিন্ন কোন ব্যবসায়ে বিলাতী সওদাগরদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারা যায় না। কলের দাম অনেক। এক একজন ধনী লোক যে একা ব্যবসা করিবেন, তাহার আশা নাই। তজ্জন্য (৬) যৌথ কারবার অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু বিশ্বাসী লোক না পাইলে

লোকে কাহার হাতে টাকা দিবে? তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে (৭) জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সাধন আবশ্যক। জাতীয় সাধুতার উপর জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। (৮) বিবাহাদি উপলক্ষে পরিমিত ব্যয়। কন্যার নাম দুহিতা। অধুনা ঐ নাম সামাজিক কুপ্রথার দোষে সার্থক হইয়া পড়িয়াছে। কন্যাগণ আজ কাল সত্য সত্যই হিন্দুসমাজে অর্থ-দুহিতা বা অর্থ-শোষণের কারণ হইয়া পড়িয়াছেন। (৯) ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্বর্ণকার ছুতার কিম্বা কর্ম্মকারের ব্যবসা অবলম্বন করিলে ভাল হয়। গত লোক সংখ্যা গণনায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যে ভারতবর্ষে ৪,০১,৫৮২ জন স্বর্ণকার এবং ৩,৮৪,৯০৮ জন কর্ম্মকার আছে। সুতরাং কর্ম্মকার অপেক্ষা ১৬,৬৭৪ জন অধিক স্বর্ণকার আছে। যদি এক এক জন স্বর্ণকার মাসে ৬৲ টাকা রোজগার করে ধরা যায়, তাহা হইলে তাহাদের মোট বার্ষিক আয় দাঁড়ায় ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। এত টাকা অলঙ্কার নির্ম্মাণে অর্থাৎ তাহার বানি দিতে বৃথা ব্যয় হয়! সুধু তাই নয়। অলঙ্কারে যে টাকাটা আবদ্ধ থাকে, তাহা সুদ বা ব্যবসায় খাটাইলে যে লাভ হইত, তাহাও হয় না। সুতরাং তাহাও লোকসানের মধ্যে ধরিতে হইবে। (১০) বিবাহ বিষয়ে অধিকতর দূরদর্শী হওয়া উচিত। সামান্য কৃষক বা মজুরের গৃহেও অন্ন থাক্ আর নাই থাক্, পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বেও তাহার বিবাহ দেওয়া চাই। তদ্রূপ ভদ্র পরিবারেও ছাত্রাবস্থায় বালকগণের বিবাহ দেওয়া হয়। তাহারা নিজের কাজ করিবে, না, অকালপিতৃত্বজনিত ভাবনা ভাবিবে? (১১) বিদেশে গমন। বহুজনাকীর্ণ হওয়ায় যেখানে খাদ্য মিলে না, সেই সকল প্রদেশ ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত অল্পজনাকীর্ণ প্রদেশে গমন করিলে, যাহারা যায় তাহাদের পক্ষেও সুবিধা হয়, যাহারা নিজ জন্মস্থানেই থাকে, তাহাদের পক্ষেও সুবিধা হয়। (১২) সক্ষম ভিক্ষুক-

গণকে ভিক্ষা না দিয়া কাজ দেওয়া। বৈষ্ণব, বৈরাগী প্রভৃতি অনেকেরই ভিক্ষাই পৈত্রিক ব্যবসা। এই সকল শ্রেণীর লোককে পরিশ্রম করিতে বাধ্য করা উচিত। (১৩) একান্ন পরিবার প্রথার এরূপ আংশিক পরিবর্ত্তন, যদ্দ্বারা পরিবারস্থ সকলেই সাধ্যানুসারে উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। (১৪) আত্মনির্ভর শিক্ষা এবং আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান। হিতোপদেশে আছে পরান্নভোজী এবং পরগৃহশায়ী ব্যক্তির জীবন মৃত্যুতুল্য। যে জীবিকার জন্য অপরের উপর নির্ভর করে, তাহার মনুষ্যত্ব লোপ পায়। অদৃষ্টের দোষ দিলে কি হইবে?

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি॥
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥"

"লক্ষ্মী (সৌভাগ্য) উদ্যোগী পুরুষকেই আশ্রয় করেন। কাপুরুষেরাই কেবল বলে যে অদৃষ্টে সকল মিলে। অদৃষ্টের বিনাশ সাধন করিয়া নিজ শক্তি দ্বারা পুরুষত্ব দেখাও। যত্ন করিলে যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তাহাতে দোষ কি?"





মেরী কার্পেণ্টার।



দুঃখে সহানুভূতি, স্নেহ, দয়া, মমতা প্রভৃতি কতকগুলি সদ্‌গুণ রমণীজাতির হৃদয় স্বভাবতঃ আলোকিত করিয়া রাখে। যদি রমণী-হৃদয়ে এই সকল সদ্‌গুণ না থাকিত, যদি রমণী-হৃদয় পুরুষ হৃদয়ের ন্যায় কঠিন হইত, তাহা হইলে জগৎ প্রকৃত পক্ষে মরুবৎ অপ্রীতিকর হইত। আর রমণী হৃদয়ে এই সকল সদ্‌গুণ আছে বলিয়াই সভ্যজগতে এত রমণীকে আমরা বিশ্বসেবাব্রতে ব্রতী হইতে দেখিতে পাই। বিশ্বসেবাব্রতে জীবন উৎসর্গকারিণী রমণী-মণ্ডলীর মধ্যে মেরী কার্পেণ্টার একজন অগ্রগণ্যা।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রেল তারিখে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী এক্‌স্‌-কিটার নামক স্থানে মেরী কার্পেণ্টারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার একজন উদারহৃদয় পরোপকারী ধর্ম্মযাজক ছিলেন। পিতার এই সকল সদ্‌গুণ কন্যায় বর্ত্তাইয়াছিল। পিতার সদুপদেশে কন্যার হৃদয় জ্ঞান ও ধর্ম্মের জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যখন ডাক্তার কার্পেণ্টার ব্রিষ্টল নগরে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি সেখানে দরিদ্র বালক বালিকাদিগকে ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান, প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য একটী রবিবাসরীয় বিদ্যালয় (Sunday school) সংস্থাপন করেন। এই সময় মেরী

পিতার সাহায্যে ল্যাটিন্, গ্রীক প্রভৃতি ভাষা এবং বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা করেন। পিতা সর্ব্বদা জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। কন্যা এই বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিতে স্থিরসংকল্প হইলেন; এবং এই অল্প বয়সেই অসীম উৎসাহের সহিত তাঁহার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যে পরোপকারবৃত্তি মেরীর হৃদয়ে প্রধূমিত হইয়া পরিশেষে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গমের ন্যায় বিশ্ববাসীদিগের হৃদয় প্লাবিত করিয়াছিল, এই ব্রিষ্টল নগরে তাহার সূত্রপাত হয়। রবিবাসরীয়-বিদ্যালয়ে পিতার সাহায্য করিয়া মেরী শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিপুণা হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা দান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে পিতার রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ভারও তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেন; কিন্তু মেরী কার্পেণ্টারের ন্যায় রমণী ছাত্রদিগের পাঠের ব্যবস্থা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তিনি তাহাদিগের গার্হস্থ্য জীবনের নৈতিক উন্নতির প্রতি বিশেষ যত্নবতী হইয়া তাহাদিগের গৃহে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল দরিদ্র বালক বালিকাদিগের গৃহে পাপের লীলাভূমি দেখিয়া মেরী অনুভব করিলেন যে ইহাই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র। ইংলণ্ডের দরিদ্রদিগের অবস্থা বড় ভয়ানক। তাহারা পাপপঙ্কে একেবারে নিমগ্ন হইয়া থাকে এবং যাহা কিছু উপার্জ্জন করে তাহা প্রায় সমস্তই সুরার সেবার ব্যয় করে। অনেক সময় অনাহারে ক্লিষ্ট হইয়া তাহারা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সন্তান-দিগকে নির্দ্দয় ভাবে রাজপথে পরিত্যাগ করিয়া যায়। তাহাদিগের এই শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া মেরীর হৃদয় কান্দিয়া উঠিল; তিনি তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং আমে-

রিকার বিখ্যাত অধিবাসী ডাক্তার জোসেক টুকারম্যান মেরীর পিতার গৃহে অতিথি হয়েন। ইঁহাদের সহিত পরলোক এবং ধর্ম্ম-তত্ত্বসম্বন্ধীয় আলাপ করিয়া মেরী যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেন। ভারত-গৌরব-রবি রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর সময় মেরী কন্যার ন্যায় তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন এবং রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার হৃদয় এক নবীন ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে। তিনি ভাবিলেন,—জগতে মানব-জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। তবে যে কয়েক দিন বাঁচিয়া রহিব, বিধাতার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব।

মেরীর জীবন যখন এই নূতন ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন যেন বিধাতার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই আমেরিকা হইতে ডাক্তার গ্যানেট ব্রিষ্টলে আগমন করিলেন। ডাক্তার গ্যানেটের নিকট আমেরিকার দরিদ্রদিগের উন্নতির বিষয় শুনিয়া মেরী ইংলণ্ডে এই প্রণালীতে কার্য্য করিবার সংকল্প করিলেন। আশ্রয়বিহীন ব্যক্তি-গণকে আশ্রয় প্রদান করা, দরিদ্র ও দুঃখীদিগের দুঃখ মোচন করা, তাঁহার জীবনের এক মহৎ উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল।

এই সময় মেরী পিতৃহীনা হইলেন, কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণা রমণী আপনার হৃদয়ের বিষম শোক প্রকাশিত না করিয়া ধীরভাবে মাতার সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে তিনি তাঁহার বিশ্রাম সময় অতিবাহিত করিতেন। ইংলণ্ডে পিতা মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত যে সকল শিশু পথে পথে কান্দিয়া বেড়াইত ও পরিশেষে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অসৎ পথ অবলম্বন করিত, তাহাদের প্রতি মেরীর দৃষ্টি পড়িল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট লিউইন্সমিড নামক স্থানে তিনি এই সকল অনাথদিগের জন্য একটি দরিদ্র বিদ্যালয় (Ragged School) স্থাপন করিলেন এবং ইহাদিগের চরিত্রের উন্নতির বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টার সুফল ফলিতে লাগিল।

অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণ কারাগারে প্রেরিত হইলে অন্যান্য কারাবাসীদিগের সংসর্গে থাকিয়া আরও অসৎ হইয়া যাইত। এই সকল দেখিয়া মেরী সংশোধন বিদ্যালয় (Reformatory) স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কিংস্‌উড নামক স্থানে প্রথম সংশোধন বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এসম্বন্ধে একটী আইন বিধিবদ্ধ হইল। মেরী দেখিতে পাইলেন যে বালক ও বালিকাদিগের বিদ্যালয় স্বতন্ত্র করা আবশ্যক এবং বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ব্রিষ্টলে নিজ ব্যয়ে "রেড্‌ লজ্‌" নামক গৃহ ক্রয় করিয়া দিলেন।

কারাবাসীদিগের প্রতি যে ভীষণ অত্যাচার হইত তাহা নিবারণের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে "আমাদিগের কারাবাসিগণ" (Our Convicts) নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন; এবং তাঁহার চেষ্টায় ইংলণ্ডের কারাগারের সংশোধন এবং উন্নতির প্রথম সূত্রপাত হয়।

এবার তিনি ভারতবর্ষের হিতকল্পে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বৃদ্ধবয়সে তাঁহার উৎসাহ কিছুমাত্র কমে নাই। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথমবার ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষে নিজ অভিজ্ঞতার ফল তিনি "ভারতবর্ষে ৬ মাস অবস্থিতি" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। তাহার দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আগমনের ফল মহিলাদিগের জন্য নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয় স্থাপন এবং "জাতীয় ভারত সভা।" ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে পুনরায় ভারতবর্ষে আগমনের পর ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে কারাগার পরিদর্শন করিবার জন্য আমেরিকায় গমন করেন। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে শেষবার এদেশে আসিয়া স্ত্রীশিক্ষার ক্রমবিস্তার দেখিয়া বিশেষ সুখী হয়েন। এইবার তিনি বরাহনগরের শ্রমজীবীদিগের বাটীতে বাটীতে গমন করিয়া তাহাদিগের অবস্থার অনুসন্ধান করেন।

জীবনের শেষ পর্য্যন্ত জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া মেরী মানবলীলা সম্বরণ করেন। কোন প্রকার রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়া তাঁহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে নিয়ম মত কার্য্য করিবার পর একটী আবশ্যকীয় বিষয় লিখিয়া শয়ন-গৃহে নিদ্রাগত হইলেন। সেই নিদ্রাই তাঁহার অনন্ত নিদ্রা হইল। প্রভাতে তাঁহার পালিতা কন্যা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, প্রাণশূন্য দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। যেদিন তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হইল, সেইদিন বহু দরিদ্র ব্যক্তি আপনাদিগকে মাতৃহীন বোধ করিল এবং কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সজলনেত্রে তাঁহার মৃতদেহের সহিত গমন করিল।

গোজাতির অবনতি।

(প্রাপ্ত)



ন হিন্দু গৃহস্থের অসাবধানতা প্রযুক্ত যদি গোবধ হয়, তবে কোন নির্দ্দিষ্টকাল তাহাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে হয়। গরুরমত নানা প্রকার অব্যক্ত শব্দ দ্বারা নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে হয়। গোষ্ঠ হইতে গরুগুলি ফিরিয়া আসিলে, তাহাদের ক্ষুর হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধূলিকণা সংগ্রহ করিয়া আহার করিতে হয়। শয্যায় শয়ন রহিত করিয়া গোগৃহে শয়ন করিতে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে গোবধের এই প্রকার কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। আমরা অনেক প্রাচীন হিন্দুকে দেখিয়াছি, তাঁহারা গোগৃহকে দেব-

গৃহের ন্যায় মনে করেন। চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, যে গোজাতিকে এই প্রকার শ্রেষ্ঠ স্থান দিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

গোজাতি মানবের পরম উপকারী। কৃষকের বিশেষ আদরের ও যত্নের সামগ্রী। গরুর সংখ্যা যাহার যত বেশী হয়, সেই কৃষক সমাজে ধনী বলিয়া তত সম্মান পাইয়া থাকে। দিন দিন এ দেশের গোবংশ লোপ হইয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসর যদি এই প্রকার গোবংশের হ্রাস হইতে থাকে, তবে স্বল্পকালের মধ্যেই আমাদের দেশের খুব অমঙ্গল ঘটিবে। উপযুক্ত আহার ও যত্নের অভাবেই গোজাতির এই অবনতি ঘটিতেছে। কি উপায়ে গোজাতির উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমরা আজ কয়েকটী উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথমতঃ—পূর্ব্বে এ দেশের মাঠে প্রচুর পরিমাণে ঘাস জন্মিত। গরুগুলি তাহাই খাইয়া প্রাণ ধারণ করিত। জলা ভূমিতেই প্রচুর পরিমাণে ঘাস জন্মিয়া থাকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ জলা ভূমি নদীর পলি দ্বারা শুষ্ক, উঁচু ও অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে। কাজেই আগেকার মত ঘাস আর হয় না। ৯ই ভাদ্রের 'হিতবাদী'র 'কৃষি ও বাণিজ্য' শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে—"আমাদের দেশের গোজাতি কৃষিকার্য্যের প্রধান সাধন। কিন্তু এই গোজাতি খাদ্যাভাবে দিন দিন হীনবল হইয়া পড়িতেছে। সম্প্রতি মান্দ্রাজে বহুসংখ্যক গরু খাদ্যাভাবে দারুণ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্র পশুদিগের খাদ্যাভাব হইয়া পড়িয়াছে। গোচারণ ভূমি নাই বলিলেও হয়।" এই উক্তিগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমরাও বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, দিন দিন গোচারণ ভূমির সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিতেছে। উর্ব্বর তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল মাঠগুলি মরুভূমির ন্যায় হইয়া পড়িতেছে।

গৃহস্থেরা পশুদিগকে খড় প্রভৃতি খাইতে দেন বটে, কিন্তু তাহাতে পশুগুলির উদরপূর্ত্তি হয় না। গোচারণ ভূমির রক্ষা ও উন্নতি সাধন পক্ষে আমরা কয়েকটি উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি :—

(১) যে সকল গোচারণের মাঠ নদীর পলি দ্বারা অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে, সে সব নদীর মুখ কোন প্রকারে অন্য দিকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। (২) গোচারণ ভূমিতে কোন কৃষককে চাষ করিতে দেওয়া হইবে না। অন্নকাঙ্গাল অনেক কৃষক পেটের দায়ে গো-চারণের ভূমি পর্য্যন্ত চাষ করিয়া ফেলিতেছে। ইহাতেও গরুর সর্ব্বনাশ হইতেছে। (৩) গোচারণের ভূমিতে গোময় সারও মধ্যে মধ্যে ফেলিতে হইবে। গোময় সারেও প্রচুর পরিমাণে ঘাস উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয়তঃ—গোয়ালঘর ভাল না থাকিলে গরুর স্বাস্থ্য অতি অল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। বঙ্গ দেশের অধিকাংশ গোয়াল ঘর অতি কদর্য্য ও নরকতুল্য। প্রায়ই ঘরগুলি উঁচু নীচু অথবা কর্দ্দমময় গর্ত্তপূর্ণ থাকে। সেই সব গর্ত্তে রাশি রাশি মশা ও ডাঁশ জন্মে। হতভাগ্য বোবা পশুগুলি এই সব যন্ত্রণা অতি কষ্টে সহ্য করে। বঙ্গবাসী গৃহস্থেরা এই মহোপকারী পশুগুলির একটু সুখ সুবিধা করিয়া দেওয়ার তত আবশ্যকতা বোধ করেন না।

উপযুক্ত বাসস্থানের অভাবে সিমলা, সর্দ্দি, নাকডাকা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে অনেক গরু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। গরুকে ভাল রাখিতে হইলে গোয়াল ঘরগুলির বিশেষরূপে সংস্কার করা আবশ্যক। গোয়ালের মধ্য স্থানটী খুব উঁচু ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান গুলি ঢালু করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এরূপ না হইলে নানা স্থানে মল মূত্র বদ্ধ হইয়া ঘরগুলি নিতান্ত সেঁতসেঁতে ও মশা মাছির আবাসস্থল হইয়া পড়ে। মানুষ মশার কামড়ে অস্থির

হইয়া মশারির ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য পশুগুলি মশা ও ডাঁশের কামড়ে যে কি কষ্ট পায়, তাহা অতি অল্প লোকেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। গোয়াল ঘর হইতে ডাঁশ ও মশা তাড়াইবার অনেক উপায় আছে। আমরা দুই একটীর উল্লেখ করিতেছি। (ক) সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোয়ালের কোণগুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া দিতে হয়। (খ) মাঠ হইতে গরুগুলি যখন গৃহে ফিরিয়া আসিবে, তখন ঘরে একটী আগুন জ্বালিয়া ধূম দিলে মশা তাড়িত হয়। (গ) তেল ভেরেণ্ডার (রেড়ীর) পাতার রস ঘরময় ছড়াইয়া দিলেও মাছি, মশা ও ডাঁশ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ—গরুগুলিকে অতিরিক্ত মাত্রায় খাটাইলে অতি অল্প কাল মধ্যেই রুগ্ন হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানের কৃষকগণ হতভাগ্য পশুগুলিকে দুই বেলাই খাটায়। ইহাতে গরুর স্বাস্থ্য অচিরে নষ্ট হইয়া যায়। পরিশ্রমের পর কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম ও আহার করিতে দেওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ দুগ্ধবতী গাভী গুলিকেও চাষ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। ইহাতে গোজাতির সর্ব্বনাশ হয়। গাভীর দুগ্ধের মাত্রাও কমিয়া আইসে, তা ছাড়া যে বাছুর হয়, তাহাও নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়ে। গাভীগুলিকে লাঙ্গলে যুড়িয়া খাটান নিতান্ত অন্যায়।

চতুর্থতঃ—বঙ্গদেশে যে প্রকার নির্জ্জীব গরু দেখা যায়, যত্ন করিলেও সহজে তাহাদের বংশের উন্নতি হইবে না। তাহাদের বংশের উন্নতির জন্য, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে সবল উৎকৃষ্ট গরু আনিয়া, তাহাদের বংশজাত গোজাতি যাহাতে দেশময় বিস্তৃত হয়, তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

পঞ্চমতঃ—গোচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ খুব সহজ ভাষায় লিখিত এবং অল্পমূল্যে বিক্রীত হওয়া উচিত।

কৃষিকার্য্য বহু পরিমাণে গরুর উপরে নির্ভর করে। যতদিন গরুর অবস্থা ভাল ছিল, ততদিন বঙ্গদেশের কৃষিও ভালরূপে চলিতেছিল। গোজাতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষির অবস্থাও খারাপ হইয়া গিয়াছে। লৌহবর্ত্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চাউল ও গোধূম প্রচুর পরিমাণে প্রতি বৎসর বিলাতে রপ্তানী হইতেছে। ১৮৮৭ সালে ৩,১০,২৯,৬৪০ টাকার গম, ও ১,৪৬,৭৭০ টাকার চাউল বিলাতে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৮৯১ সালে ৫,৫০,৭৬,২৬০ টাকার গোধূম ও ২,২০,৯১,৫৭০ টাকার চাউল রপ্তানী হইয়াছে। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে রপ্তানীর মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর যদি এই প্রকার রপ্তানীর মাত্রা বর্দ্ধিত হয় এবং কৃষিকার্য্যেরও উন্নতি না হয়, তবে হতভাগ্য ভারতবাসী কি খাইয়া প্রাণধারণ করিবে? অপর দিকে কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে হইলে, গোজাতির উন্নতি হওয়া আবশ্যক।

গোবধ হিন্দুগণের চক্ষে মহাপাতকের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু কোন গৃহস্থের যত্নের অভাবে অকালে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গরুর মৃত্যু হইলে, তাহাও যে দূষণীয়, ইহাও সকলেরই মনে রাখা উচিত।

"দাসী"র আত্মকথা।

কোনও দরিদ্রা বিধবা ভদ্রমহিলা যে প্রকারে অগ্রিম মূল্য দিয়া "দাসী"র গ্রাহিকা হইয়াছেন, আমরা তাহা অবগত হইয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তিনি দাসাশ্রমের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া "দাসী" লইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু টাকা না থাকায়, কিছু দিন অর্দ্ধাশন করিয়া, যে চাউল জমে, তাহাই বিক্রয় করিয়া একটি টাকা সংগ্রহ করেন। ঐ টাকাটি তিনি "দাসী"র এক বৎসরের অগ্রিম মূল্য স্বরূপ প্রেরণ করেন।

"দাসী"র কোন কোন গ্রাহককে দ্বিতীয় বৎসরের টাকার জন্য তাগিদ দেওয়ায় তাঁহারা বলিতেছেন, এখনও ত দ্বিতীয় বৎসর শেষ হয় নাই, ইহার মধ্যেই এক টাকা পাওনা হইল কিরূপে? তাঁহাদের পত্রের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে "দাসী"র মূল্য অগ্রিম দেয়। দ্বিতীয় বৎসরের তিনসংখ্যা পাইয়াছেন, এখন ত সকলেরই টাকা দেওয়া উচিত। কোন কোন গ্রাহক দ্বিতীয় বৎসরের ২ সংখ্যা পাইয়া তাহার পর কাগজ ছাড়িয়া দিয়াছেন; অথচ ঐ দুই সংখ্যার মূল্য দেন নাই। দাসাশ্রমকে এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করা কখনই উচিত নয়। কাগজ ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের সমস্ত পাওনা শোধ করিয়া দেওয়া উচিত।

হিসাবে ভুল।



জন অন্ধ ভিক্ষুক দ্বারে দণ্ডায়মান। "মা, কাণাকে কিছু খেতে দাও, মা।" "মা" গৃহকর্ম্মে বড় ব্যস্ত ছিলেন; বিরক্ত হইয়া কন্যাকে বলিলেন, "ঐ যে সিঁড়ির পাশে ভাত তরকারী রয়েছে, কাণাকে ঐ নিয়ে খেতে বল।" বালিকার চোখ দুটি স্বভাবতই যেন করুণায় ঢল ঢল করিত। মায়ের কথা শুনিয়া তাহার চক্ষু দুটির স্নিগ্ধ রশ্মি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। বালিকা কাণাকে ভাত তরকারী দেখাইয়া দিতে গেল। গিয়া দেখিল, ভাত দেখা যায় না। তাহার উপর অসংখ্য মাছি বসিয়াছে, এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ উঠিতেছে। দেখিয়া মেয়েটির মুখ বিষণ্ণ হইয়া গেল, হৃদয়ের উপর দিয়া যেন এক খানা মেঘ চলিয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ একটি চিন্তা আসিয়া সেই

বিষাদ অপসারিত করিয়া দিল। সে দৌড়িয়া গিয়া মাকে বলিল, "হ্যাঁ মা, বাবা যে বলেন, গরিবকে যা দেওয়া যায়, তা ভগবান্‌কেই দেওয়া হয়; তা ভগবান্‌কে কি পচা ভাত দিতে হয়? তুমিই ত আমায় বলেছ, ভগবান্ আমাদিগকে কত ভাল বাসেন।" মেয়ের কথা শুনিয়া মা কিয়ৎক্ষণ লজ্জায় হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "বাছা, লোকটিকে একটু দাঁড়াতে বল। ভাত হ'তে আর দেরি নাই। হ'লেই খেয়ে যাবে।" অন্ধ কিয়ৎক্ষণ পরে গরম ভাত তরকারী খাইয়া আনন্দে গৃহস্থকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

বড় গল্প নয়। আমরা সকলেই হিসাবের খাতায় ভগবান্‌কে বাদ দিয়া হিসাব করি। প্রথমে টাকা কড়ির কথা ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে অধিকাংশ লোকেই নিজ আয় হইতে প্রথমে নিজ নিজ পরিবারের অন্ন বস্ত্রের ব্যয়, বিলাস সামগ্রীর ব্যয়, অলঙ্কারের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন, এবং যাহা সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন, তাহাও পূর্ণ মাত্রায় রাখিয়া দেন। তাহার পর ভগবানের ভাগ্যে যদি কিছু থাকে, তবে তাহা তাঁহার সেবায় নিয়োজিত হইতে পারে। আমার সমস্ত সুখের আয়োজন করিয়া যদি কিছু থাকে, তবে তাহা গরিবকে দিতে পারি। আমরা অনেক সময় তাহাও দিনা। আমাদের অব্যবহার্য্য, পরিত্যক্ত জিনিসই ক্বচিৎ তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে। বিপন্নের সাহায্য করিবার কথা উঠিলেই, আমরা নানাবিধ ওজর করি। গরিবকে দুপয়সা দিতে হইলেই, পয়সা থাকে না। কিন্তু সেই দিনই নিজের সোণারূপার বোতাম, কিম্বা পরিবারবর্গের অলঙ্কার গড়াইবার টাকা অনায়াসে বাক্স হইতে বাহির হয়। দৈনিক কিম্বা মাসিক হিসাবের মধ্যে আর সকলেরই উল্লেখ আছে, মুদি, দরজি, পোদ্দার, মহাজন, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, সকলেরই পাওনার উল্লেখ আছে। কিন্তু আমাদের প্রধান মহাজন

যিনি, যাঁহার নিকট আমরা, ধন সম্পত্তি দূরে থাক্, জীবনের জন্যও ঋণী, তাঁহার প্রাপ্যের কোনই উল্লেখ থাকে না। তিনি পাওনা আদায় করিবার জন্য আদালতে নালিশ করেন না, সুতরাং আমরাও আজীবন ভগবানের পাওনা তামাদির মধ্যেই ধরিয়া রাখি। তবে তিনি মধ্যে মধ্যে তাগিদ দেন বটে। যখনই কোন অসহায় রুগ্ন ব্যক্তির দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণে দয়ার উদ্রেক্ হয়, তখনই ঐ দয়াকে ভগবানের তাগিদ বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু আমরা নানা প্রকার ওজর করিয়া তাগিদে মন দি না। আমাদের অবসর নাই, সাহায্যপ্রার্থী প্রতারক হইতে পারে, তাহাকে সাহায্য করিতে আমরা বাধ্য নই, ইত্যাদি নানা প্রকার ওজর করি। আমরা এইরূপে ফাঁকি দি বটে; কিন্তু তাহাতে আমাদিগকেই ঠকিতে হয়। কারণ ঈশ্বরের ঋণ পরিশোধ না করিলে, হৃদয়ের একটি প্রধান সম্পত্তি যে দয়াবৃত্তি, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হই।

মৃত মহাত্মা রমানাথ কবিরাজ অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। তাহার অধিকাংশই গরিব দুঃখীকে অন্ন দিতে ব্যয়িত হইত। কোন আত্মীয় তাঁহাকে এই বিষয়ে মিতব্যয়ী হইতে বলায়, তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "আমি ধনের অধিস্বামী নই; ধন ভগবানের, আমি তাঁহার ভাণ্ডারী মাত্র। আমি যদি তাঁহার ধন তাঁহারই কার্য্যে ব্যয় না করি, তাহা হইলে আমার আয় কমিয়া যাইবে। ভগবান্ আর আমাকে টাকা দিবেন না।" দুঃখের বিষয় আমরা যে ধনের ভাণ্ডারী মাত্র, একথাটি সর্ব্বদাই ভুলিয়া থাকি।

টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমরা যেমন হিসাবে ভুল করি, অন্যান্য বিষয়েও তেমনই ভুল করিয়া থাকি। ঈশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধিশক্তি দিয়াছেন। জনসমাজের সেবাই তাঁহার সেবা। সুতরাং আমাদের মানসিক শক্তি মানবের হিতসাধনে নিয়োজিত হওয়া উচিত। এক-

জন হয়ত সুলেখক। কিন্তু তিনি কেবল টাকার জন্যই ব্যস্ত। এরূপ পুস্তক বা প্রবন্ধ লেখেন না; যদ্দ্বারা সমাজের বালক বা প্রবীণ কোন শ্রেণীর উপকার হইতে পারে। কাহারও হয়ত ছাত্রগণের সর্ব্বনাশের কারণ অর্থপুস্তক লিখিতেই সমুদয় সময় যায়। তাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন কর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। কেহ কেহ অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস লিখিয়া সাধারণের নীতি আরও কলুষিত করেন। মানবসমাজ বর্ত্তমানে সভ্যতার যে সোপানে উপনীত হইয়াছে, কেহই নিজ চেষ্টায় সেই সভ্যতা-সোপানে অধিরূঢ় হইতে পারিতেন না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে মনুষ্যজাতি যে মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, আমরা বিনা আয়াসে সেই সকলের উত্তরাধিকারী হইয়াছি। অসভ্যজাতির একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষা সভ্যসমাজের একজন দ্বাদশবর্ষীয় বালকের আত্মা অধিকতর উন্নত। এই উন্নতির জন্য আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট ঋণী। তাঁহারা যেমন তাঁহাদের জ্ঞান, তাঁহাদের নীতি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের উপকারার্থ আমাদেরও স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান ও নীতি রাখিয়া যাওয়া উচিত। দর্শন ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন, ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণ, কবিকল্পনাবলে অলৌকিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে আমরা মানবের মানসিক ঐশ্বর্য্য পরিবর্দ্ধিত করিতে পারি। মনোরাজ্য হইতে নানাবিধ কুসংস্কার উৎপাটিত করিয়া তথায় ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তির বীজ রোপণ করিতে পারি। এইরূপে উল্লিখিত বহুবিধ প্রকারে বুদ্ধিবৃত্তির সদ্ব্যবহার না করিয়া অনেকেই তাহার অপব্যবহার করেন। কেহ কেহ সমাজের মঙ্গলার্থে লেখনী চালন করেন, কিন্তু তাহা এরূপ ভাবে করেন, যেন ভগবানকে অনুগ্রহ করিতেছেন। সমস্ত দিন অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত থাকিয়া শ্রান্তদেহে, ক্লান্তমনে, ঈশ্বরের জন্য দুকথা লিখিতে বসেন।

এইরূপে দেখা যায় যে বক্তা, উকীল, চিকিৎসক এবং অপরাপর ব্যবসায়িগণও ঈশ্বরের ঋণ শোধ করিতে যত্ন করেন না। তাঁহারা অর্থ ও যশ উপার্জ্জনেই ব্যস্ত। ভগবানের সেবা করিবার অবসর কোথায়?

বুদ্ধিশক্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া একবার ভগবান্ আমাদিগকে দয়া, প্রেম, আতিথ্যাদি যে সকল হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন, তৎ-সমুদায়ের কিরূপ ব্যবহার করি, দেখা যাক্। অনেকে জগতের মধ্যে কেবল একজনকে ভাল বাসেন। তাঁহারা নিজেই তাঁহাদের ভাল-বাসার একমাত্র পাত্র। কেহ বা একটু অগ্রসর হইয়া স্বীয় পরিজন-বর্গকেও হৃদয়ে স্থান দেন; কিন্তু সংসারের গরিব দুঃখীর জন্য সেখানে স্থান নাই; ঈশ্বরে প্রীতি ত দূরের কথা। অপরদিকে অনেকেই ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে পাপকে ভাল বাসেন।

সময় আর একটি ঈশ্বরদত্ত সম্পত্তি। কিন্তু অর্থোপার্জ্জন, আলস্য, সুখান্বেষণ ইহাতেই আমাদের এই ধন ব্যয়িত হয়। ভগবানের সেবা করা দূরে থাক্, তাঁহার কথা ভাবিতেও কয়জন অবসর পান?

অপর সকল বিষয়ে আমরা যেমন হিসাবে ভুল করি, জীবন সম্বন্ধেও তদ্রূপ। বার্দ্ধক্যে যখন অর্থোপার্জ্জন বা সুখভোগের আর ক্ষমতা থাকে না, তখন ভগবানের নাম করি। হায়, জীবনের এই ক্ষীণ, জীর্ণ, সংসারের কার্য্যের অনুপযোগী অংশটুকু ভগবানের কোন্ কাজে লাগিবে? যৌবনের শক্তি, যৌবনের উৎসাহ, সংসারের পায়ে উৎসর্গ করিয়া বার্দ্ধক্যের শুষ্ক কঙ্কালটি ভগবানের সমীপে উপস্থিত করিতে কি আমাদের লজ্জা হয় না? যিনি জীবন যৌবন দিয়াছেন, তাঁহারই কার্য্যে জীবন যৌবন সঁপিয়া দাও। অর্থোপার্জ্জন কর, ভালই; কিন্তু উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার কর। বিদ্যালাভ কর; কিন্তু বিদ্যার সদ্ব্যবহার করিতে বিস্মৃত হইও না। সংসার, ইন্দ্রিয়, ভোগ-লালসা, প্রভৃতিকে চাহিবামাত্র ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি, যৌবন

দিয়া, ঈশ্বরকে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত, মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত, ভিখারীর মত দ্বারে অপেক্ষা করিতে বলিও না। তাঁহার প্রাপ্য সর্ব্বাগ্রে শোধ দাও। "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ।" যৌবনেই ধর্ম্মশীল হওয়া বিধেয়।

দাসাশ্রমে রোগী লইবার নিয়ম।

১। সেবালয়ে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি শয্যা আছে। সেগুলি পূর্ণ থাকিলে আমরা রোগী লইতে পারি না। এমত অবস্থায় কোন রোগী আসিলে তাহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাল বা শিয়ালদহ ক্যাম্বেল মেডিক্যাল হাঁসপাতালে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করি। সুতরাং আমাদের স্থান আছে কিনা, অগ্রে সংবাদ লইয়া পরে রোগী প্রেরণ করা উচিত।

২। আপাততঃ উপযুক্ত বন্দোবস্ত নাই বলিয়া আমরা বসন্ত, ওলাউঠা, যক্ষ্মাকাশ, প্রভৃতি সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে সেবালয়ে স্থান দিতে অসমর্থ। এরূপ কোন রোগী আসিলে তাহাকে উপরোক্ত কোন হাঁসপাতালে প্রেরণ করিতে বাধ্য হই।

৩। "স্থায়ী" রোগী এবং "অস্থায়ী" রোগী একত্রে আসিলে যদি উভয়েরই স্থান না হয়, তাহা হইলে আমরা "স্থায়ী" রোগীটিকেই রাখি। অপর ব্যক্তিকে হাঁসপাতালে পাঠান হয়।

৪। কোন "স্থায়ী" রোগী আসিবার সময় যদি সমস্ত শয্যা পূর্ণ থাকে, এবং যদি কোন "অস্থায়ী" রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠা-ইলে "স্থায়ী" রোগীর স্থান হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে তাহাই করিতে হয়।

৫। অস্ত্র শস্ত্রাদির অভাবে বা অন্য কোন কারণে আমরা কোন

রোগীর চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিতে না পারিলে, তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাই।

৬। অসহায় ব্যক্তিগণকেই সেবালয়ে স্থান দেওয়া হয়।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

আমাদের সহস্র ত্রুটী সত্ত্বেও ভগবানের কৃপায় দাসাশ্রমের জীবনের আর এক মাস অতীত হইয়া গেল। এক্ষণে (১৭ই সেপ্টেম্বর) দাসাশ্রমের সেবালয়ে ১৭ জন স্থায়ী রোগী আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদিগকে আজীবন সেবালয়ে রাখিতে হইবে। এই গুরুতর দায়িত্ব এবং আমাদের অকিঞ্চনতার কথা এক সঙ্গে ভাবিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু ভগবানের দয়াই গরিবের সম্বল। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

আগষ্ট মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ২৭ জন আতুর ও রোগী সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। রোগী ও আতুরগণের বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১। দেবীসুরা, ২। পদ্মমুখী, ৩। কুদি, ৪। দামো, ৫। রামজি, ৬। কুসুম, ৭। কেদার, ৮। রামচরণ, ৯। রাজেন্দ্র। ইহারা সকলেই জালালপুরে আছে। ১০। বাবুরাম, ১১। কামিনী, ১২। দুর্গাতারিণী, ১৩। আদুরী, ১৪। ক্ষেমা। ইহারা সকলেই কলিকাতায় আছে, ইহাদের সকলেরই শরীর ভাল আছে। জালালপুরে রোগীদিগের শরীর ভাল না থাকায়, সকলকেই শীঘ্র কলিকাতায় আনা যাইবে।

১৫। লক্ষ্মী—বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। বাতরোগে পীড়িত। এখানে কিছুদিন থাকিয়া আরোগ্য হইবার পূর্ব্বেই বাড়ী চলিয়া গিয়াছে।

১৬। দিনু (স্ত্রীলোক)—বাড়ী ফরাশডাঙ্গায়, বয়স ৬০ বৎসর। স্ত্রীলোকটি অন্ধ। কিছুদিন পরে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে।

১৭। হৃদয়নাথ মুখোপাধ্যায়—একটী স্কুলের ছাত্র, বয়স ১৫ বৎসর। জ্বর হইয়া আসিয়াছিল; সারিয়া চলিয়া গিয়াছে।

১৮। নবীনচন্দ্র দাস—বয়স ১৮ বৎসর। জ্বর হইয়াছিল, সারিয়া চলিয়া গিয়াছে। পুনর্ব্বার পীড়িত হইয়া আসিয়া সুস্থ হইয়া গিয়াছে।

১৯। হৃদয় পাল—বয়স ৩৫। বাবু বিপিনবিহারী রায় তাহাকে সেবালয়ে প্রেরণ করেন। দেখা গেল তাহার পেটের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড প্লীহা ও অত্যন্ত দুর্ব্বল। কিছুদিন থাকিয়া চলিয়া গিয়াছে।

২০। একটী ব্রাহ্মণ—বয়স ৪০ বৎসর, পীড়া জ্বর। বাড়ী চলিয়া গিয়াছে।

২২। নব—বয়স ৫০। একটী স্কুলের ছাত্র ইহাকে এখানে দিয়া যান। অসুখ, পেটের পীড়া। সারিয়া চলিয়া গিয়াছে।

২৩। ভব—বয়স ৮০ বৎসর। সেবালয়ে স্থায়ীরূপে থাকিবে বলিয়াই আসিয়াছিল। আসিবার কিছুদিন পরেই অতিবার্দ্ধক্য বশতঃ মৃত্যু হইয়াছে।

২৪। ক্ষুদিরাম—বয়স ৮৫ বৎসর। এখানে স্থায়ীরূপে থাকিবে।

২৫। শশী—নিবাস বর্দ্ধমান, বয়স ৩৫ বৎসর। পক্ষাঘাত রোগে পীড়িত। এখানে স্থায়ীরূপে থাকিবে।

২৭। নটবর—নিবাস ঘাঁটাল, পীড়া হাঁপানি। তাহার এক আত্মীয় তাহাকে লইয়া যায়।

দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির মাসিক কার্য্যবিবরণ।

জালালপুর। জ্বর ৯, কাশ ২, প্লীহা ৪, যকৃত ১, উদরাময় ২, স্ত্রীরোগ ১, স্নায়ু দুর্ব্বলতা ১, ধনুষ্টঙ্কার ১, চর্ম্মরোগ ১, মোট ২২। পুরুষ ১০, স্ত্রী ১২, আরোগ্য ১৪, চিকিৎসাধীন ৪, ত্যাগ ৪।

নওগাঁ। জ্বর ৫, পেটের অসুখ ৪, কাশি ৪। স্ত্রী ২, পুরুষ ১১, মোট ১৩। আরোগ্য ৬, ত্যাগ ৪, চিকিৎসাধীন ৩।

সূর্পানগর। জ্বর ৩, পেটের অসুখ ৪, মাথাব্যথা ২, অন্যান্য ৩। স্ত্রী ৬, পুরুষ ৬, মোট ১২। আরোগ্য ৯, ত্যাগ ৩।

নলধা। রোগীর সংখ্যা ৫৪, আরোগ্য ৩৫, চিকিৎসাধীন ৮, ত্যাগ ৬; ফল অজ্ঞাত ৫। পুরুষ ৩৫, স্ত্রী ১৯। অন্যান্য বিষয় লেখা হয় নাই।

চেরাপুঞ্জী। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ৩, জ্বর ২১, নিউমোনিয়া ১, স্ত্রীরোগ ১০, ঘ্রাণশক্তি রোধ ১, কোষ্ঠবদ্ধ ১, কাশী ৬, কৃমি ৬, পাঁচড়া ৩, দন্তরোগ ৩, ভেরিকোজ ভেন্স ১, পেটের অসুখ ৭, আমাশয় ৫, পক্ষাঘাত ১, প্লীহা ১, রিকেটস্ ২, অরকাইটিস্ ১, বাত ২, বেদনা ১, ক্ষত ১, অম্লপিত্ত ১, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ৫, অজীর্ণ ৭, শিরঃপীড়া ৬, বধিরতা ১, সর্দ্দিজ্বর ৫, হাঁপানি ২, দন্তোদ্গম ২, কেন্সার ১, পেটফাঁপা ৩, নাসা ১, চক্ষুরোগ ১, এরিথেমা ১, আঘাত ১, মূত্রকৃচ্ছ ১, শোথ ১, শ্বেত ১, মোট ১১৬। ঘোড়া ১। আরোগ্য ৩৭, চিকিৎসাধীন ৩৫, ত্যাগ ৬, ফল অজ্ঞাত ৩৯।

দানপ্রাপ্তি।

বস্ত্র। রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর, তাঁহার পরলোকগত জ্যেষ্ঠ পুত্রের ষ্টিল ট্রঙ্ক ১, থার্মমেটর ১, কেরোসিন ষ্টোভ ১, খালি শিশি ১, টিংচার আইওডিন ১ শিশি, পেণ্ট প্লীহার জন্য ১ শিশি, খালী বোতল ১, ভিনিগার ১ বোতল, লাক্ষাতৈল ১ শিশি, জাগ (বড়) ১, জাগ (ছোট ১) শিশি ১, ঝাঁঝরী ১, সস্‌পেন ১, ফ্রাইংপেন ১, সস্‌কাপ্ ১, কেটলি ১, বার্লি ১, টিন, টীনকেস্ ১, সিরিঞ্জ ১, ক্যাপ ১, মণিব্যাগ ১, কাটাচাম্‌চে, ১, সাদা রুমাল মসলা সহিত ১, সাদা রুমাল ১, গ্লাস ১, ম্যাচবক্স, স্পঞ্জ, চারসরঞ্জাম, ১, পেয়ালা, ১, প্লেট ১, গার্টার ১, হেয়াব্রস ১; পশমের মোজার ১ জোড়া ১, মেরুনো ১, সাদা মোজা ৫ জোড়া, কলার ১, কার্পেটের জুতা ১ জোড়া, ডসনবুট ১, স্লিপার ১, তোয়ালে ২ খানা, রঙ্গিন পেণ্টুলান ৩ সাদা পেণ্টুলান ৩, সাদা পেণ্টুলান ১, এড়ির পেণ্টুলন ১, ঐ কোট ১, ঐ ওয়েষ্ট কোট ১, জুটসাট ১, সাদা সাট ৫, রঙ্গিন কোট ২, ওয়েষ্ট কোট ৪, গঞ্জিফ্রক ২, ধুতি ৩, সিল্কের রুমাল ১,

গামছা ১, আসামী চাদর ১ বালিসের ওয়াড় ১, জুটের ওয়েষ্ট কোট ১, মশারি ১, ছেড়াকোট ১, ছেড়া চাদর ১, ছেড়া শাল ১, ছোট পেণ্টালুন ১, পেনীফ্রক ৩, জ্যাকে ১, এড়ির টুকরা ১, প্যাকিং ব্যাক্স ১। নীলকান্ত সিদ্ধান্ত রূপার নোলক ১।

অর্থ। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ৪৲ যোগেন্দ্রনাথ সেন কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ১৲ সার রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ।/০ কালীপ্রসন্ন বসু ১৲ যোগেন্দ্রনাথ বসু ১৲ শ্রীরঙ্গবিহারী লাল ২৲ উপেন্দ্র নাথ মিত্রের স্ত্রী ৫৲ স্নেহলতা দত্ত ৫৲ রাজনারায়ণ বসু ১৲ Friday Fraternity ১৲ মিঃ জে, সি বসু, পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১০৲ মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় ১, চাউল বিক্রয় ৩৸০ চারুচন্দ্র রায়ের মাতা ১৲ শশধর রায়ের মাতা ১৲ একজন হিন্দু বিধবা ৵০ বাবু গিরীশ্বর প্রসাদ ১৲, একজন ভদ্র মহিলা জুলাই মাসের চাঁদা ১৲ বিপিনবিহারী রায়ের পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে ২৲ অন্নদাময়ী দেবী শ্রাবণ মাসের চাঁদা ১, ৫৫ নং পঞ্চাননতলা মেস ১৲ নবীনচন্দ্র দত্ত ১৲ শশীভূষণ সাধু খাঁ ২৲ ১৮। ৩ ছকু খানসামা লেনের মেস হইতে ১৲ ভূপতিনাথ বসু ১৲ শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী ॥০ রাধাগোবিন্দ সাহার ভাদ্রমাসের চাঁদা ॥০ বাক্সের দান /৫ ভিক্ষার চাউল বিক্রয় ২।১০ জনৈক ভদ্র মহিলা ৩৲ ঝামাপুকুরের জনৈক বন্ধু ১৲ সনডে স্কুল হইতে ১৲ কালীনারায়ণ রায় ৩য় কন্যার শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৩৲ দুর্গেশনন্দিনী রায় ১৲ ঈশানচন্দ্রমিত্র ২৲ নীলমাধব মজুমদার ১৲ যদুনাথ কাঞ্জিলাল ১৲ হরনাথ ঘোষ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ও শ্রাবণের চাঁদা ৩৲ প্রসন্নকুমার কুণ্ডু, পিতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৩৲ মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় ভাদ্র মাসের চাঁদা ১৲, হরলাল সাহা ১, ভিক্ষার চাউল বিক্রয় ২৶, পদ্মিনীমোহন নিয়োগী ভাদ্রমাসের চাঁদা ৵০, ত্রৈলোক্য নাথ দাস ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে ১৲ শ্রীনাথ দত্ত বর্দ্ধমান ৫৲ জগন্নাথপ্রসাদ গুপ্ত নসিপুর ।০, রাজেন্দ্রলাল গুহ ॥০। মোট ১৭৩৷৵১০।

দাসাশ্রমের আয় ব্যয়।

আয়।

দানপ্রাপ্তি ১৭৩৷৶১০ ঋণ ১০০৲ "দাসী" ফণ্ড হইতে সাহায্য ৬৷৷০, পূর্ব্ব মাসের হস্তেস্থিত ১২৲১৫ মোট ২৯২।৫

ব্যয়।

পথ্যাদি ৬২৷৶১৫, ঘড়িক্রয় ৫৲ গাড়িভাড়া ৩।১৫ দুধ ৬৸৶১৫ জালালপুরের খরচ ৬৫৸৶, মেথর ১৲ রাধুনী ৪৲, ঔষধাদি ৫।০ বাটীভাড়া ৪৫, সাইনবোর্ড লেখাই ৷৷/০ কর্ম্মচারী ৬৲ ঋণশোধ ৫৭৷৷০ বাজেখরচ ।১০ মোট ২৬৩।/১৫। মোট জমা ২৯২।৫। মোট খরচ ২৬৩।/১৫। হস্তে স্থিত ২৯৸৶১০।

আর্য্য-সাহিত্য সমিতি আমাদিগকে একটী রবার ষ্ট্যাম্প, দুইটী কালীর প্যাড ও এক শিশি কালী উপহার দিয়াছেন। ষ্ট্যাম্পটী বেশ সুন্দর এবং মজবুত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র নন্দীও আমাদিগকে একটী সুন্দর রবার ষ্ট্যাম্প দিয়াছেন।



দাসী

ডোরোথী লিণ্ড্ ডিক্স।

(১)



গতে ডোরোথী নাম্নী দুইটী রমণী সাধারণ মানবের অনুসৃত পথের অনুসরণ না করিয়া পবিত্রতা এবং পরোপকারের পন্থায় বিচরণ করিয়াছেন। মানবগণ সাধারণতঃ জগতে যে সকল বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকে, তাঁহাদিগের হৃদয় সে সকল বিষয়ে আকৃষ্ট হয় নাই। তাঁহারা জগতে মহত্তর ব্রত সংসাধন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা পুণ্য ও পবিত্রতার যে উচ্চ আদর্শ মানবকে দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা স্বর্গীয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ডোরোথী লিণ্ড্ ডিক্সের জীবনের ইতিহাস লিখিব।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে হেমডেন নগরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ডোরোথী লিণ্ড ডিক্সের জন্ম হয়। ডোরোথীর পিতা মাতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া কন্যার হৃদয়ের সদ্‌গুণ সকলের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিতে সমর্থ হয়েন নাই; কিন্তু ডোরোথীর

হৃদয়ে পরোপকার প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল এতই অধিক পরিমাণে নিহিত ছিল, যে শিক্ষা কিম্বা উপদেশ দ্বারা তাহাদের উৎকর্ষ সাধন করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

প্রকৃতির নির্ম্মল দৃশ্য সকলের মধ্যে পবিত্রহৃদয়া বালিকা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইয়া ডোরোথী দেখিলেন যে আপনি কার্য্যদ্বারা কিছু উপার্জ্জন করিতে না পারিলে তাঁহার পিতা মাতার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইবে। দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা বালিকা মাতার স্নেহময় বক্ষ হইতে আপনাকে ছিন্ন করিয়া বোষ্টন নগরে পিতামহীর আলয়ে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার পিতামহী অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন, কিন্তু রমণী-হৃদয়ের স্নেহ ও ভালবাসা প্রভৃতি গুণ তাঁহার হৃদয়ে ছিল না। দুর্দ্দশাগ্রস্ত পিতা মাতার সাহায্যের জন্য ডোরোথী আপনার সুখ বা দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না এবং কঠোরহৃদয়া পিতামহীর আশ্রয়ে থাকিয়া প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। বহু চেষ্টায় ডোরোথী একটি শিক্ষয়িত্রীর পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং অত্যন্ত যত্নসহকারে ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন ; যে বয়সে ডোরোথীর আপনার শিক্ষা পাইবার কথা, সেই বয়সে তিনি ছাত্রীগণকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় দুই বৎসর শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিবার পর ডোরোথী আপনি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। সেখানে তিনি যাহাতে তাঁহার ছাত্রীগণ নীতি বিষয়ে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া আদর্শ জীবন যাপন করে, অসীম উৎসাহের সহিত তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ডোরোথীর এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামের সময় আবার তাঁহার দুইটি ভ্রাতার প্রতিপালনের ভার তাঁহার উপর পতিত হইল। ডোরোথী তাঁহার পিতা মাতার সাহায্যের জন্য সকল প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে

প্রস্তুত ছিলেন ; তিনি তাঁহাদিগের দায়িত্ব এবং ব্যয়ভার আপনি বহন করিবার উদ্দেশ্যে ভ্রাতাদ্বয়ের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু তাঁহার যে সামান্য আয় ছিল, তাহাতে তাঁহার এবং দুইটী বালকের ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব। বিশেষ তিনি তাঁহার ভ্রাতাদিগকে কেবল লালন পালন করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন না। যাহাতে তাহারা উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জীবন সংগ্রামের উপযোগী হয় এবং সাধুজীবন যাপন করে, তাহার চেষ্টা করিতেন। এই ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আয়ের জন্য তিনি শিশুদিগের শিক্ষার উপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ডোরোথী স্বয়ং একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার হৃদয় যে সকল অশাসিত বালক ও বালিকাগণ অভিভাবকদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া বোষ্টন নগরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং কুসঙ্গীর দলে মিশিয়া পরিশেষে পথে পথে বিচরণ করিয়া পাপ জীবন যাপন করিত, তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য কাঁদিয়া উঠিল। তিনি পিতামহীর নিকট হইতে তাঁহার অশ্বশালার উপরিস্থিত একটী গৃহ চাহিয়া লইয়া সেইখানে অভিভাবকশূন্য বালক ও বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময় ডাক্তার চ্যানিং স্বজাতির বহুযুগব্যাপী কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম্ম মতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে বদ্ধ-পরিকর হয়েন। সে সময় খৃষ্টীয় ধর্ম্মসমাজে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, যে মানব অভিশপ্ত জাতি এবং গুরুতর অপরাধের জন্য পুরুষানুক্রমে অপরাধী। ধর্ম্মবীর চ্যানিং সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া এই মতের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি এক নূতন সত্য আনয়ন

করিয়া ধর্ম্ম জগৎকে সেই সত্যে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ঘটনাক্রমে ডোরোথীর সহিত ডাক্তার চ্যানিংএর সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইল। ডাক্তার চ্যানিং এই ধর্ম্মপ্রাণা রমণীর সদ্‌গুণাবলীতে একেবারে বিমুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে আপন সন্তানদিগের শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক চিন্তার পর ডোরোথী এই পদ গ্রহণ করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সেইবার শীতের সময় ডাক্তার চ্যানিং সপরিবারে সেণ্টাক্রস দ্বীপে গমন করায় ডোরোথীকেও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত সেইখানে যাইতে হইল।

সেণ্টাক্রসের নির্ম্মল বায়ু সেবনে ও কঠোর পরিশ্রম হইতে কিছু দিনের জন্য অবসর প্রাপ্ত হওয়ায় ডোরোথীর স্বাস্থ্য বহুল পরিমাণে উন্নতি প্রাপ্ত হইল।

ডোরোথী জানিতেন, আজি যাহারা বালক, কাল তাহারাই মনুষ্য হইবে এবং দেশের ও সমাজের অনেক আশা ও ভরসা তাহাদিগের উপর স্থাপিত রহিবে। আজিকার বালকদিগের মধ্যেই ভবিষ্যতের উন্নতির পতাকা উচ্চে তুলিবার মানব বর্ত্তমান আছে। তিনি জানিতেন, আজি যাহারা বালিকা, কালে তাহারাই পত্নী ও জননী হইবে এবং জাতীয় চরিত্র সংগঠনে বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ তাহাদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে। এখন হইতে তাহাদিগের মনে যে সকল সত্য স্থাপিত করিতে চেষ্টা হইবে, সেই সকল কালে তাহাদিগের জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব সংস্থাপন করিবে; কোমল বৃক্ষশাখাকে যেরূপে বাঁকাইয়া দেওয়া যায়, শাখা বৃহৎ হইলে সেই আকারই গ্রহণ করিয়া থাকে। সেই জন্য তিনি ডাক্তার চ্যানিংএর নিকট যে নূতন ধর্ম্মমত শিক্ষা করেন, তাহা তিনি

শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং সেণ্টাক্রস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপনার বিদ্যালয়ে এই বিজ্ঞানসম্মত নূতন মত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে ছাত্র ও ছাত্রীগণ নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পাপ এবং অধর্ম্মকে ঘৃণা করিতে ও ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহার জন্য ডোরোথী সর্ব্বান্তঃকরণে ও অসীম উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র।

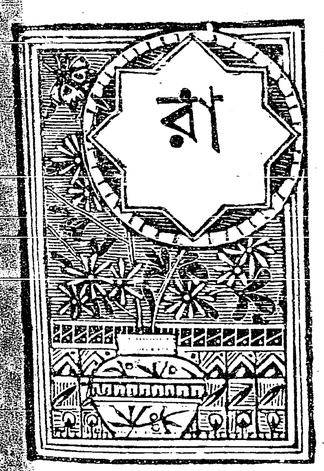

রাজা হেমচন্দ্র আজ এক বৎসর হইল সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার জীবন এক প্রকার পরিবর্ত্তন স্রোতের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। দিন দিন তাঁহার আত্মা প্রস্ফুটিত হইয়া নব নব সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছে। আজ তাঁহার প্রাণে কত সুখ, কত আনন্দ!

হেমচন্দ্র বলিলেন "প্রভু, এ দেহ তোমারি সৃষ্টি, এ আত্মা তোমারি হস্তরচিত সম্পত্তি। যতদিন ইহাদিগকে আমার বলিয়া জানিতাম, ততদিন ইহাদের জন্য আমার ভাবনা ছিল। এখন তোমার সম্পত্তি তুমি দেখ, আমি একান্ত চিত্তে তোমার সেবা করি।"

হেমচন্দ্রের হস্তে পরিব্রাজকের দণ্ড, কটীতটে কৌপীন; নগ্ন পদে নগ্নশিরে চলিয়াছেন। তাঁহার শিরোপরি প্রখর মার্ত্তণ্ড অনল বর্ষণ করিতেছিল; পদতলে দগ্ধ বালুকা রাশি অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছিল।

দগ্ধ ক্লান্ত দেহে এ হেন মরুভূমির মধ্যেও বিধাতার করুণার স্মৃতি-স্তম্ভ স্বরূপ এক বিশাল বটবৃক্ষ দর্শন করিয়া তাহার মূলে উপবেশন করিলেন। আপনাকে অবসন্ন দেখিয়া অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে হাসিয়া বলিলেন, "প্রভু, যে দেহ সিংহ ব্যাঘ্রের সম্মুখে রোমাঞ্চিত হইত না, রণক্ষেত্রের দিবসব্যাপী যুদ্ধশ্রমে ক্লান্তি জানিতনা, আজ তাহা বিশীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। তুমি এমন করিয়াই বুঝি আত্মার কারামুক্তির জন্য কঠিন দেহবন্ধ শিথিল করিয়া দাও।" তাঁহার নয়ন প্রান্তে একবিন্দু কৃতজ্ঞতার অশ্রু দর্শন দিল।

ধীরে ধীরে সর্ব্বসন্তাপহারিণী সুষুপ্তি আসিয়া সকল শ্রান্তি দূর করিল। হেমচন্দ্র স্বপ্নযোগে দেখিলেন, তিনি যেন ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক অনুচ্চ শৈলমালার পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া নিকটবর্ত্তী এক উপত্যকায় উপনীত হইলেন। উপত্যকা ভূমি অতি রমণীয় স্থান। তাহার মধ্যভাগে রজতসলিলা কলনাদিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তর তর ধারে প্রবাহিত হইতেছিল। গিরিবনবাসী বিহঙ্গকুল ছায়াতরু-শাখা হইতে আনন্দলহরী তুলিয়া আকাশ ভাসাইতেছিল। গিরি-নির্ঝরিণীর উভয় কূলে ছাগ মেষ মহিষ ও গাভী সকল প্রসন্নমনে তৃণ পল্লব ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছিল। স্বর্গীয় সৌগন্ধভার বহন করিয়া সমীরণ স্থান মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছিল। অদূরে কয়েকটী রাখালবালক মিলিয়া এক বিচিত্র লীলাভিনয় করিতেছিল। এই অভিনয়ে হেমচন্দ্র যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি চমৎকৃত, প্রীত ও একেবারে বিমোহিত হইয়া গেলেন।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাখাল দিক্‌পাল মহারাজ বিশ্বপতি সাজিয়াছেন; নির্ঝরিণী তীরবর্ত্তী ছায়াতরুতলস্থিত শিলাখণ্ড আজ তাঁহার রাজ-সিংহাসন; তাঁহার গোচারণদণ্ড আজ তাঁহার রাজদণ্ডে পরিণত

হইয়াছে। তাঁহার মুখশ্রী দীপ্তিমতী, অধরোষ্ঠ দৃঢ়তাব্যঞ্জক, ললাটদেশ দেবোপম গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ ও নয়নদ্বয় স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রতিভায় রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ উছলিয়া পড়িতেছিল। তাঁহার মন্ত্রী নাই, উপদেষ্টা নাই, কিম্বা অন্য কর্ম্মচারী নাই। এক মাত্র মৃত্যুনামক দূত অনতিদূরে তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষায় করযোড়ে দণ্ডায়মান।

এই অপূর্ব্ব দরবারের দ্বারদেশে অন্যান্য রাখাল বালকেরা অভিনব বেশে স্ব স্ব প্রভাব বর্ণনা করিতেছিল। যিনি আজ রাজা, তিনি বলিলেন ঃ—"আমি পৃথিবীর রাজা। আমার ভয় করিবার কারণ ছিল না, এখানেও আমার ভীত হইবার কারণ নাই। আমার প্রভাবে ধনী, দরিদ্র, মহৎ এবং ক্ষুদ্র সকলেই সুশাসিত, পদানত ও আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিত। আমার কৃপাবিন্দু লাভের জন্য সকলেই লালায়িত" ; ইত্যাদি।

ধনী বলিলেন, "আমি ধনের সাহায্যে স্থল জলে, জল স্থলে পরিণত করিয়াছি। রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণ আমার সম্মাননা করিতেন এবং প্রতিবেশিগণ আমায় ভয় করিত। আমি ধনবলে ইচ্ছামত পৃথিবীর সমস্ত সুখ সম্ভোগ করিতে ও বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতে পারিতাম। লোকে আমার সম্মুখে আমার সহস্র প্রশংসা করিয়া কৃতার্থ হইত ;" ইত্যাদি।

গ্রন্থকর্ত্তা বলিলেন, "আমি মুখে অধিক কথা কহি নাই সত্য, কিন্তু আমার গ্রন্থ পাঠে সহস্র সহস্র লোক অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্ঞানালোকে আসিয়াছে। প্রকৃতি-ভাণ্ডার মন্থন করিয়া যে সকল অভিনব মত উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহাতে দেশের মুখ সভ্যতার নবীনতম কিরণমালায় আলোকিত হইয়াছে। দেশ বিদেশে আমার যশঃ সৌরভ বিকীর্ণ হইয়াছে ;" ইত্যাদি।

রাজনৈতিক পুরুষ বলিলেন, "রাজাই হউন আর প্রজাই হউন,

ধনীই হউন আর দরিদ্রই হউন, ধর্ম্মপ্রচারকই হউন আর গ্রন্থকর্ত্তাই হউন, সকলেই আমার হাতের খেলনা মাত্র। এমন কে আছে, যিনি জীবন ধারণ করিয়া আমার প্রদীপ্ত শক্তির অমানুষী তেজ অনুভব করেন নাই? রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি একমাত্র আমারই বুদ্ধি-কৌশলের উপর নির্ভর করিয়াছে;" ইত্যাদি।

সংবাদপত্র সম্পাদক একটু হাসিয়া বলিলেন:—"ভায়া হে! আমাকে বুঝি দেখিতে পাও নাই। একজন কর্ণধার হইয়া না দাঁড়াইলে, আজ তোমার বুদ্ধির তরণী কোথায় দাঁড়াইত? দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও সভ্যতার মূলে প্রকৃতপক্ষে আমিই ত। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, ধর্ম্মপ্রচারক, গ্রন্থকর্ত্তা, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, সকলেই আমার কাছে তটস্থ। অতএব আমি আমার কর্ত্তব্য যথোচিত সাধন করিয়াছি। সুতরাং দরবারে যাইতে আমার ভয় নাই।"

এই সমস্ত শুনিয়া হেমচন্দ্র চমকিত হইয়া দেখিলেন, একজন মহাপাপী শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিল। সে বলিল:—

"ভাই তোমরা সকলেই অবাধে প্রভুর নিকট দাঁড়াইতে পারিবে। কিন্তু আমার কি গতি হইবে? প্রভু আমাকে ধন রত্নে সজ্জিত করিয়া ভবের বাজারে পাঠাইয়াছিলেন। আজ সমস্ত নষ্ট করিয়া কেমন করিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইব?"

অদূরে একজন দরিদ্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া, শুইয়া পড়িয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিল। সে এই সমস্ত শুনিয়া একটু বিষাদের হাসি হাসিল এবং হেমচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বিষাদপূর্ণস্বরে বলিল, "আমার সমস্ত জীবন এক ক্ষুধা নিবারণ করিতেই কাটাইলাম, ক্ষুধা নিবারণের সুখ কি, এ জন্মে জানিলাম না। আমি আর করিব

কি? বিধাতারকাছে সকলেরই সব বলিবার আছে, কিন্তু আমার কিছুই নাই।"

দরিদ্রের কথা হেমচন্দ্রের অন্তরে অন্তরে বিদ্ধ হইল। তিনি কাতরহৃদয়ে আপনার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে একটী পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা যেন বিধাতা-প্রেরিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার দুই হাতে দুইটী আম। বালিকা দরিদ্রকে ক্ষুধার্ত্ত ও দারুণ অবসন্ন দেখিয়া সোহাগমিশ্রিত-স্বরে কহিল:—"তুমি কি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছ? এই আম্র দুইটী ভক্ষণ কর।"

সেই করুণাময়ী প্রতিমার মুখশ্রী দেখিয়া দরিদ্রের চক্ষে জল আসিল। সে আগ্রহসহকারে বালিকার হস্ত হইতে আম্র গ্রহণ করিয়া আহার করিতে লাগিল। যখন একটীর আহার সম্পন্ন হইয়াছে এবং আর একটী অর্দ্ধভুক্ত হইয়াছে, এমন সময়ে একটী ক্ষুদ্র কঙ্কালসার বানরশিশু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল ও অনিমেষ নয়নে দরিদ্রের মুখপানে তাকাইয়া রহিল। দরিদ্র দয়ার্দ্রচিত্তে সেই অর্দ্ধভুক্ত আম্র বানরশিশুকে দিল এবং তাহার খঞ্জপদে একখানি ক্ষত দেখিয়া তাহা নিজ হস্তে তুলিয়া বলিল, "আহা তুমি আমা হইতেও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। যাহাদের সংসারে হস্তপদই একমাত্র মূলধন, তাহাদের তাহাতেও বিঘ্ন জন্মিলে আর উপায় কি?"

উদ্বেলিত হৃদয়ে হেমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "প্রভু তোমার সংসারে ধনীই বা কে আর দরিদ্রই বা কে?"

এমন সময়ে মৃত্যুনামক দূত আসিয়া পৃথিবীর রাজাকে কহিলেন, "বিশ্বপতি মহারাজের হুকুম, তোমাকে যাইতে হইবে।"

দূতের স্বর সুদৃঢ়, বিষাদমিশ্রিত, কোমল; স্বর শুনিয়া পৃথ্বীরাজের

সমস্ত দম্ভ জল হইয়া গেল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শীতল, হৃদয় স্পন্দহীন, হস্তপদ অবশ। পৃথ্বীরাজ চিত্রার্পিতের ন্যায় দূতের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

মহারাজের মুখশ্রী পর্ব্বতের ন্যায় অটল অচল; তাঁহার ভাষা সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর। তিনি দৃঢ় অথচ বিষাদমিশ্রিত করুণ-স্বরে বলিলেন ঃ—

"পৃথ্বীরাজ, আমি যে তোমায় বিচিত্র ধনরত্নে সজ্জিত করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিলাম, তুমি সে সমস্ত লইয়া কি করিয়াছ? তোমার হিসাব দাও।"

সেই করুণা মাখান দৃষ্টি যেন পৃথ্বীরাজের অন্তর্ভেদ করিয়া দিল। তিনি হাহাকার করিয়া কহিলেন, "প্রভু আজ আমি কত কথা কহিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু হায় তোমার কাছে বলিতে পারি এখন এমন যে একটী কথাও পাইনা। আমার সাধু অসাধু সমস্ত কার্য্য উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত দেখিতে পাইতেছি। হায় ইহারা এতদিন কোন্ মোহের আবরণে ঢাকা ছিল। আমি এখন দেখিতেছি, আমার সাধু কার্য্য গুলি আমার দম্ভ ও যশোলিপ্সার অকিঞ্চিৎকর মূল্যে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে; আর আমার অসাধু কার্য্যগুলি গলার কলসী হইয়া ভবসমুদ্রে শতগুণ ভারী হইয়াছে। প্রভু, আর আমি কি বলিব?"

বিশ্বপতি কহিলেন, "পৃথ্বীরাজ, যখন সংসারে তোমাকে পাঠাইয়াছিলাম, তখন ইচ্ছা জ্ঞানশক্তি ও প্রেম এই সকলের অমূল্য বীজ সম্পদে ভূষিত করিয়া দিয়াছিলাম। যদি ইহাদের সাধুব্যবহার করিতে, তাহা হইলে ইহা হইতে অনন্ত ফুল ফলে সুসজ্জিত মনোহর কুঞ্জকানন সৃষ্টি করিয়া আপনার ও অসংখ্য মানবাত্মার আনন্দ ও আরাম স্থান গড়িতে পারিতে। তুমি ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া পাপরাজ্য

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। শান্তি রক্ষা করিতে গিয়া অশান্তির আগুন জ্বালিয়া আসিয়াছ। তুমি ইচ্ছাশক্তি ও প্রেমের ঘোর অপব্যবহার করিয়া রাজশক্তির অবমাননা করিয়াছ। তুমি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে দেব রাজ্য স্থাপন করিতে পারিতে, কিন্তু তাহা না করিয়া নরকের বীজ বপন করিয়া আসিয়াছ। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইতে চাহিয়াছিলে, সম্মানিত হইতে চাহিয়াছিলে, প্রভূত শক্তিমান্ হইতে চাহিয়াছিলে, যাহা চাহিয়াছিলে, তাহা ত পাইয়াছিলে। কিন্তু এখন সে সব কোথায়? তুমি জানিয়াও জানিলে না, বুঝিয়াও বুঝিলে না যে সে সমস্ত জলবিম্ব দিয়া গঠিত। তুমি আমার নামে সয়তানের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ এবং অন্ধ আশ্বাসে আপনাকে আশ্বস্ত করিয়াছ। এখন তুমি মনস্তাপে পৃথিবীর ধূলিতে মিশিতে চাহিতেছ, কিন্তু সেখানেও তোমার স্থান কোথায়? তোমার প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির, ধর্ম্মাধিকরণ, অতিথিশালা, চিকিৎসালয় সমস্তই পাপ পুরুষের জয়-স্তম্ভে পরিণত হইয়াছে। সংসার তোমাকে ধর্ম্মরাজ নামে অভিহিত করিয়াছে; তুমিও প্রীত হইয়াছ। কিন্তু একবারও ইহাতে তোমার মনে হয় নাই যে তুমি পরস্বাপহারী চোর। প্রজাকুলের সেবার জন্য তোমাকে প্রেরণ করিলাম, আর তুমি তাহাদিগকেই আপনার সেবক ও পরিচারক নিযুক্ত করিয়া তোমার পদ-গৌরবের লাঘব করিয়াছ। তোমার একবারও মনে হইল না যে যাহার যত বড় পদ সে তত বড় সেবক। তোমার ইচ্ছা ও শক্তির যে সীমা আছে, তোমার ইচ্ছা ও শক্তির উপর যে আর একজনের ইচ্ছা ও শক্তি আছে, হা অবোধ, তাহা একবারও ভাবিবার অবসর পাও নাই। এখন যাও, অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হইয়া পবিত্রতা লাভ কর।— দূত, পৃথিবীর ধনীকে লইয়া আইস।"

দূত যাইয়া পৃথিবীর ধনবান্‌কে লইয়া আসিল। ধনীর আর

সে তেজ দম্ভ নাই। মৃণাল হইতে ছিন্ন তপনতাপিত পদ্ম পত্রের ন্যায় মুখশ্রী একেবারে শুষ্ক, মলিন ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বিধাতা বলিলেন :—

"ধনী, আমি তোমাকে ধনভাণ্ডারের ভার দিয়া ভাণ্ডারী করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। আজ সে সমস্ত সম্পত্তির হিসাব দিবার দিন। দাও, হিসাব দাও।"

ধনীর বুক ভাঙ্গিয়া গেল, হাঁটু ভাঙ্গিয়া আসিল, তিনি বসিয়া পড়িলেন। অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "প্রভু, আমার বলিবার কিছুই নাই। তোমার দয়া ভিন্ন আমার আর গতি নাই। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।"

বিধাতা কহিলেন—"ধনী, তোমায় ধন দিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহার অমর্য্যাদা করিয়াছ। তোমাকে যদি কেহ বাজার করিতে বলিত, তুমি তাহাতে ভয়ানক অপমানিত মনে করিতে; কিন্তু যে ধন লইয়া তোমার দম্ভ মান, তাহাকে নীচকার্য্য সাধনে নিযুক্ত করিলে তাহার অপমান হয় না? সাধু কার্য্যেই ধনের গৌরব; তাহা না হইলে তাহা অপেক্ষা ছাইমুষ্টিরও ত মূল্য আছে। কত দীন দুঃখী ক্ষুধার যাতনায় তোমার দ্বারে কাতরোক্তি করিয়াছে, তাহা তুমি শুনিয়াও শুনিতে পাও নাই; কত বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি তোমার শরণ প্রার্থনা করিয়াছে, তোমার মনোযোগ দিবার অবসর হয় নাই। কত পীড়িত নরনারী রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে তোমার চক্ষুর উপর বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তোমার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ হয় নাই। কিন্তু তোমার আপনার তিল প্রমাণ অসুবিধাও তোমার দারুণ যাতনার কারণ হইয়াছে। তুমি একদিকে নির্দ্দয় দায়িত্বশূন্য হৃদয়ে প্রজার রক্ত শোষণ করিয়াছ, আর একদিকে তাহা তোমার নিজের, তোমার পরিবারবর্গের ও তোমার

প্রিয়জনদিগের ইন্দ্রিয় সমূহের সেবায় ঢালিয়া দিয়াছ। দিন, মাস, বৎসর, আয়ুষ্কাল গণনা করিয়া দেখ দেখি, সমস্ত জীবনে তুমি কত সম্পত্তির বিনাশ সাধন করিয়াছ। তোমার ভয়ে প্রজাকুল ধনপ্রাণ লইয়া ব্যস্ত, প্রতিবেশী পরিবার লইয়া ব্যস্ত, মানী জন মান লইয়া ব্যস্ত হইয়াছে। তুমি ইচ্ছা ও শক্তির যথেষ্ট অপব্যবহার করিয়া আপনার অতুল ধনরাশি দিয়া মৃত্যু ও নরক যন্ত্রণা কিনিয়া লইয়াছ। যাও অনুতাপের আগুন জ্বাল; তাহাতে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া পবিত্র হও।—দূত, রাজনৈতিক পুরুষকে ডাকিয়া আন।"

ঘোর অসহায়, অশরণ অবস্থায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে রাজনৈতিক পুরুষ উপস্থিত হইলেন।

বিধাতা কহিলেন :—"বুদ্ধিজগতের নেতা, আজ তোমার এ দশা কেন? তুমি আপনাকে জ্ঞানগিরির উচ্চতম শিখরে আরূঢ় দেখিয়াছিলে; সংসার তোমাকে বিচিত্র বুদ্ধি সম্পন্ন বলিয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়াছে। আজ তোমার সেই বুদ্ধি, সেই সহস্রমুখী চতুরতা সেই কুটিল রাজনীতি, সেই বিশ্ববিজয়িনী বাক্‌পটুতা, সেই সুদৃঢ় আত্মনির্ভর, যেন চিত্তচমৎকারকারী রামধনুর ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছে। হায়, আজ তুমি দীন হইতেও দীন, অশরণ শিশুর ন্যায় আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছ। এই শিশুত্ব এক সময়ে যে তোমার ছিল। আমি যে তোমাকে এই মূলধন দিয়াই সংসারে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে তোমার তৃপ্তি হইল না। তুমি পাপ পুরুষের নিকট দাসখত লিখিয়া দিয়া নূতনবিধ মূলধন সংগ্রহ করিলে এবং লোভপরবশ হইয়া প্রতিভাযোগে শত সহস্র দীন দুর্ব্বল অসহায় জনের সর্ব্বনাশ করিলে। সংসার তোমাকে বিচারপতির আসনে বসাইয়া পুরস্কার দিল। সেখানেও তুমি অবিচার ও অন্যায়

বিচার করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনার পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিলে। যাহা গড়িতে পার না, তাহা ভাঙ্গিতে পার, যে প্রাণ দিতে পার না, তাহা লইতে পার, এই অদ্ভুত আইনের বলে, কি দোষী কি নির্দ্দোষী শত শত লোকের জীবলীলা অকালে সাঙ্গ করিয়াছ। একবারও মনে কর নাই যে এই সকল হতভাগ্যের প্রত্যেক অন্তিম নিঃশ্বাস ও প্রত্যেক শোণিত বিন্দু তোমাকে অভিশাপ দিতে দিতে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার পর তোমার রাজনীতি। উহার মূলমন্ত্র পরস্বাপহরণ, আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং প্রভুত্ব-প্রচার। বুদ্ধি ও প্রতিভাযোগে সকলই ত সাধন করিলে, কিন্তু কুক্কুরের পায়ে যে মহাসম্পদ্ আত্মা বিক্রীত হইয়া যায়, তাহার কি করিলে? বুদ্ধিমান্ সংসারী লোকের বুদ্ধি মূঢ়তার প্রতিরূপ। যাও, ঘোর অনুতাপের আগুন জ্বাল, গভীর প্রায়শ্চিত্ত কর।—দূত, গ্রন্থকর্ত্তাকে লইয়া আইস।"

হেমচন্দ্র অবাক্ হইয়া ভাবিতেছেন, "এ রাখাল এ সকল কথা কোথায় পাইল?"

গ্রন্থকর্ত্তা উপস্থিত হইলেন। কীর্ত্তি-মন্দিরের সভ্য আজ অনেক ভরসা লইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার সেই স্নিগ্ধগম্ভীর মুখে কি ছিল, যাহা দর্শনমাত্র তাঁহার তেজঃপুঞ্জময় হৃদয় বিশীর্ণ হইয়া গেল। বিধাতা বলিলেন, "আজ তোমার বিচারের দিন; তোমার হিসাব দাখিল কর।"

গ্রন্থকার বলিলেন, "হে সত্যপুরুষ, তোমার ঐ মুখের ছায়া যেখানে পড়ে, সেখানকার উপরের গিলটী ছুটিয়া যায় এবং ভিতরের কালিমা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আমার দুরাশা, দম্ভ, যশোলিপ্সা সব প্রকাশিত হইয়া পড়িল। আমার প্রথম জীবনের পরিশ্রম ও ব্যাকুলতার পুরস্কার স্বরূপ তুমি ত আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার দিয়াছিলে।

এক হইয়াও আমি আমার গ্রন্থবলে সহস্র ছিলাম। আমি নীরবে আপন কুটীরে কাজ করিতাম; কিন্তু আমার সহস্র রসনা যুগ যুগান্তর সৃষ্টি করিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। আমি সংসারের কতই না হিতসাধন করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সত্যের নামে অসত্য, জ্ঞানের নামে অজ্ঞানতা, প্রেমের নামে মোহজাল বিস্তার করিয়া জীবদিগকে তোমা হইতে দূরে লইয়া গিয়াছি। দেব, আর কি এ কলঙ্কিত আত্মা মুক্তিলাভ করিতে পারে?"

বিধাতা কহিলেন, "যাও বৎস, অনুতাপ কর, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলে মুক্তি লাভ করিবে।—দূত, ধর্ম্মপ্রচারককে ডাকিয়া আন।"

ধর্ম্মপ্রচারক ভয়ে, দুঃখে, লজ্জায়, অবনতমুখ হইয়া করজোড়ে কম্পিতকলেবরে দণ্ডায়মান হইলেন। বিধাতা বলিলেন, "ধর্ম্ম-প্রচারক, তোমার কার্য্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত, বিশ্বজনীন মঙ্গলভাবে উন্নত এবং পবিত্রতার স্নিগ্ধ কিরণে উজ্জ্বল। কিন্তু তুমি জান না তোমার কার্য্যের দায়িত্ব কত। তুমি আগে নিজের মুক্তি সাধন না করিয়া পরের মুক্তি সাধনে ছুটিয়াছিলে। আর আর সহস্র বস্তু থাকিতে তুমি পরমাত্মা ও অসংখ্য মানবাত্মাকে তোমার নিত্য ক্রীড়ার বস্তু করিয়াছিলে। নিজের মনঃকল্পিত মত সকল বিধাতৃ-প্রদত্ত বলিয়া প্রচার করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছ। যিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজাণু সকল বিবর্ত্তিত করিয়া বৃক্ষলতা ও জীবাত্মা সকলে পরিণত করিতে পারেন, তিনি তাহাদের উন্নতি ও পরিণতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না; তবে তিনি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত উপায়ে, সহজ ও সমীচীন প্রণালীতে সকল কার্য্য সাধন করেন। প্রকৃত বস্তু লাভ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা না জানিয়াই সংসারে নানা অনর্থ ও অশান্তি উৎপাদন করিয়াছ।

নারিকেলের আবরণচ্ছেদ কুঠার দ্বারা অথবা দাত্র দ্বারা সম্পন্ন হয়, ইহা লইয়াই ঘোর বিদ্বেষ ও অশান্তির আগুন জ্বালিয়াছ; এবং ঐ সকল আবরণ খণ্ড চর্ব্বণ ও চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া ধন্য হইয়াছ। কিন্তু হা হতভাগ্য, প্রকৃত, সুমধুর, সন্তাপহারী ও প্রাণপ্রদ শস্য যে আরও দূরে মোহের দুর্ভেদ্য আবরণের পর পারে অবস্থিত, তাহা ত বুঝিলে না। যদি অতি "কঠিন আঘাতে" ঐ মোহাবরণ ভেদ করিতে পারিতে, তাহা হইলেই অমৃতময় জল শস্য সেবনে আত্মহারা হইতে পারিতে। নতুবা শুদ্ধ বাহিরের কতকগুলি রীতি নীতি ও প্রণালী মার্জ্জিত করিয়া "পাইলাম, পাইলাম" বলিয়া উল্লসিত হইলে কি হইবে? তুমি নিজে আত্মপ্রবঞ্চিত হইয়াছ এবং আর দশ জনকেও প্রবঞ্চিত করিয়াছ। যাও, গভীর অনুতাপে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।—দূত, মহাপাপীকে লইয়া আইস।"

পাপী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে আসিয়া ভগ্নহৃদয়ে ভগ্নপ্রাণে আপনার অর্দ্ধ-চেতন দেহখানি ভগবানের পাদপদ্মে নিক্ষেপ করিল এবং পদপ্রান্তে সন্তাপদগ্ধ শির রক্ষা করিয়া কাতরবাক্যে কহিল, "দয়ার ঠাকুর হরি, আমার গতি কি? এখন তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।"

বিধাতা রাজদণ্ড রাখিলেন। মহাপাপীর দীপ্তমস্তকে সস্নেহে হস্ত বুলাইয়া বলিলেন:—"মহাপাপী, ভয় নাই, আশ্বস্ত হও। তোমার আত্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই। তুমি যে তাঁহাকে দয়াময়ী বলিয়া জান। তাঁহার রাজ্যে অনন্ত নিরাশা, অনন্ত পতন নাই। যাও বৎস, অনুতাপ কর; তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাক এবং প্রাণগত সাধনবলে মুক্তিলাভ কর।" মহাপাপীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তাহার ভগ্নপ্রাণে আশা সঞ্চারিত হইল। সে আশ্বস্তহৃদয়ে, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে প্রস্থান করিল।

হেমচন্দ্র দেখিলেন, সূর্য্য পশ্চিম গগনে অস্তোন্মুখ। রাখালগণ দেখিল, বিধাতৃবেশধারী রাখালের স্বরে ও আকৃতিতে যেন কেমন এক পরিবর্ত্তন আসিতেছে। বিধাতা কহিলেন, "দূত, যাও, দরিদ্রকে আন।" দূত দরিদ্রের নিকট প্রস্থান করিল। দরিদ্র একাগ্রচিত্তে দরিদ্রের বন্ধুকে ডাকিতেছিল। দূত বলিল, "দুঃখী, পুণ্যপ্রাণ, এস, আজ তোমার সকল দুঃখের অবসান হইল। দরিদ্রের বিধাতা দীনবন্ধু তোমায় ডাকিয়াছেন।"

দুঃখীর প্রাণে বল আসিল, চক্ষে জল আসিল; উঠিয়া ধীরে ধীরে দূতের অনুগামী হইল। ভগবান্ বলিলেন, "এস এস, দুঃখী, এস।"

দরদরধারে দুঃখীর দুনয়ন ভাসিয়া গেল। তিনি পূর্ণপ্রাণে বলিলেনঃ—"কাঙালের ধন, এত দিন পরে কাঙ্গাল বলিয়া কি মনে পড়িল?"

ভক্তবৎসল প্রেমসিন্ধু হরি একেবারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "কে বলে তুমি কাঙ্গাল? তুমি আমার সখা! আমি যে তোমাকে একমুহূর্ত্তও ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। তোমার দুঃখে বিপদে আহারে নিরাহারে শয়নে স্বপনে ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছি। সহস্র কষ্টেও তুমি আমায় ভোল নাই; আমি তোমায় ফেলিয়া কি নিশ্চিন্ত হইতে পারি?"

ভক্ত কহিলেন, "আমি ত তোমা ছাড়া জানি না। তুমি যাহা কর, তাহাই ভাল, তাহাই হউক।"

হেমচন্দ্র দেখিলেন, বিধাতৃবেশী রাখালের আনন ও চক্ষু যেন কেমন নেশাগ্রস্তের মত হইয়া উঠিতেছে। সকলে এই দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল ও আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

শব্দে হেমচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার হৃৎপিণ্ড গাঢ় আন্দোলিত হইতে লাগিল। উঠিয়া দেখিলেন, তিনি সেই প্রান্তরমধ্যস্থ

ছায়াতরুর শীতল চন্দ্রাতপতলে শায়িত আছেন। একি! জাগিয়াও সেই কলকণ্ঠ বিনিঃসৃত মধুর হরিধ্বনি! হেমচন্দ্র ছুটিলেন।*

"দাসী"র আত্মকথা।

"দাসী"র কোন কোন গ্রাহক নিয়মিতরূপে কাগজ পান না বলিয়া আমাদের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা আমাদিগকে পত্রদ্বারা যথা সময়ে কাগজ না পাওয়ার কথা না জানাইলে আমরা কিরূপে প্রতীকার করিব? তাঁহারা যে কাগজ পান না, আমাদিগকে পত্র না লিখিলে আমাদের তাহা জানিবার অন্য কোন উপায় নাই। কোন অনিয়ম হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক, যে মাসের কাগজ পৌঁছে নাই, তাহার পরবর্ত্তী ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্র লিখিলেই আমরা কাগজ পাঠাইয়া দিব।

কাগজ না পাওয়া সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। কাগজ প্রেরণের জন্য আমাদের স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী আছেন। তিনি গ্রাহকের খাতা দেখিয়া প্রথমে সমস্ত মোড়ক লিখেন। তৎপরে মোড়কগুলির নাম একে একে খাতার সহিত মিলাইয়া দেখা হয়।

* গত বৎসর ভাদ্র মাসের "দাসীতে" "কাঙ্গালের বেশে হে" নামক একটি গল্প প্রকাশিত হয়। তাহাতে বর্ণিত আছে যে রাজা হেমচন্দ্র ভগবানের দর্শন লালসায় নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে যখন গরিবের মর্ম্মবেদনা বুঝিয়া এক কুষ্ঠরোগীর সহিত নিজ খাদ্য ভাগ করিয়া খান, তখন ভগবান্ জ্যোতির্ম্ময়রূপে তাঁহার নিকট আপনাকে প্রকাশিত করেন। বর্ত্তমান গল্পটি তাহারই অনুবৃত্তি।

"দাসী" সম্পাদক।

তৎপরে কাগজ মুড়িয়া সমস্ত কাগজ গণনা করিয়া ডাকঘরে দিয়া আসা হয়। এ বিষয়ে জ্ঞাতসারে কোন অমনোযোগ বা অসাবধানতা হয় না। অনেকে স্থানান্তরে চলিয়া যান; আমাদের নিকট ঠিকানা পরিবর্ত্তনের জন্য কোন পত্র দেন না। সুতরাং তাঁহাদের কাগজ ফিরিয়া আসে। ডাকঘরে হাজার হাজার কাগজ তাড়াতাড়ি থলির ভিতর পূরিয়া চালান দেয়; তাহাতে কোন কোন কাগজের মোড়ক ছিঁড়িয়া যায়। সে কাগজগুলিও ফিরিয়া আইসে; অথচ কাহার কাগজ ফিরিয়া আসিল, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। কোন কোন গ্রাহকের কাগজ না পাইবার আরও একটি কারণ আছে। কাগজ খানি বাড়ীতে পৌঁছিলেই হয়ত বিজ্ঞাপনের ছবি দেখিবার জন্য বা অপর কোন কারণে বাড়ীর বালক বালিকাগণ লইয়া রাখিয়া দেয়। উহা কর্ত্তার হাতে পৌঁছে না। সুতরাং তিনি মনে করেন, কাগজ আসিতেছে না। আমরা একথা কল্পনা করিয়া বলিতেছি না। এরূপ যে ঘটিয়া থাকে, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা একটি সত্য ঘটনা বলিতেছি। দাসাশ্রম কমিটির একজন সভ্য মুরশিদাবাদ অঞ্চলে টাকা সংগ্রহ করিতে যান। একজন গ্রাহক কাগজ নিয়মিতরূপে পান নাই বলিয়া তাঁহার নিকট বিরক্তি প্রকাশ করেন। এমন সময় গ্রাহক মহোদয়ের একটি কন্যা আসিয়া বলিল, "কেন বাবা, কাগজ ত আসিতেছে; যে কাগজে চড়ুই পাখীর ছবি ছিল, যাহাতে ফড়িংএর ছবি ছিল, সে সমস্ত কাগজই আসিয়াছে।" কিন্তু কন্যার পিতা একথা জানিতেন না। অবশ্য এ সকল কারণ ব্যতীত আমাদেরও ভুল হইতে পারে। সে স্থলে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিলেই ভুল সংশোধিত হইয়া যায়।

এক্ষণে "দাসী" সম্বন্ধে কয়েকটি উৎসাহের কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

আমরা গত সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম যে কোনও দরিদ্রা বিধবা ভদ্রমহিলা কিছুদিন অর্দ্ধাশন করিয়া, যে চাউল জমা হয়, তাহাই বিক্রয় করিয়া একটি টাকা দিয়া "দাসী"র গ্রাহিকা হইয়াছেন, এই কথা পাঠ করিয়া আমাদের বহরমপুরের কোন সহৃদয় গ্রাহক ইহাঁর জন্য আর এক বৎসরের "দাসী"র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা এই হৃদয়বান্ গ্রাহক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদের একজন গ্রাহিকা তাঁহার তৃতীয় বৎসরের মূল্য পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিয়াছেন। আর একজন গ্রাহক চতুর্থ বৎসরের মূল্য পর্য্যন্ত দিয়াছেন। আমরা ইহাঁদের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়াছি।

একটি কথা বলিতে ভুল হইয়াছে। কোন কোন গ্রাহক "দাসী"র আকার পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট বক্তব্য এই যে "দাসী"র আকার ছোট হইয়াছে বটে, কিন্তু লেখা কমে নাই। আগে ২৪ পৃষ্ঠা লেখা থাকিত, এখন ৩০ পৃষ্ঠা লেখা থাকে। তদ্ভিন্ন দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় অনেক বেশী লেখা যায়।

গ্রাহক বর্গের নিকট করযোড়ে নিবেদন তাঁহারা নিজ নিজ দেয় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শারদীয় উৎসবের আনন্দ।

শারদীয় উৎসব উপলক্ষে আমাদের অনেক গ্রাহক গ্রাহিকা বাড়ী যাইবেন। অনেকেই স্ব স্ব গৃহে থাকিয়াই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিবেন। স্ত্রী পুত্র কন্যা ও পিতামাতার মুখ দেখিয়া, নববস্ত্র পরিহিত হইয়া, সুমিষ্ট ভোজ্যদ্রব্যে রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া, অনেকেই

সুখী হইবেন। এই সুখের দিনে সকলে দাসাশ্রমের রোগীদিগকে হৃদয়ের এক পার্শ্বে একটুকু স্থান দিবেন কি? তাহাদের সংসারে আপনার বলিতে কেহ নাই। যাঁহাদের সাহায্যে আমরা তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে সমর্থ হইয়াছি, আমাদের সেই সকল গ্রাহক গ্রাহিকা-গণই আজ তাহাদের আত্মীয় বন্ধু। তাঁহারা তাহাদের প্রতি করুণা না করিলে আর কে করিবে?

পূর্ব্বে সেবালয়ের রোগিগণ দুগ্ধাদি পাইত। মাসাধিক হইল, আমরা অর্থাভাবে তাহাদিগকে আর দুগ্ধাদি দিতে পারিতেছি না। দুগ্ধ যাহাদের চিকিৎসার পথ্য স্বরূপ, এখন কেবল তাহাদিগকেই দুগ্ধ দেওয়া হয়।

এই সকল রোগিগণ হয়ত জীবনের প্রথমাবস্থায় পূজার সময় কত আমোদ করিয়াছে। আমরা এখনও তাহাদিগকে সেই সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে চাই না। আমরা তাহাদিগকে নববস্ত্রাদি দিতে মনস্থ করিয়াছি। এই পত্রিকা গ্রাহকবর্গের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বোধ হয় আমরা যেরূপে পারি আমাদের সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিব। কিন্তু ইহা অর্থ সাপেক্ষ। আশা করি সকলে এ সময়ে দাসাশ্রমের সাহায্য করিবেন।

কেহ যেন মনে না করেন, যে দাসাশ্রমের কার্য্য কেবল আমাদেরই কার্য্য। আমরা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি মাত্র। আমরা আমাদের সাহায্যকারিগণের প্রতিনিধি স্বরূপ। তাঁহাদের সকলেরই দাসাশ্রমের কার্য্যকে নিজের কার্য্য মনে করা উচিত; কারণ বস্তুতঃ কার্য্য তাঁহাদেরই।

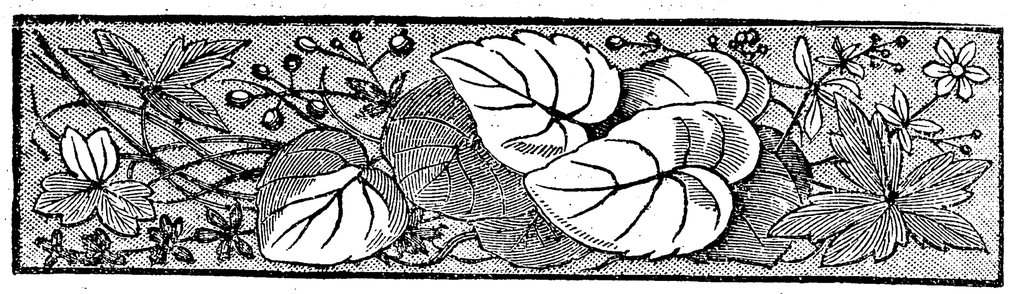

দাসাশ্রমে রোগী লইবার নিয়ম।

১। সেবালয়ে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি শয্যা আছে। সেগুলি পূর্ণ থাকিলে আমরা রোগী লইতে পারি না। এমত অবস্থায় কোন রোগী আসিলে তাহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাল বা শিয়ালদহ ক্যাম্বেল মেডিক্যাল হাঁসপাতালে বা অপর কোন হাঁসপাতালে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করি। সুতরাং আমাদের স্থান আছে কিনা, অগ্রে সংবাদ লইয়া পরে রোগী প্রেরণ করা উচিত। হাঁসপাতালে রোগীর স্থান করিয়া দিলেও তাহার কম উপকার করা হয় না।

২। আপাততঃ উপযুক্ত বন্দোবস্ত নাই বলিয়া আমরা বসন্ত, ওলাউঠা, যক্ষ্মাকাশ, প্রভৃতি সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে সেবালয়ে স্থান দিতে অসমর্থ। এরূপ কোন রোগী আসিলে তাহাকে উপরোক্ত কোন হাঁসপাতালে প্রেরণ করিতে বাধ্য হই।

৩। "স্থায়ী" রোগী এবং "অস্থায়ী" রোগী একত্রে আসিলে যদি উভয়েরই স্থান না হয়, তাহা হইলে আমরা "স্থায়ী" রোগীটিকেই রাখি। অপর ব্যক্তিকে হাঁসপাতালে পাঠান হয়।

৪। কোন "স্থায়ী" রোগী আসিবার সময় যদি সমস্ত শয্যা পূর্ণ থাকে, এবং যদি কোন "অস্থায়ী" রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠাইলে "স্থায়ী" রোগীর স্থান হয়, তাহা হইলে আমরা "অস্থায়ী" রোগীটিকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিই।

৫। অস্ত্র শস্ত্রাদির অভাবে বা অন্য কোন কারণে আমরা কোন রোগীর চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিতে না পারিলে, তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাই।

৬। অসহায় ব্যক্তিগণকেই সেবালয়ে স্থান দেওয়া হয়।

সেবালয় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

আমাদের গ্রাহকগণ সেবালয়ের মাসিক কার্য্যবিবরণে দেখিতে পাইবেন যে অনেকগুলি রোগীকেই আমরা হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিতেছি। তদ্ভিন্ন যে কত রোগীর সম্বন্ধে আমরা কোন বন্দোবস্তই করিতে পারি না, তাহার কোন উল্লেখই থাকে না। এত রোগীকে হাঁসপাতালে প্রেরণের কথা পাঠ করিয়া গ্রাহকবর্গের সহজেই মনে হইতে পারে, "দাসাশ্রমের কার্য্যকারকগণ তবে কি করেন? সমস্ত রোগীই যদি হাঁসপাতালে প্রেরিত হইল, তাহা হইলে সেবালয়ে কি কার্য্য হয়?" ইহার সদুত্তর দিতে আমরা বাধ্য। আমাদের বক্তব্য আমরা বলিতেছি। দাসাশ্রমের বর্ত্তমান সেবালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮টি, কষ্টে সৃষ্টে ১৯টি, রোগীর স্থান হইতে পারে। গত সেপ্টেম্বর মাসে পদ্মমুখী নাম্নী বৃদ্ধা স্থায়ী রোগীটির মৃত্যুর পূর্ব্বে সেবালয়ে ১৭ জন স্থায়ী রোগী ছিল। তাহার মৃত্যুর পর হইতে ১৬ জন স্থায়ী রোগী আছে। সুতরাং আমাদের হস্তে কেবল ২।৩ জন রোগীর স্থান থাকে। এই ২।৩টি শয্যা আবার অস্থায়ী রোগীতেই পূর্ণ থাকে। সুতরাং রোগী রাখিতে ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা অনেককে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিতে, এবং অনেককে ফিরাইয়া দিতেও বাধ্য হই। গ্রাহকবর্গ বলিতে পারেন, "তাহা হইলে শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি

করুন না কেন ?” তদুত্তরে বক্তব্য এই যে শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইলে, দাসাশ্রমের বর্ত্তমান বাটী অপেক্ষাও বৃহত্তর বাটী ভাড়া লইতে হয়। দুইটি কারণে বর্ত্তমানে তাহা করা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ, বর্ত্তমান বাটীর আগামী ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এগ্রিমেণ্ট আছে। সুতরাং উক্ত সময় পর্য্যন্ত আমরা এই বাটীতেই থাকিব। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমান বাটীর ভাড়া ৭০৲ টাকা। স্থায়ী রোগিগণ জালালপুর যাইবার পর ইহার কিয়দংশ ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহা হইতে ২৫৲ টাকা পাওয়া যাইত। এক্ষণে জালালপুরের আতুরগণ এখানে আনীত হওয়ায় সম্পূর্ণ বাটীর ভাড়া ৭০৲ টাকাই দাসাশ্রমকে দিতে হইবে। ইহাই আমরা সহজে দিয়া উঠিতে পারি না। ব্যয় বাহুল্য বশতঃ দাসাশ্রম কমিটিকে ইতিমধ্যেই ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। প্রায় ৩৫০৲ টাকা ঋণ হইয়াছে। ইহার উপর বাটী ভাড়া বৃদ্ধি, কিম্বা অধিক রোগী রাখিলে, তোহাদের দরুণ ব্যয় বৃদ্ধি করিতে কমিটি বর্ত্তমানে আর সাহস করিতেছেন না।

“স্থায়ী” রোগীদিগের সম্বন্ধে একটি বক্তব্য আছে। তাহাদিগকে কোন হাঁসপাতালেই লয় না। যাহাদের আরোগ্যলাভের কোন সম্ভাবনা নাই, এরূপ আতুরগণকে আশ্রয় দিবার জন্য কেবল আর একটী মাত্র আশ্রম আছে। তাহা Little Sisters of the Poor নামক ভগিনীসম্প্রদায়ের আশ্রম। তাঁহারা খ্রীষ্টান ; সেই জন্য অনেকেই তথায় যাইতে সম্মত হয় না। তদ্ভিন্ন তাঁহারা ৬০ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক ব্যক্তিকে আশ্রমে স্থান দেন না। এই হেতু আমরা স্থায়ী রোগিগণকে আশ্রয় দানই আমাদের প্রধান কার্য্য বলিয়া স্থির করিয়াছি ; এবং তদনুসারে কার্য্য করিতেছি।



দুটী বন্ধু।



পশ্চিম প্রদেশে বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে দুটী বাঙ্গালী বন্ধু বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে এমন ভাব জন্মিয়া গিয়াছিল যে, কেহ কাহাকে এক মুহূর্ত্তও ছাড়িয়া থাকিতে কষ্ট বোধ করিতেন। অশ্বিনীকুমার যুগলের ন্যায় যথা তথা মনের আনন্দে বিচরণ করিতেন। কেবল কার্য্যালয়ে যাইবার সময়ে উভয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্য বিচ্ছিন্ন থাকিতেন। তাঁহাদের এই বন্ধুতা ক্রমে ঘনীভূত হইতেছিল ; এমন সময় তাঁহাদের এক জন আপনার স্ত্রী, পুত্র, বিশেষতঃ এই প্রিয়তম বন্ধুকে কাঁদাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

সেই বন্ধু বান্ধব হীন বিদেশে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী কয়েকটী অপোগণ্ড শিশু সন্তান লইয়া মহাবিপদে পড়িলেন। স্বর্গীয় স্বামী কোন ঔষধালয়ে অতি সামান্য বেতনে একটী কার্য্য করিতেন। তাহা দ্বারাই কোনরূপে সংসার খরচ চলিয়া যাইত। স্ত্রী পুত্রের জন্য একটী পয়সাও সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। আপনাদের পরিণাম স্মরণ করিয়া, সেই অনাথা বিধবা অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হিন্দু-কুলবধূ, কখনও ঘরের বাহির হন নাই। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, ভাবিয়া একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সেই বন্ধুও মৃত বন্ধুর স্ত্রী পুত্রের জন্য যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন। তিনিই বা কি করিবেন ? যে যৎসামান্য বেতন পান, তাহা দ্বারা নিজের পরিবারের ব্যয়ই নির্ব্বাহ হয় না ; স্বর্গগত বন্ধুর পরিবারের

কিরূপে সাহায্য করিবেন? অনেক ভাবনার পর, স্বর্গীয় বন্ধু যে ঔষধালয়ে কর্ম্ম করিতেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; এবং তথাকার অধ্যক্ষকে বলিলেন—"মহাশয়! আমার মৃত বন্ধুর পরিবার বড় অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছেন, আমি ইচ্ছা করিয়াছি, আমার অবসর সময়ে তাঁহার কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করিব। এবং সেই জন্য যে বেতন পাইব, তাহা সেই অনাথ পরিবারের সাহায্যার্থ প্রদত্ত হইবে। আশা করি, আপনি আমার এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিবেন।" ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ আনন্দের সহিত এই সাধু প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। বন্ধু ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া সেই অনাথা বিধবাকে বলিলেন—"আপনার আর ভয় নাই। যদি আমার কোন বিপদ না ঘটে, তবে যতদিন পর্য্যন্ত আপনার বালকবালিকাগুলি বড় না হয়, ততদিন আমি আপনার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিব।" অনাথা বিধবার মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না। কৃতজ্ঞতায় প্রাণ পূর্ণ হইয়া গেল। চক্ষু হইতে দর দর ধারে আনন্দাশ্রু বাহির হইতে লাগিল।

এক দিন নয়, দু·দিন নয়, ক্রমাগত দশ বৎসরেরও অধিক কাল সেই বন্ধু স্বর্গগত বন্ধুর পরিবারের জন্য অবসর সময়ে যথাসাধ্য খাটিলেন। যেমন মাহিয়ানাটী পাইতেন, তখনি সেই বিধবার হস্তে আনিয়া প্রদান করিতেন। নিজে কখনও একটী পয়সা গ্রহণ করেন নাই। এই দীর্ঘকালের মধ্যে এক দিনের তরেও সেই অনাথ পরিবার অর্থাভাব অনুভব করেন নাই। যখন সেই অপোগণ্ড শিশুগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন তিনি ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। প্রেমের কি মোহিনী শক্তি! এই স্বার্থপরতার সংসারে, এই নিঃস্বার্থ প্রেম কি সুন্দর, কি আশাজনক!!

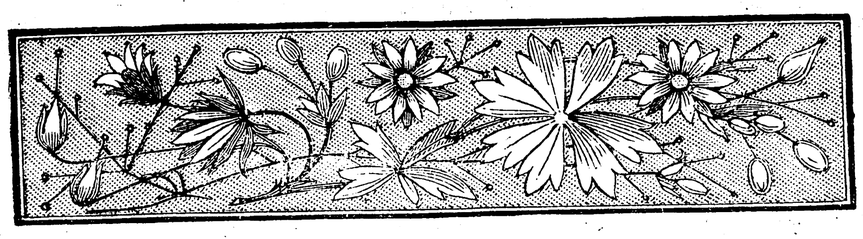

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

গত সেপ্টেম্বর মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ২৬ জন রোগী সেবালয়ে স্থান পাইয়াছে, অথবা সেবালয় হইতে হাঁসপাতালে দেওয়া হইয়াছে। জালালপুরের রোগী সকল কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ রোগীই স্থায়ীভাবে সেবালয়ে আছে। সুতরাং কার্য্যবিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। রোগীদিগের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। দেবী সুরা, ২। কুদী, ৩। দামো, ৪। কুসুম, ৫। কেদার, ৬। রামচরণ, ৭। রাজেন্দ্র, ৮। পদ্মমুখী। ইহারা সকলেই যথাসময়ে জালালপুর হইতে কলিকাতায় পৌঁছে। তন্মধ্যে হতভাগিনী পদ্মমুখী এখানে আসার ৩। ৪ দিন পরে এ দুঃখ কষ্টময় ভবযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। ভগবান তাহার আত্মার মঙ্গল করুন। (১) পাঠকবর্গের মনে থাকিতে পারে যে এই বৃদ্ধার নাম ছিল পার্ব্বতী। সে নিজে সাধ করিয়া পদ্মমুখী নাম লইয়াছিল। ইহার বাড়ী পাবনা।

৯। খুদিরাম, ১০। বাবুরাম, ১১। কামিনী, ১২। দুর্গাতারিণী, ১৩। আদুরী, ১৪। ক্ষেমা। ইহাদের বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। ইহারা সকলে ভাল আছে।

১৫। সুন্দরী। বাড়ী সুঁড়া, বয়স ৭০, স্থায়ী রোগী, দুটী বাবু আসিয়া রাখিয়া যান

১৬। ব্রহ্ম। স্থায়ী রোগী। বয়স ৭৫। অন্ধ। ইহারও বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

১৭। গোবিন্দ। বাড়ী শিবহাটী, বয়স ৩৫। বাবু শৈলেন্দ্রনাথ রায় এখানে পাঠাইয়া দেন। অস্ত্রচিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

১৮। অমরচন্দ্র প্রামাণিক। বাটী বাগেরহাট, বয়স ৩৫, বাবু হরিনাথ দাস তাহাকে দাসাশ্রমে পাঠাইয়া দেন। এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

১৯। বসিরুদ্দিন। বয়স ৫০। খুলনা হইতে গিরিশ বাবু পাঠাইয়া দেন। রোগ ক্ষত। স্থানাভাব হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

২০। জমির সেখ। বিনোদপুর বাড়ী। বয়স ৪০, খুলনা হইতে গিরিশ বাবু পাঠাইয়া দেন। পীড়া ক্ষত। স্থানাভাবে হাঁসপাতালে পাঠান হয়।

২১। আমিজ সর্দ্দার, বাটী ঝিকরগাচী, বয়স ৪০, খুলনা হইতে গিরিশ বাবু পাঠান। স্থানাভাবে হাঁসপাতালে পাঠান হয়।

২২। কিশোরীমোহন ঘোষ। বাড়ী চৌগাছা, যশোহর, পিতৃ মাতৃহীন বালক। চৌগাছার জমিদার বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ইহাকে এখানে পাঠাইয়া দেন। পীড়া যক্ষ্মা। সুতরাং আমরা রাখিতে না পারায় হাঁসপাতাল পাঠান হইয়াছে।

২৩। আশুতোষ লাহা। বয়স ৩০। একটী ছাত্রের দ্বারা হেদুয়ার ধার হইতে আনা হইয়াছিল। তাহার পীড়িতাবস্থায় তাহার শ্বশুর কর্ত্তৃক গৃহ বিতাড়িত হয়। পীড়া সবিরাম জ্বর। আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

২৪। হরনাথ। বাড়ী বরিশাল, বয়স ৩৫ বৎসর, বাবু শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী হাইকোর্টের উকীল এখানে পাঠাইয়া দেন। স্থানাভাবে হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালে পাঠান হয়। সেখানে এক রাত্রি থাকিয়া প্রস্থান করে।

২৫। মাতুরণী। বয়স ৩০, একটী ছাত্র রাস্তা হইতে ২ বৎসরের একটী সন্তান সহ কুড়াইয়া আনে। রোগ সমস্ত গাত্রে বেদনা। স্থানাভাবে হাঁসপাতালে দেওয়া হয়।

২৬। বিনোদিনী। একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোক বয়স ৪০, একজন চাকরাণী। পীড়ার সময় তাহার প্রভু তাহাকে গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। বাবু ইন্দ্রনারায়ণ বসু তাহাকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনেন। স্থানাভাবে হাঁসপাতালে পাঠান হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির মাসিক কার্য্যবিবরণ।

জালালপুর। স্ত্রীরোগ ১, যকৃত দোষ ১, প্লীহা যকৃৎ বিবর্দ্ধন ৫, স্নায়ুদুর্ব্বলতা ১, পেট বেদনা ২, দন্তশূল ১, কর্ণমূল প্রদাহ ১, অজীর্ণ ১, পারদ দোষ ১, চর্ম্মরোগ ১, জ্বর ৫, রক্তামাশয় ৬, চক্ষু উঠা ১, একুন ২৭। পুরুষ ১৭, স্ত্রী ১০। আরোগ্য ১৯ চিকিৎসাধীন ৭, ত্যাগ ১।

সূর্পানগর। পেটের অসুখ ১, জ্বর ২, বমন ১, মাথাব্যথা ১, অন্য ২ জনের বিষয় লেখা নাই। মোট ৭ জন আরোগ্য ৫, ত্যাগ ২।

নলধা। রক্তস্রাব ২, জ্বর ২৭, মাথাব্যথা ৩, অজীর্ণ ১৭, ফোড়া ২, সর্দ্দি কাশি ২, অর্শ ১, স্নায়ুরোগ ১, সর্দ্দি ৪, আমাশয় ৬, যকৃৎ দোষ ১, প্লীহা ১, বাত ১, অন্যান্য ৪, হাম ১, মোট ৭৩, আরোগ্য ৩৮, ফল অজানিত ১০, চিকিৎসাধীন ১৭, ত্যাগ ৮। পুরুষ ৫৪, স্ত্রী ১৯।

চেরাপুঞ্জী। জ্বর ২৭, উদরাময় ১৪, শিরঃপীড়া ১১, কৃমি ১২, স্ত্রীরোগ ৬, কাশি ১২, পাঁচড়া ১, দন্তবেদনা ১, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ২, ভেরিকোজ ভেন্স ২, আমাশয় ৬, অজীর্ণ ৪, নাসা ১, রিক্টস ১, পক্ষাঘাত ১, অম্লপিত্ত ১, মুখরোগ ৩, পেটফাঁপা ৫, সর্দ্দি ৩, ওলাউঠা ১, শূলবেদনা ২, কোষ্ঠবদ্ধ ১, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ৩, অর্শ ১,

হাপানি ১, বাত ২, প্লিউরিশি ১, ব্রণকাইটিস ১, বিসর্পণ ১, ফোড়া ১, বধিরতা ১, অন্যান্য ২, মোট ১৩১। পুরুষ ৬৩, স্ত্রী ৬৭, খোড়া ১। আরোগ্য ৬৭, চিকিৎসাধীন ২৫, ফল অজ্ঞাত ৩৩, ত্যাগ ৫, মৃত্যু ১।

নওগাঁ। নবজ্বর ৪, পুরাতন জ্বর ১, সর্দ্দি কাশি ৩, ব্রণ ১, রক্তউঠা ১, অন্যান্য ১, কৃমি ১, মোট ১২, আরোগ্য ৭, ত্যাগ ২, চিকিৎসাধীন ৩, পুরুষ ১০, স্ত্রী ২।

দান।

বস্ত্র। ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ সেন খুলনা, ধুতি ২, পেণ্টুলান ৪, কোট ১, জুটসার্ট ১, রেপার ২, মোজা ৭, ছোট ফ্লানেল সাট ১,। একটী ছাত্র ১০ নং শ্যামাচরণ দের ষ্ট্রীট থালা ১ খানা ঘড়া ১টা। বাবু শরচ্চন্দ্র বসু আলপাকার কোট ১, কম্ফটার ২ পিরাণ ৫, লংকথের কোট ১, সাট ১, চাপকান ১, তোয়ালে, গ্যাঞ্জিফ্রক ১, ফ্লানেলের সাট ১, তসরের জামা ১, ১৭নং মধুসূদন গুপ্তের লেন সেনহাটী মেস হইতে প্যাণ্টালুন ২, পাজামা ১, চাপকান ১, ধুতি ১, কোট ২, নাইট ক্যাপ ১, কম্ফটার ২, ষ্টকিং ২ জোড়া। বাবু সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্লানেলের প্যাণ্টালুন ১, কাশ্মির পেণ্টালুন ১, কোট ১, লংকথের সাট ৩, সাদা প্যাণ্টালুন ৭, অন্য রকম প্যাণ্টালুন ৪, এক জন বন্ধু ধুতি ১।

চাউল। মারফত হেমচন্দ্র গুহ ৸৩ সের।

অর্থ। দীননাথ দত্ত ২, নিস্তারণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১, অক্ষয়নাথ রায় ১৷৷০ এস, সি, মুখর্জি ৫, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ১, কৃষ্ণকুমার মিত্র ।০ ২১ নং মির্জাফার্স লেন মেস হইতে সংগৃহীত ৷৷০ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৵০ কুমারী কামিনী সেন ২, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় ১, ২১।১ পটুয়াটোলা মেস্ হইতে প্রাপ্ত ১, ১৭ নং সেনহাটী মেস হইতে সংগৃহীত ১/১০ জ্ঞানেন্দ্রনাথ শীল পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে ১, জনৈক ভদ্র-মহিলা ভাদ্র মাসের চাঁদা ১, শ্রীমতী জগত্তারিণী মৈত্র ১, উমেশচন্দ্র দত্ত ১, কালীশঙ্কর শুকুল ৷৷০ উমাপদ রায় ।৵০ ফণীন্দ্রমোহন বসু ৵০ শ্রীমতী শরৎকুমারী মিত্রের আরোগ্যোপলক্ষে ১, রাধানাথ দেব কন্যার আরোগ্যোপলক্ষে ৷৷০, শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দে ১, কেদারনাথ রায় ৷৷০ মোহিনীমোহন রায় ৵০ শ্রীমতী বরদাসুন্দরী সেনের স্বর্গকামনায় তাঁহার স্বামী ২, আনন্দমোহন বসু ৩, বিপিনবিহারী সরকার ১, কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১, শশিভূষণ বন্দোপাধ্যায় ১, প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১ অকিঞ্চন দাস ৷৷০ ব্রাহ্ম বালক বোর্ডিং হইতে প্রাপ্ত ১, ১, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী ভাদ্র মাসের চাঁদা ১, নগেন্দ্রনাথ আচার্য্য চৌধুরী ২, একজন ভদ্রমহিলা মাঃ শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী ১০৲ রাধাগোবিন্দ সাহা আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের চাঁদা ১, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১, জ্ঞানচন্দ্র বসুর বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার মাতা ২, শ্রীমতী কুমুদবালা রাহা ২৲ শ্রীমতী সুশীলা দাসী ২, রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তাঁহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ২, বিপিন

বিহারী রায়ের পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে ১৲ বন্ধু ৵০ ২০।৩ হরি ঘোষের লেন মেস হইতে প্রাপ্ত ॥০ চন্দ্রশেখর কালী ॥০ মাঃকেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ১॥০ চারুচন্দ্র নাগ ।০ শ্রীমতী ক্ষান্তমোহিনী বসু ১৲ শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী আশ্বিন মাসের চাঁদা ১৲ শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী আশ্বিন মাসের চাঁদা ১৲ ৫।১ মহেন্দ্র গোস্বামির লেন মেস হইতে সংগৃহীত ॥০ নীলরতন সরকার ১৲ ২০নং ঝামাপুকুর লেন মেস হইতে সংগৃহীত ১৲ ১৬নং রাজার লেন হইতে প্রাপ্ত ৵০ একজন ভদ্রমহিলা মাঃ চিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায় ২৲ রজনীকান্ত নন্দী ।০ গিরীন্দ্রমোহন বসু ১৲ বিপিনবিহারী মৈত্র ১৲ জি, এন, দাস ১৲ যদুনাথ বিশ্বাস ১৲ মহারাজ কুমার বর্দ্ধমান ৪৲ মতিলাল চৌধুরী ১৲ উমানাথ লাহিড়ী ॥০ শৈলেন্দ্রনাথ নাগ ১৲ সণ্ডেস্কুল হইতে প্রাপ্ত ৩৲ বাক্সে প্রাপ্ত ১৸৫ ভিক্ষার চাউল বিক্রয় হইতে ১০৸৵৫ মোট ৯৬৵০

দাসাশ্রমের আয় ব্যয়।

আয়।

দানপ্রাপ্তি ৯৬৵০ সংসার খরচ হইতে উদ্বৃত্ত ৮৲ পুস্তক বিক্রয় ১॥৵০ পুরাতন বস্ত্র ও জুতা বিক্রয় ১৯॥৵০ দাসী তহবিল হইতে ৬১৲ ঋণ ৫৪।০ পূর্ব্বমাসের হস্তেস্থিত ২৮৸৵১০ মোট ২৬৯॥/১০

ব্যয়।

পথ্যাদি ৬৮।/০ রাঁধুনী ১১৲ মেথর ২৲ চাকর ৭॥০ ধোপা ৯৲ কর্ম্মচারীর বেতন ৩।০ গাড়ি ভাড়া ২৲৫ ডাকমাশুল ৵১৫ পট ২টা ৩৸০ মৃতসৎকার ১৭৲ ঋণশোধ ৮॥০ ঔষধের দাম ২২।৵০ দুধ ।৫ জালালপুরের ৪৮॥/৫ বাটী ভাড়া খরচ ৪৫৲ বাজে খরচ ১।১০ মোট ২৫০ মোট জমা ২৬৯॥/১০ মোট খরচ ২৫০ হস্তেস্থিত ১৯॥/১০

পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ।

আমাদের প্রার্থনানুসারে পূর্ব্ব বঙ্গের দুর্ভিক্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আমাদের কাছে কিছু অর্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছি। যিনি যাহা দিবেন, তাহা সত্বর আমাদের কাছে পাঠাইয়া দিবেন। আমরা 'দাসী'তে রীতিমত প্রাপ্তিস্বীকার করিব।

বাবু জগন্নাথপ্রসাদ গুপ্ত নসীপুর ২৲, শ্রীমতী কুন্দকুমারী গুপ্তা ঐ ১০৲, সরস্বতী বিবি ঐ ১৲, তিনটী মহিলা কলিকাতা।০, গরিব-হিতসাধিনী সভা ৫৲।

দাসী

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

২য় খণ্ড } নবেম্বর, ১৮৯৩। { ৫ম সংখ্যা

সম্পাদকের নিবেদন।

প্রায় দেড় বৎসর অতীত হইতে চলিল, "দাসী" বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। দাসাশ্রমের কার্য্যের সহায়তা করা এবং সাধারণের হৃদয়ে জনহিতৈষণা বৃত্তির উদ্দীপন করা, "দাসী" প্রচারের উদ্দেশ্য। এই দেড় বৎসরের মধ্যে "দাসী" সে উদ্দেশ্য সংসাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহার বিচার করিবার ভার আমাদিগের উপর নয়। যে উদ্দেশ্যে "দাসী"র জন্ম, তাহা সম্পাদনের সঙ্গে "দাসী" যাহাতে সাধারণ পাঠকবর্গেরও তৃপ্তিপ্রদ হয়, আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহা সম্ভব, আমরা তাহার ত্রুটি করি নাই। কিন্তু সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াও আমরা যে এখনও ইহাকে সাধারণের আদরণীয় করিতে পারি নাই, আমাদিগের পাঠকবর্গের ন্যায় আমরাও, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। "দাসী"তে অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার ন্যায় প্রীতিকর প্রবন্ধ থাকে না, কোন কোন পাঠক

এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমরা, সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। আমাদিগের প্রথম কথা এই, যে কোন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে, আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র লেখকদিগের কথা দূরে থাকুক, সুলেখকদিগেরও শক্তির বিকাশ হয় না। জনহিতৈষণা বৃত্তির উদ্দীপন আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং সেই জন্য কেবল জনহিতৈষণা বিষয়ক প্রবন্ধই "দাসী"তে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু জনহিতৈষণা বৃত্তি এদেশে এখনও এতদূর সাধারণ এবং প্রবল হয় নাই, যে কেবল মাত্র তাহারই আলোচনা ও উল্লেখ দ্বারা একখানি মাসিক পত্রিকা পূর্ণ ও সাধারণের প্রীতিকর করিতে পারা যায়। পুনঃ পুনঃ একই প্রকার ঘটনার উল্লেখ করিলে তাহা প্রায়ই বিরক্তিকর হইয়া উঠে। যতই অদ্ভুত এবং অমানুষিক ঘটনাই ঘটুক এবং আত্মবিসর্জ্জনের যতই অসাধারণ দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হউক, একই জাতীয় বলিয়া সেরূপ ঘটনার আকর্ষণী শক্তি থাকে না। "দাসী" যে সাধারণের প্রীতিকর হয় নাই, ইহাই তাহার একটী প্রধান কারণ। সুলেখকের অভাব "দাসী"র উন্নতির অন্যতর প্রতিবন্ধক। যাঁহারা দাসাশ্রমের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেককেই রোগীদিগের পরিচর্য্যা, আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যে সময়াতিপাত করিতে হয়। সেই সকল কার্য্যের পর তাঁহারা যে সামান্য অবসর পান, "দাসী"র উন্নতির জন্য তাঁহারা কেবল তাহাই ব্যয় করিতে পারেন। অনেক সময় কেবল ব্যক্তিবিশেষকেই ইহার সমস্ত ভার বহন করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় ইহার প্রকৃত উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। যে কোন বিষয়েই হউক, তন্নিষ্ঠতা ভিন্ন কোন কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারা যায় না। এই তন্নিষ্ঠতার অভাবেই "দাসী"র উন্নতি হইতেছে না। "দাসী" অনাদরে এবং অযত্নে

বিলুপ্ত হউক, দাসাশ্রমের হিতৈষী কোন ব্যক্তিই যখন ইহা ইচ্ছা করেন না, তখন ইহার উন্নতির জন্য কোন নূতন উপায় অবলম্বন করিলে বোধ হয় তাহা কাহারও অপ্রীতিকর হইবে না। কি জন্য "দাসী"র উন্নতি হইতেছে না, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি; কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহার উন্নতি হইতে পারে, এইবার তাহার উল্লেখ করিব। দাসীর উন্নতির জন্য আমরা স্থির করিতেছি, যে ইহার প্রধান উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, আমরা ইহাকে অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার আকারে পরিণত করিব। এখন হইতে জনহিতৈষণাপূর্ণ প্রবন্ধের ন্যায় সাহিত্য, ধর্ম্মনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইবে। অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাতেও সুন্দর সুন্দর কবিতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প, উপন্যাস, পুরাতত্ত্ব, প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিগণের জীবনচরিত, সর্ব্বপ্রকার পুস্তকের সমালোচনা, ইত্যাদি ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইবে। এরূপ করিলে ইহার লেখকগণও যেমন অধিকতর ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইবেন, লিখিত বিষয়গুলিও তেমনই সকল শ্রেণীর পাঠকগণের প্রীতিকর হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। "দাসী" দাসাশ্রমের মুখপত্র হইলেও কোন সম্প্রদায় বিশেষের মুখপত্র নহে। ভগবানের দীন হীন সন্তানগণের সেবাই দাসাশ্রমের উদ্দেশ্য। সুতরাং যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী বা যে সমাজ ভুক্ত হউন, কাহারও "দাসী"তে লিখিবার প্রতিবন্ধক নাই। আমরা সেই জন্য সকল শ্রেণীর লেখকগণকেই ইহাতে লিখিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। যাহা সুরুচিবিগর্হিত এবং সাধারণের অনিষ্টকর নয়, প্রকাশ যোগ্য হইলে এরূপ যে কোন প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইবে। এ সম্বন্ধে দাসাশ্রমের হিতৈষী বন্ধুগণের নিকটও আমাদিগের একটী প্রার্থনা আছে। আমরা জানি যে আমাদিগের বন্ধুগণের মধ্যে অনেক সুলেখক

ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক অবকাশ মত "দাসী"র জন্য দুই একটী প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমরা পরম উপকৃত হইব এবং তাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্থ-সাহায্য অপেক্ষা এরূপ সাহায্য অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিব। ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা একখানি পত্রিকা কখনই নিয়মিত রূপে পরিচালিত হইতে পারে না। সমবেত চেষ্টা এবং উদ্যমই সাময়িক পত্রিকার জীবন। আমরা আশাকরি, দাসাশ্রমের কল্যাণেচ্ছু বন্ধুগণ "দাসী"র সম্বন্ধে এই অনুগ্রহ প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইবেন না। উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া, প্রবন্ধ গ্রহণ করিতে পারা যায়, "দাসী"র আর্থিক অবস্থা এরূপ নয়; কিন্তু সম্ভব হইলে আমরা তাহারও চেষ্টা করিব। বঙ্গদেশের যিনি যেখানেই থাকুন, আমাদিগের পরিচিত হউন বা অপরিচিত হউন, যাঁহার হৃদয় ভগবানের দীন দুঃখী সন্তান-গণের জন্য বিগলিত হয়, তিনিই আমাদিগের সুহৃদ্। দাসাশ্রম তাঁহারই কর্ম্মক্ষেত্র এবং "দাসী" তাঁহারই হৃদ্গতভাব ব্যক্ত করিবার পত্র। আমরা জানি বঙ্গদেশের কত স্থানে কত সহৃদয় ব্যক্তি নীরবে সেবাধর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা লোকের প্রশংসা চান না, সংবাদ পত্রে আপনাদিগের নাম প্রকাশিত দেখিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহাদিগের সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর সম্মুখে নীরবে আত্মবলিদান দিয়াই তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন। দাসাশ্রম তাঁহাদিগেরও আশীর্ব্বাদ ও সহানুভূতি প্রার্থনা করেন। এখন হইতে যাহাতে "দাসী"র জন্য আর প্রবন্ধের অভাব না হয়, আমাদিগের সুহৃদ্-বর্গের নিকট আমরা সেই প্রার্থনা করি। "দাসী" যে নূতন প্রণালীতে পরিচালিত হইবে, আমরা তাহা নিবেদন করিলাম। আশা করি, সর্ব্বনিয়ন্তার অনুগ্রহে এবং আমাদিগের সুহৃদ্বর্গের সাহায্যে আমরা আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হইব।

বাহ্যপ্রকৃতি ও মানব।

উভয়ে সমান না হইলে, সহানুভূতির গাঢ়তা জন্মে না। এই নিমিত্ত অচেতন অপেক্ষা চেতনেরই সহিত চেতন পদার্থের অধিকতর সহানুভূতি। এই নিমিত্ত শিশু একটী কাষ্ঠময় বিড়াল অপেক্ষা একটী জীবন্ত বিড়ালের সংসর্গে বেশী আনন্দ লাভ করে এবং একটী জীবন্ত বিড়াল অপেক্ষা একটী সমবয়স্ক শিশুর সংসর্গে আরও বেশী আনন্দ সম্ভোগ করে। এই নিমিত্ত জনৈক মহাত্মা ভূগর্ভস্থ অন্ধকারময় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া একটী মূষিকের প্রেমে এরূপ আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, মূষিকের অদর্শনে একদিন তাঁহার প্রাণসংশয় ঘটিবারও উপক্রম হইয়াছিল। যে ভীষণ অন্ধপুরে সেই হতভাগ্য কারাবাসী ভিন্ন আর কোন সচেতন পদার্থই ছিল না, সেখানে তিনি যে একটী মূষিকের জন্য এরূপ উদ্বিগ্ন হইবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? চেতনের সহিত চেতনের যে প্রাণের টান, ইহা প্রকৃতিরই নিয়ম। এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে, কাহার সাধ্য?

কবি বাহ্য-প্রকৃতির প্রেমে বিমুগ্ধ। কিন্তু বাহ্যপ্রকৃতি যদি কেবল সাহারার ন্যায় জ্বালাময়ী মরুভূমি লইয়াই সংগঠিত হইত, তবে তাঁহার প্রেমের গভীরতা কতদূর থাকিত, বলা যায় না। আফ্রিকার সাহারা অপেক্ষা কঙ্গোর মহারণ্য কবির নিকট সমধিক আদরণীয়। কঙ্করময় প্রান্তর অপেক্ষা তৃণাচ্ছন্ন ভূমি ও শস্যশ্যামল ক্ষেত্র কবির অধিকতর প্রীতিপ্রদ। জনপ্রাণিশূন্য ক্ষুদ্র উপবন অপেক্ষা মৃগপূর্ণ বিহঙ্গ-কূজিত অরণ্য কবির আরও আনন্দদায়ক এবং পশুপক্ষিপূর্ণ অরণ্য অপেক্ষা মানবের সমাজ কবির সর্ব্বাধিক প্রীতিকর!

অনেকে হয়ত এই শেষ সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইবেন না। অনেকে হয়ত পাপময় মানবসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন অরণ্যেই

অধিক প্রীতি ও শান্তি লাভ করেন। অনেকে হয়ত "নগরের কোলাহল" দূরে পরিহার করিয়া প্রকৃতির নিভৃত নিলয়ে সহানুভূতি ও সুখ অন্বেষণ করেন। অনেকে হয়ত মানবসমাজকে বিষচক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং মানবের সমস্ত সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই আপনাদিগকে সুখী মনে করেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, মনের এরূপ অবস্থা অতিশয় অস্বাভাবিক। চেতনের সহিত চেতনের সহানুভূতি হওয়া যদি যথার্থ হয়, তবে মানবের প্রতি মানবের বিদ্বেষ হওয়া অস্বাভাবিক বই আর কি বলিব? মানবকে বাহ্যপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত ধরা যাউক আর না যাউক, মানবেরই সহিত মানবের পূর্ণ সহানুভূতি হওয়া উচিত। মানবেই চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং চৈতন্যময় মানব মানবসমাজ ভিন্ন আর কোথায় প্রভূত আনন্দ পাইবে? যে চিৎশক্তি জড়ে সামান্যভাবে, উদ্ভিদে আংশিকরূপে এবং মানবে পূর্ণরূপে প্রকাশবান, সেই চিৎশক্তির অন্বেষণ করিতে হইলে মানবসমাজ ভিন্ন আর কোথায় তাহার বিচিত্র লীলা দেখিতে পাইবে? পুষ্পে যে সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা দেখিতে পাও, মানব শিশুর প্রফুল্ল আননে কি তদপেক্ষা শত গুণ অধিক সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা দেখিতে পাও না? প্রকৃতির নিভৃত নিলয়ে নীরব ভাষায় যে অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিতে পাও, চেষ্টা করিলে মানব-হৃদয়ের নিভৃত আগারে তাহা হইতেও কত অদ্ভুত কাহিনী শুনিতে পাইবে। প্রকৃতির কাহিনী শুনিয়া যদি তোমার চক্ষে অশ্রুজল ঝরিতে থাকে, মানবের কাহিনী শুনিলে তুমি আত্মহারা হইয়া মানবের জন্য আত্মদান করিতে অগ্রসর হইবে। বিলাতী কবি" ওআর্ড্‌স্‌ওআর্থ প্রথমে মানবসমাজের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া বাহ্যপ্রকৃতির প্রতিই অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বৃক্ষ লতায়, পর্ব্বতে প্রান্তরে, পুষ্পে তৃণে, নির্ঝরে হ্রদে, জলে স্থলে ও পশু পক্ষীতে যে আনন্দ লাভ

করিতেন, মানবের সহবাসে সে আনন্দ সম্ভোগ করিতেন না। তিনি সাধ্যক্রমে মানবকে বিষবৎ দূরে পরিহার করিতেন। কিন্তু তিনি পরিশেষে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন যে, মানবই প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ; সুতরাং মানবকে না বুঝিলে প্রকৃতিকে বুঝা হয় না; মানবকে প্রাণের সহিত না ভাল বাসিলে হৃদয় খানা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই তিনি মানবকেও তাঁহার প্রকৃতি রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া লইলেন; মানব সেখানকার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিল।

মানুষকে বুঝিয়া উঠা শিক্ষার চরম ফল। মানুষকে বুঝিতে পারিলে হৃদয়ের শিক্ষার জন্য আর ভাবিতে হয় না। আমরা মানবচরিত্র বুঝিবার জন্য নাটক নভেলের আশ্রয় লই; কিন্তু আমাদের অন্তরের মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে প্রতি মুহূর্ত্তে কত যে অদ্ভুত নাটকের অভিনয় হইতেছে, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? নরনারীর পশ্চাতে কত যে বিচিত্র অলিখিত ইতিহাস রহিয়াছে এবং কত যে ভীষণ শোকান্ত নাটকের অভিনয় হইতেছে, তাহা একমাত্র ভগবান্ ভিন্ন আর কে জানিতে সমর্থ! মানবের শোক তাপের কথা, দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বুঝিতে পারিলে এতটুকু হৃদয় এত খানা হইয়া যায় এবং প্রাণের ভিতর প্রেমের একটা প্রবল জোয়ার আসিয়া পড়ে। সে জোয়ারে মানুষের আপন বলিতে যাহা কিছু, সমস্তই ভাসিয়া যায়। মানুষের সুখ দুঃখের প্রতি মানুষের পূর্ণ সহানুভূতি না থাকিলে মানব-জীবনের সার্থকতা কই?

প্রেম ও সেবা।

সেবা দুই প্রকার। কর্ত্তব্য-জ্ঞান-প্রসূত সেবা এবং প্রেম-প্রসূত সেবা। একজন দুঃখীকে, একজন রোগীকে দেখিয়া আমার মনে হইল, দুঃখীর সাহায্য করা উচিত, রোগীর সেবা করা ও তাহাকে ঔষধ দান করা উচিত। তাই দুঃখীর সাহায্য করিলাম, রোগীকে ঔষধ দান করিলাম ও তাহার সেবা করিলাম। ইহাই কর্ত্তব্য-জ্ঞান-প্রসূত সেবা। ইহার মূলে জ্ঞান ও যুক্তি। এখানে আপনার প্রাধান্যই অধিক। অপর পক্ষে একজন দুঃখীকে দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁদিল, দুঃখীর অশ্রুজল মোচনের জন্য আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। কেন কাঁদিলাম, কেন অস্থির হইলাম, সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসরও নাই, ইচ্ছাও নাই। একজন রোগী রোগ শয্যায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছে, আমার আর সহ্য হইল না, যেন সকল যন্ত্রণা আমার; প্রাণ হইতে অজ্ঞাতসারে প্রার্থনা বাহির হইতে লাগিল, "হে প্রভু, আমি বরং সকল যন্ত্রণা ভোগ করিব; এই হতভাগ্যকে রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত কর।" কি করিলে রোগী একটু শান্তি লাভ করিবে, কি করিলে রোগ উপশম হইবে, এই চিন্তায় বিব্রত। শরীরের সকল সামর্থ্য দিয়া এই যে সেবা, ইহা প্রেম-প্রসূত সেবা। এখানে বুদ্ধি নাই, যুক্তি নাই, আমি নাই, কেন সেবা করি তাহা জানি না; জানি কেবল, সেবা না করিয়া থাকিতে পারি না। এই সেবার মূলে কেবল ভগবদ্ভক্তি। কর্ত্তব্যজ্ঞান পুরুষ, প্রেম স্ত্রী। কর্ত্তব্যজ্ঞান কঠোর, প্রেম কোমল। কর্ত্তব্য-জ্ঞানে অহঙ্কার আসিতে পারে, প্রেমে অহঙ্কার পরাজিত হয়। ঐ যে সংসারাবদ্ধ জীব দিবানিশি গায়ের রক্ত জল করিয়া অর্থোপার্জ্জন

করিতেছে, এমন কি অর্থের জন্য সারধন-ধর্ম্মে পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিতেছে, উহাকে একবার জিজ্ঞাসা কর দেখি, ওকি আপনার জন্য এত খাটিতেছে? না, ওযে স্ত্রীকে ভাল বাসে, ওযে ছেলে-মেয়েগুলিকে ভাল বাসে। ভালবাসার দাস হইয়া দিবানিশি খাটিতেছে, ক্লান্তি নাই। আপনার জন্য কয়জন খাটে, আপনার জন্য কয়জন অর্থোপার্জ্জন করে? এই সংসারের প্রায় সকলেই এক ভাবে না এক ভাবে পরের জন্য খাটে, না বুঝিয়াই পরের জন্য খাটে। তবে কি ভগবানের ইহাই ইচ্ছা যে আমরা কেবল পরের জন্যই খাটিব? তবে তাহাই হউক, তবে খাটুনির মধ্যে এখনও যে টুকু আমার গন্ধ আছে, তাহা দূর হইয়া যাউক। মানুষ আপনার জন্য নহে, পরের জন্য। আপনাকে ভাল বাসিয়া কবে কে সুখী হইয়াছে? পরকে না ভাল বাসিলে সুখ নাই, শান্তি নাই। ঐ যে অবিবাহিত পুরুষ লক্ষ্যশূন্য হইয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ঐ পুরুষ আবার যে দিন বিবাহ করিল, সেই দিন লক্ষ্য ঠিক্ হইল, ঘোরা ফেরা চলিয়া গেল, প্রাণ মন দিয়া ঐ পরের মেয়ের সেবায় লাগিয়া গেল। তুমি যে দিবারাত্রি ঐ স্ত্রীর মন যোগাইয়া চল, স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা জানিবার পূর্ব্বেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া বসিয়া থাক, সংসারের সকল ভাল জিনিসগুলি দিয়া যে ঐ স্ত্রীর পূজা করিতে পারিলেও সন্তুষ্ট হও না, ঐ স্ত্রী রোগ শয্যায় পড়িলে যে চারিদিক অন্ধকার দেখ, এক মুহূর্ত্ত স্থির হইতে পার না; বল দেখি ইহার নিম্নে কোন্ শক্তি কার্য্য করিতেছে? প্রেম, প্রেম, প্রেম। এত সেবার আকাঙ্ক্ষা, এত উন্মত্ততা, এত আত্মত্যাগ কি কখনও কর্ত্তব্য জ্ঞানের শক্তিতে হইতে পারে? যেখানে প্রেম, সেই খানেই সেবা। এমন আপনাকে ডুবাইয়া, এমন উন্মত্ত হইয়া সেবা কেহ কখনও কর্ত্তব্য-জ্ঞান-প্রণোদিত হইয়া করিতে পারে না। কর্ত্তব্য জ্ঞান কখনও আপনাকে ডুবাইতে দেয় না। এক পা চল,

আর কর্ত্তব্য-জ্ঞান কাণে-কাণে বলে, দেখিও যেন আপনার প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিও না। তাই বলি সেবা, কর্ত্তব্য-জ্ঞানে নয়, প্রেমে। তুমি যে বল, ভগবান্‌কে ভাল বাস, তাহার নিদর্শন কি? তাহার নিদর্শন আপনাকে ভুলিয়া তাঁহার সেবা। এই পৃথিবীতে কতবার দেখিয়াছি, তুমি আজ একটি ছেলেকে ভাল বাস, ছেলেকে সর্ব্বদা কোলে কর, আদর কর, রোগের সময় তাহার সেবা কর; আর অমনি ঐ বালকের জননী প্রাণ দিয়া তোমাকে ভাল বাসিয়া ফেলিবেন। সেই প্রকার যদি বিশ্বজননীকে সুখী করিতে চাও, যদি বিশ্বজননীর মুখে হাসি দেখিতে চাও, তবে তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে ভাল বাস, তাঁহার পুত্র কন্যাগণের সেবায় রত হও। মা আমাদের সেবা চান না; তিনি চান তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সেবা। আজ দেখিব কে কেমন মাকে ভাল বাসে। মুখের ভালবাসা নয়, আজ কাজের ভালবাসা দেখাও। আমরা প্রেমময়ী জননীর পুত্র কন্যা; আমাদের এত প্রেমের অভাব কেন? শুষ্ক কর্ত্তব্য-জ্ঞান, অনেক দিন তোমার খোসা চিবাইয়াছি, সরস প্রেম, আজ একবার তোমাকে আস্বাদন করি।

ডোরোথী লিণ্ড্ ডিক্স্।

(২)

পাঁচ বৎসর এইরূপ গুরুতর পরিশ্রমের পর ডোরোথী ভীষণ পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার রক্তহীন বদন ও কোটরগত নয়ন দেখিয়া চিকিৎসকগণ মৃত্যু আশঙ্কা করিতে লাগিলেন; তাঁহারা তাঁহাকে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য য়ূরোপে গমন করিতে পরামর্শ দিলেন। ডোরোথী তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গমন

করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ডাক্তার চ্যানিংএর নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া পরিশেষে য়ূরোপে গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন। লিভারপুলে ডাক্তার চ্যানিংএর উইলিয়ম রেথবল নামক এক বন্ধু ছিলেন; য়ূরোপে আসিয়া ডোরোথী তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং আট মাস কাল য়ূরোপে থাকিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই সময় পিতামহীর মৃত্যুতে ডোরোথী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ও উপযুক্ত হওয়ায় এখন তাঁহাকে আর তাহাদিগের প্রতিপালনের ব্যয় বহন করিতে হইত না। জীবনের প্রথম অংশে দারিদ্র্যের ভীষণ কশাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া ডোরোথীর অবস্থা এখন স্বচ্ছল হইল।

ডোরোথী এক দিবস উপাসনা গৃহ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময় শুনিতে পাইলেন যে দুই জন ভদ্রলোক বলিতেছিলেন যে পূর্ব্ব কেম্ব্রিজের উন্মাদাশ্রমের বাতুলগণ অত্যন্ত কষ্টে কাল কাটাইয়া থাকে। জগতে কত মানব প্রতিদিন কত দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করে কিন্তু কয়জনের হৃদয় তাহাতে ব্যথিত হয়? কয়জন সেই সকল শ্রবণ করিয়া অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারে না? কয়জন দুঃখীর দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার দুঃখ মোচন করিতে যত্নবান্ হয়? ডোরোথী পূর্ব্ব কেম্ব্রিজের উন্মাদাশ্রম দর্শন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সেখানে যাইয়া তিনি দেখিলেন যে বাতুলগণ বাস্তবিকই শীতের সময় অতি কষ্টে কাল যাপন করে। শীতের সময় অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য সে উন্মাদাশ্রমে একটীও অগ্নিকুণ্ড নাই এবং পাগলদিগকে যে গাত্রাবরণ প্রদান করা হয়, তাহা শীত নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ডোরোথী পাগলদিগের এই সকল দুর্গতির কথা তথাকার প্রধান বিচারককে জানাইয়া প্রচলিত আইন সংশোধনার্থ

আবেদন করিলেন। সাধু সঙ্কল্প কখন অসিদ্ধ থাকে না। তাঁহার আবেদনের ফলে উন্মাদাশ্রমে অগ্নিকুণ্ড স্থাপনের জন্য এক আইন বিধিবদ্ধ হইল।

এই সময় ডোরোথীর মনে আর এক প্রশ্ন উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন যে পূর্ব্ব কেম্ব্রিজস্থ উন্মাদাশ্রমের ন্যায় অন্যান্য উন্মাদাশ্রমেও অত্যাচার হওয়া অসম্ভব নহে। ডোরোথী দেশস্থ সকল উন্মাদাশ্রম দর্শন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ডোরোথী উন্মাদাশ্রমগুলির কার্য্যাবলী দর্শন করিতে লাগিলেন এবং বাতুলদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইত, সে সকল নিবারণার্থ কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট আবেদন প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে অনেকে তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন উপযুক্ত বোধ করেন নাই, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার আবেদনের ফলে তাঁহার বর্ণিত অত্যাচার সকলের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিবার জন্য এক সমিতি গঠিত হইল। এই সমিতি অনুসন্ধানে জানিলেন যে ডোরোথীর বর্ণিত সকল বিষয়ই সত্য। তখন গবর্ণমেণ্ট উন্মাদাশ্রম সংস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় উন্মাদাশ্রম পরিদর্শন করিতে ডোরোথী তিন বৎসরে দশ হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ডোরোথীর কার্য্যসিদ্ধির পথে তাঁহার প্রধান সহায় ছিল, তাঁহার চরিত্র ও ব্যবহার। তিনি এমনই নম্র ও সৎগুণভূষিত ছিলেন যে, যে তাঁহার সহিত একবার মাত্র আলাপ করিত, সেই তাঁহাকে দেবীর ন্যায় জ্ঞান করিত। চরিত্রের প্রভাবে জগতে কত অসম্ভব সম্ভব হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার চরিত্র দেশের সকল লোকের উপর এমনই প্রভাব সংস্থাপন করিয়াছিল, যে তিনি যাহা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, তাহারা তাহাই দেশের পক্ষে হিতকর বলিয়া বিবেচনা করিত।

নূতন প্রণালীতে উন্মাদাশ্রম সংস্থাপনের জন্য এই সময় তিনি যুক্তরাজ্যের প্রধান সভার নিকট ১২২২৫০০০ একর ভূমি দান প্রার্থনা করেন। কিন্তু নানা কারণ বশতঃ এবার তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য হইল। ঝটিকার সম্মুখে ক্ষুদ্র লতা নত হয়, পর্ব্বতচূড়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। আবার বায়ুর যে শক্তি বৃক্ষের উন্মূলনে সমর্থ, পর্ব্বতে তাহা কৃতকার্য্য হয় না। মহৎ উদ্দেশ্য সকল সময় সহজে সম্পন্ন হয় না। জগতে যাঁহাদিগের উদ্দেশ্য মহৎ তাঁহাদিগকে অনেক বাধা, বিঘ্ন, অতিক্রম ও উপহাস সহ্য করিতে হয়। তাঁহার আবেদন একবার অগ্রাহ্য হইল বলিয়া ডোরোথী হতাশ হইলেন না। এই সময় তিনি বিদেশীয় উন্মাদাশ্রম সকল পরিদর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং স্কটলণ্ড, গ্রীস, তুরস্ক, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানের উন্মাদাশ্রম দর্শন করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি নূতন প্রণালীতে উন্মাদাশ্রম সংস্থাপনের জন্য যুক্তরাজ্যের সভাপতির নিকট পুনরায় আবেদন করিলেন। এইবার তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইল। উন্মাদাশ্রম সংস্থাপনের জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ও ভূমি প্রাপ্ত হইলেন।

কিন্তু এই সময় (১৮৬১ খৃষ্টাব্দে) আমেরিকার যুক্তরাজ্যে অন্তর্বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। ডোরোথী ওয়াসিংটন নগরে যাইয়া সেখানকার আহত সৈনিকদিগের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মুখবিনিঃসৃত ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া কত সৈনিক মৃত্যু সময়ে হৃদয়ে শান্তি পাইল! কতজন আরোগ্য হইয়া উঠিল! অন্তর্বিদ্রোহ শেষ হইলে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ডোরোথীকে তাঁহার পরিশ্রমের জন্য উপাধি দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা লইতে স্বীকার করিলেন না। তিনি উপাধি লাভ আশায় কার্য্য করেন নাই। হৃদয়ের সদিচ্ছাপ্রবৃত্তা হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। এই বিদ্রোহবহ্নি নির্ব্বাপিত হইলে ডোরোথী তাঁহার জীবন উন্মাদাশ্রমের উন্নতি

কল্পে যাপন করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ট্রেন্‌টন উন্মাদাশ্রমে তাঁহার পীড়া হইল। তিনি যাহাদিগের জন্য জননীর মত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, সেই উন্মাদদিগের গৃহের একদিকে তাঁহার শেষশয্যা স্থাপিত হইল। এই অবস্থাতেও তিনি মাতার ন্যায় উন্মাদদিগের সংবাদ লইতেন এবং নানাস্থান হইতে সমাগত বন্ধুদিগের সহিত সর্ব্বদা পাগলদিগের সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেন। তিনি রোগ শয্যায় অনেকগুলি কবিতা ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই ট্রেন্‌টন উন্মাদাশ্রমে কারুণ্যের আধার ডোরোথী লিণ্ড্‌ ডিক্সের শেষ জীবনশ্বাস নির্গত হইয়া গেল। জগতে একটি দয়ার প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল।

নূতন ঘর।

(কীর্ত্তনের সুর)

আমি নূতন করিয়া বাঁধিব ঘর
নগরের কোলাহল ছাড়িয়া ;
অই তটিনী সম্মুখে ছুটিয়া যাবে,
মৃদু মধুর সঙ্গীত গাহিয়া।

আমি লতা পাতা দিয়ে সাজাব ঘর,
অঙ্গে পরিব ফুল ফল মালা,
আর লাগেনা ভাল হীরক মুকুতা,
লাগেনা ভাল বিলাসের খেলা।

শালবন হতে আসিবে বায়ু
বহিয়ে আনিবে ফুলের রেণু,
আর আশে পাশে হতে রাখাল শিশু
ধীরে ধীরে ধীরে বাজাবে বেণু।

কুরঙ্গ কুরঙ্গী নাচিবে রঙ্গে
আমার কুটীরের চারি ধারে ;
আবার তমাল ডালে গাহিবে পাপিয়া
মন প্রাণ মোর উদাস করে।

আমি আসিতে দিব না ধনী মানী জনে,
কহিতে দিবনা জ্ঞানের কথা
সাহিত্য বিজ্ঞান ফেলিব দূরে,
শুধু প্রকৃতির ছবি দেখিব হেথা।

ক্ষীণ শশধর গগনের কোলে
অতি মৃদু মৃদু মৃদু হাসিবে ;
আর আলোক আঁধারে জড়িত হয়ে
ঘাট মাঠ বাট বন হাসিবে।

সেই আকাশের তলে বসিয়া থাকি
শুনিব শুধু প্রকৃতির গান ;
আমার দুঃখ যাইবে, বেদনা ঘুচিবে,
জাগিয়া উঠিবে অবশ প্রাণ।

তোমরা থাকিবে থাক ধন মান লয়ে,
বিষয়ে বিজ্ঞানে সুখে মজিয়ে,
আমি নূতন করিয়া বাঁধিব ঘর
নগরের কোলাহল ছাড়িয়ে।

—শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বরিশাল দরিদ্র-ভাণ্ডার। আষাঢ় মাসের এক দিন বেলা ৬ ঘটিকার সময় বরিশাল দরিদ্র-ভাণ্ডারের সেবাকারিগণ শুনিতে পাইলেন যে ডিষ্ট্রিক্ট্‌ বোর্ডের পূর্ব্বদিক্‌স্থিত কামারপাড়ার মধ্যে

ছুটু নামক একজন হিন্দুস্থানী নিঃসহায় অবস্থায় পতিত আছে। গিয়া দেখিলেন, গৃহের চারিদিকে পুরীষরাশি জলসংযুক্ত হইয়া কাদার মত হইয়াছে। রোগী তাহারই মধ্যে জ্বর, প্লীহা, শোথে আক্রান্ত। উঠিবার শক্তি নাই, তিন দিন পর্য্যন্ত কিছুই খায় নাই। একজন কবিরাজ আনিয়া দেখান হইল। তিনি বলিলেন, এইরূপ স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা করিলে কোন উপকার হইবে না। চিকিৎসা করিতে হইলে স্থানান্তরের দরকার। দরিদ্র-ভাণ্ডারের রোগী রাখিবার স্থান নাই। তাই সকলে পরামর্শ করিয়া সরকারী ডাক্তার খানায় পাঠাইয়া দেন। তথায় কিছুদিন পরে একটু আরাম বোধ হইলে পর, তাঁহারা বিদায় দেন। এইরূপ অবস্থায় আবার যখনই আসিয়া ঐখানে থাকিতে আরম্ভ করিল, ব্যারাম পুনরায় বৃদ্ধি পাইল। এই-রূপে দুইবার তাহাকে ডাক্তারখানায় পাঠান হয়, দুইবারই ঐ রকম অবস্থায় বিদায় দেয়। কিন্তু এবার আসিয়াই ব্যারাম গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। উঠিবার শক্তি নাই, কথা বলিতে পারে না, শোথে সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়াছে। সেবাকারিগণ উহাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের নিকটস্থ বাবু অম্বিকাচরণ মল্লিক মহাশয়ের ক্ষুদ্র গৃহখানি চাহিয়া তাহাতে রাখিবার বন্দোবস্ত করিলেন। ২৪শে শ্রাবণ ৪ ঘটিকার পর তাহাকে আনা স্থির হইল। স্কুল ছুটির পর মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাহাকে আনিবার জন্য একদল সেবা-কারী বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন, ছুটুর অনবরত দাস্ত হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ মলমূত্রজড়িত। সেবাকারি-গণ উহাকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া আসিলেন। অমনি দরিদ্র ভাণ্ডা-রের হিতৈষী ডাক্তার বাবু হরনাথ দাসকে আনা হইল। তিনি আসিয়া রোগীকে ঔষধাদি দিলেন। সেবাকারিগণ প্রফুল্ল অন্তরে ভগবানের নাম করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। ২৫শে শ্রাবণ বেলা ১০ ঘটি-

কার সময় ছুটু হঠাৎ অজ্ঞান হইল। সেবাকারিগণ মৃত্যু নিকটবর্ত্তী দেখিয়া তাহার আত্মার কল্যাণের জন্য শিয়রে বসিয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন। ছুটু রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় ভগবানের ক্রোড়ে চলিয়া গেল। "কাশীপুর নিবাসী" হইতে সংক্ষিপ্ত।

কলিকাতা অনাথাশ্রম। বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কর্ত্তৃক সংস্থাপিত অনাথাশ্রমের গত জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের রিপোর্টে দেখা গেল যে উক্ত তিন মাসে উহার ১৭৬৷৫ আয় হইয়াছিল। ব্যয় ১৭১৸৵১৫। ব্যয়ের মধ্যে খাই খরচ ৭৩৷৵, ঘর ভাড়া ৫৭৲ এবং ভৃত্যের বেতন ১১৷১৫। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই আশ্রমের উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি।

শ্বেতাঙ্গীর কৃষ্ণ সন্তান। শিল্‌চর নগরস্থ পরসেবাব্রত-ধারিণী একটী পুণ্যবতী ইয়ুরোপীয়া মহিলার প্রসঙ্গ করিতেছি। ইঁহার নাম কুমারী উইলিয়ম। বয়স ৩০।৩২ বৎসর। ইনি ইতিপূর্ব্বে বহু বৎসর শ্রীহট্ট নগরে থাকিয়া দীন দুঃখী লোকের সেবা করিয়া-ছেন। ইনি শ্রীহট্টের কয়েকটি সবডিভিজনেও সেবাব্রত উদ্দেশ্যে কিছু কাল স্থিতি করিয়াছিলেন। শিল্‌চরে কুমারী উইলিয়ম পিতৃ-মাতৃহীন তিনটি কুলিশিশু অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে-ছেন। শিশু তিনটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অতিশয় কদাকার; অনেকে তাহাদিগকে স্পর্শ করিতেও ঘৃণা করে। কিন্তু দয়াবতী কুমারী উইলিয়ম আদর করিয়া তাহাদিগকে ক্রোড়ে করেন ও মুখচুম্বন করিয়া থাকেন; তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়ান ও স্নান করাইয়া থাকেন। শ্রুত হইল, চা বাগিচা হইতে অচিরপ্রসূত মাতৃহীন একটি কুলিশিশু প্রতিপালনার্থ তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। সেটি গুরু-তর উদরাময় রোগে আক্রান্ত। তাহাকে বাঁচাইতে পারিব না বলিয়া,

কুমারী উইলিয়ম দুঃখ প্রকাশ করেন। ইনি চিকিৎসাবিদ্যা ও ধাত্রী-বিদ্যায় সুনিপুণা। কোথাও কোন দীন দুঃখী স্ত্রীলোকের সঙ্কট পীড়া হইয়াছে, সংবাদ পাইলে দৌড়িয়া যাইয়া তাহার চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হন।

সম্প্রতি নদীর অপর পারে ৩।৪ মাইল দূরে একটী দুঃখিনী নারীর উৎকট রোগ হইয়াছিল। কুমারী উইলিয়ম সংবাদ পাইয়া ধান্যবন ও জল কাদা ভাঙ্গিয়া তাহার চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় একটী কুলি নারীর প্রসব বেদনা হয়, তৎক্ষণাৎ কুমারী উইলিয়ম যাইয়া তাহার ধাত্রীর কার্য্য করেন। ইনি লেখা পড়া ও শিল্প বিদ্যা ও গান জানেন। শিল্‌চরের বালিকা বিদ্যালয়টীর একান্ত হীনবস্থা হইয়া পড়িয়াছিল। ইতি পূর্ব্বে ১০।১২টী বালিকামাত্র স্কুলে পড়িতে উপস্থিত হইত। কুমারী উইলিয়ম এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করাতে ৪০।৫০টী ছাত্রী হইয়াছে। প্রতিদিন প্রাতে তিনি ৩।৪ ঘণ্টা সুনিয়মে বাঙ্গালাভাষায় বালিকাদিগকে (২।১ জনকে ইংরাজীতে) শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। ইনি কোন বালিকাকে কখন শারীরিক দণ্ড দান বা কটূক্তি করেন না। বিদ্যালয়ে একটী উচ্চকথা শুনিতে পাওয়া যায় না। আমোদ করিতে করিতে সকল ছাত্রী বিনীত ভাবে তাঁহার নিকট শিক্ষা করে। কুমারী উইলিয়ম ছোট ছোট বালিকাগুলিকে পড়াইবার সময় প্রফুল্ল বদনে ক্রোড়ে করেন ও তাহাদের মুখচুম্বন করেন। ইনি স্নেহপূর্ণ মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এইরূপ আদর স্নেহে সমুদায় ছাত্রী ইঁহার একান্ত বশীভূত। ইঁহার শিক্ষাদানের প্রণালী বড়ই সুন্দর। স্কুলের কার্য্য করিয়া কুমারী উইলিয়ম বাড়ী বাড়ী যাইয়া হিন্দু মহিলাদিগকে নানা প্রকার শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। সম্প্রতি তাঁহার চিকিৎসাধীন রোগীর একান্ত আধিক্য বশতঃ অব-

কাশাভাবে অন্তঃপুর শিক্ষার বিশেষ ব্যাঘাত হইয়াছে। এই সকল হিতকর কার্য্যে ইঁহার কোনরূপ অর্থসম্পর্ক নাই। মুষল ধারে বারি বর্ষণের সময় ইনি ভিজিতে ভিজিতে যথাসময়ে আসিয়া বিদ্যালয়ে আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করেন; সাত সমুদ্র পার হইয়া কত সহস্র ক্রোশের দূর পথ হইতে এই পর্ব্বত ও অরণ্যময় দেশে আসিয়া এরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে গলদ ঘর্ম্ম পরিশ্রমে একটী কুমারীর পরসেবা করা কি সামান্য কথা?

ময়মনসিংহের ডাক বাঙ্গলায় গভীর রজনীতে আমার একটী আত্মীয়-বধূর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। তাঁহার সঙ্গে কোন আত্মীয় স্ত্রীলোক ছিল না। তথাকার কলেক্‌টার সাহেবের সহধর্ম্মিণী আসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করেন। বধূটী নির্ব্বিঘ্নে সুসন্তান প্রসব করিয়া যত দিন আঁতুড় ঘরে ছিলেন, এতাবৎকাল প্রায় প্রতিদিন বিচারকপত্নী দুই বার করিয়া আসিয়া প্রসূতির যত্ন শুশ্রূষা করিয়াছেন ও সংবাদ লইয়াছেন; এবং সেই কয়েক দিন পুনঃ পুনঃ পত্র সহ চাপরাশি পাঠাইয়া কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কেমন সহৃদয়তা ও সদয় ভাব। ধর্ম্মতত্ত্ব।

সৎসাহস। কাইখসরু আতুরজি ঘাসওয়ালা নামক জনৈক বিলাতপ্রবাসী পার্সি ছাত্র সাহসের জন্য ইংলণ্ডের রয়েল হিউমেন সোসাইটির প্রশংসা-পত্র পাইয়াছেন। তিনি একদিন কয়েকজন ইংরাজ ভদ্রলোকের সঙ্গে উইক্‌হামে বেড়াইতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে কুমারী টেম্পারেন্স হাম্পার নাম্নী জনৈক বালিকাকে ডুবিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়া জলে পড়েন, এবং বালিকার প্রাণ রক্ষা করেন। এই জন্য তিনি এই প্রশংসা-পত্র পাইয়াছেন।

মহিলা সৈনিক। বিলাতের "ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন এণ্ড রিভিউ" পত্রিকায় নিম্নলিখিত গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছে:—

"১৮০৮ খৃষ্টাব্দের কিছু কালহইতে সিন্ধিয়ার সহিত অন্যান্য রাজন্য-

বর্গের যুদ্ধ বিগ্রহাদি চলিতেছিল। এই সময়ে সিন্ধিয়ার একদল সৈন্য একজন পোর্টুগীজ সেনাপতির অধীনে ছিল। এই সেনাদলে জুরুর সিং নামে এক অল্পবয়স্ক সৈনিক ছিল। সে এই সেনাদলে ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। নম্র ও শান্ত ব্যবহার দ্বারা সে উচ্চতম সেনাপতি হইতে সামান্য সৈনিক পর্য্যন্ত সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ২।৩ বৎসর সেনাদলে একাদিক্রমে কাজ করিলেও তাহাকে কেহই স্ত্রীলোক বলিয়া ধরিতে পারে নাই। এক দিবস হঠাৎ একজন সৈনিকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, সে তাহার সন্ধানে থাকে এবং পর দিবস স্নান করিবার সময় তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া সাব্যস্ত করে। এই রহস্য প্রকাশ হইবার পরও সে কয়েক মাস এই সেনাদলে কাজ করিয়াছিল। এই সময়ে সে পূর্ব্বের ন্যায় সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিত, কোনরূপ সলজ্জ বা সসঙ্কোচ ভাব দেখাইত না। ক্রমে ক্রমে এই কথা সেনাপতির নিকট পৌছিলে, তিনি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া সিপাহি হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সে বলে, ঋণের জন্য তাহার একমাত্র ভ্রাতাকে ভূপালে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার ভ্রাতার ঋণ পরিশোধ করিবার অন্য উপায় নাই দেখিয়া, অগত্যা সে সৈনিকের কর্ম্ম গ্রহণ করে, এবং তাহার উপার্জ্জন দ্বারা ভ্রাতার ঋণ পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি উহা শ্রবণ করিয়া তাহার অসাধারণ ভ্রাতৃস্নেহ দেখিয়া, তাহাকে যথেষ্ট টাকা পুরস্কার দেন, এবং ভূপালের নবাবকে এক পত্র দিয়া তাহার ভ্রাতাকে কারামুক্ত করিয়া দেন।”

অন্ধ বধির প্রভৃতির শিক্ষা। অন্ধ, বোবা এবং বধিরগণের শিক্ষার জন্য কি করা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিবার জন্য কিছুকাল পূর্ব্বে বিলাতে এক রাজকীয় কমিশন বসিয়াছিল। কমিশনের সভ্যগণ

এই স্থির করিয়াছেন যে, অতঃপর অন্ধেরা যাহাতে অলসভাবে চিরদিন বসিয়া খাইতে পায়, সে পক্ষে অর্থ ব্যয় না করিয়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ অথবা গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাদিগের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করেন, তাহা হইলে তাহাতে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল দর্শিতে পারে। ৫ হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অন্ধকে স্কুলে যাইতে বাধ্য করা উচিত। বধির ও মূকদিগকেও ঐ বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে যাইতে বাধ্য করা উচিত। অন্ধ, বধির, মূক প্রভৃতির সম্বন্ধে রাজকীয় কমিশনের উল্লিখিত ব্যবস্থা ভারতবাসী অন্ধাদির কিরূপ উপযোগী হইতে পারে,তাহা স্থির করিবার জন্য,ষ্টেট্‌সেক্রেটারী ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট কমিশনের রিপোর্ট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এতদিন বিগত লোক-সংখ্যা গণনার (census) অপেক্ষায় ভারত গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে ভারতবর্ষের পারিবারিক প্রথা এরূপ যে তাহাতে বর্ত্তমানে অন্ধগণের জন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন নাই। তবে যদি কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা না করিয়া অন্ধ বধিরাদির শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সাহায্য করিবেন। গত ১৮৯১ সালের লোক সংখ্যা গণনাতে দেখা গিয়াছে যে একমাত্র বঙ্গদেশে ৩৭,৩৬৬ জন অন্ধ পুরুষ ও ৩৬,১১৪ জন অন্ধ স্ত্রীলোক,এবং ৪৩,৪৫৫ জন বোবা পুরুষ ও ২৭,৭১০ বোবা স্ত্রীলোক আছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ১০,০০০ পুরুষের মধ্যে ১০ জন অন্ধ ও ১১ জন বোবা, এবং প্রত্যেক ১০,০০০ স্ত্রীলোকের মধ্যে ১০ জন অন্ধ ও ৭ জন বোবা। ইহাদের মধ্যে অনেকেই অতি দরিদ্র ও অসহায়। যাহারা একান্নভুক্ত পরিবারে বাস করে, তাহাদের না হয় কোন প্রকারে দিনপাত হইল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অনাথ অন্ধবধিরদিগের জীবিকার কোন উপায় করা কি উচিত বিবেচনা করেন না? গবর্ণমেণ্টের টাকা

যুদ্ধে এবং ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের বেতন বৃদ্ধিতেই ব্যয় হয়। সুস্থ-সর্ব্বাঙ্গব্যক্তিগণের শিক্ষা হইতেই গবর্ণমেণ্ট ক্রমে হাত গুটাইয়া লইতেছেন, অন্ধবধিরগণের শিক্ষা তো দূরের কথা। গবর্ণমেণ্ট যাহাই করুন, অন্ধ ও বোবাদের কোনরূপ ব্যবস্থা করা আমাদের কর্ত্তব্য। সম্প্রতি কলিকাতায় বোবাদের জন্য একটি স্কুল খোলা হইয়াছে। ইহার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যেমন সাধারণের নিকট সাহায্য চাহিতেছেন, তদ্রূপ গবর্ণমেণ্টের নিকটও সাহায্য প্রার্থনা করুন। গবর্ণমেণ্ট কিছু না কিছু সাহায্য করিবেন বলিয়া বোধ হয়।

অসাধারণ ভ্রাতৃস্নেহ। ২৪ পরগণার অন্তর্গত ময়দার নিকটবর্ত্তী রাণার পাড় নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে কতকগুলি ইতর জাতীয় লোক বাস করে। মৎস্য ধরা, বন হইতে মধু সংগ্রহ করা, প্রভৃতি তাহাদের ব্যবসায়। ইহাদিগের মধ্যে একদিন দুই সহোদর প্রতিবাসিগণের সহিত একত্র নদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ একটু দূরে ছিল; কনিষ্ঠ জলে নামিয়া জাল ফেলিতেছিল। এমন সময় একটা কুম্ভীর আসিয়া তাহার পা ধরিয়া তাহাকে গভীর জলে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। যাহারা পাশে ছিল, দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দূর হইতে দেখিতে পাইয়া রুদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিল এবং আপনার জীবনের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া ভ্রাতার জীবন রক্ষার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। বিধাতা যেন তাহার সহায় হইলেন। অমানুষিক বলে সে জল হইতে কুম্ভীর সহিত আপনার ভ্রাতাকে উপরে টানিয়া আনিল। কিন্তু কুম্ভীরটা তাহার ভ্রাতার পদে তখন এমনি জোরে কামড়াইয়া ধরিয়া ছিল, যে কিছুতেই ছাড়াইতে পারিলনা। অবশেষে আপনার দক্ষিণ পদ কুম্ভীরের মুখের নিম্ন পাটীতে দিয়া দুই হস্তে সজোরে উপরের পাটীটা টানিয়া ধরিল, এবং ভ্রাতাকে পলায়নের জন্য বলিল। ভ্রাতা রক্তমোক্ষণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তথাপিও কষ্টে সৃষ্টে পলায়ন করিল। জ্যেষ্ঠ দেখিল যে দুরন্ত জন্তুটা মুখ ছাড়িয়া দিলেই, তাহাকে আক্রমণ করিবে; সেই জন্য মাছ ধরিবার জাল তাহার মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া পলায়ন করিল। উভয় ভ্রাতাই রক্ষা পাইল। জ্যেষ্ঠ অতি সামান্য আহত হইয়াছিল। কনিষ্ঠের শরীরে এমন স্থান ছিল না, যেখানে আঘাতের চিহ্ন নাই। পদের নিম্ন হইতে একসেরের অধিক মাংস বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। লেখক স্বচক্ষে এই আহত ব্যক্তিকে তাহার রোগশয্যায় দেখিয়াছেন। ময়দার কোন সম্ভ্রান্ত যুবা কনিষ্ঠকে নিঃস্বার্থভাবে চিকিৎসা করিয়া তাহাকে সুস্থ করেন। জ্যেষ্ঠের নাম উত্তম শিকারী, কনিষ্ঠের নাম রাধাকৃষ্ণ শিকারী।

'ভিক্ষা আমার জা'ত ব্যবসা।' চন্দননগরের নিকটস্থ গোন্দলপাড়ার পরলোকগত জমীদার গোপালচাঁদ মুখোপাধ্যায় অতি ধার্ম্মিক এবং পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। সাধারণের হিতকর কার্য্যে চাঁদা সংগ্রহের জন্য যাইয়া বলিতেন, "আমি ব্রাহ্মণের ছেলে; ভিক্ষা আমার জা'ত ব্যবসা। আমার ইহাতে অপমান কি?" সর্ব্ববিধ সাধারণ হিতকর কার্য্যে তাঁহার যোগ ছিল। স্থানীয় সংবাদপত্র "প্রজাবন্ধু"তে অনেক সময় তাঁহার সদ্‌গুণের কথা উল্লিখিত হইত। একদিন তিনি "প্রজাবন্ধু"র কার্য্যাধ্যক্ষকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি অনেক অপকর্ম্ম করি; কৈ তাহার ত কখন উল্লেখ কর না? যদি কখন আমার কথা লেখ, তবে আমার সেই অপকর্ম্ম গুলি লিখিও যে আমার পাপ কাটিবে। আর আমি যে রাস্তা ঘাট বাঁধাইয়া দি, তাহার কথা লিখিয়া কি হইবে? আমি আমার সুবিধার জন্য এরূপ করিতেছি। ইহার আবার সংবাদপত্রে উল্লেখ ও প্রশংসা কেন?"

আসামের কুলি। আমরা সম্প্রতি ছোটনাগপুর অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তথায় আমাদের কোন কোন বন্ধু গরিব-লোকদিগকে আসামে কুলিদিগের দুর্দ্দশা এবং আড়কাটিগণের প্রতারণার কথা বলেন। তাহারা বলিল, "ইহা সরকারের কাজ; আমরা কি করিব।" তাঁহারা তাহাদের ভুল বুঝাইয়া দিলেন। বাস্তবিক এই প্রদেশের মূর্খ, দরিদ্র লোকেরা কুলি ডিপোর নরপিশাচ বাবু ও আড়কাটিগণকে সরকারের কর্ম্মচারী মনে করে, এবং তজ্জন্যই অনেক সময় সমস্ত জানিয়াও ইহাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে সমর্থ হয়না। যদি কোন সাহসী, স্বার্থত্যাগী যুবক কুলিডিপোর বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে প্রচার করিয়া বেড়ান, তাহাহইলে তাঁহার দ্বারা একটী অতীব সাধু কার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাঁহাকে আবশ্যক হইলে প্রাণের আশা ছাড়িতে হইবে। কারণ কুলিসংক্রান্ত লোকদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। ফ্লেচার (Fletcher of Saltoun) নামক একজন সুলেখক ইংরেজ বলিয়া গিয়াছেন, "আমাকে কোন দেশের গান গুলি রচনা করিতে দাও; তাহা হইলে সে দেশের আইন গুলি যে কেহ প্রণয়ন করুক, আমি তাহা গ্রাহ্য করি না।" (Let me but make the songs of a country and I care not who makes its laws.) বাস্তবিক সঙ্গীতের ক্ষমতা অতি অদ্ভুত। তজ্জন্য আমরা প্রস্তাব করি, যে যেমন নীলকরদিগের বিরুদ্ধে "নীলবাঁদরে সোণার বাঙ্গলা কর্‌লে ছার খার", প্রভৃতি গান রচিত হইয়াছিল, তদ্রূপ চাকর ও কুলির আড়কাটির বিরুদ্ধে প্রচলিত সুরে কতকগুলি বাঙ্গালা ও হিন্দী সংগীত রচিত হউক। এরূপ সংগীতের বহুল প্রচলন আবশ্যক। কিন্তু এত লিখিয়া কি হইবে? লিখিতে ইচ্ছা করে না। আমরা যদি কাপুরুষের জাতি না হইতাম, তাহা হইলে একদিন, যাহারা দেশের কত পরিবারের

সর্ব্বনাশ করিতেছে, সেই দুরাত্মা কুলি সংগ্রাহকগণ ও তাহাদের ডিপোগুলা সমূলে বিনষ্ট হইত। মনে হয়, যেমন বিষধর সর্পকে বধ করিলে পাপ হয় না, তদ্রূপ এই নরপিশাচগণের প্রাণবধ করিলেও বুঝি কোন অপরাধ হয় না। মফঃস্বলের যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি আড়-কাটিদের অত্যাচারের কথা সংবাদপত্রে লিখিয়া পাঠান, তাঁহাদের এরূপ চেষ্টা করা উচিত যেন তাঁহাদের গ্রামে বা সহরে কুলি ডিপো থাকা অসম্ভব হইয়া উঠে। তত্রত্য সমাজের মত এরূপ ভাবে গঠিত হওয়া উচিত, যেন এই সকল জঘন্য ব্যক্তিগণ পুরীষবৎ অস্পৃশ্য হইয়া উঠে।

মাতৃস্নেহের দৃষ্টান্ত। মেদিনীপুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোণা নামক স্থানে একটি রমণী তাঁহার শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। এমন সময়ে উপরের খড়ের চাল হইতে একটি সর্প ঘরের মেজিয়ায় পতিত হইল, এবং যে দিকে শিশু ও তাঁহার জননী ছিলেন, সেই দিকে ধাবিত হইল। মাতা দেখিতে পাইবা-মাত্র বিদ্যুতের মত তাহার দিকে ধাবিত হইয়া, শিশুকে দংশন করিবার পূর্ব্বেই বলপূর্ব্বক হস্তদ্বারা তাহার গ্রীবা ধরিয়া ফেলিলেন। সর্প সেই অবস্থায় তাঁহাকে দংশন করিল; কিন্তু তথাপি তিনি তাহার মুষ্টি ছাড়িলেন না। শিশু রক্ষা পাইল, কিন্তু মাতা সেই দংশনেই প্রাণত্যাগ করিলেন। লেখক এই ঘটনাটি বাবু রাজনারায়ণ বসুর নিকট শুনিয়াছেন।

শীতকালে সেবালয়ের অভাব। অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। সেবালয়ের জন্য রাত্রিতে গায়ে দিবার উপযোগী কম্বল ১৮ | ১৯ খানি এবং দিবসে ব্যবহারের জন্য কোন প্রকার ১৮ | ১৯ খানি শীত বস্ত্রের প্রয়োজন। আশাকরি, আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ মুদ্রা অথবা শীত বস্ত্রাদি প্রেরণ করিয়া আমাদের অভাব দূর করিবেন।

একটি গল্প। এস্থলে আমাদের একটি ঘটনা মনে পড়িল। বিলাতের বিখ্যাত সংবাদ পত্র সম্পাদক ষ্টেড্ সাহেব একবার রুসিয়া দেশে ভ্রমণ করিতে গিয়া তথাকার বিখ্যাত গ্রন্থকার মহাত্মা কাউণ্ট টল্‌ষ্টইর (Coutn Tolstoi) অতিথি হন। তিনি অক্টোবর মাসের Review of Reviews পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "আমরা একদিন গ্রীষ্মকালে সায়াহ্নে তাঁহার গ্রাম্য বাসগৃহ হইতে রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম কতকগুলি রেলওয়ের মজুর বৈকালে সামান্য জলযোগ করিতেছে। টল্‌ষ্টই তাহাদিগকে একটি নীতিপূর্ণ গল্প পাঠ করিয়া শুনাইলে তাহারা বলিল, "আমাদিগকে বিছানার জন্য কিছু খড় দিতে পারেন কি?" তিনি বলিলেন, "আমি এখনই খড় পাঠাইয়া দিতেছি।' তিনি ইহার পর কতকদূর অগ্রসর হইয়া গেলেন; অস্পষ্টস্বরে বলিতে বলিতে চলিলেন, "উঃ, অনাবৃত মাটির উপর! অনাবৃত মাটির উপর!" তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি তো আপনাকে খৃষ্টান বল?" আমি বলিলাম, "হাঁ," তিনি বলিলেন, "আজ তুমি কিসের উপর ঘুমাইবে? তুমি তো আজ পালকের সুকোমল গদিতে ঘুমাইবে? এই বেচারার যখন ঘুমাইবার জন্য এক আটি খড়ও নাই, তখন তুমি কোন্ সাহসে পালকের গদিতে ঘুমাও বল দেখি? তুমি কি মনে কর, যীশু এইরূপ করিতেন?"

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ২৯ জন স্থায়ী আতুর ও নানাপ্রকার রোগী সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন সর্ব্বশুদ্ধ ১৪ জন স্থায়ী আতুর সেবালয়ে আছে। ইতিমধ্যে ২ জন স্থায়ী আতুরের মৃত্যু হইয়াছে। রোগী ও আতুরগণের বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। দামো, ২। কুসুম, ৩। কেদার, ৪। রাজেন্দ্র, ৫। কামিনী, ৬। দুর্গাতারিণী, ৭। আদুরী, ৮। ব্রহ্ম, ৯। শশী, ১০। রামজী। ইহারা সকলেই এখন এক প্রকার ভাল আছে, তবে ইতিমধ্যে কাহারও কাহারও জ্বরাদি হইয়াছিল, কিন্তু আপাততঃ ইহারা সকলেই ভাল আছে।

১১। দেবীসুরা,—আমাদের বহুদিনের পুরাতন বৃদ্ধা, আজ কাল বড় জ্বর ও কাশিতে ভুগিতেছে। আহার একেবারে কমিয়া গিয়াছে, একমাত্র দুগ্ধের উপর জীবন রক্ষা হইতেছে। উপযুক্ত চিকিৎসক ইহাকে দেখিতেছেন। ভগবান করুন আমাদের বুড়ো মা যেন শীঘ্র আরোগ্যলাভ করেন।

১২। কুদি,—হতভাগিনী আর নাই। কয়েকদিন জ্বর হইয়াছিল, ঔষধাদি দেওয়াতে জ্বর আরোগ্য হয় ও পথ্য পায়, কিন্তু অনবরত বড় বড় কৃমী বাহির হইতে লাগিল। ঔষধ দেওয়া হইতে লাগিল। কৃমী পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা একটু আশ্বস্ত হইলাম। একদিন রাত্রি ১০টার সময় বসন্ত নামক ঠিক কুদির ন্যায় দুরবস্থাপন্ন একটি রোগী আসিল। দাসীরা তাহাকে কুদির ঘরেই রাখিল। তাহাকে আহার করান হইল, কুদি তাহাকে দেখিয়া কত হাসিল, অস্ফুটস্বরে কত কথা বলিল। পরদিন প্রাতঃকালে আর কুদি নাই। সকল জ্বালা যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া আমাদের ১০ মাসের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তলোকে গমন করিল। কোথায় মা, কোথায় বাপ কে জানে? বোধ হয় আজীবনই যন্ত্রণা পাইয়াছে। খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট বি, দে, কোথা হইতে ইহাকে কুড়াইয়া আনেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় গিরিশ বাবু কত যত্ন করিয়া কুদিকে সেবালয়ে প্রেরণ করেন। এখানে আসিয়া কুদি জুড়াইয়া ছিল কিনা তাহা সেই জানে, অথবা তাহাও তাহার জানিবার ক্ষমতা ছিল না। আমরা হয় ত তাহার প্রতি যথেষ্ট যত্ন করিতে পারি নাই, তাই কি আমাদের

কুদি আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল ? ভালই করিয়াছে, এখন যেখানে গিয়াছে, সেখানে রোগ নাই, শোক নাই, আছে কেবল অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ।

১৩। রামচরণ—ইহার কে আছে বলিয়া একদিন ইচ্ছাপূর্ব্বক চলিয়া গেল।

১৪। খুদিরাম—ভবর মৃত্যুর কয়েক দিবস পরে কোন আত্মীয়ের বাটীতে চলিয়া গেল।

১৫। বাবুরাম—আমাদের কোনও কার্য্যকারক ইহাকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া রাখিয়াছেন।

১৬। ক্ষেমা—ইঁহার ইদানিং কিছু মস্তিষ্ক খারাপ হয়। এই অবস্থায় একদিন খাট হইতে পড়িয়া গিয়া মস্তকের উপর একটি সাংঘাতিক আঘাত লাগে। ক্রমে ঐ স্থানটি পচিতে আরম্ভ করে। এখানে থাকিয়া ঐ স্থানটী কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে না দেখিয়া উহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে। এখন একটু আরোগ্য হইয়াছে।

১৭। প্যারীচরণ মৌলিক—রোগ ম্যালেরিয়া প্লীহা ও যকৃৎ। রোগীর ভ্রাতা উহাকে সেবালয়ে আনয়ন করেন। নানা কারণে অসুবিধা মনে করিয়া রোগী এক দিবস চলিয়া যায়।

১৮। রামধন তেওয়ারী—নিবাস গয়া জেলা, বয়স ২৫ বৎসর, জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছিল। পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া রাস্তায় পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় বাবু যোগীন্দ্রনাথ সরকার উহাকে সেবালয়ে আনয়ন করেন। পরে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

১৯। বেণী—একজন বাবু বারাকপুর হইতে ইহাকে আনয়ন করেন। রোগ জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ। বয়স ১৪ বৎসর। হঠাৎ পলায়ন করে।

২০। কিশোরীনাথ ঘোষ—ইহার বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। পথ হইতে আবার একজন বাবু আনয়ন করেন, কিন্তু শীঘ্রই পলায়ন করে।

২১। গোলাপ—স্ত্রীলোক, বয়স প্রায় ৩০ বৎসর। পুরাতন জ্বর বলিয়া সেবালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। কোথাও চাকরাণী ছিল। কিন্তু কয়েক দিবস পরে জানাগেল, সে কোনও কুৎসিৎ রোগাক্রান্ত ; তাই তাহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

২২। চিন্তামণি—নিবাস চাঁদবালী, বয়স আন্দাজ ১৪।১৫। ভ্রাতাকে খুঁজিতে

কলিকাতায় আসিয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়ে ও আপনিই ঘুরিতে ঘুরিতে সেবালয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। আরোগ্য লাভ করিয়া বাটী ফিরিয়া গিয়াছে।

২৩। অন্নদা—পিতৃমাতৃহীন কায়স্থ বালক। রোগ ম্যালেরিয়া। বয়স আন্দাজ ১৩।১৪। প্রকাণ্ড প্লীহা হইয়াছে। বাবু রেবতীমোহন সেন ইহাকে বাটী হইতে আনয়ন করিয়া দাসাশ্রমে দিয়া যান। এখন অনেকটা ভাল আছে।

২৪। তিনকড়ি রক্ষিত—প্রসিদ্ধ বস্ত্র বিক্রেতা বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ইহাকে সেবালয়ে প্রেরণ করেন। বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। পূর্ব্বে কোনও দোকানে চাকুরী করিত, কিন্তু পীড়িত হওয়াতে দোকানদার ছাড়াইয়া দিল। তখন নিরুপায় হইয়া কেবল গঙ্গাজল খাইয়া ৩ মাস কাটায়। তৎপরে এই অত্যাচারে যক্ষ্মাকাশ হয়। সেই অবস্থায় হরিদাস বাবু ইহাকে অনুগ্রহ করিয়া প্রতিপালন করেন। লোকটির মস্তিষ্ক কিছু খারাপ ছিল, তাই হরিদাস বাবু ইহাঁকে "রাজা জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর" বলিয়া ডাকিতেন। অবশেষে অবস্থা ক্রমে খারাপ হওয়াতে ইহাকে সেবালয়ে দিয়া যান। যক্ষ্মা জানিতে পারিয়া আমরা উহাকে মেডিকেল কলেজে দিবার যোগাড় করিতে ছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ মৃত্যু হয়। ভগবান হরিদাস বাবুকে আশীর্ব্বাদ করুন। তিনি শেষ পর্য্যন্ত ইহার জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। যেদিন এখানে আসে সেদিন খরচের জন্য ৭৲ টাকা দিয়া যান ও মৃত্যুর পর দাহ খরচের জন্য ৯৲ টাকা দান করেন।

২৫। রাজনারায়ণ—একদিন সন্ধ্যাকালে দুই জন বাবু আসিয়া সংবাদ দিলেন একটী বৃদ্ধ বিডন গার্ডনে ময়লা মাখামাখি হইয়া পড়িয়া আছে। দুই জন কার্য্যকারক তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়া সেই অবস্থায় গাড়ীতে করিয়া আনয়ন করিলেন। পথে বৃদ্ধ ভয়ে জড়সড়। সে ভাবিল এত যত্ন করিয়া না জানি ইহারা কি অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য লইয়া যাইতেছে। সত্যসত্যই বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল। সেবালয়ে আসিয়া যখন দাসদাসীগণ উহাকে পরিষ্কার করিয়া ভাল কাপড় পরাইয়া দিলেন, তখন বৃদ্ধ আরও ভীত হইল, "যেমন অষ্টমীর পাঁঠা স্নান করিয়া কাঁপিতে থাকে," তেমনই ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সে রাত্রে শয়ন করিয়া রহিল। তাহার পর বৃদ্ধ আর কিছুতেই উঠিতে চায় না, ঘর হইতে বাহির হইতে চায় না। অনেক পীড়াপীড়িতে বলিয়াছে তাহার মা শেয়ালদহ হাঁসপাতালে মরিয়া ভূত হইয়া আছে, সেই ভয়ে সে বাহির হইতে চায় না। যাহাহউক এখন অনেক সাহস হইয়াছে। বৃদ্ধ উঠিয়া

বেড়ায়। বয়স প্রায় ৬০।৬৫ বৎসর। পূর্ব্বে ছাতার কার্য্য করিত। পরে ভিক্ষা ব্যবসা অবলম্বন করে। বৃদ্ধ স্থায়ী ভাবে রহিল।

২৬। বসন্ত—বয়স আন্দাজ ১০।১১। ইহার আগমনের কথা পূর্ব্বে একটু বলা হইয়াছে। দেখিতে অনেকটা কুদির মত। জন্মাবধি সর্ব্বাঙ্গ পক্ষাঘাৎগ্রস্ত। তাহার উপর আবার সম্পূর্ণ বুদ্ধি শক্তি বিহীন। এটি বাবু প্রতাপচন্দ্র নাগের খুড়তুতো বোন্। তিনিই ইহাকে দিয়া গিয়াছেন। মেয়েটির মা আছেন, কিন্তু নানা কারণ বশতঃ তিনি ইহাকে আর প্রতিপালন করিতে পারিতেছেন না। মেয়েটী এখানে আসিয়া একটু কাঁদাকাটা করিয়াছিল। কিন্তু এখন বেশ শান্ত হইয়াছে।

১৭। বুড়ী—কয়েকজন বাবু একদিন হেদোরধার হইতে একটী বুড়ীকে সেবালয়ে দিয়া যান। বয়স প্রায় ৮০ বৎসর। প্রায় চলৎশক্তি বিহীন। তাহার উপর সাংঘাতিক স্ত্রীরোগ। তাহা হইলে কি হয়? সে যে ভিক্ষা করিলে অনেক পায়। ভিক্ষা করিয়া কত জিনিস পত্র করিয়াছে। একখানি ছোট খোলার ঘর ভাড়া করিয়া তাহাতে থাকে। এত কষ্ট, কিন্তু সে আর সেবালয়ে থাকিল না। অর্দ্ধ মৃত অবস্থায় সেবালয় ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। অবিচারিত দানের আর একটা দৃষ্টান্ত স্থল।

২৮। ফণি—নিবাস যশোহর, পীড়া ম্যালেরিয়া। এত বড় প্লীহা ও যকৃৎ কখনও দেখি নাই। সর্ব্বাঙ্গে ঘা হইয়া গিয়াছে। রোগ সাংঘাতিক দেখিয়া আমরা ভয়ে তাহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিয়াছি।

২৯। সুন্দরী—পূর্ব্বে ইহার কথা বলা হইয়াছে। কয়েক দিবস জ্বর ও উদরাময়ে ভুগিয়া এখন ভাল আছে। সুন্দরী এখন ইচ্ছা পূর্ব্বক বসন্তকে দেখিবার ভার লইয়াছে।

দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির মাসিক কার্য্যবিবরণ।

জামালপুর। জ্বর ৪, স্ত্রীরোগ ২, চক্ষুরোগ ২, প্লীহা যকৃৎ ৭, পারদ দোষ ১, অজীর্ণ ১, স্নায়ু দুর্ব্বলতা ১, কর্ণমূল প্রদাহ ১, আমাশয় ১। মোট ২০। স্ত্রী ৯, পুরুষ ১১।

সূর্পানগর। জ্বর ৫, সর্দ্দি ১, খেচুনি ১, পেটের অসুখ ৫। মোট ১২। পুরুষ ৭, স্ত্রী ৫। আরোগ্য ১০, ত্যাগ ২।

নলধা। অজীর্ণ ৪, আমাশয় ৩, অর্শ ১, স্ত্রীরোগ ১, শোথ ১, পাকাশয়িক পীড়া ১, স্নায়ু দুর্ব্বলতা ১, জ্বর ৮, সর্দ্দি ৩, মেথ ৩, বাত ১, যকৃৎ দোষ ১, হাম ১, কাশি ১, মাসক ১, শূল বেদনা ১। মোট ৩৪। আরোগ্য ২৩, ত্যাগ ৩, অজ্ঞাত ২, চিকিৎসাধীন ৮। পুরুষ ২৬, স্ত্রী ৮।

নওগাঁ। জ্বর ৬, ম্যালেরিয়া ১, রক্তামাশয় ১, অর্শ ১, অজীর্ণতা ৪, কৃমী ২, নাসারোগ ১, ওলাউঠা ১। মোট ১৭। পুরুষ ১৩, স্ত্রী ৪। আরোগ্য ১২, ত্যাগ ২, চিকিৎসাধীন ৩।

কোঁড়ামারা। জ্বর ৮, পুরাতন জ্বর ৫, উদরাময় ১২, চক্ষুরোগ ২, মেহ ১, চর্ম্মরোগ ৪, স্নায়ু দুর্ব্বলতা ১, স্ত্রীরোগ ২। মোট ৩৫। পুরুষ ৩২, স্ত্রী ৩। আরোগ্য ২৪, চিকিৎসাধীন ১১।

চেরাপুঞ্জী। জ্বর ১৯, আঘাত ৩, কোষ্ঠবদ্ধ ৫, কাশি ৭, পেটফাঁপা ৪, পচা ঘা ১, বাত ৪, স্ত্রীরোগ ৭, কৃমী ৯, পাঁচড়া ৩, শূল বেদনা ৩, কাশি ১, দুর্ব্বলতা ৪, অজীর্ণ ৬, উদরাময় ৬, শীরঃপীড়া ১১, কীট দংশন ১, চক্ষুরোগ ১, অম্লপিত্ত ২, স্নায়বিক বেদনা ২, সর্দ্দি ৪, দন্তরোগ ১, উপদংশ ২, চর্ম্মরোগ ১, আমাশয় ৩, কর্ণরোগ ১, অবশাঙ্গ ২, হাঁপকাশ ১, অর্শ ১, পক্ষাঘাত ১। মোট ১১৫। পুরুষ ৫৪, স্ত্রী ৬১।

বাবু সুশীলচন্দ্র চসুকে যে ঔষধ পাঠান যায়, তাহাতে তিনি ও তাঁহার একজন বন্ধু কতকগুলি রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন টাঙ্গাইলের নিকট জামুরিয়াতেও ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব বলিয়া ঔষধ প্রেরণ করা হইয়াছে।

দান।

অর্থ। শ্রীমতী লক্ষ্মীমণির বিবাহ উপলক্ষে তাহার মাতা ২৲, গিরিশচন্দ্র শর্ম্মার পিতামহীর মৃত্যু উপলক্ষে ১০৲, সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০, ডাক্তার পি, সি রায় ১৲, মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী ১৲, রাধানাথ দেব বিবাহ উপলক্ষে ১৲, ক্ষিরোদচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত ।০, চন্দ্রশেখর সেন ১৲, ইন্দ্রচাঁদ মহাট্টা ১৲, ইন্দ্রচাঁদ দুধুরিয়া ১৲, অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ।১০, প্রতুলচন্দ্র সোম ও তাঁহার স্ত্রী ১৲, কাপড় বিক্রয়ের মূল্য বাবৎ ।৶০, শ্রীমতী অম্বিকা দের ১৲, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ১৲, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ১৲, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৲, বিপিনবিহারী রায় ২০৲, মাঃ চন্দ্রনাথ দাস ৫৲, ঈশ্বরচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ২।৵০, ক্ষিরোদবালা গুহ ॥০, সরোজিনী ঘোষ ॥০, দুর্গাসুন্দরী ঘোষ ৶০, সৌদামিনী রায় ৶০, শৈবলিনী /০, বেদকণ্ঠ বাবুর স্ত্রী মুষ্টি-ভিক্ষার চাঁউল বিক্রয় করিয়া ১৲, জনৈক হিন্দু মহিলা মুষ্টিভিক্ষার চাউল বিক্রয় করিয়া ।৶১০, কালীনারায়ণ রায় ১৲, পাবনা দানাধারে প্রাপ্ত ॥৵০, রায় জ্যোতিন্দ্রনাথ চৌধুরী ৫৲, মতিলাল মুখোপাধ্যায় ২৲, একজন ভদ্র মহিলা আশ্বিন মাসের চাঁদা ১৲, মহারাণী স্বর্ণময়ী কাশিম বাজার ১৫০৲, শ্রীবলবিহারী সেন ১০৲, নবীনকৃষ্ণ গুপ্ত ২৲, জুতা বিক্রয় ২৲, সংসার খরচ হইতে উদ্বৃত্ত ৫৲, হরকান্ত বসু পুত্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ১৲, বাক্সে প্রাপ্ত ৶১০, দীননাথ গাঙ্গুলী ১, প্রিয়নাথ সিংহ ।১০, বসন্তকমল সেন ।০, কেদারনাথ গুপ্ত ।০, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ।০, রামাচরণ মিত্র ।০, অম্বিকা-চরণ দাস ।০, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥০, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ॥০, নিস্তারিণী চক্রবর্ত্তী ২৲, দুর্গাচরণ পাল ॥০, বিপিনকৃষ্ণ রক্ষিত ৶০, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর মাতা পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ২৲, শ্রীমতী সরস্বতী সেন মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, প্রথমনাথ দত্ত ১৲, পড়িয়া পাওয়া ১৫, কেদারনাথ রায় ১০৲, কাপড় বিক্রয় ২॥৶০, শ্রীমতী করিমল্লেসা খাতুন ৩৲, দাসীর নিকট ঋণ বাবৎ প্রাপ্ত ৪০৲, পুস্তক বিক্রয় /১০,

পরেশনাথ সেন ॥০, বাক্সে /০, দাসী হইতে সাহায্য ৫১।১০, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, পশুপতিচরণ বসু ॥০, অক্ষকুমার দাঁ ।০, রামলাল দাস ॥০, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ॥০, মনোরমা মিত্র ৸০, শৈলেন্দ্রনাথ নাগ ১৲, পুলিনবিহারী মিত্র ৸০, কাপড় বিক্রয় ১।০, বাক্সের দান ।০, বিপিনবিহারী দাঁ ১৲ A silent worker ১৲, A double sympathiser ৵০, উমাকান্ত দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত ।৵০, একজন বন্ধু ॥০, অন্নদাময়ী দেবী পূজা উপলক্ষে ১৲, চিন্ময়ী দেবী পূজা উপলক্ষে ১৲, হেমচন্দ্র দাস কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ১৲, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, নবীনচন্দ্র ঘোষ ।০ ভূপতিনাথ বসু ১৲, শশিভূষণ সেন ।০, ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী ১৲, সূর্য্যপ্রসাদ মিত্র ।০, ভোলানাথ সরকারের স্ত্রী ১৲, A sympathiser ১৲, কুড়াইয়া পাওয়া ।০, সরোজিনী ঘোষ ১৲, উদয়নারায়ণ মিত্র ॥০, A gentleman 103 Cornwallis Street ১৲, কর্জ জমা ১৸৫। মোট জমা ৩৯৭।/১০।

চাউল। খুচরা প্রাপ্ত ১/০, দেবী কর্ত্তৃক প্রেরীত ১/০, মাং হেমচন্দ্র গুহ ১/৯

জিনিষ। Bedpan ১টা, A silent worker. ১০নং শ্যামাচরণ দের ষ্ট্রীট কোট ১, একজন শুভাকাঙ্ক্ষী গেঞ্জি ১, ষ্টকিং ১, night cap ১, Quinine ১ শিশি, Chlorodine ১ শিশি, Oilmouth pip ১ শিশি।

বস্ত্র। একজন জানা শুনা লোক সাড়ী ৮, সাদা জ্যাকেট ৪, গরম জ্যাকেট ১, র‍্যাপার ১। (পূর্ব্ব মাসের ভুল) অজানিত ব্যক্তি মাং শরৎচন্দ্র রায় আলপাকার কোট ১, কফটার ২, পিরান ৫, কোট ১, সার্ট ৩, চাপকান ১, তোয়ালে ১, গেঞ্জিফ্রক ১ ফানিল সার্ট ১, তসরের জামা ১, ছোট সার্ট ১।

দাসাশ্রমের আয় ব্যয়।

আয়। দানপ্রাপ্তি ও অন্যান্য বাবত জমা ৩৭৭৸০ পূর্ব্ব মাসের হস্তে স্থিত ১৯॥/১০

ব্যয়। আহারাদির খরচ ৭৮৸৵৫, দুগ্ধ ১৪৸৫ ,মেথর ৵০, রাঁধুনী ৮৲, আদায় খরচ ২৯৵০, কর্ম্মকারকগণের খরচ ২২॥০, রোগীর গাড়ীভাড়া ১॥/১০, বাটীভাড়া ৫১।১০, ঋণদান দাসীকে ৬৫৲, ঋণদান একজন কর্ম্মকারক ১৲, ঋণশোধ ৯৭৲, গাড়ীভাড়া ॥০, কাগজ ও টিকিটাদি ৸৵৫, ঔষধ ১৬৲, জালালপুরের দেনা শোধ ১।০, কাপড় ১৸৵০, অন্যান্য ১॥০। মোট খরচ ৩৯৩।/১০। মোট জমা ৩৯৭।/১০। মোট খরচ ৩৯৩।/১০। হস্তেস্থিত ৪৲।

বিশেষ অভাব।

শীত পড়িয়াছে। কম্বল, লেপ, অথবা মোটা কাঁথা, এবং মোটা চাদরের বড়ই অভাব হইয়াছে। দশখানা কম্বল হইলেই আপাততঃ অভাব পূর্ণ হইতে পারে।

দাসী

কাউণ্ট টলস্‌টই।

(Count Tolstoi)

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপের মধ্যে যাঁহারা সুলেখক বলিয়া প্রথিতনামা, যাঁহারা চিন্তাশীল বলিয়া পূজিত, কাউণ্ট টলস্‌টই তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। এই রুষিয়াবাসী মহাত্মা, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায়, কার্লাইল এবং এমার্সনের মত আদৃত হইতেছেন। সমগ্র ইউরোপ খণ্ডের বিভিন্ন ভাষায় ইহাঁর অনেক গ্রন্থ ভাষান্তরিত হইয়াছে ও হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষায় ১৪।১৫ খানি গ্রন্থে ইহাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি প্রধানতঃ নবেল্ বা কথা-গ্রন্থ লেখক বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। কিন্তু নবেল্ বলিতে আমরা আজি কালি বাঙ্গলা দেশে যাহা বুঝি, ইহার কথা-গ্রন্থগুলি সে শ্রেণীস্থ নহে। গুরুতর সমাজসমস্যা, ধর্ম্মসমস্যা, প্রভৃতির মীমাংসাচ্ছলে ইনি গল্প রচনা করিয়াছেন। "কথাচ্ছলেন বালানাং নীতি স্তদিহ কথ্যতে" বলিয়া বালকদিগের সুশিক্ষার জন্য ইহাঁর অনেকগুলি মনোহর কথা-প্রবন্ধ আছে। শিকারের গল্প করিতে করিতে প্রাণিতত্ত্বের কথা, বাগানের কথা কহিতে গিয়া উদ্ভিদ্ বিদ্যার কথা, এমন সরল এবং মনোরম করিয়া বিবৃত করিয়াছেন যে, যে কেহ কৌতূহলী হইয়া পড়িতে পড়িতে অনেক শিক্ষা লাভ করিবেন। আমাদিগের দেশের

"সখা" "সাথী" প্রভৃতি মাসিক পত্রগুলিতে এই বিজ্ঞানশিক্ষার গল্পগুলি দেশোপযোগী করিয়া প্রকাশ করিলে মন্দ হয় না।

তুলা (Tula) নাম্নী নগরীর অদূরবর্ত্তী Yasnaya Polyana বা "রম্যক্ষেত্র" নামে কাউণ্ট বাহাদুরের এক জমীদারী আছে। তিনি সেই স্থানে কৃষক বালকদিগের পড়িবার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ও শাসনাদির ব্যবস্থা নূতন ও কৌতুকাবহ। পেষ্টালোজীর শিক্ষাদান প্রণালী একালে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া "কিণ্ডার গার্টেন" প্রভৃতি প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে; কাউণ্টের এই নূতন প্রণালীও মূলতঃ পেষ্টালোজির প্রণালীর অনুরূপ সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং নূতন। সংক্ষেপতঃ ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

বালকেরা ইচ্ছাক্রমে যে কোন সময়ে বিদ্যালয়ে আসিতে পারে; এবং যখন খুসী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে। কেবল অমুক সময় হইতে অমুক সময় পর্য্যন্ত বিদ্যালয় খোলা থাকিবে, ইহাই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। খেলার ঘরে যে প্রকার স্বাধীনতা, পাঠশালায়ও ঠিক্ সেই প্রকার। পাঠশালায় আসিয়া ছাত্রেরা কেহ চেয়ারে, কেহ বেঞ্চে,কেহ চৌকাঠের উপর, যেখানে খুসী বসিয়া যায়; যে গল্প ইচ্ছা করিতে থাকে। পাঠশালায় যাওয়া বালকদিগের পক্ষে খেলার ঘরে যাইবার মত; কাজেই নিয়মে বাঁধা পাঠশালার প্রতি যে প্রকার একটা ভয় থাকে, তাহার তিলমাত্রও এ বালকদিগের নাই। নিয়মে বাঁধা বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইতে ত্রুটী করে; কিন্তু এ বিদ্যালয়ে এ প্রকার ত্রুটী বড় দেখা যায় না। শিক্ষক ক্লাসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; তখন হয়ত কেহ মারামারি করিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, এবং কেহ বা আপনার কাজ লইয়া ব্যস্ত আছে। শিক্ষার প্রতি জোর করিয়া কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ

না করিয়া, শিক্ষক, যাহারা শুনিতে চায়, তাহাদের নিকটে কোন একটা হাসির গল্প আরম্ভ করিলেন; ধীরে ধীরে বালকেরা শিক্ষকের চারিদিক ঘিরিয়া বসিল। এত মনোযোগের সহিত গল্পের সঙ্গে সঙ্গে বালকেরা শিক্ষালাভ করে, যে সে প্রকার মনোযোগ সুনিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। রচনা করিতে শিক্ষা দিবার জন্য এবং কল্পনাশক্তির বিকাশ করাইবার জন্য শিক্ষক বালকদিগকে নানা বিষয়ে গল্প করিতে বলেন। জীব জন্তুর বর্ণনা, সহরের বর্ণনা, বালকেরা আপনা আপনি করে; শিক্ষক, সঙ্গে সঙ্গে আবার এক একটী গল্প করিয়া বর্ণনা সম্পূর্ণ করিয়া দিতে প্রয়াস পান। কখনও নূতন গল্প গড়িয়া গল্প করিবার জন্য বালকদিগকে বলা হয়। বালকেরা, কে কেমন ভাল গল্প রচনা করিতে পারে, এ বিষয়ে আড়া আড়ি করিয়া বাহাদুরী লইতে চেষ্টা করে। এই প্রকার অদ্ভুত নিয়মে বালকেরা লিখিতে, পড়িতে, অঙ্ক কসিতে শিক্ষা পায়—এবং কাজও বেশ হয়। ধর্ম্ম এবং সুনীতির এত সুন্দর শিক্ষা হয়—যে, যে কোন লোক দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।

বিদ্যালয়ের শাসন-বিধির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। যদি বালকেরা পরস্পরে মারামারি করে, শিক্ষক প্রায় সেদিকে ফিরিয়াই তাকান না। কখন কোন কোন শিক্ষক উৎপীড়িতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, সবল উৎপীড়নকারীকে শাস্তি দিয়াছেন; কিন্তু তাহার ফল ভাল হয় নাই। সবল বালক শাস্তি পাইয়া, দুর্ব্বলের উপর অধিক চটিয়া গিয়াছে, এবং তাহার সহিত অনেক সময়ে অভিমানে কথা কহা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছে। কিন্তু যখন কোন শাস্তির ব্যবস্থা হয় নাই, তখন অন্যায়রূপে দুর্ব্বল বালককে মারিয়াছি বলিয়া, সবল অনুতপ্ত হইয়াছে, মিষ্ট কথা কহিয়া তাহার সহিত আবার বন্ধুত্ব করিয়াছে, দেখা গিয়াছে। এই ফলাফল দৃষ্টে বালকদিগের শাস্তি বিধান করিবার

দিকে শিক্ষকদের দৃষ্টি নাই। প্রকৃত পক্ষেও এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রায় অসদাচরণ বা দুর্বৃত্ত ব্যবহার করে না। একবার একটী বালক চুরি করিয়াছিল। তাহাকে চোর বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দশ জনের কাছে লজ্জিত করা হইয়াছিল। তাহার ফল এই দাঁড়াইল যে সে বালকের চরিত্র দিন দিন মন্দ হইতে আরম্ভ হইল। সে বদ্ধ চোর হইবার পথে অগ্রসর হইল। সেই সময় কাউণ্ট নিজে তাহাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন যে, সেই শাস্তির দিন হইতেই তাহার চরিত্রের অধোগতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই বিবরণ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইলেন; এবং যাহাতে আর কখনও এ প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা না হয়, তাহার আদেশ করিলেন। কেবল ভাল বাসিয়া, অনুরাগের টানে ফেলিয়া, চরিত্রের উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করিলে যে কার্য্য ভাল হয়, কাউণ্টের বিদ্যালয়ে তাহা নিত্য প্রমাণিত হইতেছে।

যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কাউণ্ট মহোদয়ের The Long Exile, and Other Stories for Children নামক গ্রন্থের ইংরাজী ভাষান্তর পাঠ করিতে পারেন। গ্রন্থের মূল্য ২ শিলিং ৬ পেন্স।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

নিশীথে গান।

(ইংরেজী ব্যালাড্ ধরণে লিখিত)

বিজন বনের পাশে,
এখনও শোনা যায়—
গভীর নিশীথে এসে
কোন্ জন গান গায়!

ঘুমায় জগৎ যবে
স্পন্দহীন অচেতন—
করুণ কণ্ঠের ধ্বনি
কাঁপায় প্রান্তর বন।

নিশিভোর না হইতে,
আসে সেই কণ্ঠস্বর,—
যখন জাগে না পাখী,
যখন জাগে না নর।

সে গান শুনিলে নাকি
মানুষ কি হ'য়ে যায়;—
থাকে না সংসারে মায়া,
ঠিক্ উদাসীন প্রায়!

ভয়ে ভয়ে তাই লোকে
চলে সেই পথ দিয়ে;
একাকী, শিহরে প্রাণ
দুরু দুরু কাঁপে হিয়ে।

বনের পাশেতে আছে
জলাভূমি দীর্ঘকায়;
তরুলতা-শূন্য তাহা
যতদূর আঁখি যায়।

কেবল একটি ধারে,
একটি গাছের শাখে,
দুপুরে রোদের বেলা
দাঁড়কাক ব'সে ডাকে।

তা'ছাড়া সকাল সাঁজ,
কুয়াসার ধূম্র বাস
ঢেকে রাখে জলাভূমি
ভীমবেশে বার মাস।

রজনীর অন্ধকার
নেমে এলে ধরাতলে
কত কি জ্বালিয়া আলো
নাচে গায় কুতূহলে।

যায় না তথায় নর,
যায় না তথায় নারী;
যায় না বনের পশু,
যায় না বিমান-চারী।

কেবল একটি যুবা
(বহুদিন হ'ল গত)
বারণ না শুনে কারো
গভীর নিশীথে যেত।

সুন্দর বলিষ্ঠ যুবা
প্রশান্ত-মূরতিযুত—
জনক-জননী-হীন
দরিদ্র গৃহস্থ-সুত।

ধর্ম্মশীল যুবা সেই,—
লোকের আনন্দকর—
ভাবিত আপন ব'লে,
এই বিশ্ব চরাচর।

সুশীলা তাহার জায়া,
যেন দেবতার বালা—
যুবক তাহার সাথে
ভুলিত সংসার জ্বালা।

দুটি যেন একমন,
দুটি যেন একপ্রাণ,
এক সূত্রে দুটি হৃদি
গেঁথেছিলা ভগবান।

কিন্তু এ গাঁথন, হায়,
রহিল না বহুদিন!
ঝরিল সুশীলা বালা;—
শোকে যুবা হ'ল ক্ষীণ!

ছাড়িল সংসার কাজ
ছিঁড়িল বন্ধন যত;
যথা তথা ঘুরে ঘুরে
বেড়াইত অবিরত।

গাহিত করুণ গান
বিজন শ্মশানে ব'সে,
দর দর অশ্রুজলে
বুক তার যেত ভেসে।

গভীর নিশীথে উঠি
যাইত বনের পাশে,
বসিয়া থাকিত একা
কি জানি কাহার আশে!

একদিন তারে কেহ
দেখিল না কোন ঠাঁই।
গেল সে যে কোন্ দেশে
তাহার কিনারা নাই!

কেহ বলে এখন(ও)
ভীতিময় জলাদেশে
সকরুণ গান গেয়ে
বেড়ায় উদাসীবেশে।

ঘুমায় জগৎ যবে
স্পন্দহীন অচেতন—
করুণ কণ্ঠের ধ্বনি
কাঁপায় প্রান্তর বন।

নিশিভোর না হইতে
থামে সেই কণ্ঠস্বর—
যখন জাগেনা পাখী,
যখন জাগে না নর।

সে গান শুনিলে নাকি,
মানুষ কি হয়ে যায়।
থাকেনা সংসারে মায়া,
ঠিক্ উদাসীন প্রায়!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

সাহসিকতা।

আমরা গৃহপ্রিয় বাঙ্গালী। গৃহে খাইবার পরিবার সংস্থান থাকিলে কোথাও একটী পা বাড়াইতে চাহি না। গৃহ ছাড়িয়া যাইতে হইলে আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। গৃহে থাকিয়া শাকান্নও ভাল, তবু বিদেশের একছত্র রাজত্ব কিছুই নহে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের শাস্ত্রও আমাদের এই বিশ্বাসের পরিপোষক। * এই কারণে আমরা গৃহবাসী ব্যক্তিকেই প্রকৃতরূপে সুখী মনে করিয়া থাকি। গৃহের প্রতি অন্তরের এই টান্ কখনই দূষণীয় নহে। কিন্তু সকল বিষয়েরই আতিশয্য যারপরনাই গর্হিত। গৃহের প্রতি অনুরাগ এক কথা, আর বিদেশ গমনে অনিচ্ছা আর এক কথা। আমরা গৃহের একান্ত পক্ষপাতী বটে, কিন্তু বিদেশে

* মহাভারতে ধর্ম্মরূপী বক ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর দেখ।

যাইতে হইলে চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিয়া থাকি। ইহা কি গৃহের প্রতি একান্ত অনুরাগেরই লক্ষণ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে যে সকল জাতি বিদেশে আসিয়াও স্বদেশ ও স্বগৃহ দর্শনের জন্য লালায়িত হয়, তাহাদের অনুরাগে কি ঐকান্তিকতা নাই? ইংরেজ জাতি স্বদেশ ও স্বগৃহপ্রিয় বলিয়া জগতে বিখ্যাত; কিন্তু ইংরেজ কি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত নহে? ইংরেজজাতির আবালবৃদ্ধবনিতা

Home, Home, Sweet Home
There's no place like Home,

এই সঙ্গীতটি মহানন্দে ও মহোৎসাহে গাহিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া ইংরেজ কি বিদেশ গমনে কখনও পরাঙ্মুখ? তবে গৃহের প্রতি আমাদের যে অনুরাগ, সে অনুরাগের অর্থ কি? আমাদের গৃহানুরাগ কি ইংরেজের গৃহানুরাগ হইতে বিভিন্ন? না, এই দুই অনুরাগের গাঢ়তার কোন তারতম্য আছে?

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, গৃহের প্রতি অনুরাগ কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, সকলের মধ্যেই সমান। তবে বাঙ্গালী যে গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চাহে না, তাহার কারণ স্বতন্ত্র। একান্ত গৃহানুরাগই তাহার একমাত্র কারণ নহে। বাঙ্গালী স্বভাবতই ভীরু; বিদেশ পর্য্যটনে যে সাহসিকতা, উদ্যম ও আত্মশক্তিতে নির্ভরশীলতার প্রয়োজন, বাঙ্গালীতে তৎসমুদয়ের একান্তই অভাব। বাঙ্গালী ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হয়। বিদেশে, নির্ব্বান্ধব পুরে, অসহায় অবস্থায় সে যে কি করিবে, এই ভাবনাতেই সে অস্থির। কোন অচিন্তনীয় বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহার প্রতীকার করিতে সে অক্ষম। কোন দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইলে, তাহা সহ্য করা তাহার সাধ্যাতীত। কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে, নির্ভয় হওয়া তাহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। এরূপ অবস্থায়

বিদেশে যাইতে হইলে বাঙ্গালী যে চক্ষে অন্ধকার দেখিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? বাঙ্গালী ক্ষীণতেজা ও দুর্ব্বলচরিত্র বলিয়াই গৃহের এরূপ পক্ষপাতী। বাঙ্গালী পরিবর্ত্তন ও নূতনত্ব ভাল বাসে না বলিয়াই বিদেশ পর্য্যটনে এরূপ পরাঙ্মুখ! সত্য কথা বলিতে গেলে, বাঙ্গালীর গৃহানুরাগ একটা উচ্চদরের অবিমিশ্র "খাঁটি" অনুরাগ নহে। এই অনুরাগের মধ্যে কাপুরুষতা, বিলাসপ্রিয়তা ও চরিত্রহীনতার জঘন্য "খাদ" আছে। তাই শত্রু আক্রমণ করিলে বাঙ্গালী আপনার "প্রিয়" গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করে; তাই বাঙ্গালী স্বদেশরক্ষার্থ সহজে অস্ত্র ধারণ করে না, তাই সে মুখেই কেবল আস্ফালন করে এবং প্রকৃত কার্য্যের সময় কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়!

বাঙ্গালীর যে সকল গুণ নাই, ইংরেজের তৎসমুদায়ই বিদ্যমান আছে। এই নিমিত্ত, ইংরেজ আজ পৃথিবীর মধ্যে একটা প্রবল পরাক্রান্ত জাতি। অন্যান্য গুণের মধ্যে সাহসিকতার জন্য ইংরেজ বিখ্যাত। আমরা যে কার্য্যকে অসমসাহসিক বলি, ইংরেজ তাহাতেই আনন্দ লাভ করে। ইংরেজ জলযান নির্ম্মাণ করিয়া দুস্তর বারিধিবক্ষ বিলোড়ন করিতে করিতে দেশান্তরে গমন করিতেছে। ইংরেজ ব্যোমযান প্রস্তুত করিয়া খেচরের ন্যায় স্বচ্ছন্দে গগনপথে বিহার করিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্রে কি আছে, তাহা জানিবার জন্য হয়ত তোমার আমার মাথা ব্যথা করিতেছে না, কিন্তু ইংরেজ নির্ভীকচিত্তে সেই হিমশিলাচ্ছন্ন উদ্ভিদ্‌শূন্য জলহীন দুর্গম দেশে মহোৎসাহে গমন করিতেছে। কত তেজস্বী ব্যক্তি হয়ত সে দেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়া আর প্রত্যাগমন করিলেন না; কত জাহাজ হয়ত উত্তুঙ্গ হিমশিলার মধ্যে উপনীত হইয়া একেবারে নিষ্পেষিত হইয়া গেল; কিন্তু সাহসিক ইংরেজ সে দেশ আবিষ্কারে তথাপি নিরস্ত নহে। শত সহস্র ইংরেজ বিনষ্ট হউক, শত সহস্র চেষ্টা

বিফল হউক, তথাপি পুনর্ব্বার উদ্যম করিতে হইবে, পুনর্ব্বার সে আবিষ্কার যাত্রায় গমন করিতে হইবে। ইংরেজের ইহাই স্বভাব এবং ইহাই তাহার কার্য্যপ্রণালী। ভয় যে কি পদার্থ, ইংরেজ তাহা জানে না, এ কথা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

সাহসিকতায় ইংরেজকে দিন দিন উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে এবং তাহাকে সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতি করিয়া ইংরেজপ্রমুখ পাশ্চাত্য জাতিরা জগতের ইতিহাসে একটা যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। পৃথিবীতে এমন দেশ নাই, এমন দ্বীপ নাই, যাহা ইহারা আবিষ্কার না করিতেছে। ভয়ঙ্কর নরখাদকের মধ্যেও উপস্থিত হইয়া ইংরেজ সভ্যতা বিস্তার করিতেছে! কত শত মহাত্মা বিজ্ঞানের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সভ্যতার জন্য দেহপাত করিতেছেন। শারীরিক কষ্টের দিকে লক্ষ্য নাই, স্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি নাই, প্রাণের জন্য ভয় নাই, গৃহের জন্য উদ্বেগ নাই, জগতের দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; যে কার্য্য করিতে হইবে, ইংরেজ তাহা প্রাণপণে, শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও সম্পন্ন করিতেছে। এরূপ সাহসিকতা, এরূপ অধ্যবসায়, এরূপ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আর কোন জাতির মধ্যে দেখিতে পাই না। ইংরেজ জাতির মধ্যে এরূপ বীরপুরুষ অনেকে আছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে যদি এরূপ দুই চারিটি ব্যক্তিও জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস আজ বিভিন্ন প্রকার দেখিতে পাইতাম।

ইংরেজের অধ্যবসায় ও সাহসিকতার দুই একটী বিবরণ শুনুন। এক ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য, জগতে কত প্রকার পক্ষী আছে, তাহাই অবগত হওয়া। ইনি জীবনে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছেন বা করিবেন, সমস্তই এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যয়িত করিবেন, স্থির করিলেন। ইনি আফ্রিকা, আমেরিকা, আসিয়া, ইয়োরোপ, নানাদেশে,

পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বিবিধপ্রকার পক্ষী সংগ্রহ করিলেন; তাহাদিগকে বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন, তাহাদের গতিবিধি কার্য্যকলাপ সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিলেন এবং পরিশেষে পক্ষীজাতি সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিয়া জগৎকে উপহার দিলেন। অপর এক ব্যক্তির ইচ্ছা হইল, বানরজাতির ভাষা অবগত হইয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন। বিবর্ত্তবাদী ডারুইন্ সাহেব বহু বৎসর আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, মানুষ জীবের ক্রমবিকাশের চরম ফল। বানরই মানুষের পূর্ব্বপুরুষ। সুতরাং মানবজাতির ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, ইহা জানিতে হইলে, মানবের পূর্ব্ব পুরুষের ভাষাটা অগ্রে জানা কর্ত্তব্য। তাই উক্ত মহাত্মা নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, পূর্ব্ব পুরুষ মহাশয়দিগের মধ্যে বসবাস করিয়া বহু বৎসরব্যাপী পরিশ্রমের পর "বানরের ভাষা" সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই। আফ্রিকা মহাদেশ বিবিধপ্রকার বানরের আবাসস্থল। সেখানে লাঙ্গুলহীন বানর আছে। কোন জাতি মানুষের ন্যায় পদদ্বয়ে ভর করিয়া চলিতে পারে; কোন জাতি বা আকার ও গঠনে অনেকটা মানুষের মত। সুতরাং ইহাদের ভাষা অবগত না হইলে, তাঁহার পরিশ্রম সফল হইবে না এবং তাঁহার গবেষণাও অসম্পূর্ণ থাকিবে। এই কারণে, ইনি এক্ষণে আফ্রিকা দেশে গরিলা নামক ভীষণপ্রকৃতি বানরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদের ভাষা অবগত হইতে চেষ্টা করিতেছেন। পাছে গরিলারা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় তিনি এক অদ্ভুত খাঁচা প্রস্তুত করাইয়াছেন। এই খাঁচা আপনা আপনিই চলিতে পারে। খাঁচার লৌহদণ্ডের সঙ্গে তিনি বৈদ্যুতিক ব্যাটারির তার সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন আততায়ী তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিলে, খাঁচার লৌহদণ্ড স্পর্শ

করিবামাত্র সে তড়িৎ-শক্তিদ্বারা আহত হইবে। গরিলারা যে অরণ্যে বাস করে, সেই অরণ্যের সন্নিকটস্থ একটী গ্রামে "আড্ডা" করিয়া এই অসাধারণ ব্যক্তি প্রত্যহ সেই খাঁচার সাহায্যে গরিলাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আচার ব্যবহার ও ভাষা অবগত হইতে যত্ন করিতেছেন! *

এইরূপ কত উদাহরণ আছে। ইংরেজী সাহিত্য পাঠকেরা এইরূপ কত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া থাকেন। ডাক্তার লিভিংষ্টোনের আফ্রিকা পর্য্যটন, কাপ্তেন স্পীক কর্ত্তৃক নীলনদের উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার, ষ্টেন্‌লীর ভ্রমণবৃত্তান্ত, হড্‌সনের উত্তর সমুদ্রযাত্রা, প্রভৃতি কত অদ্ভুত পুস্তক তাঁহাদের সুপরিচিত। এই সমস্ত পুস্তকে আমরা ইংরেজপ্রমুখ পাশ্চাত্য জাতি সমূহের উদ্যম, অধ্যবসায়, নির্ভীকতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, প্রভৃতি বীরোচিত গুণাবলীর কথা পাঠ করিয়া বিস্ময়ে অবাক্ থাকি এবং তাহাদের সহিত বাঙ্গালী জাতির যে পার্থক্য, তাহাও সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারি।

আমরা ক্ষীণপ্রাণ বাঙ্গালী। কোন্ মুখে যে আমরা ইংরেজের সমকক্ষ হইতে চাই, তাহা বলিতে পারি না! ইংরেজ আমাদের বস্ত্র যোগাইবেন, আহার যোগাইবেন, আমাদের জন্য বিজ্ঞানের পুস্তক সকল প্রস্তুত করিয়া দিবেন, আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় বিধান করিয়া দিবেন; আমরা ঘরে বসিয়া থাকিব, ঘর হইতে একটী পাও বাহির হইব না, সমুদ্রযাত্রা করিব না, সমুদ্রযাত্রা আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিব, বিদেশে গিয়া বিপদের সম্মুখে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে শিখিব না, সাহসিকতার বিকাশ হইতে দিব না, বালকেরা কোন সাহসের কার্য্য করিলে তাহাদিগকে

* এই ব্যক্তির নাম ডাক্তার গার্ণার। ইনি একজন আমেরিকান। আমি আমেরিকানদিগকেও ইংরেজ বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। লেখক।

তিরস্কার করিব, কেবল তোতাপাখীর মত কতকগুলা পুস্তক কণ্ঠস্থ করিব, পরীক্ষা দিব, পাশ্ হইব, ইংরেজের ঝাঁটা লাথী খাইয়া একটা চাকরী করিব, গৃহিণীর অলঙ্কার গড়াইব আর কতকগুলি দাস-সন্তানের জনক হইয়া দাসবংশের বৃদ্ধি করিব! এইরূপ করিয়াই আমরা মনে করিতেছি, আমরা ইংরেজের সমকক্ষ হইয়া যাইব! কি দুরাশা! কি আস্পর্দ্ধা! ছোট মুখে এত বড় কথা আমি কখনও শুনি নাই।

ইংরেজী সাহিত্য ইংরেজদিগের সাহসিকতা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। "রবিন্‌সন্ ক্রুশো" একটী কল্পিত গ্রন্থ। কিন্তু ইহাতে যেন একটী প্রকৃত ঘটনার প্রকৃত বিবরণই লিপিবদ্ধ আছে। আলেকজাণ্ডার সেল্‌কার্ক নামক জনৈক ব্যক্তির সমুদ্রযাত্রার বিবরণ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার এই পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তক কত যে ইংরেজ যুবকের হৃদয়ে সমুদ্রযাত্রার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিয়া দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক কল্পিত গ্রন্থের যখন এরূপ শক্তি, তখন যথার্থ পর্য্যটকের যথার্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত যে কিরূপ শক্তিমান্, তাহা বিবেচনা করুন। নির্ভীক ইংরেজ পর্য্যটকেরাই ইংরেজজাতির শক্তি-সম্পদের দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। বাঙ্গালী ভীরু, অলস ও বিলাসপ্রিয়। তাই বাঙ্গালী কূপমণ্ডূক এবং গৃহের প্রতি এত অনুরাগী! বাঙ্গালীর অধোগতিই এই কারণে। ইংরেজ পর্য্যটকের ন্যায় বাঙ্গালী পর্য্যটকও বাঙ্গালীর মধ্যে আবির্ভূত না হইলে বাঙ্গালীর কখনও উন্নতি হইবে না। যে সকল কার্য্যে আত্মশক্তির বিকাশ হয়, সেই সমস্ত বীরোচিত কার্য্যে বাঙ্গালী নিযুক্ত না হইলে, বাঙ্গালী সাহসিক জাতি বলিয়া জগতে কখনও পরিচিত হইবে না।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

অহল্যা-বাই।

উপক্রমণিকা।

যে মনস্বিনী মহিলার জীবনচরিত সঙ্কলনে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, তাঁহার নাম ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। উত্তরে হিমালয়শিখরস্থিত কেদারনাথ, দক্ষিণে সাগরকূলবর্ত্তী রামেশ্বর, পশ্চিমে আরবসমুদ্রবিধৌত দ্বারাবতী এবং পূর্ব্বে বঙ্গসাগরসমীপস্থ জগন্নাথক্ষেত্র, এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগের মধ্যে এরূপ প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র, বোধ হয় অতি অল্পই আছে, যেখানে রাণী অহল্যার কোন না কোনরূপ কীর্ত্তি বর্ত্তমান নাই। কোথাও রাজপথ, কোথাও দেবমন্দির, কোথাও অতিথিশালা, কোথাও বা অবতরণিকা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া, তিনি ভারতবাসী হিন্দুসন্তান মাত্রকেই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভৌতিক কীর্ত্তিসমূহ ক্রমশঃ জীর্ণ এবং বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাঁহার অপার্থিব গৌরব কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নয়। তিনি কাহারও প্রশংসা-প্রার্থিনী ছিলেন না, কিন্তু তথাপি তাঁহার কৃতজ্ঞ স্বদেশবাসিগণ, তাঁহাকে দেবীর ন্যায় সম্মান করেন। তাঁহার একটী প্রধান কীর্ত্তি-ক্ষেত্র গয়াধামের বিষ্ণুমন্দিরে তাঁহার শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি এখনও সাদরে অর্চ্চিত হইয়া থাকে। তাঁহার পবিত্র জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে পুণ্যলাভ হয়। সংক্ষিপ্ত হইলেও, সেই জন্য, আমরা তাহা বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিবার বাসনা করিয়াছি।

রাণী অহল্যার নিজের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে তিনি যে

দেশে, যে জাতিতে এবং যে বংশে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহাদিগের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। মহারাষ্ট্র জাতির নাম বঙ্গীয় শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই পরিচিত। এই মহারাষ্ট্র জাতির শাখা বিশেষ, এক সময় "বর্গী" * নামে বঙ্গের নরনারীমাত্রেই ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। রাণী অহল্যা এই মহারাষ্ট্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরে নর্ম্মদা নদী, পশ্চিমে আরব সমুদ্র, দক্ষিণে পর্টুগীজ অধিকৃত প্রদেশ, এবং পূর্ব্বে তুঙ্গভদ্রা নদী, এই চতুঃসীমান্তর্গত ভূভাগের সাধারণ নাম মহারাষ্ট্র। দেশের নামানুসারে এখানকার অধিবাসিগণ মহারাষ্ট্র বা চলিত ভাষায় মারাঠ্ঠা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই মহারাষ্ট্র জাতি সহিষ্ণুতা দৃঢ়চিত্ততা এবং শৌর্য্য প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনেক মনস্বী পুরুষ এবং মনস্বিনী মহিলা, মহারাষ্ট্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, ইহার নাম দাক্ষিণাত্যবাসী আর্য্যসমাজের গৌরব স্থল করিয়াছিলেন। ছত্রপতি শিবাজীর সময়ে মহারাষ্ট্রগণের জাতীয় উন্নতির প্রকৃত সূত্রপাত হয়। শিবাজী দুই শত বৎসরেরও অধিক হইল, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মহারাষ্ট্র চরিত্রে তিনি একবার যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহার বলে তাহা এখনও ঘূর্ণিত হইতেছে। শিবাজীর ইতিহাস এখানে বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কেবল এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে সময় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট আরঙ্গজেব হিন্দুরাজ্যসমূহ বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে সময় একা

* মহারাষ্ট্র ভাষায় "বারগীর" শব্দের অর্থ অশ্বারোহী—; ভোঁস্‌লা রাজগণের অশ্বারোহী সৈনিকগণ বঙ্গদেশের অনেক স্থল লুণ্ঠন করিত বলিয়া, বর্গী নাম এদেশে সকলেরই পরিচিত হইয়াছে।

তিনিই কেবল ভারতভূমিতে এক অভিনব হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পুরুষকার বলে মনুষ্য কিরূপ আত্মোন্নতি লাভ করিতে পারে, শিবাজীর জীবন তাহার অতি সুন্দর প্রমাণস্থল। শিবাজীর আবির্ভাবের সঙ্গে মহারাষ্ট্র দেশে আরও অনেক খ্যাতনামা বীরপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এবং শিবাজীর ন্যায় তাঁহারাও অতি সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, আপনাদিগের উদ্যমবলে এক একটী নূতন রাজ্য ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অনেকের বংশধরেরা মহারাষ্ট্র দেশে এখনও রাজত্ব করিতেছেন। এই সকল স্বনামখ্যাত বীরপুরুষগণের মধ্যে মলহররাও হুলকারের নাম অতি প্রসিদ্ধ। আমরা যাঁহার জীবনচরিত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই দেবীরূপিণী রাণী অহল্যা ইহাঁরই পুত্রবধূ। সেই জন্য আমরা সংক্ষেপে মলহররাওয়ের পূর্ব্ববৃত্তান্ত উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

রাণী অহল্যার শ্বশুর মলহাররাও অতি সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার বংশের নাম কাহারও পরিচিত ছিল না। জাতিগত ব্যবসায় অনুসারে তাঁহাদিগের বংশ "ধন্‌বের" অথবা পশুপাল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মলহররাওয়ের পিতা কুন্দজী পুনা হইতে বিংশতি ক্রোশ দূরে "হোল্" নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিতেন। পশুপালন এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। মহারাষ্ট্র ভাষায় "কর্" শব্দের অর্থ অধিবাসী। কুন্দজীর বংশধরগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের আদি বাসস্থান হোল গ্রামের নামানুসারে "হোল্‌কর" অথবা "হুল্‌কার" খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। *

* অনেক মহারাষ্ট্র পরিবারই বাসস্থানের নামানুসারে এইরূপ "নিম্বলকর," "পত্তনকর," "নগরকর," ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ।

মলহররাও হোল্‌কার, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কুন্দজী, পুত্রের বাল্যাবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর মলহররাওর মাতা, জ্ঞাতিগণের সহিত বিসম্বাদবশতঃ, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার ভ্রাতা নারায়ণজীর আশ্রয়ে বাস করিতে যান। নারায়ণজী খান্দেশের অন্তর্গত টালান্দা নামক একটী পল্লীতে বাস করিতেন। সেখানে তাঁহার কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। এবং তিনি কোন মহারাষ্ট্র সামন্তের অধীনে কতকগুলি অশ্ব সৈনিকের নায়কত্ব করিতেন। স্বজাতির রীতি অনুসারে তিনি বালক ভাগিনেয়কে আপনার পশুপাল রক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। এই অবস্থায় বালক মলহররাওয়ের সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত ঘটনা শ্রুত হওয়া গিয়া থাকে। * পশুচারণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া, তিনি এক দিন একটী বৃক্ষমূলে নিদ্রা যাইতেছিলেন। পত্রের অন্তরাল দিয়া সূর্য্যালোক তাঁহার মুখের উপর অল্প অল্প নিপতিত হইতেছিল। একটী বিষধর সর্প দেখিতে পাইয়া ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে আতপ তাপ হইতে রক্ষা করিতে লাগিল এবং মলহর জাগ্রত হইলে তাঁহার কোন অনিষ্ট না করিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে প্রস্থান করিল। অন্যান্য রাখাল বালক ও নারায়ণজীর প্রতিবাসিগণ এই দৃশ্যে বিস্মিত হইলেন এবং বালক মলহররাওয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা করিতে লাগিলেন। ঘটনা ক্রমশঃ নারায়ণজীর কর্ণগোচর হইল। তিনি একজন দৈবজ্ঞকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞ বলিলেন যে এই বালক ভবিষ্যতে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইবেন। নারায়ণজী শুনিয়া ভাগিনেয়কে মেষচারণ কার্য্য হইতে বিরত করিলেন এবং আপনার অধীনস্থ অশ্ব-

* এরূপ ঘটনা ভারতবর্ষের আরও অনেক রাজবংশের আদিপুরুষগণের সম্বন্ধে শ্রুত হওয়া যায়।

সৈনিক দলে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। এক একটী সামান্য ঘটনা হইতে অনেক সময় মনুষ্যের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ পরিষ্কৃত হয়। বালক মলহররাওএর সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিল। তিনি দৈবজ্ঞের মুখে যেদিন শুনিলেন যে বিধাতা তাঁহাকে কোন মহৎ কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহারও হৃদয়ে নূতন আশা ও নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইল। মাতুলের অশ্বসৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনি প্রগাঢ় উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এখনকার ন্যায় তখন ভারতসন্তানগণ নির্ব্বীর্য্য ও নিরস্ত্র হন নাই। শারীরিক বল, শৌর্য্য, ক্লেশসহিষ্ণুতা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণ, যাঁহার যে পরিমাণে ছিল, তিনি সেই পরিমাণে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেন। মলহররাও যে সমাজে এবং যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত নিত্যকর্ম্মের মধ্যেই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং বীরপুরুষের পক্ষে কার্য্যক্ষেত্রের অভাব ছিল না। একটী যুদ্ধে যুবক মলহররাও, সুপ্রসিদ্ধ নিজাম-উল্‌মুল্কের একজন খ্যাতনামা সেনাপতিকে নিহত করিলেন। তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং তাঁহার মাতুল নারায়ণজী তাঁহাকে সমাদরে আপন কন্যাদান করিলেন। *

মলহর রাওএর সৌভাগ্যের ভিত্তি এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিরূপে বালক মলহররাও মেষপালকের কার্য্য হইতে একটী বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইলেন, তাহা আদ্যোপান্ত বিবৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও তাহা আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ের পক্ষে অতি দীর্ঘ হইবে। কখনও বীর্য্য,

* দাক্ষিণাত্যের অনেক জাতির, এমন কি কোন কোন ব্রাহ্মণ সমাজেও, এরূপ বসম্পর্কীয় বিবাহ প্রচলিত আছে। অনেক স্থলে তাহা শ্রেষ্ঠ এবং অভাব পক্ষে অন্যরূপ বিবাহ নিকৃষ্ট শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হয়।

কখনও বুদ্ধিমত্তা, কখনও কপটতা, কখনও বা রাজনীতিচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া, তিনি আপনার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কৃত করিয়া লইলেন। তাঁহার সাহস ও বীরত্বের কথা শুনিয়া পেশোয়া বাজীরাও তাঁহাকে আপনার অধীনস্থ পাঁচ শত অশ্বসৈনিকের অধিনায়ক নিযুক্ত করিলেন। মলহররাও নূতন প্রভুর অধীনে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বিক্রমবলে নিজাম আলি নামে পেশোয়ার একজন মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত হইলেন এবং পর্টুগীজ দস্যু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত কঙ্কন দেশ শান্তিলাভ করিল। দিন দিনই মলহররাওয়ের ভাগ্যলক্ষ্মী অধিকতর প্রসন্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া, বাজীরাও, ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মদার উত্তর কূলস্থ দ্বাদশটী প্রদেশ তাঁহাকে জাইগীর স্বরূপ দান করিলেন এবং ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে আর সোত্তরটী প্রদেশ সেই সঙ্গে সংযোজিত করিয়া দিলেন। এই সময় মালব দেশ লইয়া মুসলমানদিগের সহিত মহারাষ্ট্রগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। মলহররাও সেই যুদ্ধে এরূপ বুদ্ধিমত্তা ও বিক্রম প্রদর্শন করিলেন, যে বাজীরাও তাঁহার গুণে একান্ত পরিতুষ্ট হইলেন। তিনি মলহর রাওকে মালব সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দিলেন এবং অবশেষে মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ হইলে, মলহর রাওয়ের সৈন্যগণের ভরণ পোষণার্থ তাঁহাকে ইন্দোর প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ দান করিলেন। ইন্দোর সেই অবধি হোল্‌কার বংশীয়গণের রাজধানী হইয়াছে।

যে বালক এক সময় গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে তপ্ত এবং বর্ষার জলে সিক্ত হইয়া পশুচারণ করিতেন, এইরূপে তিনি একটী বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইলেন। মালববিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, মলহর রাও মহারাষ্ট্রচক্রের নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন।

তখন মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নাবস্থা। দিল্লীশ্বরের আর সেই পূর্ব্ব গৌরব, পূর্ব্ব প্রতাপ ছিল না। মহারাষ্ট্রগণের হস্ত হইতে নিরাশ্রয় প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন, দিল্লীশ্বরের তখন আর সেরূপ সামর্থ্য ছিল না। সৌভাগ্যের দিনে মুসলমান সম্রাটগণ তাঁহাদিগের নিরীহ হিন্দু প্রজাগণের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রগণ এক্ষণে পূর্ণ মাত্রায় তাহার প্রতিশোধ লইতে লাগিলেন। কখনও কোন মস্‌জিদ চূর্ণ করিয়া, কখনও বা মুসলমান সাধুগণের সমাধির উপর অস্পৃশ্য জন্তুগণের মৃতদেহ নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহারা মামুদ, আলাউদ্দীন ও আরঙ্গজেবের ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতে লাগিলেন। মলহর রাও এই সকল অভিযানের নেতা স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ভারতভূমির তখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে হিন্দুজাতির মধ্যে কেহ উদ্‌যোগী পুরুষ থাকিলে ভারত লক্ষ্মী তাঁহারই অঙ্কশায়িনী হইবেন। সেই জন্য দাক্ষিণাত্যের ন্যায় আর্য্যাবর্ত্তেও হিন্দুজাতির, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্র জাতির, প্রাধান্য সংস্থাপনের জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যও কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইল। অযোধ্যা হইতে সিন্ধু নদের উপকূল এবং রাজপুতানার পর্ব্বতমালা হইতে কুমায়ুনের পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণে উপদ্রুত হইয়া পড়িল। যতদিন সম্ভব, মোগল সম্রাটগণ, মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদিগকে দমন করা আর তাঁহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নয়, তখন তাঁহারা আপনারা তাঁহাদিগের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। উৎকোচ ও রাজ্যাংশ প্রদানে বশীভূত করিয়া, তাঁহারা মহারাষ্ট্রদিগকেই তাঁহাদিগের অন্তঃশত্রুগণের দমনে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। দিল্লীশ্বরের এইরূপ আমন্ত্রণে মলহর রাও একবার রোহিলাগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া-

ছিলেন। বীরত্বের ন্যায় সমরকোশলও তখন মহারাষ্ট্র-সমাজে তুল্য সমাদৃত হইত। মলহর রাও রোহিলাগণের সহিত যুদ্ধে এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। আপনার সৈন্যদিগকে রোহিলাগণের অপেক্ষা সংখ্যায় ন্যূন দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে রাত্রিযোগে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। গভীর রাত্রিতে তিনি সসৈন্যে শত্রু-শিবিরের একাংশ আক্রমণ করিলেন এবং বহুসংখ্যক বৃষ ও মহিষের শৃঙ্গে আলোকবর্ত্তি বন্ধন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে শিবিরের অপরাংশে প্রেরণ করিলেন। শত্রুগণ অন্ধকারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল আলোকমালা এবং পশুপালদিগের চীৎকারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, তাহারা বিবেচনা করিল যে, দুইদিক হইতে দুইটী স্বতন্ত্র সৈন্যদল তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তখন তাহারা শ্রেণীভঙ্গ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মলহর রাও এইরূপে এক প্রকারে বিনাযুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। শত্রু-শিবির তাঁহার অধিকৃত হইল এবং দিল্লীশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে চান্দোর প্রদেশের রাজস্বের অধিকাংশের অধিকার প্রদান করিলেন। কিন্তু মলহর রাও কার্য্যতঃ স্বাধীন হইলেও, তখনও আপনাকে পেশোয়ার সেনাপতি মাত্র বিবেচনা করিতেন। সুতরাং প্রভুর অজ্ঞাতে ও অনভিমতে তিনি এইরূপ পুরস্কার গ্রহণ করিলেন না। চান্দোর প্রদেশের "দেশমুখ" এই উপাধি মাত্র গ্রহণ করিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন। হোলকার বংশে এই দেশমুখ-পদবী অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

মোগল সাম্রাজ্য এই সময় একদিকে যেমন অন্তর্ব্বিদ্রোহে হীনবল হইয়া আসিয়াছিল, বহিঃশত্রুগণের আক্রমণেও তেমনই অপরদিকে উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। ইতিহাস প্রসিদ্ধ আহম্মদ সা আব্দালী এই সময় আপনার দুর্দ্দান্ত আফগান সৈনিকগণের সহিত পঞ্জাব লুণ্ঠন

করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব বিধ্বস্ত করিয়া মহারাষ্ট্রগণই তখন প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন; সুতরাং এই অভিনব শত্রুর গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য মহারাষ্ট্রগণকেই প্রস্তুত হইতে হইল। সে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে আমাদিগের ইচ্ছা নাই। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। থানেশ্বর ক্ষেত্রের ন্যায় পাণিপথ ক্ষেত্রেও আর একবার ভারতের ভাগ্য পরীক্ষিত হইল এবং বিজয়লক্ষ্মী পূর্ব্বের ন্যায় এবারও মুসলমানের অঙ্কশায়িনী হইলেন। পাণিপথ যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ পরাজিত না হইলে হিন্দুস্থান আবার হিন্দুরই হইত, কিন্তু বিধাতার তাহা ইচ্ছা ছিল না। বিপুল পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়াও মহারাষ্ট্রগণ বিজয় লাভ করিতে পারিলেন না। হিন্দুর যে গৃহ-বিবাদ, ভারতে প্রথম মুসলমান রাজ্য সংস্থাপনের কারণ হইয়াছিল, এখানেও তাহা হিন্দুর সর্ব্বনাশের কারণ হইল। মহারাষ্ট্র সেনাপতি সদাশিব রাও ভাওয়ের দুর্জ্জয় আত্মাভিমান মহারাষ্ট্রগণের সর্ব্বনাশের কারণ হইল। মলহর রাও অন্যান্য মহারাষ্ট্র বীরগণের ন্যায় স্বদেশের ও স্বজাতির গৌরব রক্ষার জন্য সসৈন্যে পাণিপথ ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। গর্ব্বিত সদাশিব তাঁহার সহিত উপযুক্ত ব্যবহার করিতেন না. বরং মলহর রাও তাঁহাদিগের বংশের ভৃত্য বলিয়া অনেক সময় তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন। একবার মলহর রাও তাঁহাকে কোন পরামর্শ দান করিলে, তিনি সভাস্থলেই সকলের সমক্ষে তাঁহাকে বলিলেন, "আমি ছাগপালের পরামর্শ শুনিতে চাহি না।" বলা বাহুল্য যে মলহর রাও সর্ব্বজন সমক্ষে এইরূপ অপমানিত হইয়া দারুণ বেদনা প্রাপ্ত হইলেন। যে উৎসাহের এবং স্ফূর্ত্তির সহিত তিনি রণক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা অন্তর্হিত হইল। মহারাষ্ট্র জাতির দক্ষিণ বাহু এইরূপে

স্বেচ্ছাপ্রদত্ত আঘাতে বলহীন হইয়া পড়িল। যুদ্ধে মহারাষ্ট্র সৈন্য সম্পূর্ণরূপ বিনষ্ট হইল। মহারাষ্ট্র দেশে এমন পরিবার অতি অল্পই ছিল, যাহার একজন না একজন এই যুদ্ধে হত বা আহত না হইয়াছিলেন। একমাত্র মলহর রাওই কেবল আপনার সৈন্য সামন্তগণের সহিত সাবধানে আত্মরক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। মহারাষ্ট্র চক্রের অন্যান্য সকলেই হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং মলহর রাওই এক্ষণে স্বজাতীয়গণের নেতা স্বরূপ হইলেন। বহুদিন রাজত্ব ভোগের পর পূর্ণ বয়সে এবং পূর্ণ গৌরবে তাঁহার মৃত্যু হইল। দোষ গুণ সমস্ত লইয়া বিবেচনা করিলে তাঁহার ন্যায় পুরুষ মহারাষ্ট্র জাতির মধ্যে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রক্তপাত এবং যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে যাঁহাদিগকে নিজের পথ পরিষ্কৃত করিতে হয়, তাঁহাদিগের চরিত্রে গুণের ন্যায় দোষ ভাগও যথেষ্ট থাকে; মলহর রাওয়েরও ছিল। শিবাজী যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই তখন মহারাষ্ট্রীয়গণের আদর্শ স্বরূপ ছিল। স্বদেশবাৎসল্য ও স্বধর্ম্মানুরাগ, শৌর্য্য, ভোগসুখ-বিতৃষ্ণা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, প্রভৃতি গুণের সঙ্গে, কতকটা স্বার্থপরতা প্রভৃতি দোষও মহারাষ্ট্রীয় বীরগণের প্রকৃতিতে লক্ষিত হইত। শত্রুর উপর বিজয় লাভ করিবার জন্য সদসৎ যে কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পারা যায়, এইরূপ সংস্কার তাঁহাদিগের অস্থিমজ্জার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং মলহর রাওএর অনেক কার্য্য ন্যায়বিগর্হিত হইত। কিন্তু তাঁহার এই একটী প্রধান গুণ ছিল যে তিনি অকারণ কাহারও উপর নিষ্ঠুরতা করিতেন না। পরাজিত শত্রুকে সদ্ব্যবহার দ্বারা অনেক সময় বশীভূত করিয়া ফেলিতেন। পশুপালের অবস্থা হইতে যে তিনি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হন্ নাই। কিন্তু তাঁহার দানশীলতা তাঁহার চরিত্রের

সর্ব্বপ্রধান গুণ। আত্মীয় স্বজন সমগ্র মহারাষ্ট্র জাতির প্রতি তাঁহার হৃদয়ের করুণা নিরন্তর প্রবাহিত হইত। তাঁহার পুত্রবধূ রাণী অহল্যা, তাঁহার সম্পত্তির ন্যায় তাঁহার এই গুণেরও প্রধান অধিকারিণী হইয়াছিলেন। রাণী অহল্যা যে বংশের বধূ এবং তিনি যে সমাজে, যে অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত হইয়াছে; এইবার আমরা তাঁহার জীবনচরিত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু; বৈদ্যনাথ দেওঘর।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সম্প্রতি কলিকাতার টাউনহলে সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা উদ্দেশ্যে এক সুবৃহৎ সভা হয়। সভাতে সাহেব, বাঙ্গালী, পার্সি, মুসলমান, সর্ব্ব শ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। গণ্যমান্য লোকের মধ্যে কেবল কলিকাতার জমীদার শ্রেণীর কোনও রাজা মহারাজা উপস্থিত ছিলেন না। সভায় সহরের স্কুল, কলেজ ও ভদ্র পল্লীর নিকট হইতে বেশ্যাগৃহ উঠাইয়া দিবার উপায় অবলম্বন, কলিকাতার যে সকল সাহেব ইউরোপ হইতে নানা প্রলোভন দেখাইয়া অসহায়া নারীগণকে আনিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করে, ও তাহাদের পাপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করে, সেই দুরাত্মা সাহেবদিগকে ভারতবর্ষ হইতে আইন দ্বারা তাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করা, এবং মফঃস্বলের নানা স্থান হইতে নানা কৌশলে অল্পবয়স্কা বালিকা আনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগকে যে পাপকার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহা নিবারণ, প্রধানতঃ এই তিনটি বিষয়ে বক্তৃতা এবং তদনন্তর তত্ত-

দ্বিষয়ক প্রস্তাব ধার্য্য হয়। সভাস্থলে ইংলণ্ড হইতে আগত অহিফেন কমিশনের সভ্য, পার্লেমেণ্টের মেম্বর উইলসন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিলাতে সামাজিক পাপ দমন কার্য্যের একজন প্রধান সহায় এবং কার্য্যকারক। তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতায় এমন কয়েকটি কথা বলিলেন, যাহা ভারতবর্ষে প্রায় শুনা যায় না। তিনি বলিলেন, "ব্যভিচার-পাপে দুইটি পক্ষ আছে। পুরুষ এক পক্ষ, নারী আর এক পক্ষ। নারীকে লোকে পতিতা বলে, গঞ্জনা দেয়। কিন্তু ব্যভিচারী পুরুষকে কেন "পতিত" পুরুষ বলা হয় না? যতদিন সামাজিক নিয়ম স্ত্রী ও পুরুষ ব্যভিচারীকে সমানভাবে দোষী না করিবে, ততদিন ব্যভিচারের দমন হইবে না। আমাদের দেশে (বিলাতে) উচ্চপদস্থ অনেক লোক আছে, যাহাদের চরিত্র অতি জঘন্য। আপনাদের দেশে তদ্রূপ লোক আছে কি না জানি না।" আমরা জানি আমাদের দেশে দুর্ভাগ্য বশতঃ এরূপ জঘন্যচরিত্র উচ্চপদস্থ লোকের অভাব নাই। আমাদের দেশের লোকে এখনও সচ্চরিত্রতার মূল্য বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহারা জঘন্য চরিত্র যে কিরূপ নিন্দার্হ, তাহাও বুঝেন না। এখনও এক বৎসর হয় নাই, ছোট লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নিয়োগ হইয়াছে। তৎসময়ে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদপ্রার্থিগণের বিদ্যাবত্তা, বাগ্মিতা, প্রভৃতির কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু কই চারিত্রের কথা ত উঠে নাই। কেহ মাতাল কিম্বা ব্যভিচারী হইলে কেহই তাহাকে ভোট দিবেন না, এ কথা, আমরা যতদূর জানি, বঙ্গদেশের মধ্যে কেবল এক ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার (Indian Messenger) ব্যতীত আর কোন সংবাদপত্রই বলেন নাই।

আফিং অনিষ্টকারী কি না, এবং ঔষধ ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ইহার ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করা উচিত কি না, ইহা স্থির করিবার জন্য বিলাত হইতে এক কমিশন নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা এখানে নানা শ্রেণীর লোকের সাক্ষ্য লইতেছেন। একটা অশ্রুতপূর্ব্ব কথা উঠিয়াছে যে ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জেলায় ঔষধার্থে আফিংএর ব্যবহার খুবই প্রচলিত। এমন চমৎকার আবিষ্ক্রিয়াটা কিন্তু কেন যে এত দিন লুক্কায়িত ছিল, জানি না। আর একটা কথা উঠিয়াছে, আমাদের দেশের জেলিয়া, নৌকার মাঝি, কৃষক, মজুর, প্রভৃতি লোকেরা নাকি খুব আফিং খায়, নতুবা তাহারা কাজই করিতে পারে না। আমরা ত জানি আফিংখোর ও গুলিখোরেরা জলকে বাঘের মত ভয় করে। আফিং খাইয়া জেলিয়ারা কিরূপে মাছ ধরে, জানি না। মাঝি, কৃষক ও মজুরেরা যে আফিং খায়, এ তত্ত্বটাও হঠাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আফিং বা গুলি খাইলে লোকে অকর্ম্মণ্য হয়, আমরা ত ইহাই জানি। কলিকাতার অনেক জমীদার আফিংএর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহারা মফঃস্বলের গরিব লোকদের আফিং খাওয়া বা না খাওয়ার খবরটা কোথা হইতে জানিলেন? তাঁহারা স্বর্গধামবাসী। মর্ত্ত্যলোকের খবর কিরূপে জানিলেন? কতকগুলি সাহেবও আফিং ম্যালেরিয়া-নিবারক, এবং ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জেলাসমূহে খুব ব্যবহৃত হয়, বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহাদের ত কেবলমাত্র অধীনস্থ আমলাবর্গের সহিত আফিসে এবং বাবুর্চ্চি, খানসামা প্রভৃতির সহিত নিজ কুঠিতে দেখা সাক্ষাৎ। ৩০ বৎসর আর ৪০ বৎসর, যিনি যতদিনই ভারতবর্ষে থাকুন, আমাদের ঘরের খবর তাঁহারা যে কতদূর জানেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, যেমন আফিংএর পক্ষে অনেকে সাক্ষী দিতেছেন, তেমনি আফিংএর বিপক্ষেও, যাঁহারা পারেন, তাঁহাদের সাক্ষ্য দেওয়া উচিত।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

২৯ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ২৫ জন স্থায়ী আতুর ও নানা প্রকার রোগী সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ জন স্থায়ী আতুর সেবালয়ে আছে। রোগী ও আতুরগণের বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।ঃ—

১। দামো, ২। কুসুম, ৩। কেদার, ৪। রাজেন্দ্র, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। আদুরী, ৭। ব্রহ্ম, ৮। শশী, ৯। রামজী, ১০। দেবী সুরা, ১১। সুন্দরী, ১২। রাজনারায়ণ, ১৩। বসন্ত। ইহারা সকলেই এখন বেশ ভাল আছে। যাহার যে সকল অসুখ হইয়াছিল, তাহা সমস্ত আরোগ্য হইয়াছে।

১৪। কামিনী—এটি আমাদের পুরাতন স্থায়ী আতুর ছিল। আমাদের রাস্তার ধারে ঘর, সুতরাং জানালায় মুখ বাড়াইয়া থাকিত। পথে কোনও ভদ্রলোককে দেখিলে কাতরে পয়সা ভিক্ষা করিত। ভদ্রলোকগণ দয়াপরবশ হইয়া দু এক পয়সা দিয়া যাইতেন। সেই পয়সা দিয়া ফেরিওয়ালার নিকট হইতে খাবার কিনিত। ঐ ঘরে যে থাকিত, তাহাকেও দিত। সুতরাং আমরা জানিতে পারিতাম না। অবশেষে ধরা পড়িল। আমরা কিছু না বলিয়া তাহাকে দোতালায় স্থান দিবার বন্দোবস্ত করিলাম। তাই কামিনী রাগ করিয়া চলিয়া গেল। এখন না জানি, রাস্তায় রাস্তায় সে কত কষ্ট পাইতেছে। ইহার জন্য দায়ী কে? আমরা বলি যাঁহারা অবিচারিত ভাবে দান করেন, তাঁহারাই ইহাদের কষ্টের জন্য দায়ী।

১৫। বাবুরাম—জালালপুরে একদিন সিঁড়ির উপর হইতে পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া যায়। তথা হইতে সে জন্য চলিয়া আসিয়াছে। অনেক কষ্ট পাইয়া এখন একটু ভাল আছে

১৬। অন্নদা—অনেকটা আরোগ্য হইয়াছিল। অবশেষে বাবু মনোরঞ্জন গুহ তাহাকে নিজালয়ে চাকর করিয়া রাখিয়াছেন। সেখানে সে ভাল ভাবেই আছে।

১৭। গঙ্গাচরণ দে—নিবাস বরিশাল জেলায়। বাবু পূর্ণচন্দ্র মৌলিক তাহাকে দাসাশ্রমে দিয়া যান। রোগ পক্ষাঘাত। স্থায়ী ভাবেই থাকিবে বলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু লোকটি বড় অসৎ প্রকৃতির। স্ত্রীলোকদের বড় বিরক্ত করিত।

দুই প্রহরে কোথায় চলিয়া যাইত,—সম্ভবতঃ ভিক্ষা করিত। কিছুতেই কথা না শুনায় অবশেষে বিদায় করিয়া দিতে বাধ্য হওয়া গিয়াছে।

১৮। বিপিনচন্দ্র দে—রোগ রক্তামাশায়। তিন চারি দিবসের মধ্যে উত্তমরূপ আরোগ্য লাভ করিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।

১৯। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বয়স আন্দাজ ৮।৯ বৎসর। রোগ ম্যালেরিয়া। ছেলেটি মেডিকেল কলেজে ছিল। সেখানে আর না রাখাতে একজন ছাত্র দাসাশ্রমে রাখিয়া যান। এখানে এখন এক প্রকার ভাল আছে।

২০। হরেন্দ্র—একদিন সন্ধ্যাকালে একজন ভদ্রলোক সংবাদ দিলেন, একজন রোগী রাস্তায় অসহায় অবস্থায় পড়িয়া আছে। আমাদের একজন কার্য্যকারক তৎক্ষণাৎ তথায় গিয়া হরেন্দ্রকে অতি শোচনীয় অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। গাড়ী করিয়া তাহাকে আনা হইল। শঙ্কটাপন্ন রোগ দেখিয়া আমরা ভীত হইয়া কয়েক দিন পরে তাহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিলাম।

২১। গোকুল।—পক্ষাঘাত অথবা অন্য কোনও সাংঘাতিক রোগের সূত্রপাত দেখিয়া ও এখানে চিকিৎসায় বিশেষ ফল লাভ হইতেছে না দেখিয়া কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালে প্রেরণ করা গেল।

২২। ধর্ম্মদাস হালদার—বাঁশবেড়িয়ায় দোকান করিতেন। ম্যালেরিয়াতে ভুগিতেছেন দেখিয়া বাবু আশুতোষ ঘোষ তাঁহাকে এখানে প্রেরণ করেন। কয়েক দিবসের মধ্যেই বেশ সুস্থ হইতেছিলেন, কিন্তু দোকানের ক্ষতি হয় বলিয়া শীঘ্র চলিয়া গেলেন।

২৩। শিবু—নিবাস পাবনা। একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে চাকুরী করিত। অসুস্থ হইয়া পড়াতে তাহারা হতভাগিনীকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। এমন কি এই অসময়ে তাহার প্রাপ্য টাকাগুলি পর্য্যন্ত ফাঁকি দিয়াছে। একজন সহৃদয় ভদ্রলোক তাহাকে সঙ্গে করিয়া সেবালয়ে দিয়া যান। শিবুর বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইবে। লোকটি বড় ভাল মানুষ। স্থায়ী ভাবেই দাসাশ্রমে থাকিল।

২৪। গোপাল—বেথুন ইস্কুলের চাপরাসি। বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রেরণ করেন। রোগ বাত। লোকটি দু এক দিন থাকিয়া চলিয়া গেল। অসুবিধার কথা কিছুই জানায় নাই।

২৫। খাঁদু সর্দ্দার—বয়স প্রায় ১৩ বৎসর। রোগ প্লীহা, যকৃৎ ও শোথ। অবস্থা

বড় শোচনীয় দেখিয়া বাবু মনোরঞ্জন গুহ উহাকে সেবালয়ে আনয়ন করেন। রোগীর অবস্থা খারাপ দেখিয়া আমরা মেডিকেল কলেজে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম, এমন সময়ে তাহার আত্মীয়গণ আসিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির মাসিক কার্য্যবিবরণ।

জালালপুর। অজীর্ণ ১, প্লীহা যকৃৎ ৪, জ্বর ১, উদরাময় ১, পিত্তাধিক্য ১, স্নায়ু দুর্ব্বলতা ১, মোট ৯, পুরুষ ৫, স্ত্রী ৪। আরোগ্য ৬, ত্যাগ ২, চিকিৎসাধীন ১।

সূর্পানগর। জ্বর ৩, অন্যান্য ৪। মোট ৭, পুরুষ ৭, আরোগ্য ৩, ত্যাগ ২, চিকিৎসাধীন ২।

নওগাঁ। ওলাউঠা ৮, জ্বর ১০, অতিসার ১, আমাশয় ৩, আমরক্ত ২, কৃমি ৪, ডিপ্‌থিরিয়া ১, বাত ১, অন্যান্য ১। মোট ৩১, পুরুষ ২৫, স্ত্রী ৬। আরোগ্য ১৮, ত্যাগ ২, মৃত ৫, চিকিৎসাধীন ৬।

নলধা। জ্বর ৩২, আমাশয় ১০, ওলাউঠা ৩, উদরাময় ৮, অজীর্ণ ১৪, কোষ্ঠবদ্ধ ৪, চক্ষু প্রদাহ ২, কৃমি ২, কাশি ৩, প্লীহা যকৃৎ ৩, অন্যান্য ১, স্ত্রীরোগ ৩, মস্তক রোগ ৩, ক্ষত ১, ব্রণ ২, শোথ ১, গলাক্ষত ১, শূল ১, অর্শ ১, মোট ৯৫, পুরুষ ৬০, স্ত্রী ৩৫। আরোগ্য ৫৯, ত্যাগ ৬, চিকিৎসাধীন ১০, ফল অজানিত ২০।

কোঁড়ামারা। জ্বর ৪০, আমাশয় ১৬, ছুলী ৫, সর্দ্দি ৬, সুতিকাজ্বর ৯, চক্ষুরোগ ১০, রক্তভেদ ৪, ওলাউঠা ৫, কাশি ১১, কৃমি ৯, অন্যান্য ২। মোট ১১৭, পুরুষ ৮৬, স্ত্রী ৩১, আরোগ্য ১০৫, চিকিৎসাধীন ৯, ত্যাগ ৩।

চেরাপুঞ্জী। জ্বর ১৫, কাশি ১১, অজীর্ণ ১৪, স্ত্রীরোগ ৩, রক্তদোষ ১, কৃমি ৬, শোথ ১, পাঁচড়া ২, উদরাময় ৬, শিরঃপীড়া ৪, অন্যান্য ৩, হাঁপানি ২, স্নায়ু দুর্ব্বলতা ৫, দন্তোদ্গম ১, কোষ্ঠবদ্ধ ১, আমাশয় ২, হৃৎকম্প ১, মুখরোগ ১, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ১, বাত ২, আঘাত ১। মোট ৮৩, পুরুষ ৪৭, স্ত্রী ৩৬।

দানপ্রাপ্তি।

অর্থ। ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিং ।/৫, টুপি বিক্রয় ৲১০ তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী ৫, পুস্তক বিক্রয় ৸১৫, অন্নদাময়ী দেবী কার্ত্তিক মাসের চাঁদা ১৲, গোপালচন্দ্র গুপ্ত ।০, রাধাশ্যাম গুহ ৵০, অনাথ নাথ দেব ২৲, নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ।০, বরদাকান্ত ঘোষ ২৲,

হরিমোহন বসু ।০, গোকুলচন্দ্র ঘোষ ।০, বঙ্কুবিহারী বসু ।০, জগৎচন্দ্র সেন ৵০, নং ২৭ শিবনারায়ণ দাসের গলি মেস্ ১৲, a friend ॥০, ভূপেন্দ্র নাথ নাগ ॥১০, একজন ভদ্রলোক ১৲, বিপিনচন্দ্র সরকার ।০, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ৭, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ২৲, চন্দ্রকুমারী সেনগুপ্তা মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারা সংগৃহীত ১৲, সুখদা সুন্দরী গুপ্তা ঐ ১৷৵১০, ষোড়শীবালা দাস গুপ্তা ১৲, জনৈক মহিলা ৸০, জনৈক মহিলা পূজার দান ।০, প্রসন্ন কমল সিংহ ঐ ।১০, জনৈক মহিলা ।০, হেমচন্দ্র সুর ।০, নন্দলাল মুখোপাধ্যায় ॥০, একজন ডাক্তার বাবু ১৲, জনৈক ভদ্রমহিলা নবেম্বর মাসের চাঁদা ১৲, সত্যপ্রিয় দেব পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, সত্যপ্রিয় দেবের মাতা স্বামীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৪৲, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় তিনকড়ি রক্ষিতের দাহ খরচ ৯৲, রোগীর নিকট প্রাপ্ত ১৲, রমাসুন্দরী ঘোষ ১৲, ক্ষীরোদ সুন্দরী মিত্র ১৲, মোক্ষদা সুন্দরী মিত্র ১৲ মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় কার্ত্তিক মাসের চাঁদা ১৲, কালীচরণ সোম ১৲, a well-wisher ।০, হরকিশোর শর্ম্মা বিবাহ উপলক্ষে ১৲, শ্রীগোবিন্দ রায় মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, থাকমণি ঘোষ ১৲, ভাগলপুরস্থ ভদ্র মহিলা ১৲, ২৭ নং মুসলমান পাড়া লেন মেস্ ৵০, কোনও ভদ্রলোক ।০, a friend ১৲, পুস্তক বিক্রয় ৵১০, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।০, কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন ১৲, খুচরা ও বাক্সের দান ।৶১৫, A. G. C. ৵০, ৯৮ নং আপার সার্কুলার রোড মেস্ /০, ১০৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট মেস্ ।০ ননিভূষণ বসু ৵০ একজন বন্ধু ।০, রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র ৫৲, রাজা কৈলাসচন্দ্র গজেন্দ্র মহাপাত্র ৪৲, ক্ষেত্রমোহন দিন্তা ২৲, রাধাকৃষ্ণ মাইতি ১২৯৯ ফাল্গুন হইতে ১৩০০ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত মাসিক চাঁদা ৯৲, বিধুমুখী সরকার শ্রাদ্ধের দান ২৲, বসন্তকুমারী মাইতি ২৲, অভয়চরণ মাইতি ১৲, প্রিয়নাথ বসু ১৲, নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ২৲, ২৪ নং পটল ডাঙ্গা মেস্ ১৲, বিপিনচন্দ্র রায় ॥৶১০, দিননাথ দে ১৲, গোবিন্দচন্দ্র নাথ ।০, নবীনচন্দ্র মিত্র ১৲, a sympathiser ৵০, জানকী নাথ চট্টোপাধ্যায় উদ্দেশ্য সাধনার্থ ১৲, এক-জন বৃদ্ধা ॥০ অন্নদাময়ী দেবী রোগীদের আহারের জন্য ১৲, অন্নদাময়ী দেবী রোগীদের কম্বলের জন্য ৪৲, মোক্ষদা দাসী ২৲, রামদুর্ল্লভ মজুমদার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ২৲, বিপিনচন্দ্র দে ১৲, নকুড়চন্দ্র নন্দী ।০, well wisher a. h. ১৲, তারক নাথ মিত্র ॥০, উমেশচন্দ্র নাগ ১৲, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রোগীর গাড়ীর জন্য সংগৃহীত ।৵০, চুড়ি বিক্রয় ১॥০, পুস্তক বিক্রয় ৵০, দুর্গেশ নন্দিনী চৌধুরাণী ৩৲, বিপিনবিহারী রায় ১৬৲, তারকগোপাল ঘোষ /০, বিপিনবিহারী সাসমাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১॥০ ক্ষেত্র-

মোহন মাইতি এপ্রেল মাস পর্য্যন্ত চাঁদা ১৷৷০, বিশ্বম্ভর দিন্তা ১ বৎসরের চাঁদা ১২৲, তারাচাঁদ পাল ১৮৯৩ সালের চাঁদা ৩৲, বিশ্বম্ভর সাসমাল ৩৲, রাজেন্দ্র নাথ মাইতি।০, গদাধর দাস ১৲, কাঁথী মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ২।/১০, গোলক মোহন করণ বার্ষিক চাঁদা ২৲, রাণী সত্যভামা ১৲, অম্বিকাচরণ দাস ১৲, সুরেন্দ্রনাথ সাসমাল বার্ষিক চাঁদা ৬৲, রাধামোহন মহাপাত্র ১৲, কাশিনাথ সাসমাল ও শ্রীমতী চিন্তামণী দাসী বার্ষিক চাঁদা ২৫৲ টাকার মধ্যে প্রাপ্ত ১৫৲, দাসীর সাহায্য ৫০৲, দাসীর নিকট গত মাসের প্রাপ্ত ২১।০।

চাউল। খুচরা সংগ্রহ ।২।

বস্ত্রাদি। সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গদি ১; তক্তাপোষ ১; মানসকুমার রায় বর্দ্ধমান কোট ২, পিরাণ ১; সরলা সেন, সেমিজ ১, জ্যাকেট ১, রূপার চুড়ী ৪ গাছা (১৷৷০) ভূপতি নাথ বসু কুইনাইন ১ শিশি, কুমুদ নাথ সেন সাঁকরাইল দেশলাই ১, পিরাণ ১, রুমাল ১, শিশি ১, কাপড় ১, মোজা ২, ১০ নং শ্যামাচরণ দের ষ্ট্রীট নূতন সাদাধুতি ১ জোড়া, গঞ্জি ২, মিঃ রাধাকান্ত দত্ত, পেটি কোট ১, ওয়েষ্ট কোট ১, জ্যাকেট ৩, প্যান্টুলেন ৩, পিরাণ ৪, কোট ১, ফ্রক ১, মোজা ৫; প্রবোধচন্দ্র বসু ধুতি ৫; জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্ত, নসীপুর, নূতন গরম জামা ৩; মিসেস্ উপেন্দ্রনাথ মিত্র, নূতন কম্বল ১০ খানা।

দাসাশ্রমের আয় ব্যয়।

আয়।

দানপ্রাপ্তি ও অন্যান্য বাবৎ জমা ২৪৯ ৸৫ পূর্ব্ব মাসের হস্তেস্থিত ৪৲। মোট ২৫৩৸৫

ব্যয়।

আহারাদির খরচ ৮০৵১০; বাটীভাড়া ৭০৲, দাতব্য চিকিৎসালয়ের ঔষধ ১০৲, কার্য্যকারক ১৮৸৵০, চাকর ৪৲, ডাকখরচ ৷৷০, আদায়কারীর খরচ ১৯৲, রোগীর দাহ খরচ ১২৲, রোগীর গাড়ী ভাড়া ২।/০, মেথর ২/০, রাঁধুনী ১০/১০, দুগ্ধ ৩৸১০, কর্জ্জ শোধ ১৸৫। মোট খরচ ২৩৪৷৷৵১০।

মোট জমা ২৫৩৸৫, মোট খরচ ২৩৪৷৷৵১০, হস্তেস্থিত ১৯৵১৫।

বিশেষ অভাব।

ঘড় ঘটী ২টী ও বাটী ৪টী।—৩ খান কাপড় হইলে কম্বলগুলির ওয়াড় দেওয়া যাইতে পারে।

সমালোচনা।

জ্ঞান-মুকুল। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত" প্রণেতা এবং দেওঘর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, হ্যারিসন রোড, এস্, সি, বোস্ কোম্পানীর বুকডিপো হইতে বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। ইহা এক খানি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক। ইহাতে পদ্য ও গদ্য উভয়ই আছে। তদ্ভিন্ন ইহাতে ২৪ খানি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে। চিত্রগুলি পাঠসমূহ বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। তদ্ব্যতীত সেগুলি যে পুস্তকখানিকে শিশুদিগের চিত্তাকর্ষক করিবে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। গদ্য পাঠগুলি বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত, জ্ঞানগর্ভ, এবং মনোরম। কবিতাগুলি কেবল চরণের শেষ অক্ষরের মিল নহে; এগুলিতে প্রকৃত কবিত্ব আছে। পুস্তক খানির ছাপা অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা যত বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক দেখিয়াছি, তাহার কোন খানিতেই ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র নাই। এইরূপ পুস্তক দেখিলে বাস্তবিকই আমাদের আবার শিশু হইতে ইচ্ছা হয়। আমরা আশা করি এই পুস্তকের সমুচিত আদর হইবে।

মাতৃভক্তি ও মাতৃপূজা। শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে মাতৃভক্তি ব্যঞ্জক একটি পরিষ্কার ছবি আছে। গ্রন্থকার

ইহাতে মানব মাতৃভক্তি হইতে কিরূপে ঈশ্বর ভক্তিতে উপনীত হইতে পারে, তাহাই হিন্দু ও খৃষ্টীয় শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধার করিয়া, এবং নিজ চিন্তাসম্ভূত যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখা মন্দ হয় নাই।

বাল্যসুহৃদ্। "পুরুষকার" প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীউমাপদ রায় প্রণীত। ২৫নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ হইতে বি, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা। ইহা একখানি সচিত্র বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক। গ্রন্থকার ইহাতে অনেক উপদেশপ্রদ এবং মনোরম নূতন বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষা বিশুদ্ধ এবং সহজবোধ্য হইয়াছে। ছবিগুলি অতি উৎকৃষ্ট। ইহা ডিরেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে; সুতরাং কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজী সকল স্কুলেই অবাধে ব্যবহৃত হইতে পারে। আমরা বালক বালিকাগণের জন্য এইরূপ পুস্তকের পক্ষপাতী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"দাসী"র কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দাস শীঘ্রই পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসাম অঞ্চলে "দাসী"র গ্রাহক এবং দাসাশ্রমের জন্য দান সংগ্রহ করিতে যাইবেন। সকলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যথাসাধ্য তাঁহার সহায়তা করিবেন।

January 1894

দাসী

দুইটি কবিতা।

'যে দেশে জনম্ যে দেশে বাস', সে দেশের দুর্দ্দশা দেখিলে, অথবা নিজের দারিদ্র্যে বা পরাধীনতায়, কে না ব্যথিত হয়? দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যাহাতে সুদিন আসে, তাহার জন্য কে না ব্যগ্র, কে না উৎসুক? দুঃখে কান্না স্বাভাবিক; কিন্তু যিনি কেবল কাঁদিয়া প্রলাপ বকেন, তিনি জ্ঞানী নহেন, স্থিরচেতা নহেন, বীরপুরুষ নহেন। কিন্তু যিনি দুঃখের অশ্রু পুঁছিতে পুঁছিতে, দুঃখ বিনোদনের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন, সংকল্প স্থির করিয়া আপনার কার্য্য উদ্ধারের জন্য প্রয়াসী হয়েন, এবং অন্য দশ জনকে পথ দেখাইয়া দিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী এবং বীর। কণ্ঠে যদি সুস্বর থাকে, কথার যদি বাঁধুনি থাকে, তবে অনেক সময়ে কাঁদিয়া এবং প্রলাপ বকিয়া জ্ঞানী অপেক্ষা অধিক সম্মান লাভ করা যায়। দশজনে বিপদ্‌গ্রস্ত; সকলেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি একটু কাঁদিয়া লইব; সে সময়ে যদি জ্ঞানী বলেন, কাঁদিয়া কাজ নাই—সকলে মিলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট উপায়ে উদ্ধারের পথ দেখি, তখন অদূরদর্শী লোকেরা (যাহাদের সংখ্যাই সংসারে অধিক), তাঁহার কথায় বিশেষ কর্ণপাত করিবে কি না সন্দেহ। কারণ, জ্ঞানী যে উপায় অবলম্বন করিতে বলেন, তাহার ফলবত্তায়, তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মে না; তাহার উপর আবার, চঞ্চল হৃদয়ের পক্ষে, কাঁদিবার প্রবৃত্তি টুকু রোধ করা, বড় সহজ কথা নয়। বরং তখন যদি কেহ করুণস্বরে কাঁদিয়া উঠে, ভগবানকে

হাজার বার গালি পাড়ে, অমনি আর দশজন তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাহাকে আরও দশগুণ অধিক আকুল করিয়া, আপনারাও চীৎকার করে, এবং প্রাণ খুলিয়া ভগবানকে দুকথা শুনাইয়া দেয়। বিপদে যখন বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে, তখন দূরদর্শীর পরামর্শ অপেক্ষা, হট-কারীর দুঃসাহসিক এবং অনিষ্টকর প্রস্তাব পর্য্যন্ত, আপাতদৃষ্টিতে ভাল মনে হয় বলিয়া, বড় চিত্ত আকর্ষণ করে।

ভারতবর্ষের বড় গৌরবের দিনে, যে সকল জাতি পরের পদলেহন করিত, আজি কালের চক্রে, "তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান"; এবং দুঃখের উপর এই দুঃখ বিশেষ অসহনীয় যে, "ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়"।

পরাধীনতার ফলে, এবং আরও দশটা কারণে, ভারতবর্ষের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। কিন্তু কি উপায়ে এখন উদ্ধার লাভ করা যায়, এই বিষয়ে দুই জন কবির দুইটি কবিতা আছে। একজন বলেন :—

"দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবেনা হবেনা, খোল তরবার।" ইত্যাদি।

কবিগণ দূরদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞ বা Seer বলিয়া সমাজে আদৃত হয়েন। কিন্তু উদ্ধৃত বচনে, দূরদর্শিতার বা প্রগাঢ় জ্ঞানের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যিনি ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, জাতির উন্নতি অবনতির নিয়ম স্পষ্ট বুঝিয়াছেন, তিনি এ কথাটা প্রলাপ বলিয়া মনে করিবেন। তরবার খুলিয়া এদেশ উদ্ধার করা অপেক্ষা, ছাতু ফেলিয়া সুয়েজ প্রণালী বন্ধ করা, এবং ইংরাজদিগকে বঁটাইয়া দিবার প্রস্তাব, অধিক যুক্তিযুক্ত।

পরাধীনতা দূর করিবার পূর্ব্বে, কি কারণে এদেশের ভাগ্যে পরাধীনতা ঘটিল, তাহা বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমি এখানে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না; তবে অন্য যে কবি, আপনার কবিতায়

ইহার আভাষ দিয়াছেন, তাঁহার কথা এস্থানে উল্লেখ করিব। যাঁহারা নিরন্তর দেশ উদ্ধার করিবার জন্য চীৎকার করেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শেষোক্ত কবি বলিতেছেন :—

"ইন্দ্রিয়ের দাস, যেবা বার মাস,
দেশের উদ্ধার তার কর্ম্ম নয়।"

এই কবি বলেন যে, দেশীয় লোকের চরিত্রহীনতা এবং ধর্ম্ম-হীনতাই, দেশের অধঃপতনের প্রধান কারণ। একজন কবি, 'দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার হবেনা' বলিয়া, দম্ভ করিয়া তরবার খুলিতে আদেশ করিতেছেন; আর অন্য কবি বলিতেছেন :—

"চাইনা সভ্যতা চাষা হয়ে থাকি,
দেও ধর্ম্মধন প্রাণে পূরে রাখি।"

ইনি বলিতে চান যে, যদি দেশ উদ্ধার করিতে চাও, তবে ধর্ম্ম লইয়া মাতও। কথাটা হয় ত, একালের রাজনীতিবিশারদেরা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। পতিব্রতা বিধবা যেমন আপনার ব্রহ্মচর্য্য লইয়া থাকেন, সমগ্র জীবন কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করেন, তেমনি করিয়া—অথবা শিবরাত্রির নিশি জাগরণের মত, আশার সলিতা জ্বালিয়া—যিনি দেশের লোককে, দেশ উদ্ধার কল্পে, তপস্যা করিতে বলেন, তাঁহার কথাগুলি বোধ হয় বড়ই শুষ্ক, বড়ই উদ্দীপনাশূন্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। অমুক মাতাল, বা অন্য রকমে কুচরিত্র, কিন্তু সুবক্তা। দেশের লোকে ভাবে, চরিত্র ধুইয়া কি জল খাইব? যিনি সুবক্তা ও সুচতুর, তাঁহাকে দেশের মুখপাত্র করিয়া দাঁড় করাইয়া দেও; কাজ—মাহেশের রথের মত গড় গড়াইয়া চলিবে। সুচরিত্র না হইয়াও, কেবল সুচরিত্রতার ভাণ করিয়া যে জাতীয় উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে, এদেশে, অনেকে তাহার নূতন পরীক্ষা দেখাইবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। বিলাতের প্রসিদ্ধ কথা-

গ্রন্থ প্রণেতা ডিকেন্স, এই প্রকারের একটা পরীক্ষার কথা বলিয়াছেন। সে কথাটা এই :—একজন বুদ্ধিমান্, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার চেষ্টায় ছিলেন, যে বিনা আহারে ঘোড়া জীবন ধারণ করিতে পারে কি না। বোধ হয় সেই বুদ্ধিমান্, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে, যে দিন ঘোড়াটার আহার কমাইয়া কমাইয়া—একটা মাত্র তৃণে আনিয়া ঠেকাইয়া ছিলেন, ঘোড়াটা সেই দিন মরিয়া গেল। যদি এ দেশটাও দৈব দুর্ব্বিপাকে মারা না পড়ে, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, যে ধর্ম্ম ও সুনীতি বিসর্জ্জন দিয়া, কেবল মুখের জোরে এবং হাতিয়ারের জোরে এদেশে একটা স্বাধীন জাতি গঠিত হইয়া উঠিবে।

এদেশের ঋষিদিগের কথা ছাড়িয়া দি ; কারণ তাঁহাদের কথা ত একালের বিজ্ঞদিগের কাছে নিতান্তই অগ্রাহ্য। ঈশ্বরভক্ত যীশু হইতে অজ্ঞেয়তাবাদী মাথু আর্ণল্ড পর্য্যন্ত, যত অবিবেচকের কথা, আমাদের রাজনীতিবিশারদ বাঙ্গালীগণ, শীঘ্রই তাহা অপ্রমাণিত করিয়া দিবেন। প্রথমে ধর্ম্মরাজ্য অনুসন্ধান কর, তারপর সংসার করিও ; একথা কি এই ব্যবসা বাণিজ্যের দিনে স্বীকার করা যায়? "Nations and men! whoever is shipwrecked is shipwrecked on conduct!" ছিছি, আর্ণল্ড! তুমি ভাল করিয়া পরমেশ্বরও মান নাই, আর তুমি কিনা, পৃথিবীর লোককে এই অসার ভয় দেখাও? বাঙ্গালী কাপুরুষ নহে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী ; সুতরাং "ও ভয়ে কম্পিত নয় তাদের হৃদয়"। সাবাস্ বাঙ্গালী, তুমি ধর্ম্ম জুজুর ভয়ে ভীত হইও না ; দেব আরাধনা বাতুলতা মাত্র ; তুমি ভারত উদ্ধার সংকল্পে "খোল তরবার", অথবা তাহা হইতেও তীক্ষ্ণ "খোল গো বক্তৃতা"।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

তমিস্রা আফ্রিকা।

সুবিখ্যাত আফ্রিকা পর্য্যটকগণের মধ্যে হেন্‌রি ষ্ট্যান্‌লীর নাম কাহারও অবিদিত নহে। এই নির্ভীক পর্য্যটক ডাক্তার লিভিংষ্টোনকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করেন, পদব্রজে আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন, "কঙ্গো ফ্রীষ্টেট" নামক এক বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার এমিন্ পাশাকে মধ্য আফ্রিকা হইতে উদ্ধার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। এমিন্ পাশা মিশর রাজের অধীনে বিষুব রেখার উত্তরদিকস্থ প্রদেশ সমূহের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে খার্টুম নগর বিদ্রোহী মাধি সৈন্যের হস্তগত হয় ; সেই সময়ে বীরবর গর্ডন পাশাও শত্রুহস্তে বিনষ্ট হন। খার্টুম্ মাধি সৈন্যের করতলগত হইবার পর এমিন্ অধিকৃত প্রদেশ সমূহ মিশর গবর্ণমেণ্টের সংসৃষ্ট থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে একেবারে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এমিনের শাসনান্তর্গত প্রদেশ ও মিশরদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহ মাধি সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল ; সুতরাং এমিনের মিশর গবর্ণমেণ্ট হইতে কোনও সংবাদ, আদেশ বা সাহায্য পাইবার উপায় ছিল না। এমিনের অধীনে শত শত মিশরবাসী সৈন্য ও রাজকর্ম্মচারী ছিল। ইহাদিগের সাহায্যে ভীষণ মাধি সৈন্য ভেদ করিয়া, এমিনের মিশরদেশে প্রত্যাগমনেরও সামর্থ্য ছিল না। এমিন্ অধিকৃত প্রদেশের উত্তর ও পূর্ব্বদিকে বিদ্রোহী মাধি সৈন্য ; দক্ষিণে দুর্দ্দান্ত, রণপ্রিয়, নরখাদক অসভ্য ; পশ্চিমে অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত, ত্রাসোৎপাদক মধ্য-আফ্রিকা! সুতরাং সেই ভয়াবহ প্রদেশ হইতে এমিনের বহির্গমনের আর কোনই পথ ছিল না। তাঁহার অধঃস্থ বেতন ভোগী সৈনিক পুরুষেরা বেতনাভাবে

অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল; অনেকে স্বদেশে (মিশরে) প্রত্যাগত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইল এবং কেহ কেহ এমিনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহাচরণও করিতে লাগিল। মিশর দেশ হইতে এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া এমিন অতিশয় বিপন্ন হইলেন। মিশর গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত তিনি তদধীন প্রদেশ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সমর্থ হইলেন না; কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে মিশর গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন সংবাদও পাওয়া গেল না। তখন তিনি কোনও প্রকারে সভ্যজগতে নিজ দুরবস্থার কথা প্রেরণ করিলেন। মিশরে ও য়ূরোপে কালক্রমে এই কথা প্রচারিত হইল এবং অনতি-বিলম্বে তাঁহার সমুদ্ধারের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

ডাক্তার এমিন জর্ম্মণীর অধিবাসী ছিলেন। ইনি সুপণ্ডিত, সাহসিক ও শাসনকার্য্যপটু ছিলেন; এই নিমিত্ত মিশর গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইংলণ্ডদেশে ইহাঁর কতিপয় বন্ধু ছিলেন। এই বন্ধুবর্গ মিশর গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিত হইয়া ইহাঁর উদ্ধারের বিস্তৃত আয়োজন করিলেন এবং সুবিখ্যাত পর্য্যটক হেন্‌রী ষ্ট্যান্‌লীর হস্তে ইহাঁর উদ্ধাররূপ পবিত্র ও গুরু কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

আলবার্ট নাইয়েঞ্জা হ্রদের উত্তর তটবর্ত্তী ওয়াদীলাই নামক স্থানে এমিনের শাসনকার্য্যের প্রধান স্থল ছিল। সেই স্থানে উপস্থিত হইবার পথ একমাত্র পশ্চিম দিকেই উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ওয়াদীলাইয়ের পশ্চিমদিকে অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত ভয়াবহ মধ্য আফ্রিকা। সুতরাং এই ভীষণ প্রদেশ অতিক্রম না করিলে উক্ত স্থানে উপনীত হইবার আর উপায় ছিল না। নির্ভীক ষ্ট্যান্‌লী অনন্যোপায় হইয়া এই বিভীষিকাময় পথই নির্ব্বাচন করিলেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ৬০০ অনুচর ও বাহক সমভিব্যাহারে

আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলে কঙ্গো মহানদের সাগরসঙ্গম স্থলে উপনীত হইলেন।

কতিপয় সাহসিক ইংরেজ যুবক স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া ষ্ট্যান্‌লীর সহায়রূপে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মাগণের যত্নে এবং অনুচর ও বাহকবর্গের সাহায্যে মহামতি ষ্ট্যান্‌লী একবৎসরের মধ্যে তমিস্রা আফ্রিকা ভেদ করিয়া এমিন পাশার নিকট উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ও মিশরবাসিগণের সমুদ্ধার সাধন করিয়া ১৮৮৯ খৃঃঅব্দের ডিসেম্বর মাসে আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূল-বর্ত্তী জাঞ্জিবার নগরে উপনীত হইয়াছিলেন।

ষ্ট্যান্‌লী তিন বৎসর কালব্যাপী তমিস্রা-আফ্রিকা-পর্য্যটনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপ উৎকট, ভীষণ ও লোমহর্ষণ ভ্রমণ বৃত্তান্ত কেহ কখনও কোথাও পড়িয়াছেন কি না, সন্দেহ স্থল। এই অদ্ভুত ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়িতে পড়িতে একদিকে হৃদয় যেমন ভয় ও অবসাদে অভিভূত হয়, সেইরূপ অপরদিকে ইংরেজের সাহসিকতা, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও কার্য্যকুশলতা দেখিয়া পাঠকের মন পুলকিত হইতে থাকে। একটী প্রবন্ধে বা প্রবন্ধ নিচয়েও এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের ছায়ামাত্র বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতে আমাদের সাধ্য নাই। যাঁহারা এবিষয়ে কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অভিলাষী, তাঁহাদিগকে আমরা ষ্ট্যান্‌লী প্রণীত "In Darkest Africa" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবলমাত্র মধ্য আফ্রিকার নবাবিষ্কৃত স্থান ও তদধিবাসী প্রাণিবর্গের যৎসামান্য বিবরণ লিখিয়া ক্ষান্ত হইব।

ষ্ট্যান্‌লী আফ্রিকার যে প্রদেশ আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত পক্ষেই তমিস্র। তাঁহার পূর্ব্বে সভ্যদেশবাসী কোন ব্যক্তিই সে প্রদেশে পদার্পণ করেন নাই। বিদ্বজ্জনসমাজে এই অনাবিষ্কৃত

প্রদেশ সম্বন্ধে কতই ভ্রান্ত ধারণা ছিল! সাহারা মরুসাগরের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে এই প্রদেশ অবস্থিত; সুতরাং অনেকেই ইহাকে উক্ত মরুসাগরের অন্তর্গত অনুর্ব্বর জন প্রাণিহীন প্রদেশ মাত্র মনে করিতেন। কিন্তু ষ্ট্যান্‌লীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে, এই প্রদেশের ন্যায় উর্ব্বর স্থল আফ্রিকাতে অতি অল্পই বিদ্যমান আছে। এই প্রদেশের মধ্যে, দৈর্ঘ্যে ৬২১ মাইল ও প্রস্থে ৫১৭ মাইল অর্থাৎ প্রায় ৩২১০৫৭ বর্গ মাইল ব্যাপী স্থান দুর্গম মহারণ্যে সমাচ্ছন্ন। এরূপ মহারণ্য জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই মহারণ্যের বর্ণনা সহজ সাধ্য নহে। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে দণ্ডকারণ্যের বিভীষিকাময়ী বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, কিন্তু কঙ্গো মহারণ্যের সহিত বুঝি সে অরণ্যেরও তুলনা হয় না! গাম্ভীর্য্য ও ভীষণতায়, বৈচিত্র্য ও কমণীয়তায়, ভীম সৌন্দর্য্য ও দুস্তরতায় কঙ্গো মহারণ্য বুঝি জগতে অদ্বিতীয়! ষ্ট্যান্‌লী স্বদলবলের সহিত এই মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া কেবল পূর্ব্বাভিমুখেই ভ্রমণ করিয়া পাঁচ মাসেও ইহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই!

এই মহারণ্যের অভ্যন্তর অন্ধকারময়। সূর্য্যালোক ইহার মধ্যে ক্বচিৎ প্রবেশ লাভ করে। ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলে আকাশ নয়নগোচর হয় না। বৃক্ষচূড় সকল ভূমি হইতে সাধারণতঃ ১২০ হস্ত ঊর্দ্ধে অবস্থিত। শাখা সকল পরস্পর সম্বদ্ধ ও মিলিত; কাণ্ড সকল ঘন সন্নিবিষ্ট। কাণ্ডের অভ্যন্তর স্থান সমূহ লম্বমান রজ্জুর ন্যায় লতাদণ্ডে সমাকীর্ণ। সেই লতা সকল বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে প্রধাবিত হইয়াছে এবং ঊর্দ্ধদেশে বৃক্ষচূড় সকল আচ্ছন্ন করিয়া পত্র পুষ্পে সুশোভিত করিয়াছে। ভূমিতলে তৃণের সম্পর্ক মাত্র নাই, তাহা কেবল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কণ্টক বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। সে কণ্টক ভেদ করিয়া গমন করিবার কাহারই সাধ্য নাই। পথিকের সম্মুখদিকে কেবল

মাত্র কতিপয় হস্ত পরিমিত স্থান দৃষ্টিগোচর হয়; তৎবহির্ভাগে দৃষ্টির গতি রুদ্ধ হইয়া থাকে। পথিকের উভয় পার্শ্বে, সম্মুখে ও পশ্চাতে কেবল তিন চারি হস্ত দূরেও, কোন হিংস্র জন্তু লুক্কায়িত থাকিলে তাঁহার তাহা জানিবার উপায় থাকে না। এইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্বাপদসঙ্কুল ভয়াবহ মহারণ্য তিন লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। ষ্ট্যান্‌লী এই দুর্গম অরণ্য ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে করিতে অনুচরবর্গের সহিত গন্তব্যস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন! তাঁহার সাহস, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

এই মহারণ্যে বহুবিধ জন্তুর আবাস ও আশ্রয় স্থল। গরিলা, শিম্পাজী প্রভৃতি বহুবিধ ভীষণ প্রকৃতি বানরের কথা, মদমত্ত হস্তিযূথের কথা, বিভিন্ন প্রকার মৃগদলের কথা, অথবা বন্যবরাহ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর কথা এ স্থলে উল্লেখ না করিলেও চলে। এই মহারণ্যে যে সকল হিংস্র জন্তু বাস করে, তন্মধ্যে মানবই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ও ক্রুর বলিয়া বিবেচিত হয়। এস্থলে তাহাদের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে, পাঠকবর্গ তমিস্রা আফ্রিকার ভীষণ চিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

কঙ্গো মহানদ এই বিস্তৃত মহারণ্যকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া আৎলান্তিক মহাসাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। অনেক ক্ষুদ্র নদী এই মহানদের সহিত মিলিত হইয়া ইহার আকার পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। কঙ্গোর উভয় তটবর্ত্তী স্থান সমূহ অতিশয় উর্ব্বর। এই উর্ব্বর প্রদেশে মধ্য-আফ্রিকার অসভ্য মানবেরা বাস করে। এই অসভ্যেরা বিভিন্ন জাতীয় এবং সভ্যতার বিভিন্ন সোপানে সমারূঢ়। কোন জাতি বানর হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে; কোন জাতি নরমাংস ও পশুমাংসভোজী, কোন জাতি সম্পূর্ণ উলঙ্গ এবং

কোন জাতি বৃক্ষের বল্কলমাত্র পরিধান করে। কোন জাতি কদলী উৎপন্ন করিয়া তাহার ফলেই জীবন ধারণ করে এবং কোন কোন জাতি এক প্রকার শস্যও উৎপাদন করিয়া থাকে। এক এক জাতি এক এক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে এবং আততায়ীর আক্রমণ নিবারণের জন্য গ্রামের চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ছেদন করিয়া রাখে। এই বৃক্ষ সকল এরূপ ভাবে বিন্যস্ত যে, তদ্দ্বারা অনায়াসে শত্রুর গতি রুদ্ধ হয়। কণ্টকময় বিষাক্ত অস্ত্র সকলও গ্রামের চতুর্দ্দিকে ভূমিতলে যদৃচ্ছাক্রমে প্রোথিত থাকে। অসতর্ক শত্রুর পদতলে তাহা বিদ্ধ হইলে, অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়। এই অসভ্যেরা অতিশয় দুর্দ্দান্ত ও রণপ্রিয়। ইহারা ধনুর্ব্বাণ ব্যতীত কোথাও বাহির হয় না। তীর সকল পৃষ্ঠে তূণীর মধ্যে লম্বমান থাকে। তীরের ফলক সকল কাষ্ঠময়, ধাতুময় নহে। ফলকাগ্রে বৃক্ষ নির্য্যাসের ন্যায় একটী পদার্থ সংলিপ্ত থাকে; তাহা বিষাক্ত। সেই বিষাক্ত তীরদ্বারা মানবদেহ সামান্যরূপেও আহত হইলে, আহত ব্যক্তি দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়! যুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, ইহারা মহানন্দে তাহাদের মাংস দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে! এই রাক্ষসেরা মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ বর্ণিত রাক্ষসগণের ন্যায় কদাকার, বীভৎস, জঘন্যাচারী ও মায়াবী। মহারণ্য মধ্যে ইহাদের গতিবিধি বুঝিয়া উঠা একান্ত অসম্ভব। যেখানে ইহাদের আক্রমণের আশঙ্কা নাই, হঠাৎ সেখানে ইহারা উপস্থিত হইয়া বাণবর্ষণ দ্বারা শত্রুকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। শত্রু ইহাদের অনুসরণ করিলে, ইহারা তৎক্ষণাৎ মহারণ্য মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। সহস্র অনুসন্ধান করিলেও, ইহাদের একটী প্রাণীও আর লক্ষিত হয় না!

এরূপ ভীষণ প্রকৃতি রাক্ষসদল ভেদ করিয়া মহাত্মা ষ্ট্যান্‌লী গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে

অনেক ব্যক্তি এই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসগণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া ইহাদের উদরপূর্ত্তির সহায়তা করিয়াছিল। বন্দুকের গুলিতেও ইহারা সন্ত্রস্ত বা নিবারিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি দৈহিক বল ও সাহসের জন্যও বিখ্যাত।

কঙ্গোর তটবর্ত্তী এই অসভ্য জাতি ব্যতীত আর একবিধ অসভ্য মানব ষ্ট্যান্‌লীর নয়নগোচর হয়। এই শেষোক্ত অসভ্যেরা অতিশয় খর্ব্বাকৃতি। ইহারা দৈর্ঘ্যে দুই হস্ত হইতে তিন হস্ত পরিমিত। তিন হস্ত দীর্ঘ ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্ট্যান্‌লী এই জাতির অনেকগুলি পূর্ণবয়স্ক নরনারীকে ধৃত করিয়াছিলেন। ইহারা দেখিতে আমাদের সাত আট বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের ন্যায়। ইহাদের কুটীর, ধনুর্ব্বাণ ও ব্যবহারোপযোগী যাবতীয় সামগ্রীই যার পর নাই ক্ষুদ্র। অন্ধকারময় অরণ্য মধ্যে ইহারা বাস করে এবং পশুপক্ষীর মাংস দ্বারা প্রাণ ধারণ করে। ইহারা বানরের ন্যায় ধূর্ত্ত এবং আকার প্রকারেও অনেকটা বানরের মত। ষ্ট্যান্‌লী বলেন, ইহারা সম্ভবতঃ মহাত্মা ডারুইনের কথিত বানর ও মানবের মধ্যবর্ত্তী জীব (missing link)। কবিগুরু হোমর সারস ও খর্ব্বাকৃতি মানবের যুদ্ধের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেই খর্ব্বাকৃতি মানবেরা আফ্রিকা দেশেই বাস করিত বলিয়া কথিত আছে। ষ্ট্যান্‌লী যে খর্ব্বাকৃতি মানব-জাতি দেখিয়াছেন, তাহারা যে হোমরোল্লিখিত বামন জাতির বংশধর নহে, তাহা কে বলিতে পারে? ষ্ট্যান্‌লীর কথিত এই বামন জাতির বিবরণ পাঠ করিতে করিতে আমাদের Gulliver's Travels নামক পুস্তকের Lilliputian দের কথাও স্মরণ হয়।

তমিস্রা আফ্রিকার অধিবাসিগণের প্রকৃতি এইরূপ তামসী বটে; কিন্তু ইহাদের অপেক্ষাও ভীষণতর প্রকৃতির আর এক প্রকার মানব

উক্ত দেশে লক্ষিত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত মানব দলই আফ্রিকাকে প্রকৃতরূপে তমিস্রা করিয়াছে। ইহারা হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও ভীষণতর এবং নরখাদক রাক্ষস হইতেও ভয়াবহ। ইহারা অর্দ্ধসভ্য লোলুপ আরব ভিন্ন আর কেহই নহে। ইহারা উৎকট অর্থলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া বন্দুক ও গুলির সাহায্যে মধ্য-আফ্রিকার অসভ্য জাতি সমূহকে একেবারে উৎসারিত ও বিধ্বস্ত করিতেছে। একটী সামান্য গজদন্তের লোভে ইহারা এক একটী গ্রামকে অনায়াসে উৎসন্ন করিয়া দিতেছে। কতিপয় দাসের জন্য ইহারা সহস্র সহস্র অসভ্যজাতীয় নরনারীকে ধৃত করিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে যে সকল পুরুষ প্রাপ্তবয়স্ক, তাহাদিগকে অক্লেশে বধ করিয়া নারী ও বালক বালিকাগণকে আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইতেছে। এই অসভ্য বালকেরা আবার যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছে, তখন তাহাদিগকে বন্দুকের ব্যবহার শিক্ষা দিয়া আপনাদের সৈন্যদল পরিপুষ্ট করিতেছে এবং সেই সৈন্যদল দ্বারা আরও ভীষণতর সংহার কার্য্যের সুবিধা করিয়া লইতেছে। এই দুর্দ্দান্ত আরবেরা শত শত ক্রোশ ব্যাপী কত প্রদেশকে যে একেবারে নির্মানুষ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যেস্থলে একদিন সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল, মহারণ্য সে স্থল গ্রাস করিয়াছে। যেস্থান অসভ্য নরনারীর সুখের ও আনন্দের স্থল ছিল, তাহা এখন ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে!

মধ্য-আফ্রিকার সকল বস্তু, সকল পদার্থ ও সকল মানবই এইরূপ তমোময়! শত সহস্র ক্রোশ ব্যাপী মহারণ্য তমোময়; অসংখ্য অসভ্য অধিবাসীর জীবন আরও তমসাচ্ছন্ন; সর্ব্বোপরি অর্দ্ধসভ্য লোলুপ আরবের জীবন সূচীভেদ্য তমসে সমাবৃত! মহামতি ষ্ট্যান্‌লী তাঁহার নবাবিষ্কৃত প্রদেশকে যে "তমিস্রা আফ্রিকা" নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা উচিতই হইয়াছে!

বঙ্গীয় পাঠকবর্গ! আপনাদের অনেকের নিকট তমিস্রা আফ্রিকার এই বিভীষিকাময় বিবরণ হয়ত স্বপ্নবৎ অলীক বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু উক্ত বিবরণের মধ্যে কল্পনার লেশমাত্র নাই। আত্মা-বিশিষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন হতভাগ্য আফ্রিকাবাসীর জন্য আপনাদের প্রাণ কাঁদে কি না, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। আরও ভাবিয়া দেখুন, মানুষের প্রতি মানুষের কি গুরুতর কর্ত্তব্যই রহিয়াছে! হায়, সে কর্ত্তব্যপালনে হতভাগ্য বাঙ্গালী আমরা কতই পশ্চাৎপদ। ধন্য সেই জাতি, যাঁহারা আপনাদের উন্নতি সাধন করিয়া অপরেরও উন্নতি সাধনে সমর্থ!

তমিস্রা আফ্রিকা সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়া আমরা এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ষ্ট্যান্‌লী নীলনদের প্রকৃত উৎপত্তিস্থল এবং পুরাকথিত সোমগিরি (mountain of the moon) আবিষ্কৃত করিয়াছেন। হোমরের সময় হইতে এই সোমগিরির কথা শুনা যাইতেছিল; কিন্তু অনেকেই ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান্ হইয়া ইহাকে কবির কল্পনাপ্রসূত মনে করিতেন। ষ্ট্যান্‌লী সৌভাগ্যক্রমে এই পর্ব্বতকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন এবং ইহার কিয়দ্দূর আরোহণও করিয়াছিলেন। ইহা বিষুব রেখার নিকটে অবস্থিত হইয়াও নিয়তই শুভ্র তুষারে আচ্ছন্ন; সুতরাং এতদ্দ্বারা ইহার উচ্চতা অনুমিত হইতে পারে। এই গিরির নিকটবর্ত্তী অধিবাসীরা ইহাকে "রাওনজোরী" অর্থাৎ জীমূতরাজ (Cloud-king) বলিয়া থাকে। এই গিরির তুষার রাশি দ্রবীভূত হইয়া শতধারায় অদূরবর্ত্তী আলবার্ট হ্রদে নিপতিত হইতেছে। আলবার্ট হ্রদ আলবার্ট নাইয়েঞ্জা হ্রদ অপেক্ষা প্রায় ৬৩৮ হাত উচ্চ এবং শেষোক্ত হ্রদ হইতে প্রায় ১৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত হ্রদ হইতে সেমিলিকি নাম্নী একটী খরবাহিনী বিপুলকায়া স্রোতস্বতী নিঃসৃত হইয়া শেষোক্ত

হ্রদে নিপতিত হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে আলবার্ট নাইয়েঞ্জা হ্রদই নীলনদের উৎপত্তিস্থল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু এখন নিশ্চয়রূপে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, রাওনজোরী বা সোমগিরিই নীলনদের প্রকৃত উৎপত্তিস্থল। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে সোমগিরিই নীলনদের উৎপত্তিস্থল বলিয়া কথিত আছে; সুতরাং সেই কথা এতদিনে বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

আমার ডায়েরি হইতে।

সমস্ত দিনটা ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত হইয়া বাড়ী আসিলাম। সমস্ত দিনটাই ইংরাজী ভাষা লইয়া নাড়া চাড়া করিয়াছি—মাতৃভাষার সহিত সম্পর্ক বিশেষ কিছু ছিল না—তাই বাড়ী আসিয়াই তাড়াতাড়ি একটু জলযোগ করিয়া একটা পান চিবাইতে চিবাইতে পাঠাগারে গেলাম। ইচ্ছা মাতৃভাষার কোমল অঙ্কে উপবেশন করিয়া দু চারিটা মিষ্ট কথা শ্রবণ করি। ইংরাজী ভাষাটা বড় কর্কশ, বড় রুক্ষ, বড় কটমটে, তাই বড় সাধ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা পাঠ করিতে গেলাম। আমাদের বাড়ীতে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের অভাব নাই—চারি দিকেই ছড়ান আছে—বড় আশা করিয়া একখানি তুলিয়া লইলাম। গৃহিণী বলিলেন—'খাওয়া দাওয়া ক'রে প'ড়্তে ব'স্লেই হ'তো' কিন্তু সে কথা শুনে কে? তৃষিত হরিণের মত, বাঙ্গালা ভাষারূপ স্রোতস্বতীর দিকে ছুটিলাম। প্রদীপটায় আর একটা সলিতা দিয়া বেশ করিয়া জ্বালিয়া দিলাম। একখানি মাসিক পত্রের এক স্থান খুলিলাম—যেখানে খুলিলাম সেই খানেই পড়িতে

আরম্ভ করিলাম। প্রবন্ধটির নাম 'মধুচ্ছন্দার-সোমযাগ'। নামটি পড়িয়াই একটু আতঙ্ক হইল—তবুও পড়িতে আরম্ভ করিলাম—খানিকটা পড়িয়াই ঘন ঘন হাই তুলিতে লাগিলাম—তাহার পর পড়া বন্ধ করিলাম—মুখে বলিলাম বেশ হইয়াছে—বিষয়টি ভাল—চিন্তাশীল লেখকেরও লেখনী-প্রসূত। আমি আজ আর পড়িব না—কাল দেখা যাইবে, এই বলিয়া সেই পুস্তক খানি রাখিয়া দিয়া আর এক খানি বাছিয়া লইলাম। হরির নাম স্মরণ করিতে করিতে একটি স্থান খুলিলাম—বুঝি এইবার আশা মিটিল, বুঝি এইবার শীতল বারি পান করিয়া তৃষ্ণা দূর হইল, বুঝি এইবার শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে শস্য-শ্যামল ওয়েসিস মিলিল। প্রবন্ধটির নাম 'পঞ্জিকা বিভ্রাট'—খানিকটা পড়িয়াই মাথা ঘুরিল, পুনরায় আফিংখোরের মত হাই তুলিতে লাগিলাম—ভগবান্ বুঝি আজ কপালে সুখ লিখেন নাই—তৃষ্ণাতুরের শুষ্ক শক্তু ভক্ষণের ন্যায় অমানুষিক কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। এসব আমারই কপালের দোষ। আমি লোকটা বড় খারাপ—serious যাহা কিছু তাহার সঙ্গে আমার যেন একটা ঘোর শত্রুতা আছে;—এ সব বিষয় ভাল লাগিবে কেন? এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমার মত লোকের অন্ন (মানসিক) মেলা ভার। চারিদিকেই fact, matter, information, statistics, original researches; আমার মত লোক এই মহাসমুদ্রে পতিত হইলে হাবু ডুবু খাইয়া মরে। আমার মত অভাগার বুঝি এ যুগে সুখ মিলিবে না। এই ভাবিতে ভাবিতে মনে বড় দুঃখ হইল। কি করি—অপেক্ষাকৃত হাল্কা জিনিস যদি কিছু পাই, এই আশায় আর দু এক খান মাসিক পত্রের এপাত ওপাত উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম—একটি প্রবন্ধের আকৃতি দেখিয়া বোধ হইল, পড়িতে ভাল লাগিবে, বুঝিতে পারিব। প্রবন্ধটির আরম্ভ এইরূপঃ—"বঙ্গদেশের বড় দুর্ভাগ্য

—আমরা দেশের লোক চিনি না—আমরা পীল, ন্যাস, ওয়েবষ্টার, বোমণ্ট ফ্লেচার, ডেবেনাণ্ট, ফারকুহার, কনগ্রীব, সাডওয়েল, টমসন, জর্জ্জ উহদার, জন চলথিল, জন ক্লেবলাণ্ড প্রভৃতি পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর কবির কাব্য পাঠ করি ও তাহাদের জীবন চরিত পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করি, কিন্তু" ইত্যাদি। এই প্রকার আরম্ভ দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিতে আরম্ভ হইল—বই বন্ধ করিয়া আহার করিতে গেলাম এবং আহার করিতে করিতে লেখকের ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা ও আমার জ্ঞানের অল্পতা বিশেষরূপে অনুভব করিতে লাগিলাম। বাঙ্গালী পাঠকদিগের উপর এ দোষারোপ ন্যায় কি অন্যায়, এবিষয়ের মীমাংসা করিতেই এত ব্যতিব্যস্ত হইলাম, যে সে রাত্রে পাঠ বন্ধ করিতে হইল।

ইহা পাঠ করিয়া কেহ ভাবিবেন না যে, আমি উল্লিখিত প্রবন্ধ-ত্রয়ের নিন্দা করিতেছি। সকলগুলিই যে চিন্তাশীল লেখকের লেখনী-প্রসূত ও গভীর গবেষণাপূর্ণ, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি কেবল আমার বিপদের কথা বলিতেছি। সমস্ত দিন খাটিয়া দেহ ও মন অবসন্ন—এরূপ অবস্থায় গভীর ও মৌলিক গবেষণার ডোজ (dose) অধিক পরিমাণে সেবন করিবার চেষ্টা করায়, আমার মহা সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া কাজ না করিলে এই প্রকারই হইয়া থাকে।

আহার করিবার পর মানুষের স্ফূর্ত্তির অনেকটা বিকাশ হয় এবং বোধ হয় philosophise করিবার ক্ষমতাও অনেকটা বৃদ্ধি হয়। মনকে প্রবোধ দিবার জন্য এই প্রকারে philosophise করিতে লাগিলাম,—সকল পুস্তক সকল সময়ে কিছু ভাল লাগে না। শরীর ও মনের অবস্থা অনুসারে পুস্তক ও প্রবন্ধসকল প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় হয়। আর কাহারও পক্ষে এটা সত্য হউক আর নাই হউক, আমি

এ কথাটা সত্য বলিয়া জানি। সমস্ত দিন খাটিয়া আসিয়া অবসন্ন দেহ, মন লইয়া সারবান্ প্রবন্ধ কি পুস্তক পাঠ আমার পক্ষে অসম্ভব। সাংখ্য দর্শনের টীকা টিপ্পনি, astronomy সম্বন্ধীয় জটিল প্রশ্ন সমূহের মীমাংসা, Political Economyর Bimetalism সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা —কিম্বা ঋগ্বেদের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে যুক্তি প্রমাণ, ও শাস্ত্রীয় বচন সংগ্রহ—সে সময় মারাত্মক বলিয়া বোধ হয়—ওসব যে একেবারে বুঝি না তা নয়, তবে কিনা ওসব বিষয় আলোচনা করিবার সময় আছে। যে সময়ের কথা বলিতেছি—সে সময় কমলাকান্তের দপ্তর, কি Essays of Eliaর মত সুমিষ্ট Humour পূর্ণ পুস্তক ভাল লাগে।

রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় বেকন কি এমার্সন কি অক্ষয় বাবুর 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'এর মত পুস্তক ভাল লাগে না। এ প্রকার গভীর ও জ্ঞানপূর্ণ পুস্তক সকল পাঠ করিবার সময় আছে। শীঘ্র শীঘ্র পাতা উল্টাইতে পারা যায়—এমন পুস্তক যদি বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হয়, তবেই তাহা রেলগাড়ীর উপযুক্ত।

আবার বই ও বন্ধুহীন স্থানে ২।৩ বৎসরের পুরাতন খবরের কাগজের আদ্যোপান্ত (বিজ্ঞাপন সহিত) পড়িতে বড়ই ভাল লাগে। সে সময়ে জুতা বান্ধা খবরের কাগজের একটুকু অংশ পাইলে তাহাও সাদরে পঠিত হয়। বঙ্কিম বাবুর কি Sir Walter Scott এর নভেল অপরাহ্নে তক্তপোসের উপর বসিয়া নারিকেল মুড়ি ভক্ষণ করিতে করিতে কিম্বা শীতকাল হইলে শয়ন করিয়া আবক্ষ লেপে আবৃত থাকিয়া পাঠ করিতে বড়ই ভাল লাগে। কিন্তু রাত্রি জাঁগরণ পূর্ব্বক চেয়ারে উপবেশন করিয়া অভিধান পাশে লইয়া নভেল পড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। নবীন বাবুর পলাসীর যুদ্ধ কিম্বা Byron এর Childe Harold মনে মনে পড়িলে আমি পড়িতে পারি না। অপরের কি হয় তাহা বলিতে পারি না।

বাল্মীকির রামায়ণ, দু একখান ছাড়া সেক্ষপীয়ারের নাটকগুলি, কালিদাস ও Dickens সাহেবের Pickwick Papers এর মত পুস্তক সকল সময়েই সকল অবস্থাতেই আদরণীয়।

দু একজন ছাড়া—প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের উপর আমার বড় একটা প্রগাঢ় বিশ্বাস নাই। বিশেষতঃ হিন্দু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকের ন্যায় শাস্ত্রের অনুমান খণ্ডে বিশেষ দখল আছে সন্দেহ হওয়াতে তাঁহাদিগকে আমি বিলক্ষণ ভয় করি। কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের নাম শুনিলে কি জানি কেন আমার ডিকেন্সের সেই প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পীবরতনু পিকভিকের (Pickwick) কথা মনে আসে। তাহার গল্পটি এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

একদিন মাননীয় পিকভিক তাঁহার সহচরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া একটি গ্রামের মধ্য দিয়া আসিতেছিলেন। হঠাৎ পিকভিকের সম্মুখস্থিত একটি প্রস্তরফলকের উপর দৃষ্টি পতিত হইল। পিকভিক হর্ষোৎফুল্ল লোচনে দেখিলেন যে ঐ প্রস্তর ফলকের উপর দু চারিটি অক্ষরও খোদিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পিকভিকের হৃদয় উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন—আজ এক কি অমূল্য সামগ্রী পাইলাম। অতি যত্ন সহকারে রুমাল দিয়া প্রস্তর ফলকটি পরিষ্কৃত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি খোদিত আছে।

B I L S T
U M
P S H I
S M
A R K.

পুলকিত কলেবরে পিকভিক, সে গুলি বার বার পাঠ করিতে লাগিলেন। আজ তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যার কি এক নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। নিকটস্থিত একটি কুটীরের দ্বারে একটি কৃষক দণ্ডায়মান ছিল—তাহাকে পিকভিক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ প্রস্তর খণ্ডটি এখানে কে আনিল জান'?

কৃষক। না মহাশয়, কিছুই জানি না। তবে এই প্রস্তর খণ্ডটি আমি আজন্ম এখানেই দেখিতেছি।

পিকভিকের মুখ আরও গম্ভীর হইল। প্রস্তর খণ্ডখানি নিশ্চয়ই কোন অতীত যুগের সাক্ষী দিতেছে, সে বিষয়ে পিকভিকের আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ প্রস্তর খানি বিক্রীত হইতে পারে কি না?'

কৃষক। মহাশয়, ওখানি কে ক্রয় করিবে?

পিক। আমি উহার জন্য দশ শিলিং দিতে প্রস্তুত আছি।

তাহার পর দশ শিলিং দিয়া পিকভিক সেখানিকে অতি যত্ন সহকারে লইয়া গেলেন। পিকভিক তৎসম্বন্ধে একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করিলেন এবং উপরোক্ত অক্ষরগুলি হইতে ১৮। ১৯ প্রকারের অর্থ বাহির করিয়া মুদ্রিত করিলেন। দেশে তাঁহার নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তাঁহার যশোরশ্মি চারিদিকে বিকীর্ণ হইল, তিনি একজন দেশের প্রধান লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। কিছুদিন পরে একজন দুরন্ত লোক পিকভিকের প্রতিভা-প্রভা হরণ করিবার অভিপ্রায়ে সেই গ্রামে গমন করিল এবং বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত তথ্য বাহির করিয়া ফেলিল। সেই কৃষকই স্বীকার করিল যে সে একদিন আপনার বিদ্যার পরিচয় দিবার নিমিত্ত আপনার নাম ঐ প্রস্তর ফলকে খোদিত করিয়াছিল। সে লিখিয়াছিল, Bill Stumps his mark. তবে বানানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকায় ,B il' লিখিয়াছিল। পিকভিকের দর্প চূর্ণ হইল।

অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদের যে এই প্রকার দশা ঘটে, তাহারই জন্য তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের উপর আমার বড় একটা প্রগাঢ় ভক্তি নাই।

অহল্যা-বাই।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে মালব দেশের অন্তর্গত একটি সামান্য পল্লীতে অহল্যা-বাই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সে সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তাঁহার পিতৃবংশ সিন্ধিয়া নামে পরিচিত, এবং তাহা সুপ্রসিদ্ধ সিন্ধিয়া রাজবংশের সহিত স্বসম্পর্কীয় ছিল। অহল্যা বাইয়ের পিতা মাতার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, এবং বাল্যে কিরূপ শিক্ষা ও সহবাসের গুণে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়াছিল, তাহাও অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার শৈশবের ঘটনাবলী সম্পূর্ণরূপেই সাধারণের অপরিচিত। মলহররাও হুলকারের একমাত্র পুত্র কুন্দরাওয়ের সহিত অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। কুন্দরাও পিতার জীবদ্দশায় একটী দুর্গ অবরোধের সময় প্রাণত্যাগ করেন। তখন অহল্যার বয়স কেবল ঊনবিংশতি বৎসর মাত্র। সেই সময় তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার বৈধব্যদশার একাদশ বৎসর পরে, অহল্যার ত্রিংশৎ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার শ্বশুর মলহররাওও পরলোক গমন করেন।

মলহররাওএর মৃত্যুর পর হইতেই প্রকৃত-প্রস্তাবে অহল্যাবাইয়ের জীবন চরিত আরব্ধ হইয়াছে। যতদিন তাঁহার শ্বশুর জীবিত ছিলেন, ততদিন রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার

প্রয়োজন হয় নাই। সাধারণ হিন্দুকুলবধূর ন্যায় শান্তিতে পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। কিন্তু মলহররাওএর মৃত্যুর সঙ্গেই রাজ্যের সমস্ত ভার তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইয়াছিল। কিরূপ অবস্থায় মলহররাও তাঁহার রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বাহুবলে যাহাদিগকে বিজিত করিয়া তিনি নিজের গৌরবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার উপর জাতক্রোধ হইয়াছিলেন এবং মলহররাওয়ের মৃত্যুর পর ইহার প্রতিবিধান করিবেন, মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তরুণবয়স্কা কুলবধূ অহল্যাকে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য শত্রুমণ্ডলীর মধ্যেই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বিপদ এবং সঙ্কটের মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হয়। অহল্যাবাই যে কিরূপ মনস্বিনী মহিলা ছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে, তাঁহার সাংসারিক, রাজনৈতিক, সকল প্রকার বিপদ এবং দুর্ঘটনার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভিখারিণীই হউন্ আর রাজরাণীই হউন, স্বামিই রমণীর একমাত্র অবলম্বন। ঊনবিংশ বৎসর বয়সে অহল্যা স্বামিবিরহিতা হইয়াছিলেন। একমাত্র আশ্রয়স্থল শ্বশুরও তাহার পর পরলোক গমন করিলেন। সুতরাং রাজকুলবধূ হইলেও এই সকল বিপৎপাতে অহল্যাকে কিরূপ মনোবেদনা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার অপেক্ষাও অহল্যার আরও একটী গুরুতর মানসিক অশান্তির কারণ ছিল। তাঁহার যদিও একটী পুত্র ছিল, কিন্তু তাঁহার পুত্র জননীর শান্তির স্থল না হইয়া বরং তাঁহার হৃদয়ের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছিলেন। পৃথিবীর অনেক মহাপুরুষের জীবন চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাঁহারা সাংসারিক সম্বন্ধে সুখী ছিলেন না। পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, কাহারও না কাহারও

জন্য তাঁহাদিগকে অশ্রুপাত করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। অহল্যার জীবনও ইহার অন্যতর দৃষ্টান্ত স্থল। অহল্যার পুত্র মল্লরাও অতি দুর্ব্বৃত্ত ও অসৎ প্রকৃতি ছিলেন। নিজের অসদাচারের ফলে তরুণ বয়সেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়, কিন্তু যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহার ব্যবহারে অহল্যাকে দিবারাত্রি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইত। বাল্যকাল হইতেই মল্লরাও-য়ের মস্তিষ্ক বিকৃত এবং চিত্ত অব্যবস্থিত ছিল। বয়সের সঙ্গে ক্রমে তাহা উন্মাদ অবস্থায় পরিণত হইতে আরম্ভ করিল। অহল্যা আশা করিয়াছিলেন যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এবং রাজত্বের ভার স্কন্ধে পড়িলে, মল্লরাওয়ের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইবে; কিন্তু তাঁহার আশা নিষ্ফল হইল। মলহররাওয়ের মৃত্যুর পর, মল্লরাও পিতামহের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাবের বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন ঘটিল না। বৈধব্যের পর হইতে অহল্যা আপনার জীবন দেব ব্রাহ্মণ-সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মল্লরাও জননীর মহত্ত্ব অনুভব করিতে না পারিয়া, নানা প্রকারে তাঁহার ব্রতে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেন। অহল্যা ব্রাহ্মণদিগকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, মল্লরাও তাঁহা-দিগকে বিষ দৃষ্টিতে দেখিতেন; এবং যে কোন উপায়েই হউক, নির্য্যা-তন করিতে চেষ্টা করিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে অপমানিত করিবার এবং যন্ত্রণা দিবার জন্য তিনি নিত্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করি-তেন। কখনও পরিধেয় বস্ত্র ও পাদুকার অভ্যন্তরে গোপনে তীক্ষ্ণ-বিষ বৃশ্চিক রাখিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে পরিধান করিবার জন্য দান করিতেন, কখনও বা একটী কলস রৌপ্যমুদ্রায় পূর্ণ করিয়া এবং তাহার ভিতর বিষধর সর্প রাখিয়া দিয়া, দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী-দিগকে ইচ্ছামত অর্থ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা দিতেন। ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসিগণ তন্মধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে নির্ব্বোধ মল্ল-

রাওয়ের আর আনন্দের সীমা থাকিত না। অহল্যার করুণ হৃদয় এই সকল দৃশ্যে বিদীর্ণ হইত। কি পাপে বিধাতা এই নরপিশাচকে তাঁহার গর্ভে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন না। পুত্রের দুর্ব্ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি কেবল দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতেন এবং উৎপীড়িতদিগকে উপযুক্ত পুরস্কারাদি দিয়া, সান্ত্বনা দান করিবার চেষ্টা করিতেন। নির্ব্বোধ মল্লরাও এই-রূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়া অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। একবার তিনি রাজপ্রাসাদস্থ একজন শিল্পীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া, তাহার প্রাণদণ্ড করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি জানিতে পারি-লেন, যে সে ব্যক্তি নিরপরাধ, বিনা দোষেই তাহার প্রাণদণ্ড করা হইয়াছে। তখন মল্লরাওয়ের মানসিক শান্তি অন্তর্হিত হইল। দারুণ যন্ত্রণা ও অনুতাপে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন এবং রোগশয্যায় তাঁহার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। পীড়িতাবস্থায় সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হইত, যে সেই নিহত শিল্পীর প্রেতাত্মা আসিয়া তাঁহার প্রাণ নাশের উদ্যোগ করি-তেছে। প্রেতযোনির অস্তিত্বে পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিরই স্বল্পা-ধিক বিশ্বাস আছে। অহল্যারও ছিল। তিনি আহার নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া, পুত্রের রোগশয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিতেন এবং পুত্রের দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য, প্রেতাত্মার নিকটে অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দিন দিনই মল্লরাওয়ের পীড়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; রোগের যন্ত্র-ণায় তিনি যে সকল প্রলাপ বলিতেন, তাহার অধিকাংশই সেই মৃত শিল্পীর হত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং অন্যান্য সকলের ন্যায় অহল্যার নিজেরও মনে প্রেতাত্মার আবির্ভাব সম্বন্ধে বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। তিনি প্রেতাত্মার অধিষ্ঠানের জন্য

একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিলেন। মৃত ব্যক্তির পরিবার বর্গের ভরণ পোষণের জন্য, জাইগীর দান করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু প্রেতাত্মা কিছুতেই পরিতুষ্ট হইলেন না। অধিকাংশ সময় মল্লরাওয়ের মুখ হইতে কেবল এই মাত্র নির্গত হইত, "সে যখন নিরপরাধে আমায় হত্যা করিয়াছে, তাহার প্রাণ না লইয়া আমি সন্তুষ্ট হইব না।" অহল্যা ক্রমশঃ পুত্রের জীবন সম্বন্ধে নিরাশ্বাস হইলেন; এবং হতভাগ্য মল্লরাও কিছু দিন যন্ত্রণা ভোগের পর, সেই পীড়াতেই প্রাণত্যাগ করিলেন। *

স্বামী, শ্বশুর এবং একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে অহল্যা বাইয়ের সাংসারিক অবস্থা কিরূপ ঘটিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এইবার তাঁহার রাজনৈতিক বিষয়ের কথাও বলিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অহল্যার শ্বশুর মলহর রাওয়ের অধিকাংশ সময় যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে অতিবাহিত হইত। যখন সিন্ধু

* মধ্য ভারত ও মালব দেশের ইতিবৃত্ত লেখক, সার জন ম্যালকম লিখিয়াছেন, "যে কেহ কেহ বলেন, যে পুত্রের দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া অহল্যা নিজেই তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে এই জনশ্রুতি যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে এই মাত্র সত্য, যে পুত্রের দুর্ব্ব্যবহারে মর্ম্মাহত ও তাঁহার আরোগ্য সম্বন্ধে নিরাশাগ্রস্ত হইয়া, অহল্যা তাঁহার মৃত্যু এক প্রকার ঈশ্বরানুগ্রহ বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলেন।" Sir John Malcolm's Central India and Malwa.

[আশ্রিত প্রজাবর্গের কল্যাণের জন্য অহল্যা নিজেই যদি পুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধার হ্রাস হইত না। পাঠকবর্গ বোধ হয় অবগত আছেন, যে সূর্য্যবংশীয় রাজা সগর অত্যাচারী পুত্র অসমঞ্জসকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন এবং রোমক বীর ব্রুটস্ আপনার পুত্রগণের প্রাণদণ্ডের আদেশ দান করিয়াছিলেন। লেখক।]

নদের কুলে, কখনও অযোধ্যার সান্নিধ্যে, কখনও বা রাজপুতানার মরুময় প্রদেশে, এই রূপেই তিনি বৎসরের অধিকাংশ কাল যাপন করিতেন। এক স্থানে বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে তাঁহার অবসর ঘটিত না। নিজের প্রবাসকালে রাজকার্য্য নিষ্পাদনের জন্য, গঙ্গাধর যশোবন্ত নামক একজন ব্রাহ্মণকে তিনি আপনার প্রধান মন্ত্রী বা দেওয়ান রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যশোবন্ত অতি কূটবুদ্ধি ও স্বার্থপর পুরুষ ছিলেন। মলহর রাওএর মৃত্যুর পর হতভাগ্য মল্লরাও কিরূপে স্বল্পদিনের জন্য পিতামহের সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মল্লরাওয়ের মৃত্যুর পর অহল্যাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে দেখিয়া গঙ্গাধর একটী অতি গুরুতর নীচাশয়তার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অহল্যার ভরণ পোষণের জন্য একটী মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া, হুল্‌কার বংশীয় একটী শিশুকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এরূপ করিবার তাঁহার একটী গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। অহল্যা যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাশালিনী এবং বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন, তাহাতে গঙ্গাধর যশোবন্ত মনে করিয়াছিলেন, যে তিনি রাজ্ঞী হইলে তাঁহার নিজের প্রভুত্ব একবারেই হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। আজ্ঞাবহ ভৃত্যের অপেক্ষা তাঁহার আর কোন অধিক স্বাধীনতা থাকিবে না। কিন্তু অহল্যাকে রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করিয়া একটী বালককে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন। অহল্যা তাঁহার ক্রুর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্বার্থপরায়ণ গঙ্গাধর, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, তাৎকালিক মহারাষ্ট্র চক্রের অন্যতর নেতা পেশোয়া বংশীয় রাঘবদাদাকে উৎকোচ প্রদান করিয়া স্বপক্ষে আনিবার

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্থলোলুপ রাঘব ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া গঙ্গাধরের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তাঁহার ন্যায় প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হওয়াতে গঙ্গাধর সহজেই মনে করিলেন, যে অহল্যা আর তাঁহার প্রস্তাবের বিপক্ষতাচরণ করিতে সাহসী হইবেন না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। অহল্যা দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার সহিত এবং স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাকে জানাইলেন, যে শ্বশুর এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তিনিই তাঁহাদিগের সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারিণী। দত্তক পুত্র গ্রহণ ইত্যাদি যে কোন অধিকারই হউক, তাহা কেবল তাঁহারই আছে। রাঘব দাদা বা অন্য কোন মহারাষ্ট্র সামন্তের সে সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবার বিন্দুমাত্রও অধিকার নাই। গঙ্গাধর রাঘবকে উৎকোচ প্রদান করিয়া নিজের পক্ষে আনিয়াছেন শুনিয়া, তিনি তাঁহাকে অতি কঠোর ভর্ৎসনা করিলেন। যে সমস্ত মহারাষ্ট্র সেনানী সেই সময় মালবদেশে উপস্থিত হইলেন, তিনি এসম্বন্ধে তাঁহাদিগের সকলেরই মত জিজ্ঞাসা করিলেন। রাঘবদাদা এবং যশোবন্ত যে অন্যায়পূর্ব্বক অহল্যাকে তাঁহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছিলেন, তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা সকলেই অহল্যার পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অহল্যার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া, যশোবন্ত রাঘব দাদাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পতিপুত্রহীনা একজন বিধবা যে তাঁহার আদেশের অন্যথাচরণ করিবে, রাঘব তাহা কখনও স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই। বিশেষতঃ অহল্যা তাঁহাদিগের বংশের পূর্ব্বতন ভৃত্য মলহর রাওয়ের পুত্রবধূ, রাঘবের এই একটু অহঙ্কার ছিল; সুতরাং অহল্যার ঔদ্ধত্যের দমন করা রাঘব দাদার প্রতিপত্তি রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইল। তিনি অহল্যাকে শাস্তি দিবার জন্য

প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অহল্যা যখন শুনিলেন যে রাঘব তাঁহার সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন, তখন তিনিও অকুতোভয়ে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। গঙ্গাধরের ব্যবহারে অনেকেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, সুতরাং অহল্যা সকলেরই সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলেন। হুল্‌কারের সৈন্য মহা উৎসাহে ও আনন্দে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিল। অহল্যা স্বয়ং সেনাগণের নেত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। বাণপূর্ণ তূণীর এবং ধনুসঙ্গে তিনি হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও বীরাঙ্গনার ন্যায় সাহস দর্শন করিয়া, পাত্র মিত্র সকলেই বিস্মিত হইলেন। সৌভাগ্য ক্রমে বিনা রক্তপাতে বিবাদের মীমাংসা হইল। গঙ্গাধর এবং রাঘব যে অন্যায়পূর্ব্বক অহল্যার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না; সুতরাং মধুজি সিন্ধিয়া, পন্থুজি ভোঁসলা প্রভৃতি মহারাষ্ট্র বীরগণ রাঘবের পক্ষ অবলম্বন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। যুদ্ধের আয়োজনের সঙ্গে অহল্যা রাঘবকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "আপনি বীরপুরুষ, আমি রমণী; আমার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিলে আপনার গৌরব হইবে না, কিন্তু পরাজিত হইলে অগৌরব হইবে। এ যুদ্ধে আপনার লাভ কি।" অহল্যার সমরসজ্জা দেখিয়া, রাঘব এ কথার মর্ম্ম আরও বিশেষরূপ অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন।

এদিকে মধুরাও পেশোয়াও অহল্যার পত্রে সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া, পিতৃব্য রাঘবকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। সুকৌশলে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হইল এবং অহল্যা নিজের সুবিবেচনার নিদর্শন স্বরূপ তুকাজী নামক লকার বংশীয় জনৈক বীরপুরুষকে আপনার সেনাপতি ও কার্য্যা-

ধ্যক্ষ রূপে গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাধর ও রাঘব আপনাদিগের ক্রুর অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য, সাধারণকে বুঝাইয়াছিলেন, যে অহল্যা যতই বুদ্ধিমতী ও কার্য্যপারদর্শিনী হউন, তথাপি তিনি রমণী। কোন সক্ষম পুরুষের হস্তে কার্য্যভার না থাকিলে চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুমণ্ডলীর মধ্যে মলহররাওয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষা করা কঠিন হইবে। অহল্যা নিজেও বুঝিতেন, তিনি কুলবধূ, নারীজনোচিত কার্য্যই তাঁহার দ্বারা অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং তিনিও কোন পুরুষ সহায়তাকারীর সাহায্য গ্রহণ যে আবশ্যক, তাহা বুঝিতেন। তবে রাঘব অথবা যশোবন্ত, যে তাঁহার রাজ্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবেন, ইহাতেই তাঁহার আপত্তি ছিল, এবং সেই জন্যই তিনি তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সুকৌশলে যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে কাহারও আর কোন আপত্তি রহিল না। একদিকে তাঁহার হৃদয় যেমন কোমল ছিল, তাঁহার মানব-চরিত্র পরিজ্ঞানের শক্তিও তেমনই প্রখর ছিল। অভিমানী রাঘবকে নিজের প্রাসাদে আহ্বান করিয়া তিনি মহাসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন; এবং যশোবন্ত তাঁহার শ্বশুরের পুরাতন ভৃত্য বলিয়া, তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। পাছে তাঁহার নিজের মনোনীত কার্য্যাধ্যক্ষ তুকাজীকে সাধারণে সম্মান না করে, সেই ভয়ে তিনি তাঁহাকে রাঘবের সহিত পুনায় পেশোয়ার নিকট প্রেরণ করিলেন। মোগল বাদসাহগণের প্রভুত্ব হ্রাস হইলেও স্থানীয় শাসন কর্ত্তাগণ যেমন তাঁহাকেই ভারতের সর্ব্বময় প্রভু বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সিন্ধিয়া, হুলকার, ভোঁসলা প্রভৃতি মহারাষ্ট্র সামন্তগণ কার্য্যত স্বাধীন হইলেও তাঁহারা তেমনই পেশোয়াকেই মহারাষ্ট্র-চক্রের নেতা বলিয়া সম্মান করিতেন। তিনি যখন তুকাজীর

নিয়োগে অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ ও নিযুক্তিপত্র প্রদান করিলেন, তখন পাত্র মিত্র সকলেই পরম পরিতুষ্ট হইলেন। নরশোণিত পাত না করিয়া, রাজ্ঞী অহল্যার অভিলাষ এইরূপে সুসম্পন্ন হইল।

যে অবস্থায় অহল্যা বাইকে এই সকল ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে আমরা বিস্মিত হই। একমাত্র পুত্রের শোচনীয় মৃত্যুতে যখন তিনি ম্রিয়মাণা হইয়াছিলেন, তখনই তাঁহাকে এই সকল রাজনৈতিক ঘূর্ণবায়ুর মধ্যে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অপর পুত্র ছিল না, তাঁহার একমাত্র দুহিতাও শাস্ত্রানুসারে পিতা-মাতার রাজ্যের অধিকারিণী ছিলেন না। তিনি নিজে রাজ্ঞী হইয়াও তপস্বিনীর ন্যায় কঠোর ক্লেশে দিনপাত করিতেন, সুতরাং সাম্রাজ্যের লোভ তাঁহার বিন্দুমাত্রও ছিল না। যশোবন্ত তাঁহার প্রচুর বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ যেরূপ কোমলস্বভাবা ছিলেন, তাহাতে বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া, নির্ব্বিবাদে বৃত্তিভোগ ও ধর্ম্মাচরণ করাই তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত মনস্বিনীর ন্যায় তিনি ন্যায় এবং সত্যের সম্মান রক্ষার জন্যই অসদাচারিগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। একদিকে নারীসুলভ কোমলতা ও অপরদিকে পুরুষোচিত কাঠিন্য তাঁহার প্রকৃতিতে যেরূপ সুন্দররূপে সম্মিলিত দেখিতে পাওয়া যায়, অতি অল্প ঐতিহাসিক রমণীর মধ্যেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে! তাঁহার এক একটী কার্য্য আলোচনা করিলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই। অহল্যার রাজশক্তি কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল, আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি, সে শক্তি তিনি কিরূপে পরিচালিত করিয়াছিলেন, এইবার তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু—বৈদ্যনাথ, দেওঘর।

আদিম আর্য্য-রাজবংশ।

১। কশ্যপ

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, প্রচেতা, ভৃগু, মনু ও স্থাণু এই সপ্ত মহর্ষি ব্রহ্মার পুত্র। ইহাঁরা সকলেই মহাবলসম্পন্ন, বীর্য্যশালী ও প্রজাপতি (অর্থাৎ রাজ্যস্থ প্রজা সমূহের পালক ও রক্ষক) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাঁরা হিমগিরির উত্তরস্থিত উত্তর কুরুর (মধ্য এসিয়াস্থিত আদিম আর্য্যনিবাসের) অন্তর্গত এক এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, বোধ হয়।

প্রজাপতি মরীচির পুত্র মহামতি কশ্যপ। ইনিও প্রজাপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কশ্যপকেই ভারতীয় আর্য্য-রাজবংশের আদি পুরুষ বলা হইয়া থাকে। কারণ, ইনিই সর্ব্বপ্রথম স্বীয় অধীনস্থ কতকগুলি আর্য্য-পরিবার সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক পুণ্যভূমি কাশ্মীরে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন করেন। রাজতরঙ্গিণীর সাক্ষ্য এই অনুমানের অনুকুল।

আর্য্যগণের আদিম নিবাস ভূমি যে উত্তর কুরু এবং তাঁহারা যে তথা হইতে আগমনপূর্ব্বক ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন, এ কথার আভাস ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। ভৃগুবংশীয় শুনঃশেফ ঋষি বলিতেছেন,—

অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবি প্রতিং নরং।
যং তে পূর্ব্বং পিতা হুবে॥ ১।৩০।৯॥

অর্থাৎ—"হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের পুরাতন নিবাস স্থানের (প্রত্নৌকের) সর্ব্ব রক্ষক প্রভু ছিলেন। আপনাকে বহুজনের পালক বলিয়া আমার পিতা পূর্ব্বে প্রার্থনা করিতেন। অতএব তদনুসারে

আমি এক্ষণে (আধুনিক বাসস্থানে) আপনাকে প্রার্থনা বা স্তুতি করিতেছি।" (পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী কৃত অনুবাদ)।

এই ভৃগুবংশীয় ঋষি কোন্ স্থানকে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পুরাতন (আদিম) আবাসভূমি বলিতেছেন? বেদ ভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায় সায়ণাচার্য্য "প্রত্নস্য পুরাতনস্য ওকসঃ স্থানস্য স্বর্গরূপস্য" অর্থাৎ স্বর্গতুল্য পুরাতন বাসস্থান, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। এই স্বর্গতুল্য পুরাতন বাসস্থান কোথায়? আমাদের বোধ হয় উত্তর কুরুতে। কারণ, রামায়ণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে উত্তর কুরুকে "দেবভূমি", "দেবর্ষিগণের আবাস ভূমি", এমন কি স্থল বিশেষে "স্বর্গভূমি" বা "অমরলোক"ও বলা হইয়াছে। মহাভারতের স্থলান্তরে কথিত হইয়াছে যে, হিমগিরির অপর পার্শ্বে (তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে) সদাসুখী দেবর্ষিগণ বাস করেন; তাঁহাদের বাস ভূমিকে পরলোক বা শ্রেষ্ঠলোক বলে। সূর্য্যসিদ্ধান্তকার ঐ স্থানকে "সিদ্ধপুর" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (ক)। যাহা হউক, আর্য্যগণ যে মধ্য এসিয়া হইতে ভারতে আগমন করেন, তাহার অন্যান্য ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রজাপতি কশ্যপ কাশ্মীরে স্থায়ীরূপে বসতি করিলেও বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত উত্তরকুরুনিবাসী আর্য্যগণের সম্পর্ক ও সংস্রব বিচ্ছিন্ন হয় নাই। উত্তরকুরুনিবাসী আর্য্যগণ মধ্যে মধ্যে কাশ্মীরে আগমন করতঃ নূতন ঔপনিবেশিকগণের (অর্থাৎ

(ক) "The Mahabharat also tells us that the sacred abode of the divine sages was a place in Himavat called "Paraloka," beyond the snowy Himalayas, where to the holy brotherhood there was immunity from disease and the troubles of worldly life. The author of "Surya Siddhanto" called this country by the name of 'Siddhapore,' the land of perfection and accomplishment." Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Feb. 1892. The origin of the Thibetans."

প্রজাপতি কশ্যপ, তৎসহচর ও তদীয় বংশধরগণের) সহিত সাক্ষাতাদি করিয়া যাইতেন। মহাভারতে এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায়,—

কাশ্মীর মণ্ডলং নাম সর্ব্বপুণ্যমরিন্দম।
মহর্ষিভিশ্চাধ্যুষিতং পশ্যেদং ভ্রাতৃভিঃসহ॥
যত্রৌত্তরাণাং সর্ব্বেষাং ঋষীণাং নহুষস্য চ।
অগ্নেশ্চৈবাত্র সংবাদঃ কশ্যপস্য চ ভারত॥

বনপর্ব্ব (১)

কশ্যপের ৮ম পুরুষ অধস্তন নহুষের সময় পর্য্যন্ত মধ্য এসিয়াবাসী আর্য্যগণের সহিত ভারতীয় আর্য্যগণের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা উদ্ধৃত মহাভারতীয় উক্তি হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

প্রজাপতি কশ্যপ "মন্ত্রকৃৎ" ও "ঋষি" অর্থাৎ বেদমন্ত্র সমূহের কর্ত্তা, দ্রষ্টা ও বক্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পরে দেখিব, প্রাচীন ভারতের অনেক নরপতিই "মন্ত্রকৃৎ" ও "ঋষি" ছিলেন। মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, কশ্যপ তপস্যা দ্বারা "ঋষিত্ব" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুরাণে ইনি "ধর্ম্মিষ্ঠ প্রজাপতি" ও "ভক্তপ্রবর" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সে যাহা হউক, পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কশ্যপ নামধারী অনেক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুরাণাদিতে কশ্যপকে সর্ব্বপ্রাণীর সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে। ইহাতে অনেকেই তাঁহাকে Adam বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। সেখানে কশ্যপ অর্থে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা। বেদে (শতপথ ব্রাহ্মণে ৭।৫।১।৫) কথিত হইয়াছে,—

যদকরোত্তস্মাৎ কূর্ম্মঃ। কশ্যপো বৈ কূর্ম্মঃ।
তস্মাদাহুঃ সর্ব্বা প্রজাঃ কাশ্যপাঃ॥"

(1) Quoted in Dr. J. Muir's Original Sanskrit Texts. vol. I. pp. 328.

অর্থাৎ "ঈশ্বর সৃষ্টি করিলেন বলিয়া তিনি কূর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কশ্যপই কূর্ম্ম অর্থাৎ কূর্ম্মনামধারী ঈশ্বরই কশ্যপ পদবাচ্য। এই নিমিত্তই কথিত হইয়াছে, কশ্যপ হইতেই সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে।"

পরবর্ত্তীকালের পৌরাণিকগণ এই বৈদিক তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া ঐতিহাসিক কশ্যপের (যাঁহার সহিত কাশ্মীরে উত্তরকুরু নিবাসী আর্য্যগণের মধ্যে মধ্যে কথোপকথন হইত) সহিত সর্ব্ব প্রাণীপুঞ্জের স্রষ্টা কশ্যপের (ঈশ্বরের) ঐক্য সম্পাদন ও ভগবানের কূর্ম্মাবতার গ্রহণের উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মরীচি-পুত্র কশ্যপ Adam নহেন—তিনি একজন আর্য্যদলপতি (Aryan chief) ও কাশ্মীরে উপনিবেশ-স্থাপনকারী ঐতিহাসিক নরপতি। মহাভারত মতে ইহাঁর অপর নাম অরিষ্টনেমি ও ভাগবত মতে তার্ক্ষ। মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে ইনি সোমরস (কশ্য) পান করিতেন বলিয়া ইহাঁর কশ্যপ নাম হইয়াছে। ভাগবত পুরাণানুসারে ইহাঁর মাতা প্রজাপতি কর্দ্দমতনয়া ভগবতী কলাদেবী।

উত্তরকুরু প্রদেশের অপর একজন সামন্ত নরপতি দক্ষ। ইনি প্রজাপতি প্রচেতার পুত্র ও স্বয়ং প্রজাপতিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। প্রজাপতি দক্ষের দিতি, অদিতি, দনু প্রভৃতি মহা সৌভাগ্যশালিনী ত্রয়োদশ কন্যা জন্মে (২)। প্রজাপতি কশ্যপ প্রাচেতস দক্ষের জামাতা। তিনি অদিতি প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শৌনিক কৃত ঋগ্বেদানুক্রমণী মতে কশ্যপের প্রধানা ভার্য্যা অদিতি ঋগ্বেদান্তর্গত কতিপয় সূক্তের কর্ত্রী, বক্ত্রী ও দ্রষ্ট্রী। বিশ্ববারা,

(২) মহাভারত আদি পর্ব্ব ৬৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। কিন্তু মহাভারতের অন্যান্য স্থলে (অবশ্যই সে স্থলগুলি এক লেখনী প্রসূত নহে) ও পরবর্ত্তী পুরাণনিচয়ে দক্ষকন্যাগণের সংখ্যা প্রথমতঃ ২৮, পরে ৫০ ও অবশেষে ৬০ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে।

গার্গী, আপালা প্রভৃতি প্রাচীন কালের অনেক রমণীই বৈদিক সূক্ত সমূহের ঋষিকা ছিলেন। তাঁহাদের রচিত সূক্ত অদ্যাপি ঋগ্বেদে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহোদয় অনুমান করেন, ব্রহ্মা উত্তরকুরুর সম্রাট (৩) ও মরীচি প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি তাঁহার অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজা-বৃদ্ধির মানসে প্রথমতঃ কয়েক জন প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে ঔদাসীন্য প্রকাশ করায়, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অপর কয়েক জন (মরীচি প্রভৃতি) নূতন প্রজাপতি সৃষ্টি করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই হইতে পারে যে, সম্রাট ব্রহ্মা প্রজাপালন জন্য প্রথমতঃ কয়েক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সুচারুরূপে প্রজা-পালন ও তাহাদের উন্নতি সাধন জন্য কোনও বিশেষ চেষ্টা না করায় উত্তরকুরুর অধিপতি ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করতঃ স্বীয় সুদক্ষ পুত্রগণকে তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রহ্মার পৌত্র গণের মধ্যে প্রজাপতি কশ্যপ সর্ব্বপ্রথম ভারতে প্রবেশ পূর্ব্বক কাশ্মীরে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন করেন।

খ্রীষ্টাব্দের প্রায় ১১ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

(৩) এই সম্রাট ব্রহ্মার সহিত সর্ব্ব লোক পিতামহ ব্রহ্মার কোনও সংস্রব নাই। সম্ভবতঃ উত্তর কুরুর সম্রাটগণের ব্রহ্মা উপাধি ছিল, শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবু এইরূপ অনুমান করেন। তিনি আরও বলেন,—"Brahma was the founder of whole Vedaism; he must have preached the doctrine of the true God, etc." *Vide* Tatwabodhini Patrica. 1300 B. E. Poush p. 170.

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

সেবালয়—দেখিতে দেখিতে সেবালয়ের আর এক বৎসর পূর্ণ হইল। আমরা ইহার মধ্যে নানাভাবে ভগবানের কৃপা অনুভব করিয়াছি। আমরা গত বৎসর সেবালয়ের জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে আশাতীত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। সে জন্য আমরা সকলকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এ মাসে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ২৩ জন স্থায়ী আতুর ও নানা প্রকারের রোগী সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন সর্ব্বশুদ্ধ ১৪টী স্থায়ী আতুর ও একটী অনাথা বালিকা সেবালয়ে আছে। রোগী ও আতুরগণের বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

১। দামো, ২। কুসুম, ৩। কেদার, ৪। রাজেন্দ্র, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। আদুরী, ৭। ব্রহ্ম, ৮। শশী, ৯। রামজী, ১০। দেবীসুরা, ১১। রাজনারায়ণ, ১২। বসন্ত, ১৩। বাবুরাম, ১৪। শিবু। ইহারা সকলেই এক প্রকার ভাল আছে, তবে শশী অর্শে ভুগিতেছে। তাহার চিকিৎসা চলিতেছে। ১৫। সুন্দরী—সুন্দরী হাত পা ফুলিয়া একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়ে। অবশেষে এক স্থানে পায়ের ফুলা বাড়িয়া পাকিবার উপক্রম হয় ও ফাটিয়া গিয়া অল্প অল্প রস পড়িতে আরম্ভ হয়। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় পা খানি অস্ত্র করিতে হইবে বলিয়া মেডিকেল কলেজে পাঠাইতে বলেন। তদনুসারে তাহাকে কলেজে পাঠান হইয়াছে।

১৬। ননীগোপাল—অনেক আরোগ্য লাভ করে। অবশেষে তাহার খুড়া আসিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়াছেন।

১৭। এফ্‌লাল উদ্দীন—একজন দপ্তরী, বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। ডাক্তার ব্রজেন্দ্র-নাথ রায় প্রেরণ করেন। রোগ কানপচা ও শোথ। তাহার কানের দুর্গন্ধে সেবালয় শুদ্ধ রোগী একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। তজ্জন্য তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার কথা বলা হয়। কিন্তু সে হাঁসপাতালে যাইতে অস্বীকার করে ও বলে আমাকে মৃজাপুরে রাখিয়া আসিলে বাড়ী যাইতে পারিব। তদনুসারে তাহাকে মৃজাপুরে রাখিয়া আসা হয়। শেষে শোনা যায় তাহার বাড়ী নাই ও সে আবার ব্রজেন্দ্র বাবুর নিকট যায়। তিনি তাঁহাকে পুনর্ব্বার হাঁসপাতালে প্রেরণ করিয়াছেন।

" ১৮। ফকিরচাঁদ। রোগ রক্তামাশয় ও হিক্কা। নানাপ্রকার চেষ্টাতেও হিক্কা বন্ধ করিতে পারা যায় নাই। সুতরাং তাহাকে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

১৯। লালমোহন—বাত ও প্লীহা। কয়েক দিন থাকিয়া রোগী আপন ইচ্ছায় কোথায় চলিয়া যায়।

২০। গান্ধারী—একটি স্ত্রীলোক তাহাকে সেবালয়ে দিয়া যায়। বয়স প্রায়

৫০ বৎসর। ইহার আর কেহ নাই। স্থায়ীভাবে থাকিবে বলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলেন রোগ যক্ষ্মা। সুতরাং সেবালয়ের নিয়মানুসারে তাহাকে এখানে রাখা অসম্ভব। তন্নিবন্ধন তাহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

২১। ধর্ম্মদাস ঘোষ—ডাক্তার রামলাল বসু ও বাবু হরিপদ মিশ্র উহাকে গোবরডাঙ্গা হইতে একজন লোক করিয়া প্রেরণ করেন। রোগ ম্যালেরিয়া। তাহার উপর অকস্মাৎ একদিন শিল পড়িয়া মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া যায়। এখন মস্তিষ্ক পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেডিকেল কলেজ ভিন্ন আর এ ভয়ঙ্কর অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে না দেখিয়া, তথায় প্রেরণ করা হয়।

২২। জ্ঞানদা—অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা, পিতৃ মাতৃহীনা। এই বালিকা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত। বাবু বসন্তকুমার নন্দী ইহাকে পাইয়া নিজ বাটীতে লইয়া যান ও আহারাদি করাইয়া কাপড় ও কিছু পয়সা দিয়া সেবালয়ে প্রেরণ করেন। বালিকা যখন আসে, তখন আমরক্তে ভুগিতেছিল। ঔষধ ব্যবহারে প্রায় আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু অভ্যাসবশে আবার এক দিন দুই প্রহরে ভিক্ষা করিয়া চাউলভাজা প্রভৃতি খাইয়া আইসে ও আবার রক্তামাশয় হয়। তদবধি মাঝে মাঝে পলায়ন করিত ও ভিক্ষা করিয়া কত কি খাইয়া আসিত। আমরা সহস্র বুঝাইয়াও তাহাকে আটকাইতে পারিতাম না। বালিকাটি অবিচারিত দানের এক জ্বলন্ত প্রমাণ। অবশেষে বিশেষ ভয় প্রদর্শন ও গৃহে আবদ্ধ করার ভয় দেখানর পর এখন কয়েকদিন আর বাহির হয় নাই।

২৩। অক্ষয়—বয়স প্রায় ৩০ বৎসর। রোগ গলায় ক্ষত। নিবাস খানাকুল কৃষ্ণনগর। নিতান্ত অসহায় বলিয়া সেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। চিকিৎসা চলিতেছে।

দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির মাসিক কার্য্যবিবরণ।

জালালপুর—কার্য্যবিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। ভরসা করি তথাকার কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় এ বিষয়ে একটু বিশেষ মনোযোগ দিবেন।

সূর্পানগর। জ্বর ১, চক্ষুপ্রদাহ ১, অন্যান্য ১। মোট ৩, স্ত্রী ৩। আরোগ্য ২, ত্যাগ ১।

নওগাঁ। জ্বর ৭, বাতশ্লেষ্মা ১, রক্তামাশয় ২, অজীর্ণ ২, স্নায়ুদুর্ব্বলতা ১, কর্ণমূলপ্রদাহ ১, ওলাউঠা ১, কাশি ৩, কৃমি ১, অন্যান্য ১। মোট ২০, স্ত্রী ৪, পুরুষ ১৬। আরোগ্য ১০, মৃত ১, ত্যাগ ৩, চিকিৎসাধীন ৬।

নলধা। ওলাউঠা ২৪, উদরাময় ৪, রক্তামাশয় ২৬, অজীর্ণ ১৮, কফকাশি ৫, হাঁপকাশ ১, কৃমি ২, ওলাউঠার পরবর্ত্তী ফল ১, মস্তকরোগ ২, জ্বর ২, স্নায়ুদুর্ব্বলতা ১, বেদনা ১, বক্ষবেদনা ২, অন্যান্য ২। মোট ১১২, পুরুষ ১১, স্ত্রী ৩১। আরোগ্য ৭৫, ত্যাগ ৯, চিকিৎসাধীন ১৬, মৃত্যু ৬, অজ্ঞাতফল ৬।

কোঁড়ামারা। জ্বর ২২, ছুলি ৩, ওলাউঠা ৬, উদরাময় ৩, চক্ষুরোগ ৩, কোষ্ঠবদ্ধ ১, অন্যান্য ৩। মোট ৪১, পুরুষ ২৯, স্ত্রী ১২। আরোগ্য ২৪, ত্যাগ ৪, মৃত্যু ১, চিকিৎসাধীন ১২।

চেরাপুঞ্জী। জ্বর ২৭, ক্ষত ১, মুখে ঘা ১, কোষ্ঠবদ্ধ ৩, স্ত্রীরোগ ৬, আমাময় ৩, অজীর্ণ ৭, হাঁপকাশ ৩, বাত ৩, স্ক্রফিউলা ১, উদরাময় ৪, কাশি ৬, পোড়া ১, আঘাত ২, পেটফাঁপা ২, শোথ ৩, স্নায়ুশূল ২, শীরঃপীড়া ২, চক্ষুপ্রদাহ ২, কৃমি ৬, রিকেট্‌স্ ১, অম্লপিত্ত ২, দদ্রু ১, নাভিক্ষত ১, পাঁচড়া ৪, সর্দ্দি ২, বায়ুরোগ ১, প্রসবান্তে বেদনা ১, কর্ণমূলপ্রদাহ ১, অন্যান্য ২। মোট ১০১, স্ত্রী ৫০, পুরুষ ৫১। ফলাফল অধিকাংশ স্থলে জানিতে না পারায় লেখা হয় নাই। একটু দৃষ্টি রাখিয়া ফলাফল নির্ণয় করিতে পারিলে ভাল হয়।

কলিকাতা। জ্বর ৪, দন্তরোগ ১, কাশি ১, পেটের অসুখ ১, আমরক্ত ১, মাথাধরা ১, স্ত্রীরোগ ১। মোট ১০, পুরুষ ৬, স্ত্রী ৪।

দানপ্রাপ্তি।

অর্থ। কালীভূষণ মিত্র, তদীয় পত্নীর স্বর্গকামনায় ১৲ অজানিত দান ৶১০ রোগীদের কম্বলের জন্য জনৈক সহৃদয়া ভগিনী মাঃ দেবেন্দ্রনাথ ওদোর ২৲ নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫৲, বালাখানা বান্ধবসমিতি ২৲ মানদাসুন্দরী অদ্দার এলাহাবাদ, শীতবস্ত্রের জন্য ৫৲, বাক্সের দান ৲১০, সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ।০, মহেশতলা স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রগণ ॥/০, অগ্রজের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অমৃতলাল বসু ১৲, জামাতার রোগমুক্তির জন্য গোরাচাঁদ দাস বরিশাল ২৲, মহেন্দ্রনাথ দাস নবেম্বর মাসের চাঁদা ১৲, রাধাগোবিন্দ সাহা অগ্রহায়ণ মাসের চাঁদা ॥০, নগেন্দ্রমোহিনী বসু মৃত পুত্রের আত্মার কল্যাণকামনায় ২৲ দানের চাউলের মূল্য ১৶১৭॥০, বিপিনবিহারী রায়ের প্রজাদের নিকট হইতে সংগৃহীত ৪৪৲ রজনীকান্ত দে শীতবস্ত্রের জন্য ১৲, দানের চাউল ॥/১৫, বাক্সে দান ।০, অন্নপূর্ণময়ী দেবী অগ্রহায়ণ মাসের চাঁদা ১৲, মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় অগ্রহায়ণ মাসের চাঁদা ১৲, পুস্তক বিক্রয় ॥১০, রামরঙ্গিনী রায় কাকিনা, শীতবস্ত্রের জন্য ২৲, বাক্সে দান ৲১৫, জনৈক বন্ধু ২৲, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।/১০, শীতবস্ত্রের জন্য সংগৃহীত ১৶০, যদুনাথ ঘোষ ১৲, কামিনীসুন্দরী ঘোষ ।০, রাজবালা ঘোষ ।০ রমণীমোহন মিত্র ।০, ক্ষীরোদবাসিনী ঘোষ ।০, চারুচন্দ্র রায় নবেম্বর মাসের বাবৎ খরচ ৪৲, কোনও ভদ্রলোক ৶০, বসন্তকুমারী বসু, পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, মতিলাল আশ ১৲, স্বর্ণপ্রভা দত্ত ৪৲, জনৈক ভদ্রমহিলা কার্ত্তিক মাসের চাঁদা ১৲, শশীভূষণ তালুকদার ভ্রাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, চারুচন্দ্র রায় চৌধুরী পিতামহীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, দীননাথ বসু ১৲ বাক্সে দান ৲৫, অবিনাশচন্দ্র সরকার ।০, নীলকান্ত সিদ্ধান্ত ॥০, যজ্ঞেশ্বর সেন নবেম্বর মাসের চাঁদা ১৲, অনন্তলাল ঘোষ ৶০, ৩০এ নবেম্বরের জের, জিঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দঃ ইন্দুভূষণ

রায় চৌধুরী ২১৷৵১০, শ্রীমতী অম্বিকা দেব, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১০৲ শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী ঘোষাল ৪৲, বাক্‌সে দান ৲১৫, ক্ষান্তমোহিনী বসু, রোগীদের কপি ও লেবুর জন্য ১৲, অধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৷৹, খুচরা দান /১৫, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ।/০, শশীমুখী রায় ২৲, থাকমণি ঘোষ, স্বামী সুস্থশরীরে মুঙ্গেরে পৌঁছিয়াছেন বলিয়া ১৲, কুঞ্জবিহারী সেন ৵০, বাক্‌সে দান ৲১০ মহেন্দ্রনাথ সরকারের মাতা কম্বলের জন্য ২৲, ধনেন্দ্রনাথ মিত্র ডিসেম্বর মাসের চাঁদা ।০, প্রভাবতী মিত্র ডিসেম্বর মাসের চাঁদা ।০, কালীনারায়ণ রায়,পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫৲. সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৵০, দুর্গাকান্ত ভৌমিক ।০. পুরাতন বস্ত্র বিক্রয় দং নরেন্দ্রনাথ মান্না ৩।৵০, কর্জ্জ জমা ১০৲, জ্যোতিন্দ্রনাথ দত্ত ।০, দানের জুতা বিক্রয় মাঃ ফকিরচাঁদ সাধুখাঁ ২৷৹ এক দিনের উদ্বৃত্ত ৵০, বসন্তকুমারী নন্দী ৷৹, মোহিতচন্দ্র ঘোষ ১৲, বাণীকান্ত রায় চৌধুরী ।০, উপেন্দ্রনাথ রাহা ৵০, পুস্তক ও ছবি বিক্রয় ৶১৫, কর্জ্জ দাসী হইতে ৫৲, কে, এম্ সরকার ৫৲, শশিভূষণ পাল ।৵০, বাক্‌সের দান ৲১০ অন্নদাময়ী দেবী পৌষ মাসের চাদা ১৲, নন্দকিশোর ধর শিলং ১৲, A. B. ৶১০, শ্রীনাথচন্দ্র চন্দ্র ১৲ তারিণীচরণ চন্দ্র ২৲, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৲,হেমনলিনী বসু ১৲, রায় অমূল্যরত্ন চন্দ্র ২৲, শীতলচন্দ্র ধর ৫৲ অম্বিকাচরণ পোদ্দার ১৲ দেবেন্দ্রচন্দ্র দে ১৲, কোনও ভদ্রমহিলা শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের চাঁদা ৮৲, শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৵০। গরমিল হিসাবে জমা ৷/১০

চাউল। ছাত্রগণের দ্বারা খুচরা সংগ্রহ।

বস্ত্রাদি। ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিং মাঃ কুঞ্জবেহারী গুহ ছোট কোট ৪, গরম কোট ২, লেটের কোট ১, ছিটের কোট ২, ওয়েষ্ট কোট ৬, সাদা জ্যাকেট ৪, মেরুনো জ্যাকেট ২, মেরুনো ছোট জ্যাকেট ২, জোট জামা ১, পুরাতন সাড়ী ১, সাদা পেণ্ট ২, ছিটের পেণ্ট ২, সার্জ্জের প্যাণ্ট ১, এড়ির ছোট প্যাণ্ট ১, ছিটের কোট ২, সাদা সার্ট ২, পুরাতন কামিজ ১, পুরাতন কামিজ ১, গরম টাইট কামিজ ১, গলাপোষ ১, সালের কম্ফরটর ১। নগেন্দ্রমোহন বসু, যশহর কাঁথা ১, রেপার ১, গঞ্জিফ্রক ১। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য বেদানা ৭, পাঁওরুটি ২৷৹ বালিস ৩, তোষক ১। ডাক্তার নীলরতন সরকার পাঁওরুটি ১৭। বর্গীয়া দুর্গা-তারিণী দাসী ধূতন বোম্বাই চাদর ১০। স্ফটিকচন্দ্র ঘোষ কোঁড়ামারা, থালা ১। নগেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত, কোঁড়ামারা কাপড় ৫, চাদর ৩। বসন্তকুমারী বসু কাপড় ২, জামা ১। আনন্দমোহন দাস ঢাকা নূতন বোম্বাই চাদর ৪। একজন ছাত্র, সার্ট ৬, কোট ২।

দাসাশ্রমের আয় ব্যয়।

আয়।

দানপ্রাপ্তি ও অন্যান্য বাবৎ জমা ১৯৮ ৲৭৷৷, দাসীর সাহায্য ৫০৲, পূর্ব্ব মাসের হস্তেস্থিত জমা ১৯৶১৫। মোট জমা ২৬৭।২৷৷০।

ব্যয়।

আহারাদির খরচ ৮৯৷৷/১৫, চাকর ৬৲, রাঁধুনী ব্রাহ্মণ ৪৲, দুগ্ধ ১০৲, রোগীর গাড়ি-ভাড়া ৩৷৷০, ডাকখরচ ৲১০, কার্য্যকারকের খরচ ৩৫৲, বাড়িভাড়া ৭০৲, ধোপা ৩।৶০, সেবালয়ের ঔষধ ১০৲, আদায়কারীর খরচ ৬৲, অন্যান্য খরচ ৩৸৶১৭৷৷। মোট ২৫৮৷৷/২৷৷

মোট জমা ২৬৭।২৷৷, মোট খরচ ২৫৮৷৷/২৷৷, হস্তেস্থিত ৮৷৷৶০।

সাহিত্য-সংবাদ।

"বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা। কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক স্কুলের প্র্যাক্‌টিস অব মেডিসিনের অধ্যাপক এবং চিকিৎসা-বিধান প্রণেতা শ্রীচন্দ্রশেখর কালী, এল্, এম্, এস্ প্রণীত। মূল্য দুই টাকা মাত্র।" আমরা চিকিৎসা-বিদ্যা জানি না, সুতরাং এই পুস্তকের চিকিৎসা-প্রকরণ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারি না। তবে ইহা বলিতে পারি যে ইহাতে ওলাউঠার প্রতিষেধক যে সকল ব্যবস্থা ও নিয়ম উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয় অতীব প্রয়োজনীয়। সেগুলি বহুদর্শনের ফল বলিয়াই প্রতীতি হয়।

"অবকাশ-প্রকাশ। [কাব্য] প্রথম ভাগ। শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য তিন আনা।" ইহা একটি "ষোড়শবর্ষীয় বালকের" লিখিত কবিতা-পুস্তক।

"যুগপূজা বা ধর্ম্মভাব বিকাশ। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এ, প্রণীত। মূল্য চারি আনা।" ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন রকমের কাব্য। ইহাতে মানবজাতি কি প্রকারে প্রেতপূজা, প্রাণী-পূজাদি হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম একেশ্বর-পূজায় উপনীত হইয়াছে, তাহাই কবিতার আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। কবিতাগুলি সুমিষ্ট ও ভাবপূর্ণ হইয়াছে। নানা প্রকার ছন্দ ব্যবহারে তিনি বেশ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। মানব আদিম অবস্থায় যে সকল চিন্তা ও ভাব দ্বারা চালিত হইয়া প্রেত, প্রাণী, প্রাকৃতিক শক্তি প্রভৃতির পূজা করিত, কবি তৎসমুদয় কল্পনা দ্বারা জীবন্ত ভাবে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। তবে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক। প্রমাণ প্রয়োগ ভিন্ন বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। তজ্জন্য আমরা আশা করি গ্রন্থকার ধর্ম্মভাব বিকাশ বিষয়ে একখানি গদ্য গ্রন্থ লিখিয়া নিজ কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবেন। আমাদের দু একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে পারিলাম না।

"তীর্থ যাত্রা। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা।" ইহা একখানি আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য; বানিয়ান্ প্রণীত পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস্ নামক ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে লিখিত। ইহার কবিতাগুলি বেশ সহজে সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বিষয়টি উপদেশ প্রদ। তবে ইহাতে যে সকল সদসৎ গুণ, পাপ ও দুর্ব্বলতাদি রূপকের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের চিত্র জীবন্ত হয় নাই।

"যুবক-ধর্ম্ম-নীতি। শ্রীঅকিঞ্চন যুবক প্রণীত। কলিকাতা। ৬৬।১।২ সিমলা ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা।" ইহাতে যে সকল উপদেশ আছে, তৎসমুদয় যুবক বৃদ্ধ সকলেরই পালনীয়।

"তৃপ্তি। মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা। শ্রীকালীচরণ মিত্র সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ২৲। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ২৷৷০।" ইহা এক খানি নূতন মাসিক পত্রিকা। ইহার ১ম সংখ্যা পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবার মত কিছু পাইলাম না।

আমরা যে সকল মাসিক পত্র পাই, তন্মধ্যে পৌষ মাসের "সাধনায়" "কর্ত্তব্যনীতি" "বিনি পয়সায় ভোজ," ও "সাংখ্যদর্শন" ; পৌষমাসের "সাহিত্যে" "ভারত প্রদক্ষিণ," "মানসী," ও "সহযোগী সাহিত্য" ; এবং পৌষ মাসের "নব্যভারতে" "কৃষি-কার্য্যের উন্নতি," "অনাত্মবাদের অযৌক্তিকতা" ও "বৌদ্ধনিদান", এই সকল প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"দাসী"র ঋণ।

অনেক গ্রাহক যথাসময়ে মূল্য না দেওয়ায় "দাসী"র প্রায় ৩০০ তিন শত টাকা ঋণ হইয়াছে। দাসাশ্রমের সাহায্যের জন্যই "দাসী" প্রকাশিত হয়। তাহা না হইয়া যদি ঋণ হয়, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। গ্রাহক-বর্গের নিকট করযোড়ে নিবেদন শীঘ্র নিজ নিজ দেয় প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে ঋণমুক্ত এবং "দাসীর" উদ্দেশ্য সফল করুন।

এজেণ্ট।

রামপুরহাটের শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বরিশালের শ্রীযুক্ত বাবু বামনচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় দ্বয় আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি (২০এ মাঘ) হইতে আর দাসী-শ্রম ও "দাসী"র এজেণ্ট থাকিবেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে ঐ তারিখ হইতে আর কেহ দাসাশ্রম ও "দাসী"র টাকা যেন না দেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী ব্রহ্মদাস দাসাশ্রম ও "দাসী"র এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই সংখ্যায় ৮ পৃষ্ঠা লেখা বেশী আছে।

দাসী

ইংরেজ-জাতির পূর্ব্বপুরুষ।

প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ জাতি সভ্যতার সর্ব্বনিম্ন সোপানে সমারূঢ় ছিল। আজ ইহারা শিক্ষায়, সভ্যতায়, শৌর্য্যে ও পরাক্রমে জগতে অদ্বিতীয়! এত অল্পদিনের মধ্যে জগতে আর কোন জাতি উন্নতির এরূপ উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে কি না, সন্দেহ স্থল। এই বিচিত্র জাতির বিচিত্র বিবরণ শুনিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

যে শিশু জগতে একদিন অদ্বিতীয় হইবে, তাহার মধ্যে শৈশব হইতেই যেমন মহত্ত্বের অঙ্কুর লক্ষিত হয় এবং সেই অঙ্কুর কালক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া যেমন পল্লবিত ও পুষ্পফলে সুশোভিত হয়, সেইরূপ ইংরেজ-জাতির আদিম অর্থাৎ শৈশবাবস্থাতেই ইহাদিগের ভাবী উন্নতির লক্ষণ সকল পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তৎকালে ইহারা দুর্দ্দান্ত অসভ্য মাত্র থাকিলেও এবং ইহাদিগের জীবন অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিলেও ইহাদিগের মধ্য হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বিনিঃসৃত হইত। সে জ্যোতি তৎকালে মেঘ-জাল-জড়িত শ্যামায়মান জ্যোৎস্নার ন্যায় যার পর নাই পরিম্লান থাকিলেও দুই সহস্র বৎসরের পরিমার্জ্জনে সুন্দর স্নিগ্ধোজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছে। আজ সেই জ্যোতির প্রভাবে জগৎ একরূপ আলোকিতই হইতেছে! ইংরেজ-জাতি জগতে আজ সুসভ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, এবং শত শত অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতির অনুকরণস্থল হইয়াছে!

এই মহৎ জাতি কিরূপে অসভ্যাবস্থা হইতে সুসভ্যাবস্থায় উপনীত হইল, তাহার আলোচনা করা বড়ই প্রীতি ও শিক্ষাপ্রদ। অদ্য আমরা ইংরেজ-জাতির কেবল বাল্যাবস্থারই যৎসামান্য আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইব।

ইংলণ্ডের ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, ইংলণ্ডদ্বীপ ইংরেজদিগের আদিম আবাস স্থল নহে। উক্ত দ্বীপে পূর্ব্বকালে ব্রিটন-নামা কেল্টিক্ জাতীয় এক অসভ্য জাতি বাস করিত। এই অসভ্যেরা পশুপক্ষীর মাংস খাইয়া, উলঙ্গভাবে গিরিগুহায় কাল যাপন করিত। ইহারা আপনাদের নামানুসারে আপনাদের আবাস-দ্বীপকে ব্রিটেন বলিত। ব্রিটনেরা ইংরেজ-জাতির প্রকৃত পূর্ব্ব-পুরুষ নহে। ইংরেজদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা জর্ম্মেণীর উত্তর প্রদেশে বাস করিত। তাহারা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল; তন্মধ্যে এঙ্গল্স্ স্যাক্সন্স্ ও জুট্ সম্প্রদায়ই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে ব্রিটেন দ্বীপের বিভিন্ন স্থল আক্রমণ ও অধিকার করে। ব্রিটনেরা পরাস্ত হইয়া দুর্গম গিরিমালায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং হীনবল হইয়া কালক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হয়। এঙ্গল্স্, স্যাক্সন্স্ ও জুটেরা বহুকাল ব্রিটেন দ্বীপ অধিকার করিয়া থাকিলে পর, জর্ম্মেণীর উত্তর অঞ্চল হইতে দীনেমারেরা আসিয়া কিয়দ্দিন তথায় প্রাধান্য লাভ করে। তৎপরে নর্ম্ম্যান্-নামা অপর এক সম্প্রদায় ইংলণ্ডদ্বীপ আক্রমণ ও অধিকার করে। নর্ম্ম্যান্ বংশীয় রাজা ও রাজপুরুষগণ বহুকাল ইংলণ্ডদ্বীপ শাসন করেন। নর্ম্ম্যানেরা আপনাদিগকে জেতা এবং ইংলণ্ডের অধিবাসিগণকে বিজিত মনে করিত। অহঙ্কৃত জেতৃ-গণ বিজিত অধিবাসিগণ হইতে আপনাদিগের পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইত। কিন্তু এই পার্থক্য বহুদিন রক্ষিত হয় নাই। নর্ম্ম্যান্, দীনেমার, এঙ্গল্স্, স্যাক্সন্স্ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্র-

দায়ের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব জাতি সমুৎপন্ন হইল। এই জাতিরই নাম ইংরেজ-জাতি। বর্ত্তমান ইংরেজী ভাষাও উল্লিখিত সম্প্রদায় সমূহের বিভিন্ন ভাষার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ-ফল মাত্র।

এস্থলে ইহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, পূর্ব্বোক্ত এঙ্গল্স্, স্যাক্সন্স্, দীনেমার ও নর্ম্ম্যানেরা একই মহাজাতির অন্তর্গত। এই মহা-জাতির নাম টিউটন্। টিউটনেরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া জর্ম্মেণীর উত্তর প্রদেশে বাস করিত। উল্লিখিত এঙ্গল্স্, স্যাক্সন্স্, দীনেমার ও নর্ম্ম্যান্ সম্প্রদায়েরা এই প্রদেশ হইতেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে গমন করিতেছিল। সুতরাং বর্ত্তমান ইংরেজ-জাতির আদিম অব-স্থার বিবরণ অবগত হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে উত্তর জর্ম্মেণী-বাসী টিউটনদিগের বিবরণ অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহাই আমাদিগের অদ্যকার আলোচনার বিষয়।

জর্ম্মেণীর উত্তর প্রদেশ বড়ই ভীষণ। তিমির, কুজ্ঝটী, মেঘ, বৃষ্টি, ঝটিকা, তুফান, জলা, জঙ্গল, তুষার ও শীত, ইহাই উক্ত প্রদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই যেন বিষাদের গাঢ় ছায়া সকল পদার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কোথাও আনন্দের লেশমাত্র দেখিতে পাইবে না। নদী সকল মন্থর গতিতে সমুদ্র অভিমুখে চলিয়াছে। ভূমি এরূপ সমতল যে, নদীর কৃষ্ণ জলরাশি প্রবাহিত হইতেছে কি না, তাহা প্রথম দৃষ্টিতে অবধারণ করা যায় না। সমুদ্রকূল ঝটিকাময় ও সঙ্কটসঙ্কুল। অর্ণব-পোত সকল ঝটিকার সময় কদাচিৎ রক্ষা পায়। এই সমুদ্রোপকূলে প্রাচীন রোমকগণের সহস্র পোত বিনষ্ট হয় এবং অদ্যাপি নিয়তই অসংখ্য পোত ও নৌকা জলমগ্ন হইতেছে। সমুদ্র জলের উপরিভাগ হইতে উপকূল অধিক উচ্চ নহে। তুফানের সময় সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত জলরাশি উপকূলবর্ত্তী প্রদেশসমূহকে প্লাবিত করিয়া ফেলে। তাহাতে

কত গ্রাম ও নগর বিলুপ্ত হয় এবং কত শত নরনারীর প্রাণ বিনষ্ট হইয়া যায়। উক্ত প্রদেশের অধিবাসিগণ আত্মরক্ষার জন্য সমুদ্রতটে সুদূর "বাঁধ" বাঁধিয়াছে; কিন্তু ইহাও নিশ্চিন্ত হইবার কারণ নহে। ক্ষণেকের জন্যও সমুদ্রের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। ভীম-পরাক্রমে আক্রমণের উপর আক্রমণ হইতেছে। কত সময় সমুদ্রের প্রচণ্ড আঘাতে ভঙ্গুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়; মহাসমুদ্রও ভৈরব রবে গর্জ্জন করিতে করিতে অধিবাসী-সমেত প্লাবিত প্রদেশকে গ্রাস করিয়া ফেলে। জট্‌লণ্ডে ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে এইরূপে এক বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় এবং একই দিনে পঞ্চদশ সহস্র ব্যক্তি করাল সাগরগর্ভে প্রবেশ করে। অদ্যাপি উত্তর জর্ম্মেণীর অধিবাসিগণের সহিত মহাসমুদ্রের অবিশ্রান্ত ভীষণ সংগ্রাম চলিয়াছে। পাঠকবর্গ একবার এই সংগ্রামের বিষয় চিন্তা করুন।

উত্তর জর্ম্মেণীর আকাশ কখনও নির্ম্মল দেখিতে পাওয়া যায় না। সূর্য্য নিয়তই ধূসর ও কৃষ্ণ মেঘজালে সমাচ্ছন্ন। সমুদ্র হইতে অনবরত বাষ্পরাশি সমুত্থিত হইতেছে; সেই বাষ্প মেঘে পরিণত হইয়া বৃষ্টি-ধারায় ভূতলে নিপতিত হইতেছে। বৎসরের প্রায় সর্ব্ব সময়েই ভূতল ও জলাময় প্রদেশ হইতে অস্বাস্থ্যকর কুজ্‌ঝটিকা সমুৎপন্ন হইতেছে। শীতকালে বৃক্ষ সকল পত্রপুষ্প শূন্য হয়, ভূতলে তুষারপাত হইতে থাকে, নদী ও সমুদ্রের জল জমিয়া কঠিন হয়, আকাশ নিয়তই মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং অবিরলধারায় বৃষ্টিপাত হয়। তখন প্রকৃতির আনন্দশূন্য মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণও নিরানন্দ হয় এবং মনের মধ্যে নানা-প্রকার ভীষণ চিন্তার সমুদ্রেক হইতে থাকে।

এই বিভীষিকাময় প্রদেশে প্রাচীন টিউটনেরা বাস করিত। ইহারা সভ্যতায় আধুনিক মধ্য-আফ্রিকা-নিবাসী অসভ্যগণের প্রায় সমতুল্যই ছিল। মৃগয়ালব্ধ পশু পক্ষিগণের মাংসে ইহারা প্রাণধারণ

করিত। কেহ কেহ যৎসামান্য শস্যও উৎপাদন করিত; কিন্তু মৃগয়াই ইহাদিগের জীবিকার প্রধান উপায় ছিল। পুরুষেরা গৃহে থাকিতে ভাল বাসিত না; জীবনের অধিকাংশভাগই গৃহের বহির্ভাগে অতিবাহিত করিত। মৃগয়া, যুদ্ধ, কলহ, সমুদ্রযাত্রা, লুণ্ঠন, হত্যা ইহাই ইহাদিগের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য ছিল। উন্মত্ত সাগরের উত্তুঙ্গ বীচিমালা ইহাদিগকে সন্ত্রস্ত করিত না; ভীম প্রভঞ্জনের ভীষণ মূর্ত্তি ইহাদিগের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিতে পারিত না; ইহারা নির্ভীক চিত্তে অদম্য উৎসাহে চর্ম্মাবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় সমুদ্রোপকূলে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। সমুদ্রই যেন ইহাদিগের আবাস গৃহ ছিল। সমুদ্রের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ইহাদিগের হৃদয় বিকট উল্লাসে পরিপূর্ণ হইত! সমুদ্রের যশোগাথা গাহিতে গাহিতে ইহারা আনন্দে উন্মত্ত হইত! সমুদ্রচর এই অসভ্যেরা আপনাদিগের দলপতিগণের অধীনে কখন কখন দূর দেশেও গমন করিত। দলপতিরা শৌর্য্যে বীর্য্যে সাহসিকতায় ও হিংস্র প্রকৃতিতে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিল। ইহারাই ইতিহাসে জলধি-পতি (sea-king) বলিয়া বিখ্যাত। যে দেশে ইহারা পদার্পণ করিত, সে দেশ ইহারা ছারখার করিয়া আসিত। অধিবাসিগণের রক্তস্রোতে সে দেশ প্লাবিত হইত; গ্রাম ও নগর সকল অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হইত। বিপন্ন নরনারীর আর্ত্তনাদে ইহারা উল্লসিত হইত এবং স্বহস্তে হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারিলে আপনাদিগকে যারপর নাই ঘৃণিত মনে করিত। ঝটিকাময় সমুদ্র দর্শনে ভীত না হইয়া ইহারা এইরূপ গান গাহিত:—"ঝটিকা আমাদের ক্ষেপণী সকলের সহায়তা করিতেছে, মেঘের গর্জ্জন, ও বজ্রের ভীমনাদ আমাদিগকে আঘাত করিতেছে না; প্রভঞ্জন আমাদের দাস; যেখানে আমরা যাইতে চাহিতেছি, সেই খানেই ইহা আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে!" আর একটি গান এইরূপ:—"তরবারী

দ্বারা আমরা শত্রুকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করি ; শয্যাপার্শ্বে বধূর ন্যায় তরবারী আমার প্রীতিপ্রদ ; যে ব্যক্তি কখনও অস্ত্রদ্বারা আহত হয় নাই, তাহার জীবন কি ঘৃণিত !” খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি ইহাদিগের বিজাতীয় আক্রোশ ছিল। খৃষ্টান পাইলেই ইহারা তাহাকে মহোল্লাসে বধ করিত। এক ব্যক্তি একটী খৃষ্টীয় মঠে প্রবেশ করিয়া ৮৪ জন অসহায় সন্ন্যাসীকে বধ করে। অপর কতিপয় ব্যক্তি এক খৃষ্টান রাজাকে ধরিয়া জীবিতাবস্থায় তাঁহার পঞ্জর কাটিয়া উভয় পার্শ্বে তাঁহার হৃদয় ও ফুস্‌ফুস্‌কে টানিয়া বহির্গত করে। এইরূপ বীভৎস, অমানুষিক ও পৈশাচিক কার্য্যেই ইহারা আনন্দ লাভ করিত। প্রকৃতপক্ষে, ইহারা ব্যবহারে এবং আহারেও অনেকটা রাক্ষসের সমতুল্য ছিল।

স্ত্রীলোকেরা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সন্তানের লালনপালন করিত। কিন্তু ইহারাও হিংস্র প্রকৃতিতে পুরুষগণ অপেক্ষা কিছুমাত্র হীন ছিল না। স্ত্রীজনোচিত কোমলতায় ইহারা বঞ্চিত ছিল, একথা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। জনৈক দলপতির কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। বিবাহার্থী যুবক বহুদিন পরে প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। প্রণয়িনী প্রেমাস্পদকে দেখিয়া আনন্দিত হইল না। তাহাকে মধুর সম্ভাষণে সম্ভাষিতও করিল না ; বরং ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে তিরস্কার করিয়া বলিয়া উঠিল :—“যাও, যাও, এখান হইতে চলিয়া যাও ; এই সমগ্র শরৎকালের মধ্যে তুমি বৃকগণকে মানুষের সদ্য মাংস খাওয়াইতে পার নাই ; কোনও হতাহত স্থলে একটি কাক কি শকুনিও উল্লাসে চীৎকার করে নাই!” প্রেমিক যুবক বিচলিত হইল না ; সে চণ্ডীকে প্রসন্ন করিবার জন্য হাসিয়া বলিল, “সুন্দরি, রাগ করিও না ; রক্তাক্ত করবাল লইয়া আমরা দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিয়াছি। শকুনিপাল

চীৎকার করিতে করিতে আমাদের অনুসরণ করিয়াছে ; ভীষণ সংগ্রামে আমরা জয়লাভ করিয়াছি ; লোকের আবাস-গৃহে অনলশিখা লহ লহ করিয়া জ্বলিয়াছে এবং রক্তাক্ত ভূমিতে আমরা বিশ্রামসুখ লাভ করিয়াছি !” চণ্ডী প্রসন্না হইলেন ; যুবকও তাঁহার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইল !

রোমকদিগের অধঃপতন সময়ে এই টিউটনেরা ব্রিটেনদ্বীপে আগমন করিল। ব্রিটেনদ্বীপ উত্তর জর্ম্মেণী অপেক্ষা উর্ব্বর, শস্যশ্যামল ও মনোরম ! এঙ্গল্‌স্, স্যাক্সন্‌স্ ও জুটেরা একে একে এই দ্বীপে উপস্থিত হইয়া ইহার প্রতি আসক্ত হইল। ব্রিটেনদ্বীপের নিবিড় অরণ্যমধ্যে মৃগয়ার সুবিধা দেখিয়া ইহারা যারপর নাই প্রলুব্ধ হইল। অধিবাসীদিগকে দুর্ব্বল ও কাপুরুষ দেখিয়া ইহারা ভীষণ সংহার ও দিগ্বিজয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সহস্র সহস্র অধিবাসীর রক্তে ইহারা ব্রিটেনভূমি রঞ্জিত করিল ; কত শত সমৃদ্ধ গ্রাম ও জনপদ ভস্মীভূত হইয়া ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইল। ব্রিটনেরা কেহ কেহ ইহাদিগের বিজয়িনী শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিল ; অনেকে দুর্গম গিরিমালা আশ্রয় করিয়া কালযাপন করিতে লাগিল। এঙ্গল্‌স্, স্যাক্সনেরা এইরূপে ব্রিটেনদ্বীপ অধিকার করিয়া আপনাদের নামেই তাহার নাম করণ করিল। সেই অবধিই ব্রিটেন দ্বীপ ইংলণ্ড নামেই অভিহিত হইতে লাগিল। এঙ্গল্‌স্ স্যাক্সনেরা সমধিক উর্ব্বরদেশে বসতি করিয়া অল্পায়াসে ও অল্প যত্নে প্রচুর আহার্য্য ও ধন সম্পত্তি সংগ্রহ করিতে লাগিল। ইহাদিগের আর কোনও বিষয়ের অভাব রহিল না। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত অধিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও ইহাদিগের প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল না। উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং অবনতিরই স্রোত ইহাদিগের মধ্যে প্রবল হইল। কঠোর কার্য্যময়

জীবনের পর হঠাৎ সুখবিলাসিতার মধ্যে পড়িয়া ইহাদিগের পশু-প্রকৃতি উত্তেজিত হইয়া উঠিল। প্রচুর মাংস না হইলে ইহাদিগের ক্ষুধানিবৃত্তি হইত না; প্রচুর মদ্য না হইলে ইহাদিগের মত্ততা জন্মিত না। উত্তেজনা ব্যতীত ইহারা মুহূর্ত্তকালও যাপন করিতে পারিত না। এই নিমিত্ত দ্বন্দ্ব, কলহ ও যুদ্ধ পাইলে ইহাদিগের উল্লাসের আর সীমা থাকিত না। সামান্য রূপে উত্তেজিত হইলেই, ইহারা দুর্দ্দান্ত পশুর ন্যায় দ্বন্দ্বক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত। প্রচুর আহার, প্রচুর মদ্যপান, নৃত্য তাণ্ডব, কলহ, দ্বন্দ্ব, রক্তারক্তি—ইহাই ইহাদিগের জীবনের কার্য্য হইয়া উঠিল। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও ইহারা আপনাদিগের পশু প্রকৃতি দমনে সমর্থ হইল না। সন্ন্যাসীদিগের মঠেও অবাধে ও নিঃশঙ্কচিত্তে দ্যূতক্রীড়া, নৃত্য ও গান হইত; তাহা কখনও কেহ দূষ্য ও গর্হিত মনে করিত না। খৃষ্টধর্ম্ম বহুকাল ইহাদিগের কঠোর প্রকৃতিকে কোমল করিতে সমর্থ হইল না। উচ্ছৃঙ্খলতা পূর্ব্ববৎ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় সকল দুর্দ্দান্ত ও অসংযত হইয়া উঠিল। কোন কোন দুরাত্মা সন্ন্যাসিনীদেরও ধর্ম্মনষ্ট করিতে সঙ্কুচিত হইল না! খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পরেও ইহাদিগের বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হইল না। বৃষ্টল নগর দাস ক্রয় বিক্রয়ের একটী প্রধান বন্দর হইয়া উঠিল; ইংলণ্ডের নানাস্থান হইতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা আনীত হইয়া এই নগরে বিক্রীত হইত। লোকে আপনাদিগের পুত্রকন্যাদিগকেও নিকৃষ্ট পশুর ন্যায় বিক্রয় করিত; এবং স্ত্রীলোকদিগের অধিক মূল্য হইবে ভাবিয়া ব্যবসায়ীরা তাহাদিগের গর্ভোৎপাদন করিত!

এই ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিতে আর ইচ্ছা হয় না। এঙ্গল্‌স্ স্যাক্সন্‌দিগের জীবন তমিস্র আফ্রিকাবাসী রাক্ষসগণের তমোময় জীবন হইতে কোন অংশেই উৎকৃষ্ট ছিল না। কিন্তু আফ্রিকাবাসিগণের

ন্যায় ইহাদিগের জীবন নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল না। এই নিবিড় অন্ধকার মধ্যেও আলোকপ্রভা লুক্কায়িত ছিল; ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার অন্তরালে উজ্জ্বল প্রভাকর আবরিত ছিল। ইংরেজের সৌভাগ্যবলে এখন সেই মেঘরাশি অপসারিত হইয়াছে এবং ইংরেজ-প্রতিভা সূর্য্যপ্রভার ন্যায় ভূমণ্ডল আলোকিত করিতেছে।

এঙ্গল্‌স্ স্যাক্সন্‌স্‌দিগের পশু প্রকৃতির মধ্যে একটী মহদ্‌গুণ লুক্কায়িত ছিল। এই গুণের নাম আগ্রহ। আগ্রহ থাকাতে ইহারা কার্য্যতৎপর, গম্ভীর ও কঠোর-স্বভাব হইয়া উঠিল। ইহাই ইহাদিগের প্রকৃতিগত স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতার জন্মদাতা। উত্তর জর্ম্মেণীতে ইহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। কেহ বনের পার্শ্বে, কেহ নির্ঝরের সন্নিকটে এবং কেহ বা কোন মনোরম স্থলে বাস করিত। ইহারা স্বভাবতঃ বিলাসপরায়ণ ছিল না। বীরোচিত কার্য্যে ইহাদিগের প্রবৃত্তি ছিল; এই নিমিত্ত আজিও সাহসিকতা ও নির্ভীকতা ইংরেজের প্রধান গুণ। ভীম সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরক্ত থাকায়, ইহাদিগের প্রকৃতি স্বভাবতঃই গম্ভীর ছিল। এই নিমিত্ত ইহাদিগের মনে ধর্ম্মভাবও জাগরিত হয়। উত্তর জর্ম্মেণীতে ইহাদিগকে নিরন্তর সমুদ্র, ঝটিকা, ও দুর্ভিক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে হইত। কাহারও নিশ্চেষ্ট ও অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার অবসর ছিল না। অসমসাহসিক না হইলে কেহই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। সুতরাং এই স্থানেই ইহাদিগের কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিকাশ হয়। কর্ত্তব্যজ্ঞান আত্মসংযমের জন্মদাতা; সুতরাং ইহারা উত্তর জর্ম্মেণীতেই সংযম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। ইহাদিগের বিবাহ-প্রথা নির্ম্মল ও কুসংস্কার-বর্জ্জিত ছিল। স্ত্রীলোকেরা সতীত্ব রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিত। পরদারগামী পুরুষের প্রাণদণ্ড হইত; অসতী রমণীকে আত্মহত্যা করিতে হইত; না করিলে, তাহার

আত্মীয়স্বজনেরা তাহাকে তরবারী দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিত। একবার কতকগুলি রমণী বিজাতীয় শত্রুর হস্তে পতিত হয়; শত্রুর নিকট সতীত্ব রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া, তাহারা সকলেই আত্মহত্যা করিল! পাঠকবর্গ, টিউটন রমণীগণের এই অলৌকিক আত্মত্যাগ অস্মদ্দেশের রাজপুত মহিলাগণের "জহর ব্রতে"র কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে! টিউটনেরা রমণীগণকে ভোগবিলাসের সামগ্রী মনে করিত না; তাহারা রমণীকে পবিত্র ও পূজ্য জ্ঞান করিত। ইহারা একাধিক দারপরিগ্রহ করিত না এবং চিরকাল পত্নীর প্রতি অনুরক্ত থাকিত। পত্নীও স্বামীর সুখে দুঃখে চিরকাল তাহার সঙ্গিনী থাকিত এবং স্বামীর প্রাণের সহিত প্রাণ মিলাইয়া তাঁহাতেই জীবিত থাকিত।

উত্তর জর্ম্মেণীবাসী টিউটনগণের অন্ধকারময় জীবনের মধ্যে ইহাই অত্যুজ্জ্বল আলোক-প্রভা। এই আলোকই কালক্রমে ফুটিয়া উঠিয়া দিগন্ত আলোকিত করিতেছে। আধুনিক ইংরেজদিগের নিম্নশ্রেণীস্থ নরনারীর জীবন এখনও তমসাচ্ছন্ন। কালে এ অন্ধকারও কাটিয়া যাইতে পারে। *

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

* ফরাসী সমালোচক মহাত্মা টেইন প্রণীত "ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস" অবলম্বনে এই প্রবন্ধ প্রধানতঃ রচিত। লেখক।

একটী অভাব।

(১)

আজ কাল জনহিতকর নানা বিষয়ের আলোচনা চতুর্দ্দিকে হইতেছে। এদেশের স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতা বড় বেশী, অনেক সময়

পুরুষ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইতে তাঁহারা আপত্তি করেন। সেই জন্য "ডফরিণ ধনভাণ্ডার" স্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্টের ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের ইহার উপর বড় ঝোঁক; সেইজন্য এই ভাণ্ডারে চারিদিক হইতে টাকা আসিয়া পড়িতেছে। যথেষ্ট টাকা আসিতেছে কিনা বলিতে পারি না; কিন্তু এ পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, গবর্ণমেণ্টের সহিত সংশ্রব না থাকিলে ভাণ্ডারে যে টাকা আসিতেছে, তাহার সিকি আসিত কি না সন্দেহ। ডফরিণ ধন-ভাণ্ডার ভালরূপে পরিচালিত হইলে ইহা হইতে যে প্রভূত উপকার হইবে, তাহা নিশ্চয়। অন্য স্থানে নাই হউক, জন কয়েক হৃদয়বান্ ব্যক্তির চেষ্টায় বৈদ্যনাথে কুষ্ঠাশ্রম হইতে চলিল। কতিপয় হৃদয়বান্ লোক মিলিয়া কলিকাতায় দাসাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতার দাসাশ্রম যেরূপ লোকদের জন্য স্থাপিত, মফঃস্বলে সেই প্রকার লোকদের জন্য কিছুই নাই।

(২)

মুষ্টিভিক্ষার কল্যাণে আমাদের দেশে আজও দরিদ্রালয় স্থাপন করিতে হয় নাই। মুষ্টিভিক্ষা প্রণালীর দোষ অনেক। ভিক্ষা অনেক সময় অপাত্রে দেওয়া হয়; কিন্তু এই প্রথা প্রচলিত থাকায় আজ ভারতের প্রত্যেক গৃহস্থ দানশীল এবং অনেক নিঃসহায় দুঃখী ব্যক্তি আজ অনাহার হইতে রক্ষিত। ভিক্ষা দেওয়া গৃহস্থের এক অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম, গৃহধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ। এই প্রথার উন্নতি করিতে চাও কর; কিন্তু দেখিও যেন উন্নতি করিতে গিয়া "শিব গড়িতে বানর গড়া" না হয়। যাহা হউক মুষ্টিভিক্ষার বিষয় কিছু বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। দেশের মধ্যে এরূপ লোক অনেক আছে, যাহারা ভিক্ষা করিতে অক্ষম কিম্বা ভিক্ষা করা যাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। এরূপ লোকের জন্য ভাবিবার সময় কি আসে নাই?

বোধ হয় আসিয়াছে। আমাদের পিতামহদের আমলে ইহাদের জন্য ভাবিবার দরকার ছিল না। তখন সম্ভবতঃ ইহাদিগকে জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু আজ কাল অনেক বিষয়ে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যে পরিবার যেরূপে ও যে পরিমাণে আতুরদিগকে সাহায্য করিতে পারিতেন, এখন আর তাহা পারেন না। এই হতভাগ্যদিগের জন্য আজ কাল কোন বন্দোবস্ত হওয়া উচিত।

(৩)

অনেক সময় দেখা গিয়াছে, এক ব্যক্তি অন্ধ, সংসারে তাহার কেহই নাই, এ বাড়ী ও বাড়ী গান গাহিয়া কোনরূপে দিনপাত করে। কিন্তু কত দিন সে এরূপ করিতে পারিবে? যখন সে এখানে ওখানে যাইতে ও গান গাহিতে অপারগ হইবে, তখন তাহার কি উপায় হইবে? একটি আশ্রয়হীন স্ত্রীলোক স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ বহুকষ্টে লাঠি ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে এক রশি পথ এক ঘণ্টায় গিয়া কোন দয়াশীল গৃহস্থের বাড়ীতে এক মুঠা অন্ন পাইতেছে। এমন সময় অবশ্য আসিবে, যখন ঐ এক রশি পথ যাইতে সে একেবারে অশক্ত হইবে। আবার একটি স্ত্রীলোক বাতে পঙ্গু, নড়িতে চড়িতে অপারগ। কিন্তু তাহার ব্যারাম কখনও আরাম হইবে না। দেশে এমন হাঁসপাতাল খুব কম আছে, যাহা ইহাকে একটু স্থান দিতে পারে। এইরূপ লোকদের জন্য কি কিছু করিবার সময় আজও আসে নাই?

(৪)

দেখা যাউক, ইহাদের জন্য কি করা যাইতে পারে। যশোহর, পাবনা, বালেশ্বর প্রভৃতি ছোট সহরের কথা প্রথমতঃ ধরা যাউক। এই সব সহরে একটি করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। চিকিৎসালয়ে প্রাতে সমাগত রোগীদিগকে ঔষধাদি দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া প্রত্যেক চিকিৎসালয়ে ১৫।২০ জন রোগী থাকিবার ব্যবস্থা

আছে। এই সব হাঁসপাতালের নিকট যদি ২০ জন লোকের বাসোপযোগী একটি করিয়া আতুরাশ্রম স্থাপিত হয়, তাহা হইলে যে কি উপকার সাধিত হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হাঁসপাতালের ন্যায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থান থাকিবে, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এই আশ্রমে লোক লওয়া যাইতে পারিবে। আশ্রমে থাকিবার প্রার্থী যে বড় বেশী হইবে, তাহার ভয় নাই। যাহার তিন কুলে কেহ আছে, কিম্বা যে ভিক্ষা করিতে সক্ষম, এরূপ লোক ইহার ত্রিসীমায় যাইবেক না। যে দেশে লোক সহজে হাঁসপাতালে যাইতে চাহে না, সে দেশে যে আতুরাশ্রমে যাইবার জন্য সাধারণতঃ লোক ব্যগ্র হইবে, এরূপ মনে করা ভুল। কিন্তু প্রত্যেক স্থানে এমন দুই দশ জন অনন্যোপায় আতুর আছে, যাহাদের পক্ষে এইরূপ আশ্রম স্বর্গতুল্য হইবেক।

(৫)

উক্ত আশ্রম স্থানীয় হাঁসপাতালের পার্শ্বে স্থাপন করিতে বলিবার উদ্দেশ্য আছে। তাহাতে খরচ পত্র কম হইবার সম্ভাবনা। হাঁসপাতাল একজন ডাক্তারের কর্ত্তৃত্বাধীন। আশ্রমও তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন হইবে। ইহাতে তত্ত্বাবধানের আর খরচ লাগিবে না, অথচ কাজও ভাল হইবে। তাহা ছাড়া হাঁসপাতালের যে লোক জন আছে, তাহার উপর একজন পাচক ও জন দুই চাকর রাখিলেই বোধ হয় আশ্রমের কার্য্য চলিয়া যাইবে। সদর ষ্টেশন অপেক্ষা ক্ষুদ্র সহরে বোধ হয় এরূপ আশ্রম স্থাপিত করিবার সময় আজও আসে নাই। আশ্রমে যে ২০ জন লোকের স্থান থাকিবার কথা, তাহারা যে সব সেই সহরের লোক হইবে, এরূপ নয়। জেলার সর্ব্বস্থান হইতে লোক লওয়া হইবে। ছোট সহরের পক্ষে এই বন্দোবস্ত আপাততঃ যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়। কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি বৃহৎ নগরীতে এরূপ ব্যবস্থা চলিতে পারে না। ও সব স্থানে অনাথ আতুর অনেক।

ইহাদের জন্য কোন হাঁসপাতালের পার্শ্বে ক্ষুদ্র বাটী করিলে চলিবে না। বড় রকমের বাটী চাই. চাকর বাকর বেশী চাই এবং একজন মাহিনা করা তত্ত্বাবধায়ক চাই। কলিকাতার ন্যায় বৃহৎ স্থানে বোধ হয় এরূপ আশ্রম ২।৩টী রাখা আবশ্যক হইবে।

(৬)

এখন দেখা যাউক এই আশ্রম সকল কি করিয়া চলিবে। আতুরাশ্রমে যে সাধারণতঃ লোক পিছু আহারাদির জন্য মফস্বলের হাঁসপাতালের অপেক্ষা বেশী পড়িবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। তাহা হইলে ২০ জন আশ্রমবাসীর জন্য আহারাদির খরচ ৬০ টাকার বেশী হইবার সম্ভাবনা নাই। একজন পাচক একজন চাকর ও একজন মেথরের মাহিনা মাসে ১৬ টাকা। বস্ত্রাদির হিসাবে মাসে ১০ টাকা ধরা যাইতে পারে। এই হইল মোট ৮৬ টাকা। ধোপার ও অন্যান্য খরচও কিছু আছে। সমস্ত খরচ মাসে ১০০ টাকা ধরিলে বোধ হয় কম ধরা হইবে না। ইহা ছাড়া একটি বাটী চাই। ২০ জন লোক থাকিতে পারে এইরূপ ৪।৫টা বড় ঘরযুক্ত বাড়ী করিতে ২০০০।২৫০০ টাকা খরচ। এখন দেখা যাইতেছে যে, একটি আশ্রম করিতে হইলে প্রথমে ২০০০।২৫০০ টাকা চাই ও তৎপরে মাসে মাসে আরও ১০০ টাকার উপায় করিতে হইবে। প্রত্যেক জেলায় এইজন্য চাঁদা সংগ্রহ হউক। এই চাঁদা সংগ্রহের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দরকার। তাহা না হইলে আজ কালকার বাজারে অধিক পরিমাণে টাকা উঠা একরূপ অসম্ভব। দেশে অনেক ধন-কুবের আছেন, তাঁহারা মনে করিলে বেশ মোটা চাঁদা দিতে পারেন। তাহা ছাড়া কাসিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় দয়ার্দ্রচিত্ত মহিলা এবং ঢাকার আবদুল গণি ও ময়মনসিংহের রাজা সূর্য্যকান্তের ন্যায় হৃদয়বান্ ধনী দেশে একেবারে দুর্ল্লভ নন। ইহাঁরা এবং

ইহাঁদের ন্যায় অন্যান্য ভাগ্যবতী স্ত্রীলোক ও ভাগ্যবান্ পুরুষ মনে করিলে এতদর্থে ৫।৭ লক্ষ টাকা চাঁদা দিতে পারেন এবং দিবেনও বলিয়া বোধ হয়। চাঁদা যে শুধু ধনীরা দিবেন তাহা নয়। শ্রদ্ধা করিয়া যিনি যাহা দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ করিয়া যে "রাই কুড়াইয়া বেল" হইতে পারে না, তাহা কে বলিতে পারে? এইরূপ করিয়া যে টাকা উঠিবে, তাহা অবস্থা বুঝিয়া প্রত্যেক জেলায় বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। বাটী নির্ম্মাণের খরচ বাদ দিয়া যে টাকা থাকিবে, তাহা আশ্রমের নামে কোম্পানীর কাগজ কিম্বা তদ্রূপ কিছুতে পরিণত করা হইবে। সুদের আয়ের উপর যে খরচ পড়িবে, তাহা মিউনিসিপালিটি ও জেলা বোর্ডের ভাগ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আশ্রম পরিচালনের ভার বোর্ড ও মিউনিসিপালিটি দ্বারা মনোনীত এবং যুক্ত-সমিতির হস্তে অর্পণ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এরূপ করিতে হইলে মিউনিসিপালিটি ও বোর্ডের ব্যয়ভার বাড়াইতে হইবে। আমার বিবেচনায় তাঁহারা যদি ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া একটু দেখিয়া শুনিয়া কাজ করেন, তাহা হইলে ব্যয়-ভার না বাড়াইয়া আশ্রমের সাহায্যে কিছু অর্থ ব্যয় করিতে তাঁহারা সক্ষম হইবেন। কলিকাতা,ঢাকা প্রভৃতির ন্যায় স্থানে মিউনিসিপালিটি-কেই আশ্রমের ব্যয়ভার অধিকাংশ বহন করিতে হইবে বলিয়া বোধ হয়।

দেশের যে অভাবটির কথা উল্লেখ করিলাম, আমার বিবেচনায় ইহা একটি গুরুতর অভাব। অভাব মোচনের যে উপায়টি আমার মনে উদয় হইয়াছে, তাহার বিষয় মোটামুটি দুই পাঁচ কথা লিখিলাম। উপায়টি হয় ত অনেকের আকাশ-কুসুম মনে হইতে পারে এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় হয় ত বস্তুতঃ ইহা আকাশ-কুসুম। আকাশ-কুসুম না হইলে এই প্রবন্ধ দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইতে পারে; এবং প্রস্তাব যে আকাশ-কুসুম ইহা প্রমাণিত হওয়াও এক উপকার। ব।

অহল্যা বাই।

তৃতীয় প্রস্তাব।

কিরূপ অবস্থায় এবং কিরূপ ভাবে অহল্যা বাই রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। যতক্ষণ প্রয়োজন, পুরুষোচিত সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করিয়া, তিনি আপনার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই; কিন্তু তিনি ভোগ সুখের বা প্রভুত্ব প্রদর্শনের জন্য, রাজ্যাভিলাষিণী ছিলেন না। যখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে রাজ্যের কল্যাণের জন্য একজন পুরুষ সহযোগীর সাহায্যের আবশ্যক, তখনই তিনি তুকাজীর হস্তে রাজ্যের পুরুষোচিত কার্য্যসমূহের ভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং নারীজনোচিত লঘুভার গ্রহণ করিলেন। তুকাজী বীর পুরুষ, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং রাজ্যের আভ্যন্তরিক শান্তি সংস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য তিনি সম্পন্ন করিতেন; এবং অহল্যা তাঁহার সহায়তায় নিশ্চিন্ত হইয়া, প্রজাপুঞ্জের কল্যাণসাধন ও ধর্ম্মানুশীলনে নিযুক্ত থাকিতেন। রমণী হইয়াও অহল্যা যেরূপ দক্ষতা ও সুশৃঙ্খলার সহিত আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার শ্বশুর মলহররাও বাহুবলে হুলকার বংশের সৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও শৃঙ্খলা অহল্যার সময়েই সাধিত হইয়াছিল। রাজসংসারের বিপুল সম্পত্তির ভার অহল্যারই হস্তে থাকিত। তিনি রাজ্যের আয় ব্যয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতেন; এবং তাঁহারই সুব্যবস্থার গুণে সে সময়কার দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে হুলকার রাজ্য একটী প্রধান সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। প্রজা-

গণের সুখ এবং শান্তি অহল্যার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার শক্তি ও সামর্থ্যে যতদূর সম্ভব, প্রজাগণের মঙ্গল সাধনে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। এক্ষণে আমাদিগের দেশে যেরূপ অবরোধ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এরূপ ভাবে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না। মহারাষ্ট্রগণ মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক ভারতের অন্যান্য জাতির ন্যায় কখনও সম্পূর্ণরূপ বিজিত হন নাই; সেইজন্য মুসলমানজাতির সামাজিক প্রথা মহারাষ্ট্র সমাজে প্রবেশ করে নাই। অহল্যা প্রকাশ্য রাজসভায় উপবিষ্ট থাকিয়া, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। রাজ্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি সমস্ত রাজ্যের ভূমির পরিমাণ করিয়া, রাজস্বের নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন। অনেক রাজা এরূপ স্থলে আয় বৃদ্ধির জন্য, প্রজাগণের ভূসম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু অহল্যার প্রজাগণ, পূর্ব্বপুরুষ হইতে যে স্বত্ব উপভোগ করিয়া আসিতেছিল, তাহাতে তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন না। প্রজাগণের সকল প্রকার আবেদন তিনি স্বয়ং স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেন। তাঁহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান এরূপ প্রবল ছিল যে বিচারপ্রার্থীর আবেদন অতি সামান্য হইলেও, সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া তিনি কখনও কোন আজ্ঞা প্রদান করিতেন না। মধ্য ভারতের ইতিহাস-লেখক স্যার জন ম্যাকলম্ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যে কি জানি হুলকার বংশীয়গণের নিকট অনুসন্ধান করিলে, পাছে তাঁহারা পক্ষপাতিত্ববশতঃ অহল্যার সম্বন্ধে অতিরিক্ত প্রশংসা করেন, সেইজন্য আমি যতদূর সম্ভব, নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের নিকট অহল্যার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছি; কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, যতই অনুসন্ধান করিয়াছি, অহল্যার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ততই অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। (The more, indeed, inquiry is pursued, the more admira-

tion is excited). রাজকার্য্য হইতে অবসর লাভ করিয়া অহল্যা যতটুকু সময় পাইতেন, তিনি তাহা ধর্ম্মানুশীলন এবং সৎকার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্যেরই মূলে একটী প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস নিহিত ছিল। তিনি বলিতেন, "ঈশ্বর আমাকে যে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহারের জন্য আমি তাঁহার নিকট দায়ী।" অপরাধীকে দণ্ড দিতে হইলে অহল্যার কোমল হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইত। তাঁহার মন্ত্রিগণ তাঁহাকে বলিতেন, রাজত্ব করিতে হইলে এরূপ কোমলহৃদয় হওয়া উচিত নয়; দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন ভিন্ন কোন রাজ্য রক্ষা হওয়া সম্ভব নয়। মন্ত্রিগণের কথা যে সত্য, অহল্যা নিজেও তাহা বুঝিতেন, কিন্তু স্বাভাবিক কোমলতা বশতঃ তিনি সকল সময় মন্ত্রিগণের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে পারিতেন না। কাহারও প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিবার সময় তিনি বলিতেন, "মরণধর্ম্মশীল জীব হইয়া, সেই সর্ব্বশক্তিমানের সৃষ্ট কোন প্রাণীকে বিনাশ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের একবার বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।"

সাধারণ রমণীগণ অনেক সময় বৃথা কার্য্যে ও অসার কথোপকথনে সময়াতিপাত করিয়া থাকেন, অহল্যা কখনও সেরূপ করিতেন না। অনর্থক সময়ক্ষেপ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের একটী পাণ্ডুলিপি হইতে অবগত হওয়া যায়, যে তিনি প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিতেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বন্দনাদির পর তিনি নিয়মিতরূপে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ ইত্যাদি শ্রবণ করিতেন। সেই সময়ে তাঁহার দ্বারদেশে বহুসংখ্যক ভিক্ষুক সমাগত হইত। অহল্যা স্বহস্তে তাহাদিগকে ভিক্ষা দিতেন এবং তাহার পর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া স্বয়ং যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতেন। নিজের

পানাহার সম্বন্ধে তিনি অতি নিষ্ঠাবতী ছিলেন। হুলকার বংশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে যে জাতির অন্তর্ভূত, তাহার বিধবাগণের পক্ষে মৎস্য মাংসাহার নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু অহল্যা কখনও মৎস্য মাংস স্পর্শ করিতেন না। আহারের পর সামান্য ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া রাজসভায় যাইয়া বসিতেন; এবং সেখানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপ রাজকার্য্য আলোচনা করিতেন। অপরাহ্নে সভা ভঙ্গ হইবার পর অন্যূন তিন ঘণ্টা কাল সায়ংসন্ধ্যা, পূজা ইত্যাদিতে অতিবাহিত হইত। তাহার পর পুনর্ব্বার রাজকার্য্য আলোচনা করিতে বসিতেন। এই রূপে দৈনিক সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় শয়ন করিতেন। দেবপূজা, উপবাস এবং রাজকার্য্য এই তিন বিষয়ে তাঁহার কখনও আলস্য বা ঔদাসীন্য ছিল না। হিন্দু সমাজে যত প্রকার উৎসব এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রচলিত আছে, সকলগুলিই তিনি অতি যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদন করিতেন। অনেকে কেবল সামাজিক রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই পূজা পাঠাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু অহল্যা সেরূপ ছিলেন না। তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রগাঢ় ভক্তিমূলক ছিল। কেবল দেবতা বিশেষের পূজাই যে তাঁহার নিকট ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা নয়। দীন দরিদ্রের সেবা, রাজকার্য্য, পূর্ত্তকার্য্য, সমস্তই তাঁহার নিকট ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া পরিগণিত হইত। কেহ কেহ মনে করেন, ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে যাইলে সাংসারিক কার্য্য করা হয় না এবং সাংসারিক কার্য্য করিতে হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যায় না। কিন্তু এরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সংসারে থাকিলে যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনেক বিঘ্ন হয়, তাহা সত্য। কিন্তু যিনি সাংসারিক বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ লিপ্ত হইয়াও "ভগবৎ পদারবিন্দ" বিস্মৃত না হন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক; এবং সংসাররূপ সংগ্রাম ক্ষেত্রে তিনিই প্রকৃত বিজয়ী। সংসারে থাকিয়াও কিরূপে

ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, অহল্যার জীবনে আমরা তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ব্রত, পূজা, উপবাস, হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত কোন রূপ অনুষ্ঠানেই তাঁহার ঔদাসীন্য ছিল না, অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিষয়-লোচনায়ও তিনি পরাঙ্মুখী ছিলেন না। কিরূপ ভাবে তিনি রাজ কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি। এখন ভারতবর্ষ যেরূপ শান্তি সুখ ভোগ করিতেছে, অহল্যার সময়ে তাহা ছিল না। ইংরাজ শাসনের ভয়ে দেশীয় রাজন্যবর্গ, এক্ষণে আর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে সাহস করেন না। বিষদন্তহীন ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কিন্তু অহল্যার সময়ে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ মধ্য ভারতের, অবস্থা অন্যরূপ ছিল। আফ্রিকায় হিংস্রজন্তুসমাকুল নিবিড় অরণ্যানীর সহিত তাহার তুলনা করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। একদিকে লুণ্ঠনকারী দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রগণ, অপর দিকে, জাঠ, রোহিলা, পিণ্ডারী প্রভৃতি নানা জাতীয় এবং নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়স্থ সৈনিক-দস্যুগণের উপদ্রবে মধ্য ভারত তখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল। এরূপ অবস্থায় অহল্যা যে আপনার রাজ্যে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অতীব গৌরবের বিষয়। তাঁহার শাসনের এমনই গুণ এবং তাঁহার নামের এমনই প্রভাব ছিল, যে তাঁহার প্রতিবাসী সমরলোলুপ রাজন্য বর্গের মধ্যে কেহ কখনও তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই। একবার মাত্র উদয়পুরের রাণা, কয়েক সপ্তাহের জন্য, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অহল্যার প্রেরিত সেনাপতির নিকট পরাজিত হইয়া, তিনি সত্বরই সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার সভায় অন্যান্য রাজগণের প্রেরিত যে সকল দূত অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার

করিয়াছেন। অহল্যারও প্রেরিত রাজদূত, পুনা, হায়দ্রাবাদ, শ্রীরঙ্গপত্তন, নাগপুর, কলিকাতা প্রভৃতি সে সময়কার সমস্ত প্রধান প্রধান রাজধানীতে অবস্থিতি করিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অহল্যার রাজ্যকালে যুদ্ধ বিগ্রহাদির ভার তুকাজীর হস্তে সমর্পিত ছিল। সুতরাং তুকাজী যে সকল যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অহল্যার শাসনকাল যুদ্ধ বিগ্রহাদির জন্য প্রসিদ্ধ নয়। প্রজাবর্গের কল্যাণের জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। অধীনস্থ প্রদেশ সমূহ শাসনের জন্য তিনি স্বল্প মাত্রই সৈন্য রাখিতেন, কিন্তু তাঁহার এমনই সুশাসন ছিল, যে সেই স্বল্পমাত্র সৈন্যেরই সাহায্যে তিনি তাদৃশ সঙ্কট কালেও স্বরাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ যে "ভীম" এবং "কান্ত" এই উভয় গুণের সম্মিলনকেই প্রকৃত রাজলক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অহল্যার চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। সুশীল এবং শান্ত-স্বভাব প্রজাদিগকে তিনি সস্নেহ ব্যবহারে বশীভূত করিতেন। কিন্তু উগ্র প্রকৃতি এবং অবাধ্য প্রজাদিগকে কঠোর দণ্ডদানেও তিনি পরাঙ্মুখী হইতেন না। প্রয়োজন হইলে তিনি কিরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিতে পারিতেন, তাঁহার নানাবিধ কার্য্যে আমরা তাহা দেখিতে পাই। উগ্র এবং চপল প্রকৃতি প্রভুর নিকট কার্য্য করা অপেক্ষা ভৃত্যের পক্ষে অধিকতর কষ্টকর আর কিছুই নাই। কিন্তু অহল্যা তাঁহার অনুজীবিগণের প্রতি এরূপ স্নেহবতী ছিলেন, যে তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে কখনও মন্ত্রী পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের মধ্যেও ক্বচিৎ কখনও কাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইত।

অহল্যার রাজত্বের পূর্ব্বে ইন্দোর একটী সামান্য পল্লী মাত্র ছিল।

তাঁহারই সময়ে ইহা একটী সমৃদ্ধিশালিনী নগরীতে পরিণত হয়। তাঁহার সুশাসন ও সদ্ব্যবহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া, দেশ দেশান্তর হইতে বণিকগণ, সেখানে আসিয়া, বাস করিতে আরম্ভ করে। নগরবাসিগণের উপর কেহ কোন রূপ অত্যাচার করিলে, তিনি যতই উচ্চপদস্থ হউন না, অহল্যা তাঁহাকে কখনও ক্ষমা করিতেন না। একবার তুকাজী ইন্দোরের সান্নিধ্যে অবস্থানকালে শুনিতে পাইলেন, যে সেখানকার কোন ধনী বণিক নিঃসন্তান পরলোক গমন করিয়াছেন। লোকের প্ররোচনায় এবং প্রচলিত রাজ নিয়মের অনুসারে, তিনি পরলোকগত বণিকের সম্পত্তি অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। অহল্যা তখন ইন্দোরে ছিলেন না। তিনি মিসির নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বণিক-পত্নী, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, আপনার অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। অহল্যা সবিশেষ শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন এবং তুকাজীকে এরূপ উৎপীড়ন হইতে নিরস্ত হইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। অহল্যার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিতে তুকাজীর সাহস হইল না। বণিক-পত্নীর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল এবং ইন্দোরবাসীমাত্রেই এইরূপ উদারতার জন্য অহল্যাকে শত মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হুলকার বংশের আশ্রিত সামন্ত বর্গেরও সহিত অহল্যা যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার রাজত্বের পূর্ব্বে ইহাঁদিগের সহিত রাজস্ব সম্বন্ধে কোনও রূপ ব্যবস্থা ছিল না। যখন যেরূপ ইচ্ছা, উভয় পক্ষ, সুবিধা অনুসারে সেইরূপ আদান প্রদান করিতেন। ইহাতে উভয় পক্ষেরই বিশেষ অসুবিধা হইত। অহল্যা ইহাঁদিগের সহিত পরিতোষ-জনক বন্দোবস্ত করিলেন। রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং শান্তি বিস্তারের জন্য, তিনি কোনরূপ উপায়ই অবলম্বন করিতে

নিরস্ত থাকিতেন না। বণিক, কৃষক এবং কুশীদোপজীবীদিগকে সমৃদ্ধিমান দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। সে সময় অহল্যার প্রতিবাসিগণের মধ্যে এমন অনেক হতভাগ্য নরপতি ছিলেন, যে তাঁহারা আশ্রিত প্রজাবর্গের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। পাছে রাজা জানিতে পরিয়া লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান, এই ভয়ে অনেকের প্রজাবর্গ আপনাদিগের ক্লেশার্জ্জিত অর্থ গোপন রাখিতে বাধ্য হইতেন, স্বেচ্ছানুরূপ ব্যয় এবং উপভোগে সাহস করিতেন না। অনেক রাজার রাজ্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ, শিবিকারোহণ প্রভৃতি, প্রজার পক্ষে নিষিদ্ধ কার্য্য ছিল। অহল্যা কিন্তু তাঁহার প্রজাবর্গের সঙ্গে মাতার ন্যায় সস্নেহ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার কোন প্রজা নিজের চেষ্টায় এবং পরিশ্রমে উন্নতিলাভ করিয়াছে শুনিলে, তিনি তাহার প্রতি দ্বিগুণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন। প্রজাগণের ক্লেশার্জ্জিত অর্থে লালসা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, স্বেচ্ছাক্রমে কেহ দান করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না। একবার তাঁহার রাজ্যের কোন স্থানে একটী বণিক নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। অহল্যার একজন কর্ম্মচারী বণিক-পত্নীর নিকট তিন লক্ষ মুদ্রা উৎকোচ প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, যে উৎকোচ প্রদান না করিলে, বণিকের পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইবে। বণিক-পত্নী আত্মীয়গণের পরামর্শে একটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উৎপীড়ক কর্ম্মচারী সেই বালককে বণিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন না। বণিক-পত্নী তখন নিরুপায়ে অহল্যার শরণাপন্না হইলেন। অহল্যা, সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করিয়া, অত্যাচারী কর্ম্মচারীকে তৎক্ষণাৎ দূরীভূত করিবার আদেশ দিলেন এবং বণিক-পত্নী যে বালকটীকে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ

করিয়াছিলেন, তিনি নিজে তাহাকে মাতৃস্নেহে ক্রোড়ে লইয়া, বস্ত্র এবং অলঙ্কার ইত্যাদি দান করিলেন; এবং সম্মানসূচক শিবিকা প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। বণিক-পত্নী কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিতে চাহিলেন, কিন্তু অহল্যা তাহা স্পর্শও করিলেন না।

আর একবার তাঁহার রাজ্যের দুই ধনাঢ্য ভ্রাতা নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। তাঁহাদিগের প্রচুর সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী দত্তক পুত্রাদি গ্রহণ না করিয়া স্বামী এবং দেবরের সম্পত্তি অহল্যাকেই প্রদান করিবার জন্য, তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। এরূপ স্বেচ্ছাকৃত দান গ্রহণ করিলে, অহল্যাকে যে কোন রূপ প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হইত না, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু নিস্বার্থহৃদয়া অহল্যা, বিধবার সম্পত্তি গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। বিধবা বারম্বার অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "যদি আপনার নিজের অর্থের কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে আপনি তাহা আপনার পরলোকগত স্বামীর স্মরণার্থ দেবসেবায় এবং সাধারণের মঙ্গলজনক কার্য্যে ব্যয় করুন্। তাহা হইলেই আমি পরিতুষ্ট হইব।" অহল্যার পরামর্শানুসারে বিধবা আপনার সম্পত্তি নানাবিধ সৎকার্য্যে এবং দেবমন্দির ইত্যাদি নির্ম্মাণে ব্যয় করিলেন। অহল্যার উদ্দেশ্য সার্থক হইল। কাহারও কাহারও ধারণা আছে, যে অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারান্ধ হিন্দু রাজগণের অধীনে প্রজাগণের আদৌ সুখশান্তি ছিল না। এই সকল ব্যক্তিকে আমরা অহল্যার শাসনকাল আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

অহল্যা রাজকার্য্য সম্বন্ধে একদিকে যেমন কোমলতা প্রদর্শন করিতেন, প্রয়োজন হইলে, অপর দিকে তেমনই কঠোরতা প্রদর্শনেও

পরাঙ্মুখী হইতেন না। তাঁহার রাজ্যস্থ ভীল দস্যুদিগের দমনে তিনি যথেষ্ট তেজস্বিতা ও দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভীলগণ অহল্যার রাজ্যের নানা স্থানে এবং মালবের আসন্নবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে বাস করিত। তাহাদিগের অত্যাচারে নিরীহ পথিকগণ আপনাদিগের সম্পত্তি লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিতে পারিতেন না। ইংরাজ রাজত্বেও এই ভীল দস্যুগণ অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে শাসিত হয় নাই, সুতরাং অহল্যার সময়ে তাহাদিগের উপদ্রব যে কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অহল্যা প্রথমতঃ তাঁহার স্বাভাবিক কোমল ব্যবহার দ্বারা ভীলদিগকে বশীভূত করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, যে তাহারা কোমলতায় পরিবর্ত্তিত হইবার পাত্র নয়, তখন তিনি অতি কঠোর দণ্ডবিধান দ্বারা তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। বহুসংখ্যক ভীল দলপতি নিহত এবং ভীল গ্রাম উৎসন্ন হইলে ক্রমশঃ ভীলদিগের চৈতন্য হইল; এবং তাহারা অহল্যার প্রস্তাবানুরূপ কার্য্য করিতে স্বীকার করিল। তাহাদিগকে পরাজিত এবং অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী দেখিয়া, অহল্যাও সস্নেহ ব্যবহারে নিরস্ত হইলেন না। তিনি তাহাদিগকে দস্যুবৃত্তি ও মৃগয়া দ্বারা জীবন নির্ব্বাহের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় সমূহ দেখাইয়া দিলেন। ভীলদিগের মধ্যে অনেক দিন হইতে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল, যে প্রত্যেক পথিককে তাহাদিগের অধিকার দিয়া যাইতে হইলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর দিতে হইত। * অহল্যা তাহাদিগের এই পূর্ব্বাপর প্রচলিত স্বত্ব উচ্ছিন্ন করিলেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে এইরূপ নিয়মও প্রচলিত করিলেন,

* এই কর "ভীল কড়ি" নামে প্রসিদ্ধ। স্থান ভেদে ইহার পরিমাণ বিভিন্ন। সাধারণতঃ ইহা, একটী বৃষ যত ভার লইয়া যাইতে পারে, তৎপরিমাণ দ্রব্যের উপর, আধ পয়সার অধিক নয়।"

যে প্রত্যেক ভীল দলপতিকে তাঁহাদিগের অধীনস্থ প্রদেশে পথিকদিগের ধন প্রাণ রক্ষার জন্য দায়ী হইতে হইবে। অহল্যার এইরূপ যুগপৎ কঠোর এবং কোমল ব্যবহারে দুর্দ্দান্ত ভীলগণ ক্রমশঃ বশীভূত হইয়া আসিল।

অহল্যা ভারতবর্ষের অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশের রাজন্যগণেরও সহিত সর্ব্বদা সংবাদ ও পত্রাদি বিনিময় করিতেন। অন্যান্য স্থানের প্রজাবর্গের অবস্থা অবগত হইয়া তাহাদিগের সহিত তুলনায় নিজের প্রজাবর্গের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা উৎসুক থাকিতেন। হুলকার রাজ্যের নানা স্থানে তিনি বহুসংখ্যক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গমনাগমনের সুবিধার জন্য তিনি বিন্ধ্য পর্ব্বতের উপর দিয়া একটী পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পর্ব্বত এই খানে প্রায় লম্বভাবে উত্থিত হইয়াছিল, সুতরাং ইহাতে তাঁহাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। হুলকার রাজ্যের নানা স্থানে তিনি দেবমন্দির, পথিকদিগের জন্য বিশ্রামাগার এবং কূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মলহররাও মৃত্যুকালে প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। অহল্যা তাহার উত্তরাধিকারিণী হইয়াই তাহা দান, অতিথি সেবা, দেবপূজা প্রভৃতি সৎকার্য্যে ব্যয়ের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ নিয়ম ছিল যে রাজকোষের উদ্বৃত্ত অর্থ একত্রিত করিয়া তাহার উপর অঞ্জলি প্রমাণ গঙ্গাজল এবং কতকগুলি তুলসীপত্র নিক্ষেপ করিতেন। রাজপুরোহিত সেই সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করিতেন, তদবধি সেই অর্থ কেবলই নানারূপ সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইত। কস্মিন্ কালেও তাহার এক কপর্দ্দক অন্য কোন কার্য্যে ব্যয় হইতে পারিত না। তাঁহার নিজ রাজ্যের উন্নতির জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন, আমরা তাহা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার দয়া ও বদান্যতা কেবল তাঁহার নিজ রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতবর্ষের

যে সকল স্থান হিন্দুধর্ম্মের জন্য পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহার কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। জগন্নাথ যাত্রীদিগের গমনাগমনের জন্য তিনি যে প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, জীর্ণ এবং অসংস্কৃত অবস্থায় এখনও তাহা শত শত পথিকের ক্লেশ নিবারণ করিতেছে। *

আমরা বলিয়াছি যে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক তীর্থক্ষেত্রে অহল্যার কীর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই সকল প্রধান তীর্থক্ষেত্র ব্যতীত অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ শত শত তীর্থেও তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। দাক্ষিণাত্যের অনেক গুলি প্রধান দেবমন্দির প্রতিদিন তাঁহারই প্রদত্ত গঙ্গাজলে ধৌত হইত। বহুশত ক্রোশ দূর হইতে প্রতিদিন গঙ্গাজল আনয়ন করিতে তাঁহার যে কত অর্থ ব্যয় হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। শত শত ভারবাহী এই কার্য্যের জন্য, নিয়মিত রূপ নিযুক্ত থাকিত। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় এবং আন্তরিক বিশ্বাস ছিল বলিয়াই, তিনি এরূপ বহু ব্যয়সাধ্য কার্য্যে কুণ্ঠিত হইতেন না। উপাস্য দেবতাকে আপনার বিশ্বাসানুরূপ কার্য্যের দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া, তিনি প্রজাবর্গের কল্যাণ সাধন করিবেন, এইরূপ বাসনা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই বলবতী থাকিত। একদিকে যেমন তিনি প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতেন, অপরদিকে তেমনি সার্ব্বজনীন ভাবে ভূচর খেচর সকল প্রকার প্রাণিগণের সেবা করিতেও নিরস্ত থাকিতেন না। তিনি প্রতিদিন

* কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট নামক জনৈক সৈনিক কর্ম্মচারী, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কেদারনাথ ভ্রমণ করিতে যাইয়া দেখেন, যে অহল্যার নাম এখনও সেখানে সমাদৃত ও জাগ্রত রহিয়াছে। প্রায় তিন হাজার ফুট উর্দ্ধে যেখানে জন মানবের সমাগম মাত্র নাই, সেখানে অহল্যা পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য ধর্ম্মশালা এবং কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন।

দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইতেন। বিশেষ বিশেষ উৎসব দিনে নিতান্ত নীচ জাতীয় ব্যক্তিদিগকে প্রচুর পরিমাণে আহার করাইতেন, শীতকালে দারিদ্র্যপীড়িত বৃদ্ধদিগকে শীতবস্ত্র প্রদান করিতেন; এবং গ্রীষ্মের কয়মাস তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে জল দান করিবার জন্য,রাজপথের স্থানে স্থানে সুশীতল জলকুম্ভ হস্তে লোক দণ্ডায়মান করাইয়া রাখিতেন। মিসিরের কৃষকগণ অনেকদিন দেখিতে পাইত, যে তাহাদিগের পরিশ্রান্ত মহিষ ও বৃষকে জল পান করাইবার জন্য রাজভৃত্য জলপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি স্বয়ং একটী বৃহৎ ক্ষেত্র কেবল পক্ষীদিগের আহার্য্য শস্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থান হইতে বিতাড়িত পক্ষী সমূহ দলে দলে আসিয়া সেখানে বাস করিত। মৎস্যদিগের জন্যও নর্ম্মদার জলে শক্তু এবং গোধুম মণ্ড নিক্ষিপ্ত হইত। এইরূপ সার্ব্বজনীন দয়া অতি অল্প মানব প্রকৃতিতেই লক্ষিত হয়। যে দেশে এবং যে সমাজে এরূপ দয়াময়ী রমণী জন্মগ্রহণ করেন, তাহা ধন্য। ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক রমণীগণের চরিত্র যে কেবল কবিকল্পনা নয়, অহল্যার ন্যায় ঐতিহাসিক রমণীই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ স্থল।

অহল্যা যে সময় ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, সে সময় তাঁহার অপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও সমৃদ্ধিমান দেশীয় রাজার অভাব ছিল না। নিজাম, সুলতান, অযোধ্যার নবাব, সিন্ধিয়া প্রভৃতি তাঁহার সমকক্ষ এবং তাঁহার অপেক্ষা ক্ষমতাবান আরও অনেক নরপতি সে সময় ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু সৎকার্য্যে তাঁহার সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সঙ্গে একত্র নামোল্লেখেরও যোগ্য কেহ ছিলেন না। তিনি যে সৎকার্য্যে এত অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহা কোথা হইতে আসিত, সে সম্বন্ধে পাঠকের স্বভাবত কৌতূহল হইতে পারে। সংক্ষেপে সে কথার উত্তর এই যে তাঁহার আয় অন্যান্য

রাজন্যবর্গের অপেক্ষা অনধিক হইলেও তাঁহার ব্যয় তাঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক ন্যূন ছিল। সাধারণ রাজন্যগণ তাঁহাদিগের বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যয় করিয়াই অনেক সময় প্রজাগণের হিতার্থ অর্থব্যয় করিতে পারেন না। কিন্তু অহল্যার নিজের জন্য কিছুই ব্যয় ছিল না বলিলেই হয়। মুষ্টিমেয় আতপ তণ্ডুলে যাঁহার পরিতৃপ্তি, তাঁহার সৎকার্য্যে অর্থব্যয়ের প্রতিবন্ধক কি? রাজপদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তুকাজী তাহা ভোগ করিতেন, কিন্তু অহল্যা নিজে তপশ্চারিণীর ন্যায় বাস করিতেন, সেই জন্য তাঁহার কখনও সৎকার্য্যের জন্য অর্থাভাব হইত না। আরও একটী কারণ ছিল। অধিকাংশ রাজার সর্ব্বস্বই সৈনিক পরিপোষণে ব্যয় হইয়া থাকে; কিন্তু অহল্যার সৈনিক ব্যয়ও অতি পরিমিত ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে অতি অল্প সংখ্যক সৈন্যের দ্বারাই তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। সৈনিক সেবায় অর্থব্যয় না করিয়া, সৎকার্য্যে ব্যয় করাতে একটী শুভফলও উৎপন্ন হইয়াছিল। অধিক সংখ্যক সৈন্য রাখিলেই প্রতিবাসিগণের মনে স্বভাবত অবিশ্বাস ও বিরুদ্ধ ভাব উৎপন্ন হয়। অহল্যার সৈনিক সংখ্যার ন্যূনতা হইতে, তিনিও যে কাহারও সহিত বিবাদ প্রার্থিনী নহেন, সকলেরই মনে এইরূপ বিশ্বাস হইত; সুতরাং সাধ্যানুসারে কেহই তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিতেন না। সেই জন্যই অহল্যার রাজ্য ত্রিংশৎ বৎসর কাল শান্তি সুখ ভোগ করিয়াছিল। অবিরত যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত থাকিলে এরূপ শান্তি কখনই ঘটিত না। সুতরাং সাংসারিক জ্ঞান লইয়া বিবেচনা করিলেও, অহল্যা তাঁহার প্রজাবর্গের জন্য, শান্তির জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষা যে আর কোন উৎকৃষ্টতর উপায় হইতে পারে না, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ

কর্ম্মচারী তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—"রাজ্ঞী অহল্যার রাজত্বের শেষাংশে আমি পুনায় কোন সম্ভ্রান্ত কার্য্যে নিয়োজিত ছিলাম। আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে তাঁহার নাম উচ্চারণ মাত্র লোকের হৃদয়ে কেমন একটী প্রগাঢ় ভক্তিভাবের উদয় হইত। তাঁহার প্রতিবাসী নৃপতিগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করা দূরে থাকুক, অন্যের আক্রমণ হইতে তাঁহার রাজ্য রক্ষা না করা প্রত্যবায়জনক বলিয়া মনে করিতেন। কেবল তাঁহার স্বজাতীয়গণ নহেন, হিন্দু মুসলমান, সকলেই অহল্যার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। হায়দ্রাবাদের মুসলমান নৃপতি নিজাম, মহীশুরের দুর্দ্দান্ত, হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী টিপু সুলতান, এবং পুনার ব্রাহ্মণ পেশোয়া, সকলেই সমভাবে ঈশ্বরের নিকট তাঁহার কল্যাণ ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেন।"

কোন একটী ধর্ম্মসঙ্গীতে ভগবানের সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে, যে "যে করে আমার আশ, করি তার সর্ব্বনাশ।" ভগবানের অনেক প্রিয় সেবক সেবিকার জীবনেও একথা সপ্রমাণ হইয়াছে। যাঁহারা ভগবানকে কামনা করেন, তাঁহারা যেন সাংসারিক সুখের প্রয়াসী না হন। করুণার প্রতিমূর্ত্তি অহল্যার জীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ভগবান তাঁহার দাসদাসীদিগকে কিরূপ ঘোরতর পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেন। আমরা পূর্ব্বে অহল্যার প্রথম জীবনের মর্ম্মান্তিক দুঃখের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। শেষ জীবনে বিধাতা তাঁহার জন্য আরও গুরুতর দুঃখ রাখিয়াছিলেন। এইবার আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু
বৈদ্যনাথ, দেওঘর।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

সেবালয় ঃ—এ মাসে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ২১ জন স্থায়ী আতুর ও নানা প্রকারের রোগী সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন সর্ব্বশুদ্ধ ১৪টী স্থায়ী আতুর ও ১টী অস্থায়ী রোগী সেবালয়ে আছে। রোগী ও আতুরগণের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১। দামো, ২। কেদার, ৩। রাজেন্দ্র, ৪। দুর্গাতারিণী, ৫। আদুরী, ৬। ব্রহ্ম, ৭। শশী, ৮। দেবীসুরা, ৯। বাবুরাম, ১০। শিবুরাম, ১১। রামজী। ইহারা সকলেই এক প্রকার ভাল আছে। ১২। কুসুম। আজ কাল কাশীতে বড় কষ্ট পাইতেছে। চিকিৎসা চলিতেছে।

১৩। রাজনারায়ণ—কয়েক মাস বেশ "ভাল মানুষটীর" মত কাটাইয়াছে। আজ কাল তাহার ভিক্ষা প্রবৃত্তি এত প্রবল হইয়াছিল, যে তাহাকে দাসাশ্রমে আর কিছুতেই রাখা গেল না। গুপ্ত দ্বার দিয়া কখন যে ভিক্ষায় বহির্গত হইত, তাহা কেহই টের পাইত না। অবশেষে ক্রমান্বয়ে কয়েক দিবস ধরা পড়ায় এবং তাহার শরীর সুস্থ বোধ হওয়াতে, আমরা তাহাকে সেবালয় হইতে বিদায় করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি।

১৪। জ্ঞানদা—বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্তের অনাথ আশ্রমে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৫। অক্ষয়—আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে চলিয়া গিয়াছে।

১৬। তিতুরাম—বয়স ৪৩ বৎসর, বাড়ী নদীয়া জেলার জয়রামপুরে। এক বৎসর হইল দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াছে। ইহার সাহায্য করে, এমন কোন আত্মীয় নাই। এত দিন ভিক্ষা করিয়া দিন চালাইতেছিল, কিন্তু জ্বর রোগে আক্রান্ত হওয়ায় স্থানীয় হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করে। জ্বর বিদূরিত হইলে পর, উল্লিখিত হাঁসপাতালের কার্য্যকারকগণ কর্ত্তৃক এখানে আনীত হইয়াছে। তিতুরাম এখানে স্থায়ী ভাবেই থাকিবে।

১৭। ভগবান। বাড়ী উড়িষ্যায়। কলেরা রোগী। রাস্তা হইতে একজন ভদ্রলোক ইহাকে লইয়া আসেন। ভগবান কোন কলে কাজ করিত। কলেরা হওয়ায় উল্লিখিত কলের ম্যানেজার কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়। দাসাশ্রমের নিয়মানুসারে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি।

১৮। আনন্দময়ী। বয়স প্রায় ৮০।৯০ বৎসর, স্থায়ী রূপে থাকিবে বলিয়াই—দাসাশ্রমে আসিয়াছিল। কিন্তু ইচ্ছামত ভিক্ষা করিতে পারিত না বলিয়া, চলিয়া গিয়াছে।

১৯। রোহিণীকুমার বসু—ইনি Indian Match Factoryর একজন এজেণ্ট। জ্বর ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া এখানে আসেন। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের ব্যবস্থানুসারে ইহাঁর চিকিৎসা চলিতেছে।

২০। পদ্ম। বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। পদ্ম বলে, সে বাগবাজারের বসুদের বৌ ছিল। কিন্তু এখন তাহার ত্রিসংসারে কেহ নাই। এত দিন ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইতেছিল। অবশেষে জ্বর ও নানা প্রকার বেদনায় আক্রান্ত হইয়া দাসাশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। পদ্ম এখানে স্থায়ীভাবেই থাকিবে।

২১। বসন্ত। কৃমিতে বড় কষ্ট পাইতেছে। শরীর বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে। ইহার চিকিৎসা চলিতেছে।

দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির মাসিক কার্য্যবিবরণ।

চেরাপুঞ্জী ঃ—জ্বর ৪, আমাশয় ২, উদরাময় ২, ক্ষত ২, অজীর্ণ ২, দন্ত বেদনা ১, স্ক্রফিউলা ২, স্ত্রীরোগ ৫, দাদ, ১, কাশী ৪, হাঁপানী ২, শিরঃপীড়া ১, স্নায়ুশূল ১, চক্ষুপ্রদাহ ১, প্রসবান্তে বেদনা ১, উদরাধ্মান ১, আঘাত ১, কোষ্ঠবদ্ধ ১, বাত ১, অন্যান্য ৩। মোট ৪২। স্ত্রী ২৩, পুরুষ ১৯। আরোগ্য ১৮, চিকিৎসাধীন ১৩, ফল অজ্ঞাত ১১। কার্য্যকারকগণ কিছুদিন স্থানান্তরে থাকায় আশানুরূপ কাজ হয় নাই।

কোঁড়ামাড়া—জ্বর ৪০, আমাশয় ৯, চর্ম্মরোগ ৪, ওলাউঠা ১২, রক্তভেদ ৮, কোষ্ঠবদ্ধ ৬, অজীর্ণ ১২, কৃমি ৮, পাঁচড়া ৪, মোট ১০৩ পুরুষ ৮১, স্ত্রী ২২, আরোগ্য ৪৪। মৃত্যু ২, চিকিৎসাধীন ৫৭।

নওগাঁ—নবজ্বর ৪, জ্বর রক্তামাশয় ১, রক্তামাশায় ২, প্লীহাজ্বর ১, কৃমিশূল ২, অজীর্ণ ২, নালি ঘা ১, জ্বরাতিসার ১, আরোগ্য ৮, ত্যক্ত ২, চিকিৎসাধীন ৪। স্ত্রী ২, পুরুষ ১২, মোট ১৪।

নলধা—অজীর্ণ ১০, আমাশয় ১২, কলেরা ৮, পেটের অসুখ ২, ভেদ ৪, জ্বর ১৬, কৃমি ৫, সর্দ্দি ৩, চর্ম্মরোগ ৩, স্ত্রীরোগ ৩, অন্যান্য ৫,। মোট ৭১। পুরুষ ৫২, স্ত্রী ১৯। আরোগ্য ৪২, ত্যাগ ২, মৃত্যু ২, চিকিৎসাধীন ৫, অজ্ঞাত ২০।

জালালপুর—(ডিসেম্বর মাসের) জ্বর ১, ফুস্ ফুস্ প্রদাহ ১, চক্ষুরোগ ১, ওলাউঠা ৩, যকৃত ১, অন্যান্য ২। মোট ৯, স্ত্রী ৫, পুরুষ ৪। কার্য্যকারক কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত থাকায় ফল ভাল হয় নাই। জালালপুর নিবাসী বাবু রাধিকাচরণ বসু মহাশয় তাঁহার গৃহে চিকিৎসালয় স্থাপনে অনুমতি দেওয়ায়, আমরা দাসাশ্রমের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সুর্পানগর—চক্ষুপ্রদাহ ১, মাথা বেদনা ১, অন্যান্য ১, মোট ৩, আরোগ্য ২। স্ত্রী ১, পুরুষ ২।

দান প্রাপ্তি।

অর্থ—ব্রজেন্দ্রকুমার রাহার ৪র্থ পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ১৲, ৩য় শ্রেণীর ছাত্রগণ মাঃ গিরিজা শঙ্কর বসু ১৲, অপর্ণাচরণ দত্ত উকীল মেদিনী পুর কম্বলের জন্য ১০৲, বসন্তকুমারী বসু ফেণী আরোগ্য উপলক্ষে ॥০ ঐ মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ॥০, Mr. S. N. Ray. মুঙ্গের ৪৲, কেদারনাথ বসু ঐ ১৲, অখিলেশ্বর প্রসাদ ঐ ২৲, ধনেশচন্দ্র রায় ঐ ২৲, শ্যামল দাস চক্রবর্ত্তী ঐ ২৲, বৈদ্যনাথ মাড়োয়ারী ঐ ২৲, গঙ্গাপ্রসাদ সিংহ ঐ ২৲, গোবিন্দ সহায় ঐ ১৲, গঙ্গাপ্রসাদ মহাজন ঐ ১৲, পরসুতন লাল ঐ ১৲, A friend ঐ ২৲, প্রিয়নাথ সিংহ ।০, অনাথ বন্ধু রায় ৫৲, জনৈক হিন্দু মহিলা জানুয়ারী মাসের চাঁদা ১৲, স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর রায় চৌধুরীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, বঙ্কবিহারী বক্সী মুঙ্গের ১৲, প্যারীমোহন ঘোষ ঐ ॥০, পোষ্টমাষ্টার ঐ ।০, নীলকমল ভট্টাচার্য্য ঐ ১৲, চঞ্চলচরণ বানার্জি ঐ ।০, প্রিয়নাথ চাটার্জি ঐ ১৲, A poor mean's mite জামালপুর ।০, পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত ঐ ১৲, অঘোরচন্দ্র মুখার্জি মুঙ্গের ১৲, সাহা মহম্মদ ইয়াকুব ঐ ২৲, উমাপ্রসাদ রায় ঐ ৫৲, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ঐ ১৲, প্রবোধ চন্দ্র রায় ঐ ১৲, উমেশচন্দ্র রায় ঐ ১৲, রাম শিয়কলাল ঐ ১৲, সাহা আসরফ আলী (কালুবাবু) ৪৲, প্রসন্নকুমার মিত্র ঐ ৪৲, অপূর্ব্বচন্দ্র বানার্জি ঐ ১৲, রসিকলাল বানার্জি ঐ ১৲, শশিভূষণ চৌধুরী ঐ ২৲, উপেন্দ্রনাথ বানার্জি ২নং ঐ ১৲, জহুরীলাল ঐ ১৲, হীরালাল বানার্জি ঐ ২৲, দুলভচন্দ্র

মজুমদার জামালপুর ২৲, পরেশনাথ রায় চৌধুরী ঐ ১৲, জামালপুর অফিট্ আফিস ঃ—কোচিং ব্রাঞ্চ ৬।৵ গুড্‌স্ ব্রাঞ্চ ২৸৵, সুধীর কুমার চাটার্জি ঐ ।০, একটী ছাত্র ঐ ।০, হংসরাজ ভকত নলহাটী ।০, শরৎচন্দ্র কর ক্লার্ক P. W. D. ১৲, রাধা-গোবিন্দ সাহা পৌষ ও মাঘ মাসের চাঁদা ১৲, বাক্সে প্রাপ্ত ১৲, চিরঞ্জীব বসু ।০, আনন্দগোপাল মুখার্জি ॥০, ধর্ম্মদাস সামন্ত ।০, নরেন্দ্রনাথ মুখার্জি ।০, রসিকলাল দত্ত ॥০, শরৎচন্দ্র দত্ত ॥০, মন্মথনাথ দে সরকার ১৲, রাখালচন্দ্র বানার্জি ১৲, মিঃ পি, এন বানার্জি ৩৲, ত্রৈলোক্য নাথ মুখার্জি ॥০, হরিচরণ ধর ॥০, চিন্তামণি দে ॥০, প্যারীলাল দত্ত ॥০, রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ ৫৲, সুখদা দাসী ॥০, শ্রীমতী মোক্ষদা, কুসুম ও মণি দাসী ॥৵০, পরমানন্দ সাহা ১৲, চাউল জমা ৸৵০ জগন্নাথ খাঁ ১৲, মহারাজা কুমার বর্দ্ধমান ২৲, রাজমোহন সেন M. A. বোয়ালিয়া ২৲, শরৎচন্দ্র রাহা ।/০, ডাঃ দয়াল চন্দ্র সোম ১৲, শ্রীমতী সরস্বতী দাসী ১।০, গৌরীপ্রসাদ উকীল গিরিধি ১৲, শক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য ঐ ১৲, ডাঃ অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার ঐ ১৲, তিনকড়ি বসু ঐ ১৲, সাগরচন্দ্র মণ্ডল ঐ ১৲, ভোলানাথ কুণ্ডু ঐ ১৲, গিরিধি ইউনিয়ন কোল কোঃ ১৲, হরিদাস সরকার ঐ ২৲, ক্ষেত্রনাথ সরকার ঐ ১৲, হরনাথ সিংহ ঐ ১৲, তারাপ্রসন্ন রায় ঐ ১৲, রেওয়ালাল গয়া ২৲, কোনও অপরিচিতা মহিলা ১৲, কামিনীকান্ত সেন বরিশাল ৩৸৵, ঈশানচন্দ্র দেব ১৲, মাঃ ভূপতি বাবু দাসাশ্রমের রোগীদের ফলের জন্য ১৲, পাবনার ইন্দুভূষণ সান্যাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১৲, পাবনার চেরিটী বাক্স হইতে ৶১০, রাজনারায়ণ নামক রোগীর জমা ৩।১৭॥, কোনও অপরিচিতা মহিলা ১৫৲, ভূপতিনাথ বসু ১।৵, ভূপেন্দ্র মল্লিক ।৵, কেদারনাথ বসু ফুলবাড়ী স্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৩৲, শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী রায় চৌধুরী ১০৲, সভায় দানপ্রাপ্ত ১৫।০, শশীমুখী দত্ত ১৲, বিপিন বিহারী দত্ত আগষ্ট হইতে নবেম্বর ৪৲, ইন্দ্রনারায়ণ বেরা ২৲, প্রসন্নকুমার চৌধুরী ।৵, মানসা স্কুল ৩॥১০, ঘাট ভোগ স্কুল ১৫।০, মানসা কাছারী ৩৲, জানকীনাথ রায় ॥০, সৌদামিনী ঘোষ ২৲, রাইচরণ ঘোষ ১৲, মথুরানাথ দে ॥০, জনৈক বন্ধু ॥০, হলধর গাঙ্গুলী ॥০, কৈলাসচন্দ্র দত্ত ॥০, নররিয়া জমিদারী কাছারীর আমলাগণ ১০৲, শ্রীনাথ সাহা ।০, পার্ব্বতীচরণ বসু ১৲, U. C. R. ।০, ত্রৈলোক্য নাথ আচার্য্য ॥০, শ্যামা-চরণ দত্ত ।০, প্রাণকৃষ্ণ রায় ॥০, মোল্লা সেখ ।০, অশ্বিনীকুমার সাহা ।০, নন্দলাল দাস ।০, ক্ষেত্রনাথ দে ।০, পঞ্চানন দত্ত ।০, ঈশ্বরচন্দ্র রায় ৵০, দুর্গাচরণ রায় ৵০, শীতল চন্দ্র সাহা ।০, বিশ্বনাথ পোদ্দার ॥০, বিশ্বনাথ রায় ॥০, কালীনাথ শিকদার ॥০, জনৈক

বন্ধুর মাতা ১৲, রূপচাঁদ দত্ত ।০, রামলাল দত্ত ।০, জয়নারাণ রায় ৵, ডাঃ প্রঃ কুঃ চক্র-বর্ত্তী ॥০, পরেশনাথ চাটার্জি ১৲, লালা হরচরণ দাস ১৲, আছলদ্দি মোল্লা ॥০, রঘুনাথ দেব জানুয়ারী মাসের চাঁদা ॥০, মৌলবী ইমাজুদ্দিন সেখ ২৲, যদুনাথ ঘোষ ২৲, মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৬৲, সূর্য্যকুমার বসু ১৲।

চাউল। ছাত্রগণ দ্বারা সংগৃহীত।

বস্ত্রাদি। জনৈক হিন্দু বিধবা ঃ—বড় পিরাণ ৬টা, ছোট পিরাণ ৬টা, মোজা ১ জোড়া, কাপড় ৩ খানা, চাদর ১ খানা। অনাথ বন্ধু রায় পঞ্চগড় (জলপাইগুড়ি) র‍্যাপার ১, নূতন কাপড় ১। পিতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঃ—হীরালাল ঘোষ কাপড় ১, মতিলাল ঘোষ কাপড় ১, ভোলানাথ ঘোষ কাপড় ১, চাদর ১। ক্ষেত্রমোহন দে কোট ৪। উমাপ্রসাদ রায় মুঙ্গের, জলের ঘটী ১, চাপকান ১, পেণ্ঠলুন সাদা ২, গরম পেণ্ঠলুন ৩, ধুতি ১। শরদিন্দু নারায়ণ রায় মুঙ্গের, সাদা গরম পেণ্টলুন ১, প্যারামেটার কোট ১, পেড়ে ধুতি ২, সাদা ধুতি ১, সাদা পিরাণ ৪, সাদা মোজা ১, গরম মোজা ১, রঙ্গিণ মোটা চাদর ১। গিরীন্দ্রনারায়ণ সেন, সেনহাটী। ধুতি ১, আলোয়ান ১ জোড়া, কোট ৩। কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ঃ—গদি ১, লেপ ২, বালিস ১। ব্রজ দুর্লভ হাজরা ব্যাটারী ১। শ্রীমতী কাদম্বিনী ঘোষ ধুতি ১, কোট ১। মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে অন্ধ আতুরদের জন্য মোটা চাদর ১২ খানা। হিন্দু বিধবা কাঁথা ১। নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ঃ—মাছ।

দাসাশ্রমের আয় ব্যয়।

আয়।

দানপ্রাপ্তি ২২৪৲৭॥, পূর্ব্বমাসের জের ৮॥৶০, পুস্তক বিক্রয় ।১০, কাপড় বিক্রয় ৩/০, দাসী ও অন্যান্য তহবীল হইতে ধার ১৭।০ বাড়তী জমা ৪৲। দাসী হইতে সাহায্য ৫০৲ মোট জমা ২৯৭।১৭॥

ব্যয়।

আহারাদীর ব্যয় ৯০৸০, কার্য্যকারকের খরচ ৭।০ নাপিত ৶৫, রোগীর গাড়ী ১॥/০. পাচক ৬৲ গোয়ালা ৯॥০, রুটী ২৲ ঋণশোধ ১৭।০, আদায় কারীর খরচ ৩৮।১০, মুটে ৵, ধোপা ৫৲, সাজিমাটী ৷১০, ভৃত্যকে অগ্রিম দেওয়া ১৲, উৎসবের ব্যয় ॥৵০, রোগীদিগকে দাতার অভিপ্রায়ানুসারে ফল ও লুচী খাওয়ান ৭॥০, পতাকা ১৲ চাকর

ও রাঁধুণীর কাপড় ২৵০, মৃগাঙ্ক বাবু ১৲, সুন্দরী নাম্নী রোগীকে দেওয়া হয় ।০, ঔষধ ৫৲, সভার খরচ ৫৲, বাতি ।৵০, সভার জন্য চেয়ার ভাড়া ৬৸০, হ্যাণ্ডবিল ২৷৷০, খাম ও কাগজ ২৲৫ ছিট কাপড় ৵১৫, সামিয়ানা ভাড়া ৸৵১০ পোষ্টেজ ।১০, বাড়ী ভাড়া ৭০৲, মোট ব্যয় ২৮৫৶১০ ।

মোট জমা ২৯৭৷০১৭৷৷, মোট ব্যয় ২৮৫৶১০, হস্তেস্থিত ১২/৭৷৷ ।

দাসাশ্রমের দ্বিতীয় বার্ষিক সভা।

বিগত জানুয়ারী মাসে সিটী কলেজ হলে দাসাশ্রমের দ্বিতীয় বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, এম্, ডি ; সি, আই, ই, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ, বি,এল, বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মাননীয় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ, ডি, এল, হাইকোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি, এল, এবং হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ য়ুসফ মহোদয়গণ দাসাশ্রমের কার্য্যের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত সিটি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দাস, শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন দাস প্রভৃতি এবং ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ প্রভৃতি মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় দাসাশ্রমের কার্য্যের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখেন ; সভাস্থলে বার্ষিক রিপোর্ট পঠিত হয়। নিম্নে তাহার সারাংশ দেওয়া যাইতেছে।

গত বৎসর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দাসাশ্রম কমিটির সভ্য ছিলেন :—

বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্,এ, সভাপতি, বাবু মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী সম্পাদক, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু ইন্দুভূষণ রায় চৌধুরী, বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ও

তৎপরে বাবু শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এল, ও বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এম,এ, এম,বি। গত বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ সভার ১৪টী অধিবেশন হইয়াছিল এবং ঐ সকল অধিবেশনে সভ্যগণ উপস্থিত থাকিয়া দাসাশ্রমের কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকরণ ও হিসাবাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়।

১৮৯২ সালের ২৮শে জুন হইতে দাসাশ্রমের কার্য্যকারকগণ মফঃস্বলের স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া অসহায় রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতে মনস্থ করেন। তদনুসারে গত বৎসর কলিকাতা, ২৪ পরগণার অন্তর্গত জালালপুর, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সূর্পানগর, রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁ, খুলনা জেলার অন্তর্গত নলধা ও কোঁড়ামারা এবং খাসিয়া পাহাড়ের অন্তর্গত চেরাপুঞ্জি নামক স্থানে ৭টী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইয়াছে। এই সকল চিকিৎসালয়ের অনেক স্থলেই কার্য্য আশানুরূপ হইতেছে। গত বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ২০৪২ জন রোগী ও রোগিনী এ সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বিনামূল্যে ঔষধ ও ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০৬৫ জন রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে, ১৮৩ জন চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়াছে, ৭৭৫ জনের চিকিৎসার ফল জানা যায় নাই ও ১৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই সকল দাতব্য চিকিৎসালয়গুলি হইতে মফস্বলের অনেক দরিদ্রের উপকার হইতেছে। গত বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ এই ঔষধালয়গুলির জন্য ২১১৸৫ টাকার ঔষধ ক্রয় করা হইয়াছে।

সেবালয়।

ইহার উদ্দেশ্য তিন প্রকার। ১ম, অনাথ আতুর যাহার সেবা করিবার কেহ নাই অথবা থাকিলেও করে না, এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতভাগা হতভাগিনীদিগকে আশ্রমে রাখিয়া সাধ্যমত সেবা ও সন্তোষ বিধান। ২য়, দুর্দ্দশাগ্রস্ত রোগীদিগকে রাস্তা হইতে উঠাইয়া আনিয়া অথবা দুর্দ্দশার অবস্থা হইতে আনিয়া আশ্রমে রাখিয়া তৎপরে রোগীর উপযোগী হাঁসপাতালে প্রেরণ করা। ৩য়, যে সকল রোগী সহজে আরোগ্য হয় ও হাঁসপাতালে যাইতে অনিচ্ছুক তাহাদিগকে এবং যে সকল রোগীকে সহজে হাঁসপাতালে গ্রহণ করে না, তাহাদিগকে আশ্রয় দান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। আমরা অর্থাভাব ও স্থানাভাব প্রযুক্ত কতকগুলি সংক্রামক রোগী লইবার ব্যবস্থা

এখনও করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আমাদিগকে অনেক সময়ে কষ্ট পাইতে হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ১৩২ জন রোগী ও আতুর সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাদিগের মধ্যে ৯৩ জন পুরুষ ও ৩৯ জন স্ত্রীলোক। এ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ২৯ জন স্থায়ী আতুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৭ জন এখনও জীবিত আছে, ৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে ও ৮ জন পলায়ন করিয়াছে। রোগীদিগের মধ্যে ৩০ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে, ২৫ জন সেবালয় পরিত্যাগ করিয়াছে, ৪৮ জনকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। ৪ জন আরোগ্যলাভ করে নাই ও ২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

সেবালয়ে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে রোগী লওয়া হইয়াছে এবং ইহার কার্য্য যথা সম্ভব অসাম্প্রদায়িক ভাবে নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

দাসাশ্রমের অভাব।

বর্ত্তমান মাসে দাসাশ্রমের অনেকগুলি অভাব পড়িয়াছে। আমরা সেই অভাবগুলি সকলের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। আশা করি সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের কথায় একটুকু কর্ণপাত করিবেন।

১। দাসাশ্রম ও দাসীর প্রায় ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা ঋণ হইয়াছে। "দাসী"র গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ যদি যথাকালে তাঁহাদের দেয় মূল্যটী পাঠাইয়া দেন, এবং দানশীল নরনারীগণ যদি যথাশক্তি অনুসারে দাসাশ্রমের অনাথ অনাথাদের জন্য কিছু কিছু দান করেন, তবে স্বল্প সময়ের মধ্যেই এ ঋণ শোধ হইয়া যাইতে পারে বলিয়া আশা করি। সকলে আমাদের কথায় একটু কর্ণপাত করিবেন কি?

২। অর্থাভাবে অনেক সময় রোগীদিগকে আমরা নূতন বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতে পারি না। সকলে যদি কিছু কিছু পুরাতন বস্ত্র পাঠাইয়া দেন, তবে এই অনাথ আতুরদের বিশেষ উপকার হয়।

৩। দাসাশ্রমে ভাল ঘড়ি নাই। রোগীদিগকে ঔষধ ও পথ্য দিতে হইলে ঘড়ির বিশেষ প্রয়োজন। কেহ কি দয়া করিয়া এই অভাবটী পূর্ণ করিবেন?

৪। গ্রীষ্মকাল আগ্রত প্রায়। ধীরে ধীরে মশার উপদ্রব আরম্ভ হইল। মশারির অভাবে অনেকগুলি আতুর কষ্ট পাইতেছে। আশা করি অবস্থাপন্ন নরনারীগণ আতুরদের এই কষ্ট দূর করিতে যথা সাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিবেন।

৫। ঔষধাদি রাখিবার একটী আলমারীরও বিশেষ অভাব।

"দাসী"র নিয়মাবলী।

১। দাসীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাশুল এক টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। "দাসী" কার্য্যালয়ে কিম্বা কোন এজেণ্টের নিকট "দাসী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসীদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রত্যেক লাইন ৵০ আনা। অপরাপর নিয়ম "দাসী" কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

১৬৭-৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
"দাসী" কার্য্যালয়
কলিকাতা।

শ্রীঅধরনাথ রায় চৌধুরী
কার্য্যাধ্যক্ষ।

March-94 SK. Mitra

সচিত্র বর্ণপরিচয়

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ প্রণীত।

উৎকৃষ্ট প্রণালীতে লিখিত।

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট।

বাঙ্গালা স্কুল পাঠ্য পুস্তকের কোন-টীতেই এত বড় বড় উৎকৃষ্ট ছবি নাই।

দুই সপ্তাহ মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

মূল্য পাঁচ পয়সা।

সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

দাসী

কুসুমকামিনী পুস্তকালয়।
১১ ই বৈশাখ সোমবার
১৩০১ সালে স্থাপিত
পুস্তক নং
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

ঊষা।

নিশিশেষে গগন উজলি'
কে গো তুমি নীরবে বসিয়া?

আকুলিত চিকুর চিকণ
আভাময় সোণার বরণ
ঘিরিয়াছে মুখানি তোমার;
ঘিরে যথা আনন তারার
প্রদোষেতে রবির কিরণ!
মেলিয়া পলক-শূন্য বিশাল নয়ন
চেয়ে কেন জগতের পানে?
স্বপ্নময় ঘুমের শয়নে
জগৎ হ'য়েছে অচেতন!
হেনকালে গগন উজলি'
কেন তবে নীরবে বসিয়া?

ফোঁটা ফোঁটা ঝরে অশ্রুজল,
বহিয়া কোমল গণ্ডস্থল!
কি দুখ জেগেছে তব মনে,
চেয়ে কেন জগতের পানে?

ওই দেখ, তব কণ্ঠরব
পশিল আসিয়া!
ফুলগুলি মেলিল নয়ন,
নীল সাদা সোণার বরণ—
মুখে হাসি ধরে না কো আর,
যত সব কুসুম বালার!
পাতাগুলি দেয় করতালি,
নেচে নেচে করে কোলাকুলি,
তোমায় দেখিয়া।
গাও কেন বিষাদের গান,
কি দুখেতে ভিজেছে পরাণ?
তুমি কি গো স্বরগের কবি,
দেখি এই জগতের ছবি,
আকুল কাঁদিয়া?

ওই দেখ, শুনি কলরব
পাখীগুলি করিছে উৎসব;
মধুর মধুর গায় গান
খুলে গেছে তাদের পরাণ।

তরুলতা উদ্ভিদ সকল,
কীট আদি পতঙ্গের দল—
আনন্দে নাচিয়া তারা দেয় করতালি
তোমায় দেখিয়া !
তবে কেন গগন উজলি'
নীরবে বসিয়া ?

জেগেছে সকল—
কিন্তু মানব-সন্তান
এখনও মোহময় ঘুমেতে অজ্ঞান !
শুনিল না তব গান,
নাচিল না তার প্রাণ,
দেখিল না তোমার বয়ান,
দীপ্তিময়ী তারার সমান!
যে বারতা ল'য়ে দ্বারে দ্বারে
নিরন্তর বেড়াইছ ঘুরে—
শুনিল তা সংসার সকল—
শুনিল না মানব কেবল!
তাই বুঝি ঝরে অশ্রুজল
বহিয়া কোমল গণ্ডস্থল—
তাই বুঝি গগন উজলি'
নিশিশেষে নীরবে বসিয়া ?

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস।

আমন্ত্রণ।

(গান)

এসেছে বসন্ত, সখি,
ত্বরা করি চল না।
যাইব কানন মাঝে,
দেখিব রে কিবা সাজে
সেজেছে প্রকৃতি-রাণী
বন-ফুল-ভূষণা—
ডেকেছে বসন্ত, সখি,
ত্বরা করি চল না।

ওই শোন শাখে শাখে,
প্রাণ খুলে পাখী ডাকে ;—
কোকিল মধুর স্বরে,
পাপিয়া সুধার ধারে,
বসন্তের আবাহন
করিতেছে ঘোষণা—
চলরে যাইব, সখি,
ত্বরা করি চল না।

ছাড় ছাড় গৃহ কাজ,
দূরে ফেলি রাখ সাজ—
প্রখর অরুণ এবে
গগনে উদিত হ'বে,
নিশির শিশির মালা
ধীরে ধীরে শুকাইবে।
প্রভাত-মলয়-বায়,
প্রাণ খানি ছুঁয়ে যায় ;
দেখরে পরশে তার
ফুটিছেঁ কুসুম ভার,
দুলিছে গাছের পাতা—
যাবে যদি, বল না—
যাইব কাননে, সখি,
ত্বরা করি চল না।

কুসুম তুলিব বনে ;
গাঁথি মালা দুইজনে,
পরিব মনের সাধে
দূরে ফেলি যাতনা।
বনের দেবতা মত,
সাজাব তোমারে কত ;
ফুলের ভূষণ রচি,
পরা'ব তোমারে, সখি,
করিব প্রকৃতি-হেন
বন-ফুল-শোভনা—
যাইব কানন-মাঝে,
চল, সখি, চল না।

যদি পাখী গায় গান,
যদি ফুল হাসে হাসি,
তবে কেন ম্রিয়মাণ,—
নীরবে থাকিবে বসি ?
তাই এ মধুর দিনে,
চল, সখি, চল বনে,
গাব গান মন-সুখে
বসন্তের আগমনে।
চল তবে, চল তবে,
একাকিনী কেন রবে—
জুড়াইবে আঁখি চল,
হেরি বিশ্ব-রচনা—
কাননে যাইব, সখি,
ত্বরা করি চল না।

কশ্যপের আবির্ভাব কাল।

(আদিম আর্য্য রাজবংশ প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।)

প্রচলিত পঞ্জিকানুসারে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩১০১ অব্দে কলিযুগারম্ভ হয়। "এটা কোন্ যুগ?" নামক পুস্তিকায় বিশেষরূপে দেখাইয়াছি যে, দ্বাপর ও ত্রেতাযুগের অবস্থিতি কাল যথাক্রমে ২৪০০ ও ৩৬০০ বৎসর। এতদনুসারে ৯১০১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইয়াছিল বলিতে হইবে। প্রায় সমস্ত পুরাণ একবাক্যে মহারাজ পুরুরবাকে "ত্রেতামুখে" অর্থাৎ ত্রেতাযুগের প্রারম্ভকালে আবির্ভূত বলিয়া স্বীকার করেন।

কশ্যপের পুত্র বিবস্বৎ; তৎপুত্র মনু। বিবস্বতের পুত্র বলিয়া ইহাঁকে বৈবস্বত মনু বলে। মহারাজ পুরুরবা বৈবস্বত মনুর দৌহিত্র। সুতরাং পুরুরবার পূর্ব্বে চারি পুরুষের নাম পাওয়া যাইতেছে। এই চারি পুরুষের জীবনকাল দুই শত—বড় জোর চারি শত বৎসর ধরা যাইতে পারে। এইরূপ গণনা দ্বারা কশ্যপের আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৯৫০০অব্দে বা বর্ত্তমান সময়ের ১১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে নিরূপিত হইতে পারে। পূর্ব্ব প্রস্তাবে ভ্রমক্রমে খ্রীঃ পূঃ ১১ সহস্র বৎসর লিখিত হইয়াছিল।

কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি কথা আছে। কলিযুগের আরম্ভ কাল লইয়া একটু গোল আছে। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, গর্গসংহিতা, কাশ্যপসিদ্ধান্ত ও জ্যোতির্ব্বিদাভরণ প্রভৃতি গ্রন্থ অনুসারে মহারাজ যুধিষ্ঠির কলির প্রথম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১২৯৯ সাল কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ—"কলিযুগারম্ভ"। ভারতী ১৩০০ সাল—ভাদ্র, "যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল।"

দ্রষ্টব্য।) শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ও পুরাণাদি শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা শ্রীধর স্বামীও কলির প্রারম্ভকালে, এমন কি, দ্বাপরের অন্তিমেও কুরু-পাণ্ডবাদির আবির্ভাব স্বীকার করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ক্ষোদিত একটি প্রস্তর লিপিতেও যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাব কাল কলির প্রথম শতাব্দীতেই স্বীকৃত হইয়াছে। পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ, শঙ্করনাথ পণ্ডিত ও ৺ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও এই মতের পক্ষপাতী।

বিষ্ণু, ভাগবত, বায়ু, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বংশ তালিকানুসারে ভারত সমরের ১৫ শত বৎসর পরে মহারাজ নন্দ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ নন্দের আবির্ভাব কাল পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম পাদে নির্ণীত হইয়াছে। নন্দের ১৫ শত বৎসর পরে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ভারত সমর সংঘটিত হয়। ভারতসমরের ন্যূনাধিক ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিযুগারম্ভ হয়। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১২৯৯ সাল কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ দ্রষ্টব্য।) এইরূপে খৃষ্টপূর্ব্ব দুই সহস্র অব্দে কলিযুগারম্ভ স্বীকার করিলে, পূর্ব্বোদ্ধৃত গণনানুসারে কশ্যপের আবির্ভাব ৮৪০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে বা বর্ত্তমান সময়ের ১০৩০০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হয়।

পুরাণকারগণ কাশ্মীরে উপনিবেশ স্থাপনকারী কশ্যপের যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করা দুঃসাধ্য। তাঁহারা মহামতি কশ্যপকে বর্ত্তমান মন্বন্তরের প্রারম্ভে স্থাপন করিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগের সমষ্টিকে এক মহাযুগ বলে। এক মহাযুগের পরিমাণ মহাভারত ও মনুসংহিতা মতে দ্বাদশ সহস্র বৎসর; কিন্তু পৌরাণিক মতে ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর। পৌরাণিক মতে কশ্যপের পর এইরূপ ২৭ মহাযুগ (অর্থাৎ ১১ কোটী

৬৬ লক্ষ ৪০ সহস্র বৎসর) অতীত হইয়া অষ্টাবিংশ মহাযুগের ৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে! সুতরাং পৌরাণিক মতে কশ্যপ বর্ত্তমান সময়ের ১২ কোটী ৫ লক্ষ ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন!!!

পুরাণকারগণের প্রাচীনত্ব-প্রিয়তার আর একটা নিদর্শন দিতেছি। আমরা সকলেই জানি, ভগবান্ রামচন্দ্র ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিসময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কলিযুগ প্রারম্ভের পর এখনও ৫ সহস্র বৎসরের অধিক গত হয় নাই। মধ্যে দ্বাপর যুগের ব্যবধান আছে। দ্বাপরের পরিমাণ মনু ও মহাভারত মতে ২৪০০ বৎসর। সুতরাং রামচন্দ্রের আবির্ভাব কাল বর্ত্তমান সময়ের (৫০০০+২৪০০=) ৭৪০০ না হয় ৭৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বা ৫৫ শত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে। (খৃষ্ট-পূর্ব্ব দুই সহস্র অব্দে কলিযুগারম্ভ ধরিলে রামচন্দ্রের সময় ৪৫ শত খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে নির্ণয় করিতে হয়।) কিন্তু পুরাণকারগণ দ্বাপর যুগের অবস্থিতিকাল জ্ঞাপক ২৪০০ বৎসরকে দৈববর্ষ (মানবের ৩৬০ বৎসরে এক দৈববর্ষ) ধরিয়া ৮ লক্ষ চৌষট্টি হাজার বৎসর করিলেন! ইহাতে রামচন্দ্রের সময় বর্ত্তমান কালের প্রায় আট লক্ষ ৬৯ হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে। কিন্তু পুরাণকার ঋষির ইহাতেও পরিতৃপ্তি নাই। রামায়ণের টীকাকার লঙ্কাকাণ্ডের ১১০ সর্গের টীকায় বলিয়াছেন,—

"প্রতি চতুর্যুগং রামাদ্যবতার ইতি তু ন যুক্তং। চতুর্ব্বিংশতিতম চতুর্যুগে রামাবতারস্য, অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগে কৃষ্ণাবতারস্য, হরিবংশে পুরাণান্তরের প্রসিদ্ধত্বাৎ ইতি।"

ভাবার্থ এই যে, ৭২ মহাযুগে (চতুর্যুগে) এক মন্বন্তর হয়। প্রতি মহাযুগের অন্তর্গত ত্রেতাযুগেই যে, একবার করিয়া রামাবতার হয়, তাহা নহে। বর্ত্তমান মন্বন্তরের ২৪তম মহাযুগের ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এবং ২৮তম মহাযুগের দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হয়েন।

এতাবতা বর্ত্তমান সময়ের এক কোটী ৮১ লক্ষ ৪৯ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। কেননা, ২৪তম মহাযুগের ত্রেতার শেষ হইতে ২৮তম মহাযুগের ত্রেতার শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ৪টি মহাযুগ,—তাহার পরিমাণ পৌরাণিক মতে ৪৩২০০০০×৪=১৭২৮০০০০ বৎসর। বর্ত্তমান ২৮তম মহাযুগের ত্রেতার শেষ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৮ লক্ষ ঊনসত্তর হাজার বর্ষ। এতদুভয় সংখ্যার সমষ্টি করিলে ১ কোটী একাশী লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার বর্ষ পাওয়া যায়। ইহাই পৌরাণিকগণের অভিপ্রেত রামচন্দ্রের সময়!

এই সকল পৌরাণিক কল্পনাকে ভিত্তি করিয়া ঐতিহাসিক সময় নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই প্রস্তাবের প্রারম্ভে আমরা যে সূত্র অবলম্বন করিয়া কশ্যপের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করিয়াছি, এই সমস্ত অস্বাভাবিক পৌরাণিক কল্পনার মধ্যে সেই টুকুই বোধ হয় মূল সত্য; আর বাদ বাকী সবই মিথ্যা, সবই অতিরঞ্জন;—অন্ততঃ উহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

দাসাশ্রমের ইতিবৃত্ত ও বর্ত্তমান অবস্থা।

সম্প্রতি দাসাশ্রমের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। দাসাশ্রমের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া, আমার মনে হয়, এই সময়ে দাসাশ্রমের সকল বৃত্তান্ত

সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। পরিষ্কার করিয়া সকল কথা বুঝাইতে হইলে দাসাশ্রমের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলা আবশ্যক।

ইংরাজী ১৮৯১ সালের ২৭শে জুন বসিরহাট সবডিবিজানের অন্তর্গত জালালপুর নামক গ্রামে দুইটি ব্রাহ্মযুবক বিশেষ ভাবে উপাসনা করিয়া দাসাশ্রম প্রথম স্থাপন করেন। তখন তাঁহাদের যাঁহার হস্তে যাহা ছিল, তাহাই দাসাশ্রমকে দান করেন। কিন্তু দাসাশ্রমের উদ্দেশ্য তখনও কিছুই স্থির হয় নাই। যুবকদ্বয়ের মনে তখন কোনও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও দাসদল স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারই উদ্দেশ্য ছিল। কিছু দিন পরেই উভয়েরই মনে হয়, আমাদের দেশের অবলাগণ প্রপীড়িতা, সুতরাং তাঁহাদিগেরই সেবায় দাসদলের জীবন সমর্পিত হইবে। এই অবস্থায় ঐ যুবকদের মধ্যে একজন কলিকাতায় আগমন করেন ও চাকুরী করিয়া জীবিকার উপায় করেন ও দাসদলের কার্য্যক্ষেত্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। কিছু দিন পরে ঐ যুবকের সহিত কলিকাতার যুবকদের Relief Fraternity অথবা শান্তি সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই শান্তি সম্প্রদায়ের ভ্রাতাগণ অসহায় রোগীর সম্বাদ পাইলে, তাহার বাটিতে গিয়া সেবা ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত প্রভৃতি কার্য্য করিতেন। এই শান্তি সম্প্রদায়ের সহিত কার্য্য করিতে করিতে দেখা গেল যে এমন অনেক রোগী আছে, যাহাদিগকে অস্বাস্থ্যকর গৃহ হইতে স্থানান্তরিত না করিলে আরোগ্য লাভের আশা নাই। রাস্তায় ঘাটে এমন রোগী পড়িয়া থাকে যে তাহাদিগকে রাখিবার স্থান না হইলে আর চলে না। ঠিক্ এই সময়ে বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করেন ও নানা ভাবে সাহায্য করেন। পূর্ব্বোক্ত যুবকের বাসায় এই সময় হইতে দুই একটি রোগী আনা হইতে লাগিল। কিছু দিন

পরে শান্তি সম্প্রদায়ের ভ্রাতাগণের উৎসাহে পূর্ব্বোক্ত যুবক মাণিকতলা ১০২ নং বাটি ৩২ টাকায় ভাড়া করিলেন। এই সময় হইতে সর্ব্বপ্রথমের যুবকদ্বয় আবার সম্মিলিত হইলেন ও প্রকাশ্যভাবে দাসাশ্রমের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে শান্তি সম্প্রদায় দাসাশ্রমের উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণে প্রথম পথপ্রদর্শক। পূর্ব্বোক্ত বাটিতে বাবু চণ্ডীচরণ গুহও বাস করিতেন। তাঁহার নিকট একটি পতিতা রমণীর কন্যা ছিল। কন্যাটি বড় ভাল ছিল বলিয়া সকলেই তাহাকে বড় ভাল বাসিত। এই সময় হইতে এই শ্রেণীর বালিকাদের উপর কতকগুলি সহৃদয় মহাত্মার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। চণ্ডী বাবুর উৎসাহে দাসাশ্রম এই সকল কন্যাদেরও ভার লইতে প্রস্তুত হন। তখন কার্য্যপ্রণালী এই প্রকার স্থির হয় যে কতকগুলি ঐ প্রকার বালিকাকে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে, ও সেই বাটিতে কতকগুলি রোগী রাখিয়া ঐ সকল বালিকাদিগকে সেবাধর্ম্মের উপযোগী করা হইবে। দাসদাসীগণও সেবা করিবেন, তাঁহাদের দেখা দেখি বালিকাগণও সেবা করিবেন। কালে হয় ত তাহাদের মধ্য হইতে ভগ্নী সম্প্রদায়ের ন্যায় হৃদয়বতী রমণীও বাহির হইতে পারেন। এই সকল কল্পনা স্থির হইবামাত্র একজন দাসী তাঁহার একছড়া হার দান করেন। ঐ হার ৪৩৲ টাকায় বিক্রয় হয়, ও ঐ টাকায় চারিজন রোগীর শয্যা ও বাসনাদি কেনা হয়। ১২৯৮ সালের ১২ই মাঘ পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যদ্বয় সাধনের জন্য একটি কমিটি স্থাপিত হইবে ও সেবালয় খোলা হইবে, স্থির হইল। ৯ই মাঘ ধ্রুব নামক একজন ওলাউঠা রোগীকে লইয়া শান্তি সম্প্রদায়ের একজন ভ্রাতা আসিলেন। মহা উৎসাহের সহিত কার্য্য চলিল। তখনকার সে উৎসাহ, সে ধর্ম্মভাব, সে সরস ভাব দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইত। ১১ই মাঘ সন্ধ্যাকালে ধ্রুব ধ্রুবলোকে চলিয়া গেল। দাস

দাসীগণ ও শান্তি সম্প্রদায়ের ভ্রাতাগণ সকলে মিলিয়া সেই শেষ মুহূর্ত্তে তাহার জন্য কণ্ঠ মিলাইয়া প্রার্থনা করিলেন, ও অশ্রুজলের সহিত তাহাকে বিদায় দিলেন। ১২ই মাঘ সেই ধ্রুবের স্মৃতিচিহ্ন-পূর্ণ, গৃহে অশ্রুজলবিধৌত প্রাণে বিশেষ ভাবে উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়া সেবালয় প্রথম স্থাপিত হইল। সে দৃশ্য এখনও সকলের মনে আছে, সে বিশ্বাসের ব্যাপার, সে আত্মবিসর্জ্জনের ব্যাপার, এখনও অনেকের হৃদয়ে মুদ্রিত আছে। ঐ দিনই পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যদ্বয় সাধনের জন্য এক কমিটি নিযুক্ত হয়। বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিছু দিন পরে দেখা গেল, আইনের নানা প্রকার মার পেঁচের জন্য পতিতা রমণীগণের কন্যাদের উদ্ধার করিতে অগ্রসর হওয়া সহজসাধ্য নয়। সুতরাং অল্প দিন পরেই কমিটি উঠিয়া যায়। এখানে বলা উচিত কমিটী উঠিয়া যাইবার সময় বাটি ভাড়াটা সম্পাদক মহাশয়ের ঘাড়ে পড়ে। কেবল একজন সভ্য কিছু দিয়াছিলেন। এই সময়ে বাবু ইন্দুভূষণ রায়-চৌধুরী দাসাশ্রমের কার্য্যে যোগদান করেন। এই সময়ে ভগবানের নাম করিয়া দাসী নাম্নী মাসিক পত্রিকা বাহির করা হয়। তখন অনেক আত্মীয় বন্ধুগণ নিরুৎসাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবানের আহ্বানে দাসী জন্মগ্রহণ করিয়া দেশে দেশে সেবাধর্ম্ম প্রচারের ভার আপন মস্তকে গ্রহণ করিল। এই সময়ে সকলের মনে হইল যে এই সমস্ত কার্য্যের ভার বিশেষ ভাবে এক জনের উপরে না থাকিলে বিশেষ গণ্ডগোল হইবার সম্ভাবনা। তদনুসারে ইন্দু বাবুকে দাসাশ্রমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে দাসাশ্রমের কার্য্য যেন উপন্যাসের মত চলিয়াছিল। সে সময়ের কথা ভাবিলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কেবা তখন টাকার কথা ভাবিত, কেবা তখন সংসারের কথা

ভাবিত। তখন রোগিগণ কার্য্যকারকগণের পুত্রকন্যাগণের ন্যায় আদরের ও যত্নের বস্তু ছিল। তখন নিত্য উপাসনা হইত, আর ভগবানের প্রেমের স্রোত দাসাশ্রম প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইত। তখন দাসদাসীগণ চাহিলেই পাইতেন, না পাইলেও অবিশ্বাস আসিত না, পরন্তু নিজেদের দোষ আছে ভাবিয়া আরও হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিতেন, আর ভগবান্ অজস্রধারে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেন।

এই সময়ে ইন্দু বাবু দাসীর গ্রাহক সংগ্রহ করিবার জন্য বরিশাল গমন করেন। যে দিন সেখান হইতে কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, কার্য্যকারকগণের সে দিনের উৎসাহ কে বর্ণন করিবে? শিয়ালদহ হইতে গাড়ীতে করিয়া ফুলের মালায় সাজাইয়া সকলে তাঁহাকে গৃহে আনিল। সকল দাসদাসীগণ আরও মালা, আরও ফুল দিয়া তাঁহাকে মনের মত করিয়া সাজাইল। তখন উপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনায় দাসাশ্রমের জন্ম, উপাসনায় দাসাশ্রমের বৃদ্ধি। উপাসনা দাসাশ্রমের সকল অভাব দূর করিয়াছে এবং বিশ্বাস করি, উপাসনাই দাসাশ্রমের সকল অভাব দূর করিবে। যাহা হউক এই সময়ে ইন্দু বাবু বার বার মফঃস্বলে যাওয়াতে দেখা গেল, তিনি আর অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পারেন না। ঠিক এই সময়ে মাণিকদহের জমীদার বাবু বিপিনবিহারী রায় তাঁহার পরলোকগতা পত্নী সুরাজমোহিনী রায় মহাশয়ার ২৬০০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার-গুলি একজন কার্য্যকারকের হস্তে সমর্পণ করেন। সেদিন ঘন বর্ষা। কার্য্যকারকগণ অবাক্, কাঁদিয়া আকুল। তাঁহাদের না আছে মান, না আছে সম্ভ্রম, না আছে ধন, না আছে পদবী। লোকে তাঁহাদের হাতে এত টাকা কি করিয়া দিল! তাঁহাদিগকে এত বিশ্বাস কেন করে, এই ভাবিয়া কার্য্যকারকগণ কাঁদিয়া আকুল।

তখন সকলে মিলিয়া প্রার্থনা ও উপাসনা করিলেন। সেই দিন কার্য্যকারকগণ ভাবিলেন, এত টাকা, এত জিনিসপত্র, কার্য্যকারকগণের নিজহস্তে রাখা উচিত নহে। সেই দিন প্রথম দাসাশ্রম কমিটির সৃষ্টি হয়। কার্য্যকারকগণ নিজেদের প্রাণের নিকটস্থ কয়েকটি ভ্রাতাকে সভ্য করিয়া এক কমিটি করেন। বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও কার্য্যকারকগণ ঐ কমিটির সভ্য হন। বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ঐ সভার সভাপতি হন এবং দাসাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ সম্পাদক হন। ঐ কমিটি তখন কেবল পরামর্শ দিতেন। কমিটির কড়াকড় নিয়মাদি পালিত হইত না, যেমন ঘরোয়া পরামর্শ হয়, তেমনি হইত। কার্য্যকারকগণ জানিতেন অর্থের জন্য তাঁহারা দায়ী, সভ্যগণ জানিতেন, সৎপরামর্শ দেওয়ার জন্য তাঁহারা দায়ী। কমিটি কিন্তু ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাতভাবে সকল কার্য্যভার আপনাদের ঘাড়ে লইলেন। তখন সকলেই একঁ মতাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং গোলমাল হইত না। গোলমাল হইত না বলিয়াই কার্য্যও সুশৃঙ্খলায় চলিত, অথচ অজ্ঞাতভাবে সমস্ত ক্ষমতা গিয়া কমিটির হস্তে পড়িল। তাহার কোনও লেখা পড়া নাই; লেখা পড়া নাই, কারণ ফর্ম্যাল কমিটি যাহাকে বলে, ইহা তাহা ছিল না। এই সময়ে বাবু শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় দাসাশ্রমের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনেক পরিশ্রম করেন। ইনি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় ডাক্তারভাবে অনেক সাহায্য করেন। তজ্জন্য উভয়কে কমিটির সভ্য করিয়া লওয়া হয়। মূল হইতে দাসাশ্রমের সহিত ব্রাহ্মসমাজের কোনও যোগ ছিল না। কেহ কেহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির হস্তে দাসাশ্রমকে অর্পণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু দাসাশ্রমের কার্য্যকারকগণ কোনও ধর্ম্মসমাজের সহিত বিশেষ ভাবে যুক্ত হইয়া অপর সমাজের

লোকদিগের সহায়তা করিবার পথ রুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এমন কি তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের রিপোর্টে পর্য্যন্ত নাম তুলিতে দেন নাই। তখন কার্য্যকারকগণ ভাবিতেন, আমাদের দাসাশ্রম অসাম্প্রদায়িক অর্থাৎ এখানে সকলেই কার্য্য করিতে পারিবেন এবং সকল সম্প্রদায়েরই রোগী লওয়া হইবে। কিন্তু তাঁহারা একথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যে অসাম্প্রদায়িক বলিলে রোগীদিগকে সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাদের নিজ নিজ সামাজিক রীতি অনুসারে রাখিতে হইবে। তবে তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহাদের দ্বার সকল সম্প্রদায়ের রোগীর জন্য উন্মুক্ত রাখিতে হইবে, তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা হইবে না এবং যতটা পারা যায় জাতিভেদ রক্ষা করা হইবে। তাঁহারা ভাবিতেন অপর কোনও সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্যকারক হইবেন না; কারণ তাহা অসম্ভব, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাদের সহায় হইতে পারিবেন। যাহা হউক, কমিটিতে বাবু শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়কে কি ভাবে লওয়া হইয়াছিল, তাহা কেহ চিন্তা করেন নাই। বলিয়া রাখা উচিত যে, এখনও কমিটি বসিবার পূর্ব্বে প্রার্থনা হইত, এখনও দাসাশ্রমে পূর্ব্বের মত উপাসনা হইত। কিন্তু অজ্ঞাত ভাবে যে দাসাশ্রমের সকল ক্ষমতা কমিটির হাতে গিয়াছে, ক্রমে তাহা অনুভূত হইতে লাগিল। ক্রমে কার্য্যকারকগণের সহিত কমিটির অন্য সভ্যগণের মতভেদ হইতে লাগিল, ক্রমে কমিটি কার্য্যকারকগণের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে কার্য্যকারকগণ সকল বিষয়ে কমিটির মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িলেন। এই হইতে কার্য্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কার্য্যকারকগণ নানা অসুবিধা অনুভব করিতে লাগিলেন। এই সকল ও অন্য নানা কারণ বশতঃ ক্রমশঃ দাসাশ্রমে ধর্ম্মভাব মলিন হইয়া আসিতে

লাগিল। ধর্ম্মভাবের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেবার ভাবও মলিন হইয়া আসিল। কেহ বা দাসাশ্রমকে ভার ভাবিলেন, কেহ বা ভাবিলেন, আমরা রোগীর প্রতি যে ব্যবহার করিতেছি, ইহাই যথেষ্ট! হায়! ধর্ম্ম যে দাসাশ্রমের জীবন, উপাসনা যে দাসাশ্রমের মূলশক্তি, তাহা মলিন হইলে দাসাশ্রম যে ভিত্তিহীন হয়, জীবন শূন্য হয়! কাজ আর ভাল হয় না, লোকে একটু একটু করিয়া বিরক্ত হইতে লাগিল। কার্য্যকারকগণের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল। কমিটি রোগ নির্ণয় না করিয়াই নানা প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ঔষধই ধরিল না। চারিদিক শুষ্ক, চারিদিক প্রেমহীন। কমিটি যদি বুঝিতেন যে ধর্ম্মহীনতাই প্রকৃত রোগ আর কমিটি যদি সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, তবে আর এই দুর্দ্দশা হইত না। এখানেই দুর্দ্দশার শেষ হইল না। এখন কমিটি আপনার প্রকৃত অবয়ব ধারণ করিলেন। কমিটি বলিলেন, দাসশ্রম যখন অসাম্প্রদায়িক, তখন আর ইহার সহিত ধর্ম্মের সংশ্রব কি? ১২ই মাঘ আসিল। কার্য্যকারকগণের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। আবার নবীন উৎসাহের বাতাস বহিল। এবার বুঝি নূতন স্রোতে সকল শুষ্কতা দূর হইবে। কার্য্যকারকগণ কত উৎসাহের সহিত সেবালয়ের উৎসবের আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু হায়! কার্য্যকারকগণের দুর্ব্বুদ্ধিতার, বিশ্বাসহীনতার, স্বার্থপরতার প্রায়শ্চিত্ত এখনও হয় নাই। তাই আজও ভগবানের সে প্রসন্ন ভাব কেহ উপলব্ধি করিলেন না। হঠাৎ সেই দিন বাবু শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা যে দাসাশ্রম অসাম্প্রদায়িক বলেন, তবে সেখানে ব্রহ্মোপাসনা হয় কি করিয়া? তবে হয় আপনারা বলুন এটা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য, আর না হয় এ সকল ভাব উঠাইয়া দিউন। আর আপনারা ব্রাহ্ম হইয়া হিন্দুদিগকে কি করিয়া ভাত জল

দিবেন ও বলিবেন দাসাশ্রম অসাম্প্রদায়িক?" এইবারে ব্রাহ্ম কার্য্যকারকগণের চক্ষু ফুটিল। তিনি আরও বলিলেন, "যদি দাসাশ্রমকে অসাম্প্রদায়িক করিতে চাও, তবে রোগীদের সম্মুখে অন্ন রাখিয়া তাহারা খাইতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রার্থনা করিতে পার না, সেবালয়ে ব্রহ্মের নাম করিতে পার না. কাহারও মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে ব্রহ্ম নাম শুনাইতে পার না।" কার্য্যকারকগণ স্তম্ভিত। সত্যই যখন মূলে অসাম্প্রদায়িক বলা হইয়াছে, ও বাবু শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়কে কমিটিতে লওয়া হইয়াছে, তখন এখন তিনি যে এ সকল কথা বলিবেন. তাহার আর বিচিত্র কি? তাঁহারা বলিলেন, "যখন আমরা পূর্ব্বে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া কমিটির হাতে দিয়াছি, তখন যাহা করিলে অসাম্প্রদায়িক হয়, তাহা আপনারা করুন, আমরা তাহাতে আপত্তি করিব না। কিন্তু কার্য্যকারকগণ স্বাধীন জীব, সুতরাং যদি তাঁহাদের ন্যায়বুদ্ধির বিরোধী কোনও কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা চলিয়া যাইবেন, দাসাশ্রম কমিটিরই থাকিবে। কার্য্যকারকগণের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। বার্ষিক সভা হইল, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সভাপতি হইলেন, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনারেবল্ রাসবেহারী ঘোষ, মৌলবী মহম্মদ ইউসুফ বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু কার্য্যকারকগণের বুকে আর বল হইল না, মৃত প্রাণ আর জাগিল না। এই সভার পর কমিটি এমন সকল নিয়ম প্রণয়ন করিলেন, যাহাতে দাসাশ্রমের কার্য্য অসাম্প্রদায়িক ভাবে চলিতে পারে। নূতন ব্যবস্থাতে ব্রাহ্মগণ রসুই ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, রোগীদিগকে ভাত জল দিতে পারিবেন না। এই সকল ব্যবস্থা দেখিয়া কার্য্যকারকগণ হতাশ হইলেন। তাহার উপর সেবালয়ে উপাসনা করিতে পাইবে না, অন্নদানের সময়

প্রার্থনা করিতে পাইবে না। যে উপাসনা দাসাশ্রমের জীবন, যে উপাসনাই দাসাশ্রমের সকল শ্রীবৃদ্ধির কারণ, যে উপাসনা দাসাশ্রমের সকল অভাব দূর করিয়াছে, যে উপাসনা দাসাশ্রমকে সকল দুঃখ দরিদ্রতার মধ্যে রক্ষা করিয়াছে, আজ কার্য্যকারকগণ কোন প্রাণে সেই উপাসনাকে দাসাশ্রম হইতে বিদায় দিবেন? তাই কার্য্যকারকগণ একে একে অশ্রুজলের সহিত দাসাশ্রম ত্যাগ করিলেন। সকল কার্য্যকারক দাসাশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তখন কমিটি একজন বেতন দিয়া কার্য্যাধ্যক্ষকে রাখিলেন, ও তাঁহার অধীনে ব্রাহ্মণী, চাকর ও মেথর রাখিয়া দিলেন। [এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে পূর্ব্বেও একজন ব্রাহ্মণ কিম্বা ব্রাহ্মণী রন্ধন করিতেন।] কার্য্য চলিতে লাগিল। কিন্তু বাহিরের লোক নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কারণ বাহিরের সকলেই জানেন, দাসাশ্রমে রোগিগণ আপনার গৃহে থাকার সুখ পায়। মহিলাগণ মায়ের ন্যায় তাহাদিগকে যত্ন করেন। দাসাশ্রমের যদি কিছু বিশেষত্ব থাকে, তাহা এই যে ঈশ্বরের দাসদাসীগণ নিজ হস্তে রোগিগণের সেবা করিয়া আপনারা চরিতার্থ হন ও রোগীদের প্রাণে আরাম তৃপ্তি দান করেন। এখন দাসাশ্রমের সে বিশেষত্ব চলিয়া গেল। অনেকেই বলিতে লাগিলেন, দাসাশ্রম হাঁসপাতালে পরিণত হইল। রোগীরা বিরক্ত হইতে লাগিল, কোন কোন রোগী চলিয়া গেল, কোন কোন রোগী ঝগড়া আরম্ভ করিল। আর এক দিকে বিষম গোল উপস্থিত হইল। এত দিন কার্য্যকারকগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন ও সেই অর্থে দাসাশ্রমের অনেকটা ব্যয় নির্ব্বাহ হইত, কিন্তু এখন তাঁহারা চলিয়া যাওয়াতে দাসাশ্রমের কর্জ্জ হইতে লাগিল। সুতরাং কমিটিতে এই প্রশ্ন উঠিল যে দাসাশ্রমের এই দেনার জন্য দায়ী কে?

কার্য্যকারক নাই, সুতরাং এখন দায়ী হয় কে? তখন শরৎ বাবু বলিলেন, "কমিটিকেই দেনার জন্য দায়ী হইতে হইবে।" কিন্তু কমিটির অধিকাংশ অপর সভ্যগণ, দায়ী হইতে বলিলে কি হয়, আপনাদিগকে দায়ী হইবার পক্ষে সম্পূর্ণ অসমর্থ বুঝিয়া, কার্য্যকারক অভাবে কার্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে বুঝিয়া, দাসদাসী না থাকিলে দাসাশ্রম থাকিতে পারে না বুঝিয়া, ও কমিটি দ্বারা দাসাশ্রমের কার্য্যের নানা ব্যাঘাত হইতেছে জানিতে পারিয়া, এই প্রস্তাব করেন, যে, যে ব্রাহ্ম যুবকদ্বয় দাসাশ্রম প্রথম স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ডাকিয়া এই কার্য্যের ভার তাঁহাদের উপর দিয়া কমিটি অবসর গ্রহণ করুন। তাই কমিটি উঠিয়া গিয়াছে। দাসদাসীগণ আবার অবনত মস্তকে ভগবানের নাম করিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, দাসাশ্রমের কার্য্য কি ভাবে চলিবে? ইহার উত্তর এই দেওয়া যাইতে পারে, যে পূর্ব্বেও যে ভাবে কার্য্য চলিত, এখনও সেই ভাবেই চলিবে। কোনও বিশেষ ধর্ম্মসমাজের সহিত ইহার সম্পর্ক থাকিবে না, সকলেই ইহার সহায় হইতে পারিবেন। সকলের সকল প্রকার সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে। তবে কার্য্যকারকগণ একেশ্বরবাদী হইয়া পরম শান্তিতে দাসাশ্রমের কার্য্য করিবেন। এখানে চিরদিনই পরব্রহ্মের নাম কীর্ত্তিত হইবে, এখানে চিরদিনই উপাসনার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিবে। এখানে নরনারী দাসদাসী হইয়া অন্ধ আতুর ভাই ভগ্নীগণের সেবা করিবে। এখানে সকল জাতীয় রোগী শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে, ও যিনি কার্য্যকারকগণের অন্নজল গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন না, সাধ্যমত তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে; না পারিলে অন্যত্র তাঁহাকে রাখার বন্দোবস্ত করা যাইবে। বস্তুতঃ বরাবর এই ভাবেই কাজ চলিয়া আসিতেছে।

ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করুন, যেন দাসাশ্রম সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার ইচ্ছার অনুগামী হয়।

শ্রীমৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী।

একটি আরণ্য জাতি।

ওড়িষার এবং মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে যে সকল আরণ্য জাতি বাস করে, তাহাদের প্রায় সকলেরই বিবরণ, হণ্টর প্রভৃতি ইতিহাস-লেখকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দুই একটি জাতির বিবরণ মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট ভিন্ন অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। রিপোর্টেও নাম উল্লেখ ভিন্ন বড় বিশেষ একটা কিছু নাই। আমি আজি ইহাদিগের একটি জাতির কথঞ্চিৎ বিবরণ দিব।

এই জাতি হিন্দু প্রতিবেশী কর্ত্তৃক কিষাণ নামে অভিহিত। সাধারণতঃ বামড়া (মধ্যপ্রদেশ) লহড়া (ওড়িষা) এবং কেন্দুঝর (ওড়িষা) প্রভৃতি রাজ্যের অরণ্য প্রদেশে ইহারা বাস করে। কৃষি-কার্য্য করে বলিয়া ইহারা কিষাণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা আপনারা আপনাদিগকে খাড়িয়া বলে। কিন্তু একথাটাও সম্পূর্ণ জাতিবাচক শব্দ নহে। জাতিবাচক কোন শব্দ বড় ইহাদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। স্ত্রীকে মুক্কা বলে; কিন্তু স্ত্রীজাতি বুঝাইবার জন্য কোন শব্দ নাই। এই অর্থে ওড়িয়াদিগের নিকট হইতে মাইঝি শব্দ ধার করিয়া লইয়াছে। মাথার নাম পেন্, মুখের নাম জুম্না, নাকের নাম মুহি, চোখের নাম হাহ্নু, হাতের নাম হেখ্খা, পায়ের নাম হেড্ডু, পেটের নাম কোল্, কাণের নাম হের্দা, ঘাড়ের নাম হুন্; কিন্তু শরীরবাচক কোন শব্দ নাই। তেমনি আবার কুকুরের নাম আল্লা, বাঘের নাম লাকৃড়া, গোবাঘের নাম ডুক্কা, সাপের নাম

নেরুহো, গোরুর নাম অয়, মহিষের নাম মাহ্না, ছাগলের নাম এড়া; কিন্তু প্রাণিবাচক শব্দ নাই। কেবল গাছকে মান্নু বলে; এই স্থলেই যাহা একটু সাধারণ রকম ব্যতিক্রম দেখা যায়।

খাড়িয়া ভাষায় প্রথমতঃ জাতিবাচক শব্দ নাই; দ্বিতীয়তঃ অদৃশ্য পদার্থের কোন নাম নাই। হিংসা, দ্বেষ, অভিমান এসকল শব্দ এ ভাষায় নাই। বাতাসের কোন নাম নাই; ওড়িয়াদিগের নিকট হইতে 'ধুকা' শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বুঝিতে পারিতেছেন, যে ইহারা সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত। তাহার আরও প্রমাণ আছে। ইহাদিগের মধ্যে বস্ত্রব্যবহার প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ ইহারা বস্ত্র অর্থে 'ছিড়া' শব্দ ব্যবহার করে। 'ছিড়া' শব্দটি সম্বলপুর অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কাপড় অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। কথাটার প্রকৃত অর্থ ছিন্ন বস্ত্র, বা লেঙ্গট। রন্ধন প্রথাও ছিল কি না সন্দেহ। কারণ চাল্‌কে তিঁহাড় এবং ধানকে হোড়ু বলে বটে, কিন্তু ভাতকে মাণ্ডি বলে। এই মাণ্ডি শব্দ কোল্ ভাষা হইতে গৃহীত, তাহার কোন ভুল নাই। কারণ কোলদিগের সামাজিক অবস্থা দেখিলে কেহই বলিতে পারিবেন না যে তাহারা ওই শব্দ কিষাণদিগের নিকট হইতে লইয়াছে। ইহারা বনে বনে বিচরণ করা ভিন্ন পূর্ব্বকালে ঘর করিয়া বাস করিত, তাহাও মনে হয় না। কারণ, প্রথমতঃ ঘরকে অড়া বলে; এই অড়া শব্দ কোল ভাষা হইতে গৃহীত। দ্বিতীয়তঃ গৃহ করিয়া বাস করিলে যে সকল জন্তু গৃহপালিত হইয়া থাকে, তাহার নাম ইহাদের ভাষায় নাই। ইহারা বিড়ালকে ওড়িয়া 'বিলাই' শব্দে অভিহিত করিয়াছে। আরও অনেক কথা আছে। তবে কুকুর, গোরু এবং মহিষের নাম কি প্রকারে ইহাদের ভাষায় আসিল, তাহা বুঝাইতেছি। ডারউইন সাহেব, তাঁহার Animals and Plants under Domestication

গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, আদিম কালে বর্ব্বরগণ সহজেই কুকুর পুষিতে পারিত; এবং প্রয়োজনীয়তার হিসাবে পুষিতে চেষ্টাও করিত। যাহারা ঘর করিয়া থাকে না, সে সকল বর্ব্বর জাতিও কুকুর সঙ্গে করিয়া লয়, তাহা অনেকেই জানেন। তবে মহিষাদি-পুষিবার কথাটা মধ্যপ্রদেশের অবস্থা না জানিলে সহজে কেহ বুঝিতে পারিবেন না। মধ্য প্রদেশের বনে এমন কোন আরণ্য জাতি নাই, যাহাদের মহিষ নাই। যাহারা ভূমি চাষ করে না, তাঁহারাও মহিষ রাখে। অনেকে দুধ্‌টুকুও খায় না, তবুও পোষে। তাহার প্রধান কারণ এই যে বনের ভিতর ইহারা মহিষের দ্বারা রক্ষিত হইয়াই বাস করে। চারিদিকে মহিষের পাল চক্রাকারে শিং দিয়া অভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া শয়ন করিয়া থাকে, আর মধ্যস্থলে অনেক বনচর জাতি নির্ভয়ে বাস করে।

ঈশ্বরবাচক কোন শব্দ, এভাষায় দেখিলাম না। 'নাদ' অর্থ ঠিক্ দেবতা বা ঈশ্বর নহে। যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে ভূত প্রেত প্রভৃতি 'নাদ' শব্দ বাচ্য। অন্য অদৃশ্য পদার্থের নাম এভাষায় না থাকিলেও ভূতের নাম আছে। ইহা দ্বারা Spencer এর কথাই সমর্থিত হইতেছে, যে, আদিম অবস্থায় প্রেতপূজা সমাজে প্রথম প্রচলিত হয়। নদী (হঁস্‌রা,) পর্ব্বত (পার্‌ডা) প্রভৃতি ইহাদিগের দেবতা নহে; তবে দেবতাদিগের বাসভূমি বটে। ইহাও যে প্রেতপূজার চিহ্ন তাহা খুলিয়া বুঝাইতে গেলে অনেক কথা লিখিতে হয়।

ইহাদিগের ভাষার আর একটি বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতেছি। 'বারালা' অর্থ তুমি যাও। দেখিয়া মনে হইতে পারে যে হয়ত 'বারালা' শব্দ হইতে, তুমি কিম্বা যাও ইহার কোন এক শব্দের বীজ বা ধাতু টানিয়া বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে অন্য শব্দের বা কথার সহিত একত্র মিলাইলে দেখা যায় যে সেটি অসম্ভব। যথা, গুচাকং অর্থ আমি যাইতেছি; কাল্ দাস্ অর্থ সে যাইতেছে, আবার

এত্‌রাকাল দাই অর্থ—তুমি কোথা যাচ্চ। অপিচ, বারালা'র সহিত সংসৃষ্ট 'বারা' চুইতা অর্থ 'আমি হচ্চি'। পুনশ্চ, কাল' বা দাই' তুমি যাও বা আমি যাই প্রভৃতির সঙ্গে আদৌ যুক্ত হয় না বলিয়া, যাওয়া অর্থ বোধক পদ বলিয়া ধরিতে পারা যায় না। ভাষাতত্ত্ববিদেরা যাহাকে Agglutinative ভাষা বলেন, ইহা তৎশ্রেণীস্থ। তবে Agglutinated (গ্রথিত) উপসর্গ বা প্রত্যয় কোন শব্দে দৃষ্ট হয় না। ঠিক এবিষয়ে এই ভাষা Malayo-Polynesian ভাষার অনুরূপ। ঠিক Polynesian ভাষার মত এ ভাষায় ক্রিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হয় নাই। আমি নিজে Polynesian ভাষা জানি না; তবে শ্রীযুক্ত Sayce এবিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সহিত খাড়িয়াদিগের ভাষা মিলাইয়া এই কথাটা লিখিলাম।

এই ভাষা দৃষ্টে এই জাতির প্রাথমিক অবস্থা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। পারিবারিক সম্বন্ধ জ্ঞাপক শব্দ বাহুল্য যদি দৃঢ় সমাজবন্ধনের পরিচায়ক হয়, তবে ইহাদের পারিবারিক বন্ধন খুব দৃঢ় বা জটিল বলিয়া মনে হয় না। ইহারা ভাইকে দাদা বলে, ভগ্নীকে দাই বলে; এ শব্দগুলি যে প্রতিবেশীদিগের নিকট পাইয়াছে, তাহাতে কোন ভুল নাই। যে সম্বন্ধে সম্বন্ধ হউক না কেন, ঘরের বালকবালিকা হাড় নামে বাচ্য। তবে কোক্‌কো হাড়, কোক্‌কাই হাড়, প্রতিবেশীর খোকা খুকী শব্দের বজ্‌নিস্ নকল। কারণ খোকা খুকীর অপভ্রংশ পূর্ব্ববঙ্গের কোথাও কোথাও কোকা কুকী দেখা যায়। আর বিশেষ কথা এই যে ইহাদের ভাষার যে প্রকার পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে এরূপ একটি শব্দ ও তাহার একটি বিশেষণ থাকা সম্ভব নহে। এই ভাবটাই সম্পূর্ণ নূতন আমদানী।

সম্পর্কিত লোকের মধ্যে কেবল দুই জনের বিশেষ নাম আছে; যথা স্ত্রী (মুক্‌কা) এবং মা (আয়ান্)। বাপ, খুড়া, জ্যেঠা এক 'বাঙ্'

শব্দে অভিহিত। ইহাতে সকলে মিলিয়া এক স্ত্রী বিবাহ করিত বলিয়াই মনে হয়। যদিও এখন এই জাতির মধ্যে বহুপতিত্ব দেখা যায় না; কিন্তু এখনও অনেক চিহ্ন আছে। এক ভাই মরিয়া গেলে অন্য ভাই সেই ভ্রাতার স্ত্রীকে বিবাহ করে; এটা কেবল এই জাতির মধ্যে নহে, এপ্রদেশের নিম্নশ্রেণীর অনেক জাতির মধ্যে প্রচলিত।

ইহারা কোল্‌দিগের অপেক্ষা অধিক কদাকার। হনু অতিশয় বিস্তৃত; হাঁ খুব বড়; মস্তক অতি ক্ষুদ্র। পাদে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্যান্য আঙ্গুল হইতে অনেক দূরে এবং ভারি বাঁকান। নাক খাঁদা বটে কিন্তু কোন বিশেষত্ব দেখা গেল না। অর্থাৎ কোন বিশেষ প্রধান জাতির নাসিকার সহিত মিল বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, ইহারা কোন্ জাতি ভুক্ত, তাহা বুঝিবার জন্য এখনও প্রয়াস পাইতেছি। দ্রাবিড়ী লক্ষণ অনেক থাকিলেও সর্ব্বাংশে তাহা সুস্পষ্ট নহে। পারি ত ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের ফল পাঠকদিগকে উপহার দিব।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

দাসাশ্রম কমিটির পঞ্চম অধিবেশন।

বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় দাসাশ্রম কমিটির পঞ্চম অধিবেশন হয়। সভাস্থলে বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি, বাবু শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী, ও বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দাস, সম্পাদক, উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বের বিজ্ঞাপনানুসারে বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দাস নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন :—

"কমিটির দ্বারা দাসাশ্রমের কার্য্য সম্পাদন সম্বন্ধে অসুবিধা হওয়ায়, আশ্রমের সংস্থাপক শ্রীযুক্ত বাবু মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী, ও শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের হস্তে আশ্রমের ভার পুনরর্পণ করিয়া বর্ত্তমান কমিটি অবসর গ্রহণ করুন।"

উল্লিখিত প্রস্তাব ধার্য্য হইবার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি ধার্য্য হয় :—

"কমিটি ভঙ্গ হওয়া সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটি ধার্য্য হইল, তদ্বিষয়ে উপস্থিত সভ্যগণের মন্তব্য "দাসী" পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে।"

যথাসময়ে সকল সভ্যের মন্তব্য হস্তগত না হওয়ায়, মন্তব্যগুলি এমাসে প্রকাশিত হইল না।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
দাসাশ্রম কমিটির সভাপতি।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

দাসাশ্রম মার্চ্চ মাসের ১লা হইতে ১১৪নং অপার সার্কুলর রোডে উঠিয়া আসিয়াছে।

এ মাসে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ২১ জন স্থায়ী আতুর ও নানাপ্রকারের রোগী সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন সর্ব্বশুদ্ধ ১৫টী স্থায়ী আতুর সেবালয়ে আছে। রোগী ও আতুরগণের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। দামো, ২। কেদার, ৩। রাজেন্দ্র, ৪। দুর্গাতারিণী, ৫। আদুরী, ৬। বাবুরাম, ৭। শিবু, ৮। রামজী, ৯। তিতুরাম, ইহারা সকলেই এক প্রকার ভাল আছে।

১০। কুসুম—এখনও আরোগ্যলাভ করে নাই। কাশীতে বড় কষ্ট পাইতেছে। যথারীতি চিকিৎসা চলিতেছে।

১১। ব্রহ্ম—দাসাশ্রমে বাঁধাবাঁধি নিয়মে থাকিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, সে তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকট যাই বলিয়া গিয়াছিল। পরে একদিন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত

হইয়াছিল ; কিন্তু কোন গুরুতর কারণে বাধ্য হইয়া আমরা তাহাকে রাখিতে পারি নাই।

১২। শশী—এখানে তাহার রোগের উপশম হইল না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

১৩। দেবীসুরা—কিছুদিনের জন্য তাহার নাতিনীকে খুঁজিতে যাই বলিয়া গিয়াছিল ; আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

১৪। বসন্ত—অনেকটা আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

১৫। পদ্ম—আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

১৬। রোহিণীকুমার বসু—আরোগ্যলাভ করিয়া গৃহে চলিয়া গিয়াছেন।

১৭। পরেশনাথ বসু—বাড়ী খুলনা জেলায়। পক্ষাঘাত ও অপর কোন পীড়ায় কাতর হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। অনুল্লিখিত পীড়া বশতঃ দাসাশ্রমের নিয়মানুসারে তাঁহাকে বিদায় দিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি।

১৮। একজন হিন্দুস্থানী—সবিরাম জ্বরে কাতর হইয়া আমাদের এখানে আসিয়াছিল। দাসাশ্রমের নিয়মানুসারে তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৯। উজ্জ্বলা—বাড়ী জগতী। বয়স প্রায় ১০০ শত বৎসর। বাবু রতিকান্ত মজুমদার ইহাকে পাঠাইয়া দেন। ইহার দুটী চক্ষুই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এতদিন আপন "বোনপো"র বাড়ীতেই কাল কাটাইতেছিল। "বোনপো" অবশেষে তাড়াইয়া দেয়। উজ্জ্বলা এখানে স্থায়ীভাবেই থাকিবে।

২০। আকবর যোগেন্দ্র গড়্সন—ইহাঁর বয়স প্রায় ২৬।২৭ বৎসর। ইনি জলপাইগুড়ি জেলাস্কুলের শিক্ষকতা করিতেন। এখানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষা দিতে আসিয়া সবিরাম জ্বরে আক্রান্ত হন। পূর্ব্বে কোন ছাত্রাবাসে থাকিতেন। সেখানে চিকিৎসার সুবিধা না হওয়ায় দাসাশ্রমে চলিয়া আসেন। পীড়া কঠিন বলিয়া আমরা মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম ; সেখানে ভাল না লাগায় আবার ছাত্রাবাসে চলিয়া আসেন। হতভাগ্য যুবক এইখানেই প্রাণত্যাগ করেন। ভগবান পরলোকগত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

২১। ইন্দ্রকুমার সাহা—বিগত বর্ষে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া এখানে আসিয়াছিল। কোন উপকার না হওয়ায় চলিয়া গিয়াছিল। একমাত্র আশ্রয়স্থল পিসিমার মৃত্যু হওয়ায় আবার আসিয়াছে। ইন্দ্রকুমার এখানে স্থায়ীভাবেই থাকিবে।

দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির মাসিক কার্য্যবিবরণ।

চেরাপুঞ্জী : জ্বর ৬, হাঁপানী ১, ক্ষত ৩, উদরাময় ২, কাশী ৮, বাত ১, বধিরতা ১, শিরঃপীড়া ৪, স্ক্রফিউলা ২, স্ত্রীরোগ ২, চক্ষুপ্রদাহ ১, কৃমি ২, পেট বেদনা ১, অজীর্ণ ৪, উদরাধ্মান ১, প্রসবান্তে বেদনা ১, দদ্রু ১, সর্দ্দি ১, কোষ্ঠবদ্ধ ৩, অর্শ ১, আঘাত ১, শোথ ১, পাঁচড়া ১, অন্যান্য ২, মোট ৫১। পুরুষ ২৮, স্ত্রী ২২। আরোগ্য ২১, চিকিৎসাধীন ১৯, ফল অজ্ঞাত ১১। ছাগল ১।

নলধা। জ্বর ১৩, সর্দ্দি ৩, কলেরা ২, পেটের অসুখ ৩, স্ত্রীরোগ ২, অজীর্ণ ৬, হিষ্টিরিয়া ১, আমাশয় ৩, চক্ষুরোগ ১, বাত ১, উদরী ১, ফোঁড়া ১, Mumps ২, বিবিধ ১৩, মোট ৫২। পুরুষ ৪০, স্ত্রী ১২। আরোগ্য ২৪, চিকিৎসাধীন ১১, ত্যাগ ৩, মৃত্যু ১, ফল অজ্ঞাত ১৩।

কোঁড়ামারা। জ্বর ৫৩, আমাশয় ৫, ওলাউঠা ১৮, অম্লরোগ ২, অন্যান্য ৩, মোট ৮১। পুরুষ ৬২, স্ত্রী ১৯। আরোগ্য ৪২, ত্যাগ ২, চিকিৎসাধীন ৩৭।

জালালপুর। স্নায়ুদুর্ব্বলতা ১, জ্বর ১, প্লীহাযকৃত ৩, স্ত্রীরোগ ১। পুরুষ ৩, স্ত্রী ৪। মোট ৭। আরোগ্য ৫, চিকিৎসাধীন ২।

সূর্পানগর। কাশি ১, আমাশয় ১, পেটের অসুখ ৪। মোট ৬। আরোগ্য ৪, ত্যাগ ১, চিকিৎসাধীন ১। স্ত্রী ৫, পুরুষ ১।

নওগাঁ। রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই।

দান প্রাপ্তি।

অর্থ। Hindu Hostel Friend's Association ২৲, গৌরদাস বসাক ১৲, খুচরা সংগ্রহ ৲৷৷, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় জানুয়ারী মাসের চাঁদা ১৲, সূর্য্যমোহন কর স্ত্রীর বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দেবদারু কাঠের বাক্স ।০, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস ১৲, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ১৲, ডাঃ পি, সি, রায় ১৲, ডাঃ মতিলাল মুখার্জি ২৲, উপেন্দ্রনাথ নিয়োগী বসুপাড়া বাগবাজার ১৲, জ্ঞানাভিরাম বড়ুয়া ॥০, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী ॥০, একজন ভদ্রলোক /৫, শরৎকুমার লাহিড়ী ২৲, কালীশঙ্কর শুকুল ॥০, শ্রীমতী মৃণালিনী দাস কালীয়া ১৲, বাক্সে প্রাপ্ত ১৷৵১০, শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দত্ত হাবড়া ৫৲, ১০নং শ্যামাচরণ দের ষ্ট্রীটস্থ মেস হইতে চাউল বাবত ৸৵৫, বাবুরামের নিকট প্রাপ্ত ৵১৫, দীনেশচন্দ্র রায়, মুন্সেফ বরিশাল ৩৸৵০, K. N. S. ।০, কানাইলাল দে ॥০, শ্রীমতী শরৎকুমারী বিশ্বাস ৫৲, জনৈক ভদ্রমহিলা, ফেব্রুয়ারী মাসের চাঁদা ১৲, রাসবিহারী ঘোষ ১৮/১, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু ।৵০, শ্রীমতী হরিদাসী দেবী এলাহাবাদ ৪৲, রাজনারায়ণের ভিক্ষালব্ধ পয়সা ৵০, রোহিণীকুমার বসুর চিকিৎসার জন্য প্রাপ্ত ১৮৲, শ্রীমতী সরলাসুন্দরী গুপ্তা সেনহাটী ১৲, Sweet Friend's Association ৵১০, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য বাবতে চাউল /১৫, একজন বন্ধু ১৲, পদ্মিনীমোহন নিয়োগী আশ্বিন হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত চাঁদা ৸০, M. N. Das মুষ্টিভিক্ষার চাউল বাবত ।/৫, কৃষ্ণচৈতন্য দাসের মাধুকুরী ভিক্ষা—স্বয়ং /১৫, স্বরূপ /০, হলধর গুহ ৵০, কিশোরীলাল /০, সুভদ্রাদাসী ৵০। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ১৲, জে, এন্, মিত্র ১৲ অভয়াচরণ তালুকদার ॥০, উমেশচন্দ্র দত্ত চাউল বাবত ।৶১৭॥, প্যারীমোহন রায় ॥০, যামিনীমোহন দেব বর্ম্মন্ আগরতলা ॥০, শ্রীমতী অম্বিকা দেব কোন্নগর ৫৲, মহেন্দ্রনাথ বসু ২৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী মাঘ মাসের চাঁদা ১৲, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় মাঘ মাসের চাঁদা ১৲, বি, রায় চৌধুরী ১৲, রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয় ।৹, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ৵০, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী গুহ ৵০, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী রায় ২৲,

শ্রীমতী যজ্ঞেশ্বরী সেন ১৲, সূর্য্যকুমার রায় চৌধুরী ২৲, নগেন্দ্রনাথ আচার্য্য চৌধুরী ১৲, নিরুপমচন্দ্র সেন, জুঅলজিকেল গার্ডেনে কুড়াইয়া পাওয়া ১৲, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি অক্টোবর ও নবেম্বর মাসের চাঁদা ২৲, নগেন্দ্রনাথ আচার্য্য চৌধুরী চাউল বাবত ১/০, শ্রীমতী নীরোজসুন্দরী বসু টিকেপাড়া ৪৲, শশিভূষণ রায় ১।০, শ্রীমতী কুসুমকুমারী রায় ১৲, ট্রেডিং কোং পিংনা ১৲, কৈলাসচন্দ্র ধর ১৲, ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৲, রূপচন্দ্র মৈত্র ১৲, হাটে পড়িয়া পাওয়া মাঃ দুর্গাচরণ ধর ১৲, আদালৎ খাঁর পিতা ১৲, বদর সেখ ১৲, পিতামহের শ্রাদ্ধের দান বাবু শিবনাথ দে ১৲, প্রসন্নকুমার দাস ।০, প্রমথনাথ সিংহ রায়পুরের জমিদার ১৲, উজ্জ্বলা নাম্নী রোগীর জমা ।১০, শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী পরলোকে স্বামীর কল্যাণ কামনায় ১০৲, হৃদয়মোহন ঘোষ ৲১০ গোপালচন্দ্র নন্দী ৲১০। পুস্তক বিক্রয়।৶১০, ঔষধ বিক্রয় /০, ছবি বিক্রয় ৶৫। বস্ত্র বিক্রয় ৩৲।

বস্ত্রাদি। A friend of Hindu Hostel, tea spoon ১০ খানা, A gentle man কাপড় ২, পিরাণ ১, জ্ঞানাভিরাম বড়ুয়া মশারী ১, টুপী ২, নেকড়া জ্যাকেট ও ছেঁড়া পেণ্টলুন। সতীশচন্দ্র সেন—এসিড ফস্ফরিক ডাইঃ ৩ আউন্স, টিংচার ফেরীপারক্লরিড ২ আউন্স, অপিআই ২ আউন্স, গেঞ্জিফ্রক ১। একটী ভদ্রলোক মাঃ দামোদর দাস তক্তপোষ ১, কেদারনাথ দত্ত—কোট ৩, নিবারণচন্দ্র মুখার্জি, পিতৃ-শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঘটি ১, বাটী ৩টী। শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য ধুতি ১, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু ধুতি ৩ খানা। ৺ লক্ষণচন্দ্র আশ—পট ২, বেডপ্যান ২, কাচের বড় টিউব ১। শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী ঘোষ—কাপড় ২, অভয়াচরণ গুহ আলোয়ান ১, A friend কাপড় ১, অখিলকুমার চক্রবর্ত্তী জামা ২, A sympathiser কাপড় ১, বসন্তকুমার পাল কাপড় ১, বসন্তকুমার গুপ্ত জামা ১।

দাসাশ্রমের আয় ব্যয়।

আয়।

দানপ্রাপ্তি—১৩০৷৷৫, পূর্ব্ব মাসের জের ১২/৭৷৷, স্থায়ী ফণ্ড হইতে ধার ১১৸৹, দাসী ফণ্ড হইতে ধার ২২৲, অন্যান্য ফণ্ড হইতে ৭৷৶৫, মোট আয় ১৮৩৷৷৶১৭৷৷।

ব্যয়।

সংসার খরচ ৭৬৲২৷৷, আদায়কারীর খরচ ৫৸৹, পাচক ২৷৷১৭৷৷, ট্রামভাড়া ।৶১০ ইন্দুবাবু প্রভৃতিকে ধার দেওয়া ৩৸৶৫, কর্ম্মচারীর বেতন ২২।৶২৷৷, কার্য্যকারকের বাড়ী যাওয়ার ব্যয় ৭৲, রোগীর গাড়ী ৸৶৹, রান্নাঘরের সরঞ্জাম ক্রয় ১।৶৫, প্রেক /০, ডাকমাশুল ।১০, নাপিত /০, ঋণশোধ ৷৷/৫, বাড়ী পরিবর্ত্তনের গাড়ী ১৲, বাড়ী পরিবর্ত্তনের মুটে ৮৷৷০, নূতন বাড়ী পরিষ্কার করা ৷৷০, দুগ্ধ ১০৶৫, তৈল ৩৸৹, বাজে খরচ ৶১৫, দাসীর ঋণশোধ ৫৲ কয়লা ৷৷১৫, রাজনারায়ণের গচ্ছিত শোধ ৩।১৭৷৷, দাতার অভিপ্রায়ানুসারে রোগীদের মাংসাহার ২৲, দেবীসুরা ১৲, ব্রথ ও ব্রাণ্ডি ৭।০, ভৃত্য ৬৷৷৶০, সাবান ।/০, মুটে /০, সোডা /১৫, রোগীর জন্য টুথব্রাস ৶০, একটা বাক্স

সরঞ্জাম সহিত ১৸৫, রোহিণী বাবুর অবশিষ্ট প্রাপ্য শোধ ৷৷/১০, কিনাইল ৶০, ঔষধ ৩।০, আফিং ৶০। মোট ব্যয় ১৮৩/০ আনা মাত্র।

মোট আয় ব্যয়।

মোট জমা—১৮৩৷৷৶১৭৷৷। মোট ব্যয়—১৮৩/০। হস্তেস্থিত—৷৷৶১৭৷৷।

গ্রাহকবর্গের প্রতি।

গত দুই মাসে "দাসী"তে ১৬ পৃষ্ঠা অধিক লেখা গিয়াছে; এ মাসে ৫ পৃষ্ঠা কম গেল। ইহাতে গ্রাহকবর্গের কোন ক্ষতি নাই। সুতরাং আশাকরি, তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন না।

"দাসী"র নিয়মাবলী।

১। দাসীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাশুল এক টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৶০ দুই আনা।

২। "দাসী" কার্য্যালয়ে কিম্বা কোন এজেণ্টের নিকট "দাসী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসীদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রত্যেক লাইন ৶০ আনা। অপরাপর নিয়ম "দাসী" কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

১১৪ অপার সার্কুলার রোড
"দাসী" কার্য্যালয়
কলিকাতা।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

সচিত্র বর্ণপরিচয়

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, প্রণীত।

এই পুস্তক সচিত্র বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা অভিনব উৎকৃষ্ট প্রণালীতে লিখিত। ছবি, ছাপা ও কাগজ ভাল। ইহাতে এক এক পৃষ্ঠা ব্যাপী নিম্নলিখিত আটখানি বৃহৎ ছবি আছে:—১। হাস্য। ২। হাডু-ডু-ডু খেলা। ৩। বুদ্বুদ। ৪। কাণামাছি খেলা। ৫। লক্ষ্মীর বনবাস। ৬। বন্যজন্তুর ভয়ে লক্ষ্মীর বৃক্ষকোটরে প্রবেশ। ৭। পুকুরের পাড়ে ময়ূরের দল খই খুঁটিয়া খাইতেছে। ৮। লক্ষ্মীর পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ। ইহা ছাড়া আরও ২২টি ছবি আছে। ৪টি একটু ছোট, অবশিষ্টগুলি বৃহৎ। ১। ফুলের উপর প্রজাপতি। ২। রাখালের প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা। ৩। ভালুক নাচ। ৪। সাপুড়িয়া। ৫। লঙ্কা। ৬। পলাণ্ডু। ৭। ভুট্টা। ৮। উড়ুক্কু মাছ (Flying fish)। ৯। মাছরাঙ্গা। ১০। বেহালা পাখী (Lyre bird)। ১১। স্বর্গের পাখী (Bird of paradise)। ১২। হরবোলা পাখী (Mocking bird)। ১৩। শিম্পাঞ্জি। ১৪। লাঙ্গুল। ১৫। গণ্ডার। ১৬। কাঙ্গারু। ১৭। হংসচঞ্চু। ১৮। বনের পাখী। ১৯। খাঁচার পাখী। ২০। কুম্ভীর। ২১। সুশীল ও একজন অন্ধ। ২২। বিড়াল ও কাঁকড়া। সর্ব্বসমেত ৩০ খানি ছবি আছে।

যে সকল শিশু সংযুক্তবর্ণ চিনিয়াছে, তাহাদের পক্ষেও ইহা অতি উপাদেয় পুস্তক হইয়াছে।

মূল্য পাঁচ পয়সা।

দাসাশ্রমে এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোম্পানি, ২৫নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট ও চীনাবাজার, কলিকাতা; এবং পাটুয়াটুলি, ঢাকা।

দাসী

দাসাশ্রম কমিটি সম্বন্ধে মন্তব্য।

(ক)

১। কমিটি চিরকাল আয় দেখিয়া বিচার করিয়া ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু দাসাশ্রমের প্রায় কোনও নির্দ্ধারিত আয় নাই; সুতরাং কমিটি ব্যয়ের কোনও হিসাব করিয়া দিতে পারেন না। কার্য্যকারকগণ কেবল কার্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখেন। ব্যয়ের ভার ঈশ্বরের হস্তে দিয়া রাখেন। এমন স্থলে কমিটি ও কার্য্যকারক, এ উভয়ের হুকুমকর্ত্তা ও আজ্ঞাকারী সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

২। দাসাশ্রমের অভাবের জন্য দায়ী কে? দাসাশ্রমের যে ধার হইয়াছে, কমিটির সভ্যগণ তাহার জন্য দায়ী কিনা? কিন্তু দেখা গেল অধিকাংশ সভ্য সে দায়িত্ব ঘাড়ে করিতে প্রস্তুত নন। এমন স্থলে কার্য্যকারকগণই বা কি করিয়া কার্য্য করেন? কার্য্যকারকগণ অর্থাগমের যে উপায় নির্দ্ধারণ করেন, কমিটি সে উপায় অগ্রাহ্য করেন, অথচ কার্য্যকারকগণকে দায়ী করিবেন, ইহা কি প্রকার যুক্তি বুঝিতে পারি না। অর্থের অভাব জানিয়াই কার্য্যকারকগণ এক মতে একটি এলোপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কমিটি তাহাতে বাধা দিলেন। আর আজ যে ৫০০৲ টাকা ঋণ হইয়া পড়িল, তাহার জন্য দায়ী কে হইবে?

৩। দাসাশ্রমের কার্য্য এখন কিছুতেই অসাম্প্রদায়িক ভাবে চলিতে পারে না। কারণ যদি সকল সম্প্রদায়ের কার্য্যকারক

পাওয়া যায়, ও তাঁহারা সকলে শান্তিতে একত্র বাস করিতে পারেন, তবে চলিতে পারে। ইহা আকাশকুসুম। কারণ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান, ও ব্রাহ্ম একত্রে শান্তিতে কখনও বাস করিতে পারেন না। আর ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের কার্য্যকারকই বা কোথায়? ভবিষ্যতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের কার্য্যকারক হইতে পারে, এই আশার উপর নির্ভর করিয়া তদনুযায়ী নিয়মাদি করিলে কার্য্য চলিবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি, ঐ প্রকার নিয়মাদি হইল। যাঁহারা কার্য্যকারক ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্ম। তাঁহাদের হাতে, হিন্দুরা খাইবেন না। সুতরাং তাঁহারা রসুই ঘরে যাইবেন না, ভাত দিবেন না, জল দিবেন না, তবে তাঁহারা কি করিবেন? তাহার পর, মেথর ময়লা সাফ করিবে ও রোগীর ঘরে যাইবে; সেই হিন্দু রোগী সেই কাপড়ে জাতি রক্ষা করিয়া ভাত খাইবে কি করিয়া? এই সকল অসুবিধা দেখিয়া ব্রাহ্ম কার্য্যকারকগণ একে একে কার্য্য ত্যাগ করিলেন। কমিটি চাকর বাকর মেথর রাখিয়া কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। চারিদিক হইতে এই কথা উঠিল, চাকর বাকরে দাসাশ্রমে কার্য্য করিলে আর দাসাশ্রম থাকিল না। লোকের এ আপত্তি অনর্থক নয়।

দাসাশ্রমে সাধারণতঃ যাহারা রাস্তায় অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকে, যাহারা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া খায়, তাহারাই আশ্রয় পায়। সুতরাং এটা ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত নহে, যে তাহারা কড়াকড় জাতি মানে না। আমরা কার্য্যতও দেখিতেছি, তাহারা জাতি মানে না, সুতরাং ঐ লইয়া আমরা মারামারি করি কেন? অথচ ইহা নিশ্চয় যে অসাম্প্রদায়িক কমিটি থাকিলে চিরদিনই এই লইয়া মারামারি চলিবে ও পদে পদে কার্য্যের বিশৃঙ্খলা হইবে।

৪। দাসাশ্রমের কার্য্য যে প্রকার কর্কশ ও একভাবাপন্ন

তাহাতে একার্য্য কাহারই অধিক দিন ভাল লাগিতে পারে না। তবে যে ঈশ্বরবিশ্বাসী, যে এই কার্য্যকে আপনার আত্মার পরিত্রাণের কারণ বলিয়া বিশ্বাস করে, ও যে নিত্য ভগবানের মধ্যে থাকিয়া এই কার্য্যের নূতনত্ব অনুভব করে, কেবল সেই লোকই স্থায়ীভাবে দাসাশ্রমের কার্য্য করিতে পারিবে। সুতরাং নাস্তিক কখনও দাসাশ্রমের কার্য্যকারক হইতে পারেন না বলিয়া বিশ্বাস করি। সুতরাং নাস্তিক বাদ দিলে ইহা আর অসাম্প্রদায়িক থাকিল না।

৫। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের লোকে এখনও কমিটি করিয়া কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয় নাই। কমিটি করিয়া কার্য্য করিতে হইলে যে পরিমাণ স্বার্থত্যাগ, যে পরিমাণ উৎসাহ, ও যে পরিমাণ সহ্যগুণ আবশ্যক, আমাদের দেশের লোকের তাহা নাই। আমার মতে কার্য্য না হইলে আমি অপরের মতকে সম্মান করিতে জানি না। আর উৎসাহ নাই।—তাহার প্রমাণ স্বরূপ দেখুন, বার বার নোটিস্ দিয়াও দাসাশ্রমের বিশেষ আবশ্যকীয় কমিটি করিতে পারি নাই। আমার সকল কার্য্য করিয়া যদি ইচ্ছা হয়, তবে কমিটিতে যাইব ও advice gratis দিয়া আসিব; ইহাতে কমিটি চলে না।

শ্রীমৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী।

(খ)

আমি নিম্নলিখিত কারণে কমিটি তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইয়াছি।—

১। কমিটি যে প্রকার অসাম্প্রদায়িক ভাবে আশ্রমের কার্য্য পরিচালনা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভবপর নহে। বরং ইহাতে বহুল পরিমাণে আশ্রমের ক্ষতি ও নানাবিধ গোলমাল ঘটিবারই বেশী সম্ভাবনা।

২। আশ্রমের যে ঋণ হইতেছে, তজ্জন্য কমিটির অধিকাংশ সভ্য আপনাদিগকে দায়ী মনে করেন না; এবং আয় বৃদ্ধির জন্য যথা-সাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করেন না। ইহাতে আশ্রমের পরিণামফল কিরূপ ভীষণতর হইত, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন।

৩। আশ্রমের কার্য্যকারকগণ ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া যে সব কার্য্য করিতে চান, অনেক সময় কমিটি তাহাতে বাধা দেন। কার্য্য-কারকগণ কাজ করিতে চান 'প্রাণের টানে', আর কমিটির সভ্যগণ কাজ করাইতে চান, সাংসারিক ভাবে। ইহাতে অচিরে আশ্রমের বড়ই বিষময় ফল ফলিত।

৪। কমিটি যে আকারে কার্য্য করিতে যাইতেছিলেন, তাহাতে দাসাশ্রম অচিরেই Hospital রূপে পরিণত হইত। এদেশে বিস্তর Hospital আছে। নূতন Hospital এর কোন অভাব নাই। রোগীরা যদি দাসাশ্রমে আসিয়া আপন গৃহের ন্যায় সুখানুভব না করিল, তবে একটা নূতন Hospital গড়িবার কোন আবশ্যক নাই।

এই সব কারণে কমিটি System তুলিয়া দিতে এবং দাসাশ্রমের সংস্থাপক বাবু মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী ও বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের হস্তে পুনরর্পণ করিবার প্রস্তাব করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। আমার আশা ও বিশ্বাস, ইহাতে দাসাশ্রমের সবিশেষ উন্নতি হইবে।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস।

(গ)

কার্য্য-সমিতির অন্যতম সভ্য বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দাস দাসাশ্রমের সমগ্র কার্য্যভার মৃগাঙ্ক বাবু ও ক্ষীরোদ বাবুর হস্তে সমর্পণ করিয়া সমিতির অস্তিত্ব লোপ করা সম্বন্ধে যে গুরুতর প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, উক্ত প্রস্তাবে আমি কোন মতেই অনুমোদন করিতে পারি না; পরন্তু উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে দাসাশ্রমের

সমূহ ক্ষতি হইবে বলিয়া আমি আশঙ্কা করি। বৈকুণ্ঠ বাবু বা তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদনকারী সমিতির অন্যান্য সভ্যগণ যে যে কারণে এরূপ কার্য্য করিতে একমত হইয়াছেন, সে সমস্ত কারণ গুলি পর্য্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে আর একটী কথার উল্লেখ করা আমি প্রয়োজন মনে করি। দাসাশ্রমের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ, কার্য্য পরিচালন ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকারের সমস্ত ভার সম্পূর্ণরূপে কেবল মাত্র দুই জন ব্যক্তির স্কন্ধের উপর অর্পণ করিয়া সমিতির অস্তিত্ব লোপ করার ক্ষমতা আমাদের আছে কিনা, এবিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। আমি ক্ষমতা অর্থে আইনতঃ ক্ষমতার কথা বলিতেছি না, ন্যায়তঃ বা ধর্ম্মতঃ ক্ষমতার কথা বলিতেছি। দাসাশ্রমের জন্য যিনি যতই পরিশ্রম করুন না কেন, দাসাশ্রম যখন সাধারণের অর্থে এবং সাহায্যে লালিত ও পরিবর্দ্ধিত, তখন ইহাকে সাধারণের বস্তু বই আর কিছু আমি মনে করিতে পারি না। সাধারণের বস্তু বলিলেই যে এরূপ বুঝিতে হইবে যে যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছামত দাসাশ্রমের কোন কার্য্যে যে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন এমত নহে, তবে আমি এই বুঝি যে ইহার কার্য্য পরিচালনা করিতে গিয়া সমিতির সভ্যগণ কেবল মাত্র আপনাদের মত বা পছন্দের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ন্যায়তঃ কার্য্য করিতে পারেন না; প্রত্যুতঃ তাঁহারা সাধারণের মত, পছন্দ ও উপকারিতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য। মৃগাঙ্ক বাবু ও ক্ষীরোদ বাবুর যত্নেই দাসাশ্রম প্রথমে সংস্থাপিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে সময় হইতে প্রকাশ্য-রূপে কেবলমাত্র সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন, সেই সময় হইতেই কার্য্যসৌকর্য্যার্থে একটী কার্য্যসমিতি সংগঠিত করিয়া সেই সমিতির হস্তেই দাসাশ্রমের সমগ্র ভার অর্পণ করেন; সুতরাং যে দিন হইতে এই কার্য্য সমিতির

সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দিন হইতেই সাধারণের নিকট এই সমিতির অস্তিত্বের জন্য আমরা দায়ী। দাসাশ্রমের কার্য্যকলাপ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কোন একজন বা দুই জন ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা বা অভিরুচির দ্বারা পরিচালিত না হইয়া একটী নিয়মিতরূপে সংগঠিত কার্য্য সমিতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, ইহা সাধারণের চক্ষে একটী সহজ বিবেচ্য বিষয় নহে; সুতরাং এইরূপ সমিতির অস্তিত্বের কথা প্রচার করিয়া আমরা এপর্য্যন্ত যে সকল ব্যক্তির নিকট বিন্দুমাত্রও সাহায্য বা সহানুভূতি পাইয়াছি, আজ তাঁহাদের বিনানুমতিতে কার্য্য সমিতির অস্তিত্ব লোপ করিয়া আমরা দাসাশ্রমের সমগ্র উন্নতি অবনতি ভূত ভবিষ্যৎ কেবলমাত্র দুই জন ব্যক্তির ইচ্ছা বা অভিরুচির অনুগামী করিতে ন্যায়তঃ বা ধর্ম্মতঃ পারি বলিয়া আমার সন্দেহ আছে। নিজস্ব দ্রব্য সাধারণ করায় বা সাধারণের দ্রব্যের ন্যায় ব্যবহার করায় কোন প্রতিবন্ধক নাই বা কষ্টসাপেক্ষ নহে; কিন্তু একবার সাধারণ করিয়া পুনরায় তাহাকে নিজস্ব করা বা নিজস্বের ন্যায় ব্যবহার করা বড়ই কঠিন ও নীতিবিরুদ্ধ। যতদিন মৃগাঙ্ক বাবু ও ক্ষীরোদ বাবু আপনাপন সাধ্যমত দাসাশ্রমের নামে জগতের কার্য্য করিতেন, ততদিন কোন কথাই ছিল না। কিন্তু যেদিন হইতে তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে সাধারণের অর্থে দাসাশ্রমের কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহারা দাসাশ্রম সম্বন্ধে আপনাদের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া সাধারণের মুখাপেক্ষী হইয়াছেন। কার্য্যসমিতি অবস্থানুসারে প্রয়োজন মনে করিলে আপনাদের তত্ত্বাধীনে রাখিয়া যাঁহাকে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারই হস্তে দাসাশ্রমের কার্য্য ভার দিতে পারেন, কিন্তু একেবারে আপনাদের অস্তিত্ব লোপ করিতে হইলেই সাধারণের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ যে গুরুতর বিষয় লইয়া এই প্রস্তাবের মূলোৎপত্তির কারণ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিতে গেলে সমিতির অস্তিত্ব লোপ করা দূরে থাকুক, সমিতির প্রয়োজনীয়তাই আরও বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। নিম্নে প্রস্তাবানয়নের কারণ পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া আমি উক্ত বিষয়ের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিব।

এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার সপক্ষে আমি কেবলমাত্র তিনটী কারণের কথা শুনিতে পাইতেছি।

(১) কার্য্যসমিতি যে সংকল্প করিয়াছেন যে "দাসাশ্রমের সমস্ত কার্য্যই যতদূর সম্ভব অসাম্প্রদায়িকভাবে চলিবে অর্থাৎ দাসাশ্রম কোন বিশেষ ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় বিশেষের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে না, ইহার সেবক সেবিকাগণের বা অপরাপর কার্য্যকারকগণের মধ্যে যে কোন সম্প্রদায়ের বা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি থাকিতে পারেন এবং ইহাতে আশ্রিত আতুরগণের প্রয়োজনানুরূপ তাহাদের আপনাপন ধর্ম্মমত ও সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে।" এই সংকল্পানুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করায় দাসাশ্রমে দাসদাসী অর্থাৎ সেবক সেবিকা পাওয়া দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে এবং বর্ত্তমানে যাঁহারা সেবা কার্য্য করিতেছেন তাঁহারাও উক্ত নিয়মে কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহেন সুতরাং আশ্রমের কার্য্য চলিয়া উঠা অসম্ভব হইতেছে।

(২) দাস দাসী অর্থাৎ সেবক সেবিকাগণ এক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া এক ধর্ম্মাবলম্বীভাবে কার্য্য না করিলে প্রকৃত হৃদয়গত কার্য্যের অসদ্ভাব হইয়া পড়ে, সুতরাং দাসাশ্রমের অস্তিত্বের কোন সার্থকতা থাকে না।

(৩) কার্য্যসমিতির সভ্যগণ আপন আপন স্কন্ধে বিশেষ কোন দায়িত্ব বহন না করিয়া কেবলমাত্র কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে মতামত

প্রকাশ করিয়া অনেক সময়ে প্রকৃত কার্য্যকারকগণের মনোমত কার্য্যের প্রতিবন্ধক জন্মাইয়া তাঁহাদের উৎসাহের হ্রাস করেন এবং প্রকৃত কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেন।

উল্লিখিত কয়েকটী কারণের মধ্যে কোনটীরই প্রকৃত সারবত্তা বা তাহা থাকিলেও সে কারণে সমিতির অস্তিত্ব লোপের প্রয়োজনীয়তা আমি আদৌ উপলব্ধি করিতে পারি না। প্রথম কারণটীর সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে আশ্রিত আতুরগণের ধর্ম্মবিশ্বাস ও সামাজিক মতামতের দিকে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করায় ও দাসাশ্রম বা তৎসংক্রান্ত কার্য্যকারকগণের কোন সম্প্রদায় বিশেষের সহিত সংশ্লিষ্ট না হওয়ার সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যে সংকল্প করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত যুক্তিমূলক এবং সেরূপ হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় স্থানে দাসাশ্রমের মত একটী অনুষ্ঠানের প্রকৃত উপকারী হইবার ও উন্নতি লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল। কোন ব্যক্তি বিপন্ন হইয়া দাসাশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করিলে দাসাশ্রম যদি তাঁহাকে সাহায্য করিতে গিয়া তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের বা সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন এবং সেই ব্যক্তি যদি সুস্থ হইয়া কখন স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন, তাহা হইলে তখন তাঁহার নিরুপায় অবস্থায় দাসাশ্রম কৃত সাহায্য তাঁহার স্বচ্ছন্দতার ও হৃদয়ের শান্তির আমূল বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান দেশ; এখানে সামাজিক আচার ব্যবহার ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। এরূপস্থলে আতুরগণের ধর্ম্মমত বা সামাজিক আচার ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হইয়া কার্য্য করিলে দেশের প্রকৃত অভাব মোচন করা যায় না। অবশ্য যাহা দাসাশ্রমের অবস্থা বা ক্ষমতার অতীত অথবা যাহা পরিহার্য্য এরূপ কার্য্যের প্রত্যাশা কেহ করেনও না, করিতেও

পারেন না। কার্য্য সমিতির এই সংকল্পানুযায়ী কার্য্য চলিলে সর্ব্বজাতীয় ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকের নিকট সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করার এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে সেবক সেবিকা পাওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। না পাওয়ার কারণ আমি কিছুই দেখিতে পাই না। এসমস্ত বিষয় কিছু দিন যাবৎ প্রচার হইতে না হইতে সদ্য সদ্যই অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে সেবক সেবিকা পাইবার সম্ভাবনা নাই, মনে করা আমার মতে ভ্রান্তিমূলক। বিশেষতঃ এরূপ কার্য্য যে প্রকার কষ্ট ও ত্যাগসাধ্য এবং আমাদের দেশে যে প্রকার নূতন তাহাতে একটু অপেক্ষা করিয়া দেখাই সর্ব্বতঃ বিধেয়। হিন্দু মুসলমান বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এপ্রকার ব্যক্তি যে মিলে না এমত নহে, তবে কেহ দাসাশ্রমে আসিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন কিনা ইহাই কেবল সন্দেহস্থল; সুতরাং দাসাশ্রম যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকে সেবক সেবিকা রূপে গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহাদের ও আশ্রিত আতুরদিগের জাতি ধর্ম্মের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে কার্য্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন একথা স্পষ্টরূপে প্রচারিত হওয়ার অবসর দিয়া আমাদের কার্য্য করা উচিত ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সেবক পাইলেও স্ত্রী সেবিকা পাইবার আশা আদৌ নাই এবং স্ত্রী সেবিকার অভাবে আশ্রমের কার্য্যের কোন উপকারিতা থাকে না। এসম্বন্ধে আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথমতঃ আমার মনে হয় যে অবস্থার উন্নতির সহিত দাসাশ্রমের সেবক সেবিকাদিগের আবাস গৃহের সুবিধা মত বন্দোবস্ত হইলে আমরা যে হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্য হইতে স্ত্রী সেবিকা পাইতাম না, আমি তাহা মনে করি না। না পাইলেও স্ত্রী সেবিকার অভাবে বর্ত্তমান কার্য্যের উপকারিতার যে বিশেষ লাঘব হইত, তাহাও আমি মনে করি না। দাসাশ্রম

জীবনোপায় সংগ্রহাক্ষম অনাথ আতুরদিগের আশ্রয় স্থান, এখানে দিবারাত্রি পীড়িতের সেবার আবশ্যক নাই। যাহারা বিপন্ন হইয়া দাসাশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক পান ভোজন বা শয়নের কোন কষ্ট না হয় এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও কোন প্রকারের অসুস্থতা জন্মিলে যাহাতে তাহার প্রতীকারের সুব্যবস্থা হয় এবং সর্ব্বদা তাহাদের কাছে কাছে থাকিয়া চিত্তশান্তি-কর আলাপ ব্যবহার দ্বারা যাহাতে তাহারা আপনাদের জীবন দুঃখময় দুর্ব্বহ বা পরাধীন মনে না করিয়া বা প্রবাস জনিত কোন কষ্ট না অনুভব করিয়া আশ্রমকে আপনার গৃহবৎ মনে করিতে পারে, ইহা দেখাই দাসাশ্রমের সেবক সেবিকাগণের কর্ত্তব্য। এরূপ কার্য্য সুসম্পন্ন করা প্রকৃত হৃদয়বতী নারী হইতেও যতদূর সম্ভব, প্রকৃত হৃদয়বান পুরুষ হইতেও ততদূর সম্ভব বলিয়া আমি মনে করি। আমি এরূপ অনেক হৃদয়বান ব্যক্তিকেই জানি এবং তাঁহাদের কার্য্য দেখিয়াই ও তাঁহাদের কার্য্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিয়াই দাসাশ্রমের কার্য্য কলিকাতায় প্রথম আরব্ধ হয়। অবশ্য স্ত্রী সেবিকার অভাবে আশ্রিত স্ত্রী আতুরগণের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধার কারণ হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু বর্ত্তমান সেবিকাগণ যদি নিতান্তই আশ্রম ত্যাগ করেন এবং কিছুদিন পর্য্যন্ত কোন সম্প্রদায় হইতে স্ত্রী সেবিকা না পাওয়া যায়, কাজে কাজেই অনন্যোপায় হইয়া ততদিন সে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু এ অসুবিধা যে আমাদের এক দিনের জন্যও ভোগ করিতে হয় বলিয়া আমি মনে করিতে পারি না। হিন্দু বা মুসলমান সমাজ হইতে না হৌক, দাসাশ্রমের কার্য্য সেবক সেবিকা অভাবে চলিতেছে না, একথা প্রচারিত হইবে যে ব্রাহ্মসমাজের সেবক সেবিকার দ্বারা দাসাশ্রমের কার্য্য এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, সেই ব্রাহ্মসমাজ হইতে অপর সেবক

সেবিকা না পাওয়ার আমি কোন কারণই দেখি না। দাসাশ্রম আর্ত্ত মানবের আশ্রয় ও সেবাস্থল। যিনি হৃদয়ে এই সৎ-প্রবৃত্তি লইয়া দাসাশ্রমে প্রবেশ করেন তাঁহার নিকট দাসাশ্রমে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকেই সেবা করিয়া থাকেন এবং সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী নিরাশ্রয়দিগকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের ধর্ম্ম ও সামাজিক মতের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না, এই সর্ব্বানুমোদিত নিয়ম কোন্ প্রকারে অসুবিধার কারণ হইতে পারে? সেবক সেবিকার আপনাপন ধর্ম্ম বিশ্বাস বা আচার ব্যবহারের প্রতি কেহই হস্তক্ষেপ করিবেন না, তাঁহারা কেবল কার্য্য করিবার সময় দেখিবেন যে আশ্রিত আতুরগণের আপনাপন ধর্ম্মমত বা সামাজিক পদ্ধতির উপর অযথা হস্তক্ষেপ হইতেছে না, আরও দেখিবেন যে তাঁহার ন্যায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের আরও কয়েক জন হৃদয়বান ব্যক্তি মানবের সেবা কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে কার্য্য করিতেছেন; এ উভয়ের মধ্যে কোনটী যে কোন সম্প্রদায় বিশেষের লোকের দাসাশ্রমের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ হইতে পারে, ইহা আমি বুঝিতে পারি না। এরূপ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে সকল সম্প্রদায়ের সেবক সেবিকারই উৎসাহ বা আনন্দ বৃদ্ধি হয় বলিয়া আমি মনে করি। যে দুই একজন সেবক সেবিকা এই নিয়ম প্রবর্ত্তনে দাসাশ্রমের কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্থলে যে আমরা নূতন কাহাকেও পাই নাই, এমত নহে; আরও বিশেষ যেখানে না পাওয়ার বিরুদ্ধে কোন সৎযুক্তি নাই, সেখানে পাইব না একথা কোন ক্রমেই আমি অন্তরে স্থান দিতে পারি না। অতএব দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনার্থ ও দাসাশ্রমের উন্নতি কল্পে সমিতি যে সুনিয়ম দাসাশ্রমে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, ইহাতে কোন সম্প্রদায় সংক্রান্ত ব্যক্তিরই কার্য্য করিবার অসুবিধা বা আপত্তির কারণ উপলব্ধি হয়

না। আর একটী কথা হইতে পারে যে, যে দুই তিন জন দয়ার্দ্র হৃদয় ব্রাহ্ম সেবক সেবিকারূপে এতদিন দাসাশ্রমের কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহারা বর্ত্তমান নিয়মে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া দাসাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের স্থলে কার্য্যভার গ্রহণ যোগ্য উপযুক্ত অন্য কেহ আসিতেছেন না। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া দাসাশ্রমের অসাম্প্রদায়িক ভাব পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। আমি এরূপ কারণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। তাঁহাদের কারণ পর্য্যালোচনা করিতে যাওয়ায় আমাদের আবশ্যক নাই। আমি যখন তাঁহারা যে সম্প্রদায়ভুক্ত সে সম্প্রদায়ের দাসাশ্রমের বর্ত্তমান অবস্থায় যোগদান করার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিমূলক কারণ পাইলাম না, তখন তাঁহাদের ব্যক্তিগত কারণের দিকে দৃষ্টি করার কোনই আবশ্যকতা দেখি না। তাঁহারা এ নিয়মে কার্য্য করিতে অসম্মত হইয়া যখন দাসাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন যতদিন না অপর হৃদয়বান্ ব্যক্তি দ্বারা তাঁহাদের স্থল পূর্ণ না হয়, ততদিন কার্য্যসমিতি বেতনভোগী লোক রাখিয়াই হউক বা অন্যান্য প্রকারে হউক আতুরগণের জন্য যতদূর সম্ভব সুব্যবস্থা করিবেন। যেদিন আতুরগণের কষ্ট দেখিয়া অপর কোন নরনারীর প্রাণ কাঁদিবে, সেই দিনই সে অভাব দূর হইয়া যাইবে। যখন কোন সম্প্রদায় বিশেষের দাসাশ্রমে যোগ দেওয়ার পক্ষে কোন আপত্তির কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, বরঞ্চ সকল সম্প্রদায় সংক্রান্ত ব্যক্তিরই যোগদানের সুবিধা দেখা যাইতেছে, তখন দুই একজন দাসদাসীর ব্যক্তিগত মতানুযায়ী কার্য্য করিতে গিয়া সমিতি যে দাসাশ্রমের ও সমাজের প্রকৃত উন্নতিকারী ব্যবস্থা উল্টাইয়া দিবেন, ইহা অতি ভ্রমাত্মক। ইঁহাদের ন্যায় উপযুক্ত ও হৃদয়বান ব্যক্তি আশ্রমের সংস্রব ত্যাগ করিলে কার্য্যের অসুবিধা বা আশ্রিত আতুরদিগের যথেষ্ট কষ্ট হইবে

সন্দেহ নাই ; কিন্তু যদি আমরা বুঝি যে এই দুই তিনজন ব্যক্তি ভিন্ন দাসাশ্রম আদৌ চলিতে পারে না সুতরাং সমিতির তাঁহাদের মতানুযায়ী কার্য্য করিতেই হইবে তাহা হইলে আমার মত এই যে দুই জন বা তিন জন ব্যক্তির বুদ্ধি, সামর্থ্য, চিন্তা, ইচ্ছা বা অভিরুচি অথবা জীবনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরকারী একটী অনুষ্ঠানকে সাধারণ অনুষ্ঠান বলিয়া প্রকাশ করা অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং তাহার অস্তিত্বও অতি অল্পকালস্থায়ী। অবশেষে আমি ইহাও বলি যে যদিই বা সমিতির অধিকাংশ সভ্যগণ এরূপ মনে করেন যে দাসাশ্রমের বর্ত্তমান অবস্থায় এই দুই তিন জন ব্যক্তির উপর দাসাশ্রমের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সমগ্র ভার না দিলে কার্য্য চলা অসম্ভব তাহা হইলে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে আপনাদের তত্ত্বাধীনে রাখিয়া আপাততঃ ঐ কয়জন ব্যক্তির উপর দাসাশ্রমের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সমগ্র ভার একেবারে অর্পণ করিতে পারিতেন আপনাদের অস্তিত্ব লোপ করার কোনই প্রয়োজনীয়তা ছিল না। সকলে স্মরণ রাখিবেন যে আমি দাসাশ্রমের অসাম্প্রদায়িক ভাবে কার্য্য করার কথায় আশ্রমের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার কথা স্মরণ রাখিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সেবক সেবিকার সদ্ভাব অসদ্ভাব বুঝিয়া যতদূর সম্ভব তাহার অতিরিক্ত কিছুই মনে করি নাই এবং তাহার অতিরিক্ত সাধারণ্যে বা আশ্রিত আতুরগণ আমাদের নিকট কখনই প্রত্যাশা করেন না। দেশীয় কথায় আমাদের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আশ্রয় স্থান দিয়া তাঁহার সর্ব্ব প্রকারের সঙ্গত অসঙ্গত আচার ব্যবহারে প্রয়োজনানুরূপ কার্য্য না করিতে পারিলে যে আমরা অসাম্প্রদায়িক হইতে পারিলাম না এমত নহে। আমাদের আর্থিক অবস্থা ও সেবক সেবিকাগণের অভাব সদ্ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যতদূর পর্য্যন্ত সম্ভব হইবে ততদূর পর্য্যন্ত আমরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের

লোকের আচার ব্যবহারের অনুরূপ কার্য্য করিব, ইহাতে যাঁহাদের সুবিধা বোধ হইবে না কাজে কাজেই আপাততঃ আমরা তাঁহাদের আশ্রয় দিতে পারিব না। যতই আমাদের অবস্থার উন্নতি হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সেবক সেবিকা পাইব ততই আমরা উত্তরোত্তর আশ্রিতদিগের ব্যবস্থার উন্নতি করিব এবং কালে হয়ত এমন এক সময় আসিতে পারে যেদিন আমরা আমাদের আশ্রমে একজন সুকুলীন উৎকৃষ্টতম ব্রাহ্মণ শিরোমণি হইতে (ভগবান না করুন তিনি কখন এরূপ বিপন্ন হয়েন) একজন নিকৃষ্টতম অস্পৃশ্য ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকল প্রকারের ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়া তাঁহাদের সকলের জন্যই সমান প্রকারের সুব্যবস্থা করিতে পারিব। যখন সেইরূপ সময় আসিবে তখনই এই সাধু অনুষ্ঠান অসাম্প্রদায়িকতার চরম সীমায় উন্নীত হইবে এবং বাস্তবিকই ভারতবর্ষের মত স্থানে একটী প্রকৃত মঙ্গলকরী কার্য্য হইবে।

দ্বিতীয় কারণটী অত্যন্ত গুরুতর। দাসদাসীগণ এক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া এক ধর্ম্মাবলম্বী ভাবে কার্য্য না করিলে প্রকৃত হৃদয়গত কার্য্যের অসদ্ভাব হয় কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন; এবং এ প্রকার একটী গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিয়া কোন যথার্থ সিদ্ধান্তে আসিতে পারিব কিনা জানি না, আসিলেও অনেকের সহিত আমার ঐক্যমত্য হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তবে আমার কেবল দুই একটী কথা বলিবার আছে তাহাই বলিতেছি। জগতে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধর্ম্ম আছে জীব সেবাও সেইরূপ এক প্রকার ধর্ম্ম; কিন্তু ইহার স্বভাব একটু স্বতন্ত্র। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধর্ম্মমত দেখিতে পাওয়া যায় ইহা সেরূপ নহে, ইহা সার্ব্বজনিক (Universal)। ইহাতে সাম্প্রদায়িক বিভাগ নাই, এবং অন্যান্য ধর্ম্ম শিক্ষায় যেমত গুরুর উপদেশ চাই ইহাতে

তাহা চাহি না। এই ধর্ম্মের প্রতি আসক্তি শৈশবাবস্থা হইতেই স্বতঃই মানব হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব মানব হৃদয়ে স্বতঃ অবস্থানকারী প্রবৃত্তি স্বরূপ এই সার্ব্বজনিক ধর্ম্মের আলোচনা অর্থাৎ জীবসেবা করিতে গিয়া যিনি যে সম্প্রদায় হইতে আসুন না কেন এ কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা একই ধর্ম্মের অনুগামী এবং তাঁহাদের মত পার্থক্যের কোনই সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাঁহাদের হৃদয়গত কার্য্যের কেন যে অসদ্ভাব হইবে আমি তাহা বুঝিতে পারি না। আমি শুনিয়াছি কেহ কেহ বলেন যে এক ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ একত্র হইয়া এক ধর্ম্মাবলম্বী ভাবে কার্য্য করিলে ধর্ম্মবল তাঁহাদের কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করে; একথা শুনিতে বেশ সুন্দর সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার বোধ হয় যে, প্রকৃত ধার্ম্মিক অথচ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অনেকগুলি ব্যক্তি একত্রিত হইয়া কোন কার্য্য করিলে তাঁহাদের "আপন আপন ধর্ম্ম" বলে কোনখানেই যায় না এবং ধর্ম্মবলেরও অভাব হয় না; তাহার পর আবার যে আর্ত্ত মানবের সেবা করিবার প্রবৃত্তি লইয়া লোকে এরূপ কার্য্যে যোগ দিবেন, সেই প্রবৃত্তির বল বর্ত্তমান থাকিলে আর কোন বলেরই আবশ্যক হয় না।

আমি যদি বুঝিতাম যে দাসদাসীগণ যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এ কার্য্যের সহিত তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের কোন সংস্রব আছে, তাহা হইলে অবশ্য আমি এই কারণের কিছু সারবত্তা অনুভব করিতে পারিতাম, তাহা যখন নহে, তখন আমি এ কারণটীকেও উপযুক্ত কারণ বলিয়া মনে করি না। তাহারপর এ কারণ অত্যন্ত গুরু কারণ হইলেও কার্য্য সমিতির অস্তিত্ব লোপ করিবার প্রয়োজনীয়তা ইহাতে নাই।

তৃতীয় কারণটী একটী কথার কথামাত্র। যিনি যে মুহূর্ত্ত হইতে

সমিতির সভ্য হইতে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সেই মুহূর্ত্ত হইতে অপরিহার্য্যরূপ আপন স্কন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াছেন, যদি কেহ বলেন আমি লই নাই, তাহা হইলে তিনি কার্য্য সমিতির সভ্যপদ যে কি তাহা বুঝেন নাই, এবং এখনও যদি তিনি তাহা না বুঝেন, তবে তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া অবশ্য তাঁহার স্থলে অন্য উপযুক্ত দায়িত্বগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে আনিতে হইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এরূপ উপযুক্ত ব্যক্তি মিলে কই তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে আমরা দাসাশ্রমের কার্য্যের সহিত সাধারণকে যতই মিশ্রিত করিব, ততই ইহার জন্য চিন্তা করিতে, শ্রম করিতে ও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ব্যক্তি অধিক পরিমাণে পাইব। গত সাম্বৎসরিক সাধারণ সভায় আমরা যত সম্ভ্রান্ত ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে ইহার কার্য্যে যোগ দিতে দেখিয়াছি, ইহার পূর্ব্বে এরূপ আর কখনও দেখি নাই, সুতরাং তাঁহাদের নিকট আমাদের অভাব জানাইলে ভারগ্রহণোপযোগী উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়ার কোনই অসদ্ভাব থাকে না বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। তাহার পর সমিতির সভ্যগণের এক একটী বিশেষ বিশেষ কার্য্যভার গ্রহণ করা, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে। তাঁহাদের উপর যে যে বিষয়ের ভারার্পিত আছে, তাঁহারা তত্তৎ ভার চালাইবার পক্ষে কোন প্রকার অক্ষমতা বা অসুবিধা জানাইলে কার্য্য সমিতি তাহার সুব্যবস্থা করিতে বাধ্য, যদি না করেন, তবে নিশ্চয়ই কার্য্য সমিতি অন্যায় করেন, কিন্তু আমি বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান সমিতির অস্তিত্বকালে কেহই কোন কার্য্য সম্বন্ধে সে প্রকার অক্ষমতা তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করেন নাই। আমি স্বীকার করি যে দাসাশ্রমের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় সভাপতি মহাশয় ও কার্য্যাধ্যক্ষগণ অনেক গুরুতর চিন্তা আপনাদের মস্তিষ্কে রাখিয়া অনেক সময় অত্যন্ত কষ্টের সহিত

দাসাশ্রমের কার্য্য চালাইয়াছেন এবং এজন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা যখন কোন দিনই কোন বিষয়ে তাঁহাদের অক্ষমতা সমিতিকে জানান নাই, তখন সমিতি যে তাঁহাদের যথাযথ কার্য্যের ত্রুটি করিয়াছেন বা ভারগ্রহণে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ এরূপ কোন কথা মনে করার অবসর দিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি না। যতদিন কার্য্যসমিতি দেখিবেন যে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কোন প্রকারের অসুবিধা বা অক্ষমতা জ্ঞাপন না করিয়া আপন আপন কার্য্য সুশৃঙ্খলায় সম্পাদন করিয়া যাইতেছেন, ততদিন কার্য্যসমিতির কোন প্রকারেরই উদ্বেগের কারণ নাই। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে কেহ কেহ বা আপনাদের অবসর ও সুবিধাহেতু অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক কার্য্য-ভার স্কন্ধে রাখিতে পারেন, আবার কেহ বা অবসর ও সুবিধা অভাবে কেবলমাত্র কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ বিষয়েই যথোচিত চিন্তা ও পরিশ্রম করিতে পারেন। এরূপ সচরাচরই হইয়া থাকে। সমস্ত কার্য্যেই যে সকলে সমান ভাবে শ্রম করিবেন, ইহা সমিতি সংগঠনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা স্বহস্তে কার্য্য করেন, তাঁহারা সমিতির সকলের অনুমোদনাপেক্ষায় আপন আপন অভিপ্রায়ানুযায়ী সমস্ত কার্য্য করিতে পারেন না বলিয়া সমিতির অস্তিত্ব লোপ করা প্রয়োজন মনে করিবেন, ইহা অপেক্ষা অযৌক্তিক আর কিছুই নাই। কার্য্যকারকগণ আপনাপন বিবেচনায় যখন যে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হয়েন বা বিরত হয়েন, সমিতির সভ্যগণ যে সমবেত বিবেচনা বা অনুশীলন দ্বারা হিতাহিত বোধে তাঁহাদের তত্তৎ কার্য্য হইতে বিরত বা উদ্যত করেন, ইহাই সমিতির কার্য্য এবং ইহা নিতান্ত সামান্য নহে এবং সমিতির এই সমবেত হিতাহিত বিবেচনায় উত্তরোত্তর উন্নতির সহিত

কোন সাধারণ অনুষ্ঠানের উন্নতি অতি অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংমিশ্রিত।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে দাসাশ্রম কার্য্যসমিতি আমার বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও উঠিয়া গেল এবং তাহার বিরুদ্ধে আমি প্রকাশ্য ভাবে আমার মত সাধারণকে জ্ঞাপন করিলাম, অথবা দাসাশ্রমের কার্য্য আমার মতানুযায়ী না হইয়া অন্য ভাবে চলিতেছে, এ সমস্ত কারণে "দাসী"র পাঠকবর্গ বা দাসাশ্রমের সাহায্যকারীগণের মধ্যে কেহ যেন মনে না করেন যে দাসাশ্রমের প্রতি আমার সহানুভূতি বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইয়াছে। দাসাশ্রম সাম্প্রদায়িক হউক বা অসাম্প্রদায়িক হউক, দুইজন ব্যক্তির ইচ্ছা বা অভিরুচির অনুগামী হউক বা দশজনের সমবেত চিন্তা ও পরিশ্রম দ্বারা পরিচালিত হউক, যতদিন এখানে নিরাশ্রয় আতুরগণ আশ্রয় পাইবে, ততদিন ইহার সহিত আমার সম্বন্ধ অবিচলিত থাকিবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী।

(ঘ)

১। সেবাই দাসাশ্রমের কার্য্য। এই কার্য্য শান্তিতে এবং মতভেদ ব্যতিরেকে নির্ব্বাহিত হওয়াই প্রার্থনীয়। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ সত্ত্বেও সেবাকার্য্যে এক মত হইতে পারেন, সত্য। কিন্তু এই কার্য্য করিতে আসিয়া তাঁহারা আপনাদের অপরাপর মত একবারে ভুলিয়া যাইতে পারেন না। মানবজাতির বর্ত্তমান অবস্থায় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ একত্রে এক গৃহে বাস করিলেই বিবাদ ও মতভেদ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এরূপ না হওয়া প্রার্থনীয়। কিন্তু মানবজাতির সে অবস্থায় পৌঁছিতে এখনও বিলম্ব আছে। সুতরাং বর্ত্তমানে দাসাশ্রমের কার্য্য এক ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। তবে বলা যাইতে পারে যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কার্য্যকারকগণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আবাস গৃহ থাকিলেই

হয়। কিন্তু ইহাও দাসাশ্রমের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় অসম্ভব। সুতরাং আদর্শ অপেক্ষা কিছু খাট হইলেও বর্ত্তমানে এরূপ প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, যাহাতে দাসাশ্রমটি বাঁচিয়া থাকে। কিরূপ প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এখন তাহা দেখিবার সময় নয়; কিরূপ প্রণালীতে বর্ত্তমানে কার্য্য চলিতে পারে, তাহাই দেখা উচিত।

২। দাসাশ্রমে পূর্ব্বের ন্যায় এখনও সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী রোগী ও আতুরকে সাহায্য করা যাইবে। হিন্দু রোগী ও আতুরগণের পূর্ব্বেও যতটুকু জাতি রক্ষা হইত, এখনও তাহাই হইবে। সাধারণতঃ নিরাশ্রয়, আত্মীয় বন্ধুহীন ব্যক্তিগণই এখানে আশ্রয় পায়। তাহারা কার্য্যতঃ জাতি সম্বন্ধে শাস্ত্রাচার বা লোকাচার অতি অল্পই মানিয়া থাকে। যাহারা আচার সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান্, দাসাশ্রম এখন আর তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে পারিবেন না বটে। কিন্তু দাসাশ্রম উঠিয়া যাওয়া অপেক্ষা অন্ততঃ কতকগুলি লোকেরও সাহায্য হওয়া ভাল। আমার বোধ হয়, হিন্দুর জন্য হিন্দু কর্ত্তৃক, মুসমানের জন্য মুসলমান কর্ত্তৃক পরিচালিত—এক কথায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য উহাদ্বারাই পরিচালিত—এক একটি সেবালয় থাকিলেই সর্ব্বাংশে মনের মত কাজ হয়। কিন্তু তদভাবে দাসাশ্রমের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী আমার মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

৩। সর্ব্বাংশে হিন্দু আচার মানিতে হইলে দাসাশ্রমের বর্ত্তমান কার্য্যকারকগণকে (যাঁহারা সকলেই ব্রাহ্ম) আলস্যে কাল কাটাইতে হইবে। তাঁহারা রোগীদিগকে এক গ্লাস জলও দিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের থাকিয়া ফল কি? তদ্ভিন্ন কাহারও কাহারও মতে দাসাশ্রমকে সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক করিতে হইলে, সেখান হইতে ঈশ্বরোপাসনা তুলিয়া দিতে হইবে। ব্রাহ্মগণ তাহাতে রাজি হইবেন না। সুতরাং ব্রাহ্ম কার্য্যকারকগণ চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন।

৪। মানুষের মনে যে স্বাভাবিক দয়াবৃত্তি আছে, তাহার বলে মানুষ কিছুদিন আত্মীয় ব্যতীত পীড়িত অপর কোন ব্যক্তিরও সেবা করিতে পারে। কিন্তু সেবার কাজ বড় একঘেয়ে, একস্থানে বসিয়া রোগীর শুশ্রূষা করা বড় অবসাদজনক, মলমূত্রাদি পরিষ্কার করা কখনই প্রীতিকর নয়। নূতনত্ব চলিয়া গেলেই এই সকল কাজ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। ঈশ্বরপ্রীতিই মানবপ্রীতির জননী। এই ঈশ্বরপ্রেম-জাত মানবপ্রেমই সেবাকার্য্যকে চিরনূতন ও চিরপ্রীতিকর করিতে পারে। ঈশ্বরের উপাসনা, তাঁহার নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণ এবং পরস্পরের মধ্যে ধর্ম্মালাপ ব্যতিরেকে হৃদয়ে এই ঈশ্বরপ্রেমের আগুন নিবিয়া যায়। সুতরাং দাসাশ্রমে ঈশ্বরোপাসনা একান্ত প্রয়োজনীয়। দাসাশ্রমের কার্য্যকারকগণ একধর্ম্মাবলম্বী না হইলে এই ঈশ্বরোপাসনা লইয়া চিরকালই বিবাদ ও অশান্তির সম্ভাবনা থাকিবে। এই সম্ভাবনা রাখিয়া ফল কি?

৫। এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে ব্রাহ্মগণ চলিয়া গেলে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী সেবক বা সেবিকা পাওয়া যাইবে কিনা? খৃষ্টানদিগের Little Sisters of the Poor কর্ত্তৃক স্থাপিত আশ্রম, The Home for Incurables প্রভৃতি আশ্রম আছে। সুতরাং তাঁহাদের অনেকেরই দাসাশ্রমে যোগদিবার প্রয়োজন হইবে না। তাঁহারা সেবা করিতে চাহিলে উল্লিখিত আশ্রমদ্বয় বা তাঁহাদের অন্য কোনও আশ্রমে যাইবেন। তদ্ভিন্ন, খৃষ্টান কার্য্যকারক পাইলেও ব্রাহ্মের ন্যায় তাঁহাকেও দাসাশ্রম ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ তাঁহার সেবায়ও হিন্দু আতুর ও রোগীদের জাতি নষ্ট হইবে; এবং তাঁহারা যীশুর উপাসনা করিতে ছাড়িবেন না। খৃষ্টান কার্য্যকারকগণের দ্বারা যেমন জাতি রক্ষা হইবে না, মুসলমানদিগের দ্বারাও তদ্রূপ। একমাত্র হিন্দু কার্য্যকারক দ্বারাই—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কার্য্যকারক দ্বারাই—সকলের জাতি রক্ষা

হইতে পারে। কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন হিন্দু সেবক বা সেবিকা হন নাই কিম্বা হইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন নাই। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের, পক্ষে স্বহস্তে সর্ব্বজাতির উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করা, স্বহস্তে সর্ব্বজাতির মলমূত্রাদি পরিষ্কার বা পদসেবা করা, হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ মুসলমান এবং হিন্দুসমাজে অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকায়, উক্ত দুই সম্প্রদায় হইতে সেবিকা পাওয়া দুর্ঘট। আবাস গৃহের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইলে কেবল ব্রাহ্মণ আতুরের সেবার জন্য ব্রাহ্মণ বা তন্নিম্নজাতীয়া সেবিকা, ক্ষত্রিয় আতুরের সেবার জন্য ক্ষত্রিয় বা তন্নিম্নজাতীয়া সেবিকা পাওয়ার বিষয় কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু, দাসাশ্রমের বর্ত্তমান অবস্থায়, এসকল, উৎকৃষ্ট আদর্শ হইলেও, কল্পনা মাত্র। এখন আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য দাসাশ্রমকে বাঁচাইয়া রাখা। যদি ভবিষ্যতে ভগবানের আশীর্ব্বাদে ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার লাভ করে, তখন ইহার হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি শাখা স্থাপন সহজসাধ্য হইতে পারে।

৬। নারী জননী, নারী ভগিনী, নারী পত্নী, নারী কন্যা। সেবা বলিলেই সেবাকারিণীর কথাই মনে হয়। নারীব্যতীত প্রকৃত সেবা শুশ্রূষা হয় না। সুতরাং দাসাশ্রমে সেবিকার প্রয়োজন। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, যদিও অপরাপর সম্প্রদায়ে হৃদয়বতী নারীর অভাব নাই, তথাপি বর্ত্তমানে কেবল ব্রাহ্ম সম্প্রদায় হইতেই সেবিকা পাইবার সম্ভাবনা। ইহাও দেখান হইয়াছে যে ব্রাহ্ম সেবক সেবিকা দ্বারা হিন্দুর সমস্ত আচার রক্ষা করিয়া কার্য্য চলিতে পারে না।

৭। দাসাশ্রমের ৫০০৲ টাকার উপর ঋণ হইয়াছে। ঋণের কথা সাধারণের অবগতির জন্য "দাসী"তে পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে।

সুতরাং কমিটির সভ্যগণ যে ঋণের বিষয় জানিতেন না, তাহা বলা যায় না। অথচ কমিটির কোন সভ্য টাকা তুলিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। অপরদিকে কার্য্যকারকগণ অর্থাগমের কোন একটি উপায় স্থির করিলে তাহাও অবলম্বন করিতে দেন নাই। বার বার নোটিস্ পাঠাইয়াও অনেক সময় কমিটির অধিবেশন হয় নাই। হিসাব পরীক্ষা, সেবালয় পরিদর্শন প্রভৃতি কার্য্য কমিটির সভ্যগণের দ্বারা অতি অল্পই হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন কমিটির অধিকাংশ সভ্য দাসাশ্রমের ঋণের জন্য আপনাদিগকে দায়ী মনে করেন নাই। এরূপ দায়িত্ব-বিহীন, কার্য্য করিতে অক্ষম কমিটি থাকা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই ইহা উঠিয়া গেল। কমিটির পুরাতন সভ্যগণের পরিবর্ত্তে নূতন সভ্য নির্ব্বাচন করা যাইতে পারিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারাও যে কার্য্যপটু হইবেন, তাহার প্রমাণ কি? তাঁহাদের কার্য্য ক্ষমতা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। যখন দাসাশ্রম ঋণ ভারে যায় যায় হইয়াছে, তখন দাসাশ্রমের কোন্ হিতাকাঙ্ক্ষী এরূপ পরীক্ষা করিতে বলিবেন? বিশেষতঃ যখন দেখিতেছি যে রাজনীতির উত্তেজনা সত্ত্বেও অনেক রাজনৈতিক কমিটি কাজ করেন না, তখন আর দাসাশ্রমের মত কার্য্যের জন্য নূতন কমিটি গঠন করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

৮। কমিটি দ্বারা কাজ করিতে হইলে বজেট করিয়া অর্থাৎ আয় দেখিয়া ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া কাজ করাই রীতি। দাসাশ্রমের প্রায় কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই বলিলেই হয়। এরূপ আয় যে কবে হইবে, তাহাও বলা যায় না। সুতরাং কমিটি কোথা হইতে বজেট করিবেন? কার্য্যকারকগণ চলিয়া গেলে কমিটি বেতনভোগী লোক রাখিয়া কাজ চালাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। দাসাশ্রমের অনেক খরচ ভিক্ষা দ্বারাই চলে বেতনভোগী ব্যক্তি কি ভিক্ষা করিয়া কাজ চালাইতেন? দ্বারে দ্বারে

ভিক্ষা করিতে গিয়া অনেক গৃহে নিরাশ হইতে হয়, কোথাও বা অপমানিতও হইতে হয়। যাঁহারা সেবার ভাব হইতে কার্য্য করেন, তাঁহারাই নিরাশা ও অপমান সত্ত্বেও কার্য্য করিতে পারেন। কেবল-মাত্র বেতনের প্রত্যাশায় কেহ এরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। তদ্ভিন্ন যদি টাকার অকুলান হইত, কমিটির সভ্যগণ নিজ পকেট হইতে দিতেন কিনা জানি না। বর্ত্তমানে ত দেন নাই।

আমি এই সকল কারণে কমিটি উঠিয়া যাওয়ার পক্ষে মত দিয়াছি।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ রায়, ক্ষীরোদ চন্দ্র দাস এবং প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য কমিটির পঞ্চম অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহারা কোন মতামত জ্ঞাপন করেন নাই।

"দাসী" সম্পাদক।

ভূতপূর্ব্ব দাসাশ্রম কমিটির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—"গত মাসের পত্রিকায় বাবু মৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী তাঁহার দাসাশ্রমের ইতিবৃত্ত ও বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের ২৮৪ পাতার সর্ব্বনিম্ন কয়েক পংক্তিতে আমার কথিত বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রথমাংশে ঠিক্ আমার কথা লেখা হয় নাই, দ্বিতীয়াংশ কোন দিনই আমার কথাও নহে, আমার অন্তরিক ভাবও নহে। আমি বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ঐ দিন যাহা বলিয়াছিলাম তাহা এই; "দাসাশ্রমকে আমরা যখন অসাম্প্রদায়িক বলিয়া বলি ও সেই ভাবে চালাইতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি, তখন প্রকাশ্য ভাবে আশ্রম গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হওয়া অত্যন্ত অন্যায় ও স্পষ্টতঃ আমাদের উক্ত কথার বা ভাবের বিপরীতগামী।" "আপনারা ব্রাহ্ম হইয়া হিন্দুদিগকে কি করিয়া ভাত জল দিবেন," এরূপ কথা আমি কোন দিনই বলি নাই, এবং এরূপ আমার মনের ভাব কোন দিনই নহে।"

অহল্যা-বাই।

চতুর্থ প্রস্তাব।

অহল্যার একমাত্র পুত্র মল্লরাও কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। মল্ল-রাওয়ের মৃত্যুর পর অহল্যার দুহিতা মুক্তাবাই অহল্যার সাংসারিক একমাত্র সান্ত্বনা স্থল হইয়াছিলেন। মুক্তা বিবাহের পর স্বামিগৃহে বাস করিতেন, এবং অহল্যা নিজের অপর সন্তান সন্ততির অভাবে, মুক্তার একটী পুত্রকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া, পুত্রবৎ স্নেহে প্রতি-পালন করিতেন। এই বালকটীকে নিকটে রাখিয়া, অহল্যা পুত্রের অভাব কিয়ৎ পরিমাণে বিস্মৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু বিধাতার এমনই বিড়ম্বনা, মুক্তার পুত্র, যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অহল্যার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং সে ঘটনার সম্বৎসর অতীত হইতে না হইতে পুত্রশোকাতুরা মুক্তা নিজেও বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইলেন। পুত্রবিয়োগের পর জামাতা এবং দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিয়া, অহল্যা কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং উপর্য্যু-পরি বিপৎপাতে তাঁহার কোমল হৃদয় একবারে নিষ্পেষিত হইয়া গেল। কিন্তু এই স্থলেই তাঁহার যন্ত্রণার অবসান হইল না। পতি-পরায়ণা মুক্তা স্বামীর অনুগমন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অহল্যা কন্যাকে সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; তাঁহার সম্মুখে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া সেই বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া না যাইবার জন্য, বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুক্তা কিছুতেই আপনার সঙ্কল্প

হইতে বিচ্যুত হইলেন না। তিনি সস্নেহে এবং অতি বিনীত বচনে জননীকে বলিলেন; "মা, তুমি আর কতদিন বাঁচিবে? দুই চারি বৎসরের মধ্যেই তোমার এই পবিত্র জীবন শেষ হইবে। কিন্তু আমাকে আরও বহুদিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। স্বামী এবং পুত্র-বিরহিত হইয়া, তোমার মৃত্যুর পর আমার যে কি অবস্থা ঘটিবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। জীবন তখন আমার পক্ষে ভারবহ হইবে। কিন্তু আজ আমি সসম্মানে স্বামীর চিতারোহণ করিয়া যে শান্তি পাইব বলিয়া, আশা করিতেছি, তখন সে অবসর থাকিবে না। মা, তুমি আমায় নিবারণ করিও না।" অহল্যা যখন দেখিলেন যে মুক্তা কিছুতেই নিবৃত্তা হইবার নহেন, তখন তিনি অগত্যা সম্মতি দান করিলেন, এবং স্বচক্ষে কন্যার চিতারোহণ দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, সহমরণের অনুযাত্রি-গণের সঙ্গে তিনিও শ্মশান ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। পবিত্রসলিলা নর্ম্মদার উপকূল আলোকিত করিয়া চিতা প্রজ্জ্বলিত হইল। অহল্যার তাৎকালিক মানসিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার সম্ভা-বনা নাই। যাঁহার হৃদয় খেচর, জলচর প্রাণিগণেরও জন্য ব্যথিত হইত, আজ তিনি আপনার প্রাণের পুত্তলিকে চিতায় বিসর্জ্জন দিতে আনিয়াছিলেন, তাঁহার মানসিক ভাব কি বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা আছে? ধর্ম্মবিশ্বাস এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় মনুষ্যের হৃদয় যতদূর সবল হওয়া সম্ভব, অহল্যার হৃদয়ে ততদূর বল ছিল। কিন্তু মাতৃ-স্নেহের উচ্ছ্বাসের নিকট জ্ঞান যুক্তি ইত্যাদি সমস্তই পরাভূত হইল। প্রথম হইতেই যদিও অহল্যার হৃদয় মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছিল, কিন্তু তথাপি তিনি কিয়ৎক্ষণ অবধি চিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন। কিন্তু যখন অগ্নি-শিখা মুক্তার সুকুমার দেহ স্পর্শ করিল এবং মুক্তার কাতর আর্ত্তনাদ

তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মুক্তার আর্ত্তনাদ নিমগ্ন করিবার জন্য অনুযাত্রিগণ চিতা বেষ্টন করিয়া চীৎকার করিতেছিল, শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতির শব্দে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইতেছিল। বৎসলহৃদয়া অহল্যা সে অবস্থায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উন্মত্তার ন্যায় সেই জনস্রোত ভেদ করিয়া, কন্যার চিন্তায় ঝাঁপ দিবার জন্য উদ্যতা হইলেন। তাঁহার দুই জন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী তাঁহার দুইটী হস্ত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি চিতায় ঝাঁপ দিতে পারিলেন না, কিন্তু নিজে নিজের হস্ত দংশন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মুক্তার এবং তাঁহার স্বামীর দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। অহল্যা নর্ম্মদার জলে তাঁহাদিগের প্রেত-কৃত্য সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার হৃদয় এরূপ ব্যথিত হইয়াছিল, যে তিনদিন পর্য্যন্ত তিনি কোনরূপ আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয় অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া আসিল। তিনি জামাতা ও দুহিতার উদ্দেশে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ একটি অতি সুন্দর স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিলেন।*

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ষাট বৎসর বয়সের সময় অহল্যা পরলোক গমন করেন। স্বামী, পুত্র, কন্যা, জামাতা ও দোহিত্রের শোকে তাঁহার শরীর ও মন উভয়ই জর্জ্জরিত হইয়াছিল, সুতরাং মৃত্যু তাঁহার

* সারজন ম্যালকম লিখিয়াছেন; "মাতৃস্নেহের নিদর্শন স্বরূপ সেই স্মৃতিমন্দির অপেক্ষা সুন্দর মন্দির ভারতবর্ষে অতি অল্পই আছে।" তিনি আরও লিখিয়াছেন, যেআমি অহল্যার একজন সম্ভ্রান্ত এবং প্রাচীন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার কন্যার চিতা ভূমিতে গমন করিয়াছিলাম। যেখানে মুক্তার চিতা প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং যেখানে দণ্ডায়মান হইয়া অহল্যা সেই হৃদয়ভেদী দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি তাহা আমাকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

নিকট অতি শান্তিময় বলিয়া বিবেচিত হইল। হিন্দু বিধবার জীবনের প্রতি মমতা কোন কালেই থাকে না, তাহার উপর শোকে তাপে অহল্যা একবারে অবসন্নপ্রায় হইয়াছিলেন। শরীর অসুস্থ হইলেও তিনি নিয়মিত ব্রত উপবাস ইত্যাদিতে বিরত থাকিতেন না, সেই জন্য মৃত্যু আরও সত্বর পদে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। যদিও তাঁহার নশ্বর ধূলিময় দেহ পৃথিবীর ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও তাঁহার স্বদেশীয় সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণে ধর্ম্মভাব ও পবিত্রতা বর্দ্ধন করিতেছে।

অহল্যার প্রকৃতি এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যের দোষ গুণ আলোচনার পূর্ব্বে তাঁহার আকৃতি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। তিনি শ্যামাঙ্গী ও কৃশকায়া ছিলেন। লোকে যাহাকে সৌন্দর্য্য বলে, তাহা তাঁহার ছিল না বলিলেও হয়। রাঘবের পত্নী অনন্তা-বাই অহল্যার দেশব্যাপী প্রশংসাবাদ শুনিয়া তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ঈর্ষাপরায়ণা ছিলেন। অধিকাংশ স্ত্রীলোকের শারীরিক সৌন্দর্য্যেরই প্রতি অধিকতর দৃষ্টি। অহল্যা দেখিতে কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য, অনন্তা-বাই একবার আপনার একজন পরিচারিকাকে অহল্যার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পরিচারিকা ফিরিয়া যাইয়া অনন্তাকে বলিল যে "অহল্যা দেখিতে সুন্দরী নহেন, কিন্তু কি যেন একটী স্বর্গীয় জ্যোতি তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই বিরাজিত রহিয়াছে।" সৌন্দর্য্য-গরবিনী অনন্তা এই সংবাদে পরিতৃপ্তা হইলেন, এবং পরিচারিকাকে বলিলেন, "সে ত সুন্দরী নয়, তাহা হইলেই হইল।" হায়! অসার সংসারের অনেক রমণীই এইরূপ আত্মপ্রসাদ লইয়া পরিতৃপ্ত থাকেন।

অহল্যার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, আমরা তাহার আভাষ পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। নারী জনোচিত কোমলতার সহিত রাজকার্য্যো-

পযোগী কাঠিন্যের সেরূপ সুন্দর সম্মিলন, পৃথিবীর অতি অল্প রমণী-তেই লক্ষিত হয়। তিনি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকিতেন এবং অতি অল্প সময়েই লোকে তাঁহার ক্রোধ দেখিতে পাইত। কিন্তু যখন কাহারও প্রতি তিনি সত্য সত্যই বিরক্ত হইতেন, তখন তাঁহার অতিবিশ্বস্ত পুরজনও কেহ তাঁহার সম্মুখে আসিতে সাহস করিতেন না। নিজের চেষ্টা ও যত্নে তিনি অতি সুন্দররূপ লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ তিনি অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। সাংসারিক বুদ্ধি তাঁহার অতি প্রখর ছিল। যেরূপ সুনিয়মে তিনি ত্রিংশৎ বর্ষকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

এ মাসে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ২২ জন স্থায়ী আতুর ও নানাপ্রকারের রোগী সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন সর্ব্বশুদ্ধ ১৫টী স্থায়ী আতুর সেবালয়ে আছে। রোগী ও আতুরগণের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১। দামো, ২। কেদার, ৩। রাজেন্দ্র, ৪। দুর্গাতারিণী, ৫। আদুরী, ৬। বাবুরাম, ৭। শিবু, ৮। রামজী, ৯। তিতুরাম, ১০। কুসুম, ১১। দেবীসুরা, ১২। বসন্ত, ১৩। পদ্ম, ১৪। ইন্দ্রকুমার। ইহারা সকলেই এক প্রকার ভাল আছে।

১৫। ব্রহ্ম—নিরুপায় হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। আশ্রমের নিয়মানুসারে চলিতে স্বীকৃত হওয়ায় স্থান পাইয়াছে।

১৬। উজ্জ্বলা—উজ্জ্বলার বিনয়, মিষ্ট ব্যবহার ও ধর্ম্মভাবে আশ্রমস্থ কার্য্যকারক ও রোগিগণ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ প্রায় ১৫ দিন হইল, উজ্জ্বলা অমর ধামে যাত্রা করিয়াছে। এখন আর তাহার মুখভরা 'মা' ও 'বাবা' ডাক শুনা যায় না। আর তেমন করিয়া কেহ কীর্ত্তন করে না। মরিবার সপ্তাহকাল পূর্ব্ব হইতে উজ্জ্বলা হরিনাম করিতে বড় ভাল বাসিত। এক দিন সন্ধ্যাকালে কয়েক জন

দাস তাহার পার্শ্বে বসিয়া একতারা সংযোগে "দয়াময় কি মধুর নাম" এই কীর্ত্তনটী গান করিতেছিলেন। কীর্ত্তন শুনিয়া উজ্জ্বলা আর স্থির থাকিতে পারিল না। উত্থানশক্তি রহিত ছিল, উঠিয়া বসিল, এবং করতালি দিয়া বেশ ভক্তিভরে কীর্ত্তন করিতে লাগিল। মরিবার পূর্ব্বে বেশ জ্ঞান ছিল। কয়েক জন দাস দাসীকে ডাকিয়া লইয়া তাহার পার্শ্বে বসাইল। তখন কণ্ঠস্বর বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। একে একে সকলের হাত খানি লইয়া তাহার মস্তকে ও বুকে স্থাপন করিল। সকলে অশ্রুপূর্ণ লোচনে সমস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, উজ্জ্বলা মুহূর্ত্ত মধ্যে পরলোক গমন করিল। গঙ্গাতীরে মৃত্যু হইবে ভাবিয়া সে সময় সময় বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিত। কোন রোগী যদি কটু কথা বলিত, উজ্জ্বলা চুপ করিয়া হাসিত। বৃদ্ধা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও একটী অপরিষ্কার ঘটী ও একখণ্ড বংশ দণ্ডের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ঘটী ও বংশ দণ্ড খানি সর্ব্বদা পাশে পাশে রাখিত।

১৭। ভগবতী দাসী—বাড়ী পানিহাটী। বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। অনেক দিন হইতে পেটের অসুখে কষ্ট পাইতেছিল। আরোগ্য লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে।

১৮। একটী বৃদ্ধা—পীড়াবিশেষে আক্রান্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া কষ্ট পাইতেছিল। বাবু শশিভূষণ রায় চৌধুরীর সংবাদানুসারে একজন কার্য্যকারক ইহাকে লইয়া আসেন। দাসাশ্রমের নিয়মানুসারে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৯। লৈঙ্গ্‌রী—একটী খঞ্জ স্ত্রীলোক। আমাদের একজন কার্য্যকারক রাস্তা হইতে লইয়া আসেন। তাহার সন্তানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না বলিয়া সে চলিয়া গিয়াছে।

২০। বামা বৈষ্ণবী—বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। বাড়ী কাটোয়া। কলিকাতায় ঝিয়ের কাজ করিত। জ্বর, কাশী, ও শোথে কষ্ট পাইতেছিল। বাবু যোগীন্দ্র নাথ সরকার ইহাকে লইয়া আসেন। পীড়া কঠিন বলিয়া হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

২১। বৈদ্যনাথ—বাড়ী ময়মনসিংহ। জগন্নাথ দর্শনে শ্রীক্ষেত্র গিয়াছিল। পরে জ্বর ও কাশীতে আক্রান্ত হইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে পড়িয়াছিল। বাবু অশ্বিনী-কুমার সেন গুপ্ত এবং বাবু উমাপতি রায় ইহাকে লইয়া আসেন। কতক আরোগ্য লাভ করিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে।

২২। বরদা—রাস্তা হইতে তুলিয়া আনা হয়। বয়স প্রায় ১৩।১৪ বৎসর। কোন কুৎসিত পীড়া থাকায় হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

দানপ্রাপ্তি।

অর্থ ঃ—জনৈক হিন্দু মহিলা মার্চ্চ মাসের চাঁদা ১৲, দেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ১৲, বঙ্কবিহারী বসু ।০, Friends' Association, Hindu Hostel ॥০, বসন্তকুমার গুপ্ত ছয় মাসের চাঁদা, ১৲, বাক্সে প্রাপ্ত ।০, সন্তোষচন্দ্র বসু ।০, উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের

পত্নী ॥০, অখিলকুমার চক্রবর্ত্তী ৵০, রামকমল নিয়োগী ২৲, বলরাম দাস ॥০, তালেব সরকার ১৲, জরিপ সরকার ॥০, মধু মণ্ডল ১৲, গদাধর গোপ ॥০, শ্রীনাথ সাহা ।০, বিপিন দাস বৈরাগী ৵০, প্যারীমোহন বানার্জি ।০, মহেশচন্দ্র দাস ১৲, যাদব সাহা ও শ্রীনাথ পাল প্রভৃতি ২৲, মহিমচন্দ্র দত্ত ১৲, গোপীনাথ দত্ত ॥০, চুনীয়া পটলের প্রজাবৃন্দ মাঃ গুরুদাস নিয়োগী ৪৲, নিশিকান্ত রায় ।৵০, ডাঃ পি, সি, রায় ৫৲, নয়ান হালুই ।০, গৌরীনাথ রায় ।০, মেসের ছাত্রগণ ॥/১০, সুবর্ণপ্রভা বসু ২৲, গঙ্গাধর বানার্জি ১৲, ললিতকুমার বসু ৵০, রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর ৸০, চারুচন্দ্র বানার্জি ৵০, করুণাচন্দ্র সেন ৫৲, বালাখানা বান্ধব সমিতি ফেব্রুয়ারীর দরুণ ২৲, উমাপদ রায় ২৲, গজেন্দ্রমোহন সাহা ১৲, কালীপ্রসন্ন সেন চৌধুরী ৪৲, হীরালাল সাহা চৌধুরী ৫৲, উমানাথ রায় ৵০, জয়লক্ষী দাসী ॥০, ভারতচন্দ্র দেব পিতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৲, জনৈক ভদ্রমহিলা জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের চাঁদা ৪৲, গৌরীকান্ত রায় মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৲, G. C. Ghosh ৫৲, রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী ১৲, দুকড়ি ঘোষ মহাশয়ের পত্নী ॥০, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ২৲, জনৈক বন্ধু ১৲, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ॥০, শ্রীমতী সরলতা ঘোষ গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে ৫৲, শ্রীনাথ দাসের বাড়ীর মহিলাগণ ২৲, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ৪৲, গুণাভিরাম বড়ুয়া রোগীদের সোডা ও লিমনেডের জন্য ।০, কুসুমকুমারী ঘোষ ১৲, শ্রীমতী দিনমণি চৌধুরাণী জমিদার সন্তোষ ১০৲, কমলাভিরাম বড়ুয়ার জন্মদিন উপলক্ষে ১৲, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বিবাহ উপলক্ষে ১০৲, গোপালচন্দ্র চাটার্জি ১৲, বসন্তকুমার সেন ।০, অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৲, চন্দ্রমোহন সাহা ১৲, প্রাণকালী রায় ও দুর্গাচরণ দাস ১৲, খানখানাপুর স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবর্গ ২৲,বসন্তকুমার সাহা ॥০, রাধামোহন সাহা ॥০, রাধারমণ সাহা ॥০, উমাশঙ্কর মৈত্র হরিপুর ।০, গঙ্গাচরণ বানার্জি ৵০, অন্নদাপ্রসাদ কর ১৲, কালীচরণ বানার্জি ১৲, একটী ছাত্র ৲১০, গিরিশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১১৸০, শ্রীমতী শিবমোহিনী সিংহ ॥০, হেমেন্দ্রনাথ সিংহ ॥০, শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণী ১৲, আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৲, মহিমচন্দ্র পাঞ্জা ১৲, অমৃতলাল বিশ্বাস ১৲, উমাচরণ চৌধুরী ১৲, কৈলাসনাথ রায় চৌধুরী ১৲, প্রসন্নকুমার বসুর প্রজাবর্গ আলিসাকান্দা ১৲, বিন্নাকের পাঠশালার ছাত্রবর্গ মাঃ মাণিকচন্দ্র দাস ১৸০, শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য ১৲, কৃপানাথ সরকার ॥০, ফতেপুরের কৃষকবর্গ মাঃ গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী ৩৲, ভৈরবনাথ রায় ১৲, দামোদর রায় ১৲, ৺ ক্ষীরোদ সুন্দরী রায়ের স্বর্গ কামনায় মাঃ শ্রীমতী মনোরমা বসু ১৲, কুমারী সুব্রতা বসুর নামকরণ উপলক্ষে ১৲, বিপিনবিহারী রায় পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ২৲, টাঙ্গাইল বিন্ধ্যবাসিনী স্কুল ১ম শ্রেণী ।/০, ঐ ৪র্থ শ্রেণী ৸০, ঐ ৫ম শ্রেণী ।৵০, ঐ ৬ষ্ঠ শ্রেণী ॥০, ঐ ৭ম শ্রেণী ।৵০, ঐ ৮ম শ্রেণী ।৵০, টাঙ্গাইল মধ্য বঙ্গবিদ্যালয় ১।৵০, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার ডাক্তার গয়েরকাটা ১৲, কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী গয়েরকাটা চা বাগান ১৲, সারদাচরণ বানার্জি ১৲, শ্রীমতী মোক্ষদায়িণী দেবীর ফাল্গুন মাসের চাঁদা ১৲, অত্রিকুমার রায় বর্দ্ধমান ৵০, মেডিকেল কলেজের একটী ছাত্র ॥০, বালাখানা বান্ধব সমিতি মার্চ্চ মাসের বাবত ১৲, প্রমথ

নাথ দত্ত ২৲, গোপালচন্দ্র মিত্র ।০, যজ্ঞেশ্বর সেন ১৲, শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১৲, শ্যামসুন্দর নরেন্দ্র ১৲, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ মার্চ্চ মাসের বাবত ১৩৲, সন্তোষ জাহ্নবী স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ ৬॥৶০।

বস্ত্রাদি—হিন্দু হোষ্টেলের দুটী ছাত্র জামা ২। নিশিকান্ত বসু ঢাকা মোজা ৩ জোড়া। বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী ঢাকা ধুতি ১৮, জ্যাকেট ২, ছোট জামা ১, কোট ১, ছোট ফ্রক ১, কাপড়ের জুতা। ঢাকার ব্রাহ্ম ছাত্রনিবাস চাদর ১, চাপকান ১। অজানিত ব্যক্তি কাপড় ২, নূতন সাদা ধুতি ১। শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু ধুতি ১, জ্যাকেট ২। ব্রাহ্মছাত্রনিবাস মোজা ২ জোড়া, জ্যাকেট ১, ধুতি ১। অপরিচিত ব্যক্তি জ্যাকেট ২, ধুতি ৪, নূতন মশারী ১। ব্রাহ্মবালক বোর্ডিং ছেঁড়া মোজা ১৪ জোড়া, কফটার ১, গামছা ১, জামা ৫, ধুতি ৪, বালিসের ওয়াড় ৩, লেপের ওয়াড় ১, গেঞ্জিফ্রক ১, ন্যাকড়া ১ টুকরা। বাবু অন্নদাচরণ সেন, ২ খানা বড় মধ্যপ্রেস ডায়িরী। স্নেহলতা রচয়িত্রী "প্রেমলতা" ১০০ খানা। প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় কম্বল ১।

দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

চেরাপুঞ্জী। জ্বর ১৫, স্ত্রীরোগ ৩, দদ্রু ১, শর্দ্দি ২, শ্বেতপ্রদর ২, আমাশয় ৩, শোথ ১, অজীর্ণ ১, কাশি ৪, শিরঃপীড়া ৫, বাত ৩, ক্ষত ২, শূল বেদনা ৩, উদরাধ্মান ১, কৃমি ৭, উদরাময় ৫, গণ্ডমালা ১, স্নায়ুশূল ৫, চক্ষু প্রদাহ ১, আঘাত ২, পেটবেদনা ১, হাঁপানী ২, অন্যান্য পীড়া ২, মোট ৮৩। পুরুষ ৫৪, স্ত্রী ২৯। আরোগ্য ৩৬, চিকিৎসাধীন ২৬, ত্যাগ ১, ফল অজ্ঞাত ২০। এই মাসে পূর্ব্ব মাস হইতে ৩২ জন রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে।

কোঁড়ামারা। জ্বর ৩২, ওলাউঠা ১৭, আমাশয় ৯, চক্ষুরোগ ২, হিক্কা ১, অন্যান্য পীড়া ৭। মোট ৬৮ জন। পুরুষ ৪২, স্ত্রী ২৬ জন।

সূর্পানগর। ১ জন, পেটের অসুখ। আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ফল সন্তোষ জনক নহে।

নলধা, জালালপুর ও নওগাঁর রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই

খুলনা জেলার অন্তর্গত কাড়াপাড়ায় ওলাউঠার বিশেষরূপ প্রাদুর্ভাব হওয়ায় শান্তি সম্প্রদায়ের কয়েক জন বন্ধু আমাদের নিকট হইতে কিছু ঔষধ লইয়া চিকিৎসার্থ তথায় গমন করিয়াছেন।

দাসাশ্রমের আয় ব্যয়।

আয়। দান প্রাপ্তি ১৮৯/৫, পূর্ব্ব মাসের জের ॥৵১৭॥, অন্যান্য তহবিল হইতে হাওলাৎ ১॥০, দাসী হইতে সাহায্য ১২/১০, পর্দ্দার মূল্য আদায় ১৲, মুষ্টিভিক্ষার চাউল ৸০, উদ্বৃত্ত জমা ॥৶০, কুড়াইয়া পাওয়া ৫, পুস্তক বিক্রয় ৵, বৈকুণ্ঠনাথ দাসের ঋণ শোধ ৩৸০, মোট আয় ২০৯॥৵১৭॥ মাত্র।

ব্যয়। অগ্রিম বাড়ী ভাড়া ৸০, বাড়ী পরিষ্কার করা ৸০, মুটে ॥/১৫, রোগীর গাড়ী ও ট্রাম ভাড়া ৩৵৫, সংসার খরচ ৮৭৷৷৵২৷৷ ডাকমাশুল ১৷৷৫, চুণ সুরকী ৷৷১৫, ধোপা ৮৷০; অধর বাবুকে ঋণ ৷০, আদায়কারী ১৬৷৷৵১০, ঋণ শোধ ৪৲, পর্দ্দা ১৷, আলোর সরঞ্জাম ১৵০, শ্লেট পেনসিল ৵০, ঘণ্টা ১৵১০, মৃগাঙ্ক বাবুকে ঋণ ৵১০, রাঁধুণী ১২৲,ঔষধ ৬৵১০, ঘড়ি ২৷৷০,নাপিত ৷৷১০,পায়খানা মেরামত ৷০, ডিস্পেন্সারী ১৲, দুধ ৮৸৵১০,' পাখা ৷০, লেমনেড ৷০, ছাপাই খরচ ৫৷৷১০, দাহ খরচ ৪৷৵০, রামানন্দ বাবুর জিম্মা ১৩৲, ক্ষুদ্র খরচ ৸/৫, মেথর ৩৸/০, কর্ম্মচারীর বেতন ১৪৲, মোট ব্যয় ২০১৸৵১৭৷৷ মাত্র।

মোট আয় ২০৯৷৷৵১৭৷৷ মোট ব্যয় ২০১৸৵১৭৷৷ হস্তেস্থিত ৭৷৷৵০আনা মাত্র।

হিসাবে গত দুই মাসের বাটিভাড়ার কোন উল্লেখ নাই। কারণ উহা ঋণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখনও জমা খরচ হয় নাই।

ভ্রমসংশোধন।

বিগত বারে ভ্রম ক্রমে বাবু পদ্মিনী মোহন নিয়োগীর চৈত্র মাসের চাঁদা বাবত ৵০ আনা প্রাপ্তি স্বীকার করা হয় নাই।

"দাসী"র নিয়মাবলী।

১। দাসীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাশুল এক টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। "দাসী" কার্য্যালয়ে কিম্বা কোন এজেণ্টের নিকট "দাসী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসীদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রত্যেক লাইন ৵০ আনা। অপরাপর নিয়ম "দাসী" কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

১১৪ অপার সার্কুলার রোড
"দাসী" কার্য্যালয়
কলিকাতা।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস
কার্য্যাধ্যক্ষ

May '94 S. Khuka 17

দাসী

অহল্যা-বাই।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অহল্যা বাইয়ের প্রবর্ত্তিত নিয়ম এবং বিধিসমূহের উপর সাধারণের এরূপ শ্রদ্ধা ছিল যে, রাজ্য সম্বন্ধে কখনও কোন নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার সময় তাহা অহল্যার প্রবর্ত্তিত নিয়মের বিরোধী কিনা, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করা হইত। রামচন্দ্রের রাজত্বকালের ন্যায় তাঁহারও রাজত্বকাল যেন আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী ভূপালগণের মধ্যে কেহ প্রজারঞ্জন করিতে চাহিলে তিনি অহল্যার প্রদর্শিত পথেরই অনুসরণ করিতেন। কোন অভিনব রাজবিধি প্রবর্ত্তনের সময় প্রবর্ত্তক যদি দেখাইতে পারিতেন যে, তাঁহা অহল্যার অনুমোদিত, তাহা হইলে লোকে বুঝিত যে তাহা ধর্ম্মসঙ্গত এবং কেহ কখনও তাহার সম্বন্ধে একটীও বিরুদ্ধ বাক্য বলিতে সাহস করিত না।

বিংশতি বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই অহল্যার পতিবিয়োগ হয়। সুতরাং সাংসারিক সুখ তাঁহার জীবনে অতি অল্পই ঘটিয়াছিল। ইহার উপর পুত্র, জামাতা, দৌহিত্র ইত্যাদির মৃত্যুতে তিনি একবারে শোকে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। সাংসারিক কোনরূপ সুখভোগ যে আর তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না, ইহা তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন। এরূপ

অবস্থায় সংসারের প্রতি বিরক্তি হওয়াই স্বাভাবিক। অন্য অনেক নরপতি এরূপ অবস্থায় মন্ত্রিগণের উপর রাজকার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু অহল্যার কর্ত্তব্য জ্ঞান এরূপ কঠোর ছিল এবং প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য তাঁহার এরূপ আন্তরিক অনুরাগ ছিল যে, তিনি কিছুতেই সেরূপ বৈরাগ্য অবলম্বন কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। বিষয়ের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও আসক্তি ছিল না, অথচ তিনি এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাজ্যসংক্রান্ত প্রত্যেক বিষয়ের অনুসন্ধান লইতেন যে, ঘোর বিষয়ী ব্যক্তিও সেরূপ পারেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার সময় হুলকার রাজ্য যেরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, আর কখনও সেরূপ হয় নাই। তাঁহার প্রজাগণ এখনও যে তাঁহার নাম উচ্চারণমাত্র বিগলিত হয় এবং লোকে এখনও যে তাঁহাকে দেবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার কারণ যথেষ্টই বর্ত্তমান আছে।

রাণী অহল্যার দেবভক্তি এবং জীবানুরাগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে; তাঁহার প্রকৃতিতে আরও এমন একটী অসাধারণ গুণ ছিল, যে পৃথিবীর অতি অল্প রাজা ও রাজ্ঞীতে তাহা লক্ষিত হয়। তোষামোদ ও চাটুবাদের তিনি অস্পৃষ্ট ছিলেন। যাঁহারা ধন ও প্রভুত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তোষামোদ তাঁহাদিগের নিকট প্রয়োজনীয় অন্ন জলেরই ন্যায় বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা সেরূপ অবস্থাতেও চাটুবাদের অস্পৃষ্ট, তাঁহাদিগের প্রকৃতি দেবতুল্য। অহল্যার পক্ষে বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে তিনি তোষামোদের বশবর্ত্তিনী ছিলেন না। একবার কোন ব্রাহ্মণ অহল্যার অনুগ্রহ ভাজন হইবার প্রত্যাশায় তাঁহার গৌরববাণী-পূর্ণ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের অভ্যাসানুসারে তিনি তাহাতে অহল্যার অতিরিক্ত প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। অহল্যা যথাসাধ্য

ধৈর্য্যের সহিত গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন এবং তাহার পর ব্রাহ্মণকে বিনীত বচনে বলিলেন, "আমি অতি পাপীয়সী রমণী, আমার সম্বন্ধে এই অতিরিক্ত প্রশংসা কেন?" অহল্যা সমীপস্থ একজন ভৃত্যকে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পুস্তকখানি লইয়া নর্ম্মদার জলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন এবং তোষামোদকারী ব্রাহ্মণের আর কোন সংবাদই লইলেন না। প্রশংসার আকর্ষণ এমনই সুমধুর যে প্রশংসাকারীর বাক্য অসঙ্গত বলিয়া বুঝিলেও তাহার প্রতি আমাদিগের অনুকম্পা হয় এবং তাহার অভিলাষ অপূর্ণ রাখিতে ক্লেশ বোধ হয়। কিন্তু অহল্যা এই ঘটনা উপলক্ষে যে দৃঢ়তা এবং আত্মসংযম প্রদর্শন করিয়াছিলেন পৃথিবীর অতি অল্প মনুষ্যেই তাহা দেখাইতে পারেন। সারজন ম্যালকম সেই জন্য যথার্থই বলিয়াছেন যে অহল্যার ন্যায় চরিত্র পৃথিবীর ইতিহাসে অতীব বিরল।

আধুনিক শিক্ষা এবং আদর্শ অনুসারে বিবেচনা করিয়া অহল্যার দোষগুণ আলোচনা করিতে আমাদিগের ইচ্ছা নাই। সে আদর্শ অনুসারে বিবেচনা করিলে, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, সক্রেটিশ, বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের ন্যায় মহাপুরুষকেও কেহ কেহ কুসংস্কারান্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন। অহল্যা যে জ্ঞান এবং যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি কার্য্য করিতেন কিনা এবং আত্ম-জীবন তদনুসারে ভগবানের ও নরনারীর সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন কিনা, তাহাই আমাদিগের বিবেচনার বিষয়। খ্রীষ্ট কেন চৈতন্যের ন্যায় কার্য্য করেন নাই, সীতা বা সাবিত্রী কেন কুমারী নাইটিঙ্গেলের ন্যায় পরোপকার ব্রতে নিয়োজিত হন নাই, একথা বলাও যেমন সঙ্গত, রাণী অহল্যা আধুনিক কোন ব্রহ্মবাদিনীর ন্যায় কোন কার্য্য করেন নাই, সে কথা বলাও তেমনই যুক্তিযুক্ত।

বিধাতার দানের যে তিনি অপব্যবহার করেন নাই, ইহাই তাঁহার প্রধান গুণ এবং তাঁহার স্রষ্টা তদনুসারেই তাঁহার কার্য্যের বিচার করিবেন। পৃথিবীতে বুদ্ধি, ক্ষমতা এবং প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা অনেক রাজ্ঞী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু চরিত্রের পবিত্রতা, ভগবদ্ভক্তি, নিস্বার্থতা, সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পা, বিনয় প্রভৃতি সমস্ত গুণ লইয়া বিবেচনা করিলে তাঁহার ন্যায় রাজ্ঞী পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন বলিতে হইবে। নারীজনোচিত কোমলতার সঙ্গে পুরুষোচিত সেরূপ আত্মসংযম এবং দৃঢ়তা অতি অল্প ঐতিহাসিক রমণীতে লক্ষিত হয়। রাজসংসারের বিলাসের মধ্যে প্রতিপালিত করিয়াও বিধাতা তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগিনী করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্ঞী হইয়াও তিনি তপস্বিনী ছিলেন। সহস্র সহস্র নরনারীর সুখ দুঃখের গুরুভার তাঁহার হস্তে অর্পিত ছিল। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় এই যে আত্মসুখের জন্য তিনি কখনও কাহাকেও অসুখী করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলি যে, যাবতীয় পৌরানিক রমণীগণের চরিত্র যে কেবল কবিকল্পনা নয়, অহল্যার ন্যায় ঐতিহাসিক রমণীই তাহার প্রমাণ। ভারতবর্ষ অনেক মনস্বিনী রমণীর জন্মভূমি; তাঁহাদিগের সকলের নামের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া অহল্যার নামও এদেশে চিরস্মরণীয় হইবে।

সম্পূর্ণ।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বৈদ্যনাথ দেওঘর।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

নিউজীল্যাণ্ডে নারীগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা।

ইংলণ্ডের বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে কোথাও নারীগণের পুরুষের সমান রাজনৈতিক ক্ষমতা নাই। কেবল নিউজীল্যাণ্ড নামক উপনিবেশে নারীগণ পুরুষদিগের মত ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার পাইয়াছেন। সম্প্রতি এই নূতন নিয়ম অনুসারে তত্রস্থ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। নারীগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ায় দুইটি ফল হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ প্রার্থী কোন ব্যক্তির চরিত্র ভাল না হইলে কার্য্যদক্ষতা বা ধনশালিতা সত্ত্বেও নারীগণ তাঁহার সপক্ষে মত দেন নাই। তাঁহারা এরূপ ভাবে মত দিয়াছেন যে তদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে তাঁহারা কোন দুশ্চরিত্র লোককে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে দিবেন না। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা কেবল সেই সকল সভ্যপদপ্রার্থীরই সপক্ষে মত দিয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্ব প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহারের বিরোধী। সুতরাং বর্ত্তমানে নিউজীল্যাণ্ডে মাদকবিরোধী দল খুব প্রবল হইয়াছে।

ইংরাজ নাবিকগণের হিত চেষ্টা। ইংরাজ জাতি এক একটি জনহিতকর কার্য্যে যেরূপ অর্থ ব্যয় করেন, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। ইংলণ্ডের যত প্রটেষ্টাণ্ট নাবিক আছে, কেবল তাহাদের সাহায্যার্থেই সাতটি বৃহৎ সভা আছে। এই সাতটি সভা বৎসরে ১,২২,২০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় কুড়ি লক্ষ সাতাত্তর হাজার চারি শত টাকা ব্যয় করেন।

নূতন ধর্ম্মযুদ্ধ। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে "পৃথিবীর নারীগণের খৃষ্টীয় মাদক বিরোধী সভা" নাম্নী একটি সভা আছে। কুমারী

উইলার্ড ইহার সভাপতি। ইহার সভ্য সংখ্যা বহু লক্ষ। এই সভা পৃথিবীর সকল রাজা এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট মদ, আফিং ও সৈন্যগণের জন্য বেশ্যাপোষণের বিরুদ্ধে এক দরখাস্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। এই দরখাস্ত নানা ভাষায় অনুবাদ করিয়া বিভিন্ন দেশবাসিনী মহিলাগণ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছে। স্বাক্ষরের সংখ্যা বিশ লক্ষেরও অধিক হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক সমিতিও ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন; তাঁহাদের সভ্য সংখ্যাও ১০ লক্ষের অধিক। লেডী হেনরী সমারসেটকে বিলাতে মাদকনিবারণী সভা সকলের নেত্রী বলা যাইতে পারে। কুমারী উইলার্ড এবং লেডী হেনরী সমারসেট একটি জাহাজ ভাড়া করিয়া একদল মাদকবিরোধী লোক লইয়া আগামী অক্টোবর মাসে পৃথিবীর সমুদয় দেশ পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিবেন। তাঁহারা সকল দেশেই দরখাস্তটি দিবেন এবং মাদক এবং সৈন্যগণের জন্য বেশ্যাপোষণের বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি করিবেন। আগামী ডিসেম্বর মাসে যখন মান্দ্রাজে কংগ্রেস বসিবে, তখন তাঁহারা তথায় পৌঁছিবেন। নবযুগের এই নূতন ধর্ম্মযুদ্ধ হৃদয়ে নূতন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করে। নারী সামাজিক পবিত্র-জীবনের জন্য সংগ্রাম করিলে সংসারে পাপের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়।

বার্ণার্ডো সাহেব কি করিয়াছেন। আমরা গত বৎসর "দাসী"তে অসহায় বালক বালিকাগণের জন্য বার্ণার্ডো সাহেবের আশ্রম গুলির বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। তিনি গত ২৭ বৎসরে সাধারণের নিকট প্রায় ১৫ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। এই টাকা তিনি নিম্নলিখিতরূপে ব্যয় করিয়াছেন। তিনি ২১,৫৬৯ টি অসহায় শিশুকে উদ্ধার করিয়া এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী কার্য্যে নিযুক্ত

করিয়া দিয়াছেন; তিনি ৬০৮৭১ টি দরিদ্র বালকবালিকাকে অবৈতনিক স্কুলে শিক্ষা দিয়াছেন, এবং আংশিকরূপে তাহাদের আহার ও পরিচ্ছদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন; তিনি ৫৭৩৭ জনকে বিদেশে গিয়া বাস করিবার জন্য জাহাজ ভাড়া, উপযুক্ত পরিমাণ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের টাকা প্রভৃতি দিয়াছেন; তিনি চারিটি ধর্ম্মশালা খুলিয়া তাহাতে ১০০৩০১ আশ্রয়হীন শিশু ও রমণীকে আশ্রয় দিয়াছেন এবং ৪৪২৭৬৬ জনকে খাইতে দিয়াছেন; তিনি চারিটি শ্রামিক দল (Industrial Brigades) গঠন করিয়া ৪৮৯৩ জন বালককে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জনে সক্ষম করিয়াছেন; তিনি ২৩২০ টি রুগ্ন বালক বালিকাকে তাঁহার সমুদ্র তীরবর্ত্তী আশ্রম সকলে প্রেরণ করিয়াছেন; এবং শীতকালে উপার্জ্জনের উপায়বিহীন শ্রমজীবিগণের সন্তানদিগকে ১১৮৯২৬টি খানা দিয়াছেন। তিনি ছয়টি প্রচার গৃহ স্থাপন করিয়াছেন; উহার উপস্থিতির সংখ্যা ১ কোটি হইয়াছে। তিনি কফি পানের জন্য দুইটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ৫০ লক্ষ লোকের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন; তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যের এই বিভাগ হইতে হাজার'হাজার দরিদ্র রুগ্ন ব্যক্তি সাহায্য পাইতেছে। তাঁহার কার্য্য প্রতি বৎসরই বাড়িয়া চলিয়াছে। গত বৎসর তিনি ৮৯৪৭ জন অসহায় বালক বালিকার সাহায্য করেন এবং ৬৯৪৯ জনকে তাঁহার আশ্রম গুলিতে রাখিয়া ভরণ পোষণ ও-শিক্ষা দান করিয়াছেন।

আফগানিস্তানের আমীর। আফগানিস্তানের আমীরের ভূত পূর্ব্ব পারিবারিক ডাক্তার জন এঃ গ্রে সাহেব এসিয়াটিক কোয়ার্টারলি রিভিউয়ে তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা হইতে আমীরের বিষয়ে অনেক কথা জানা যায়। আমীরের প্রভুত্ব অসীম।

তাঁহার রাজ্যে কোন সংবাদ পত্র নাই। তিনি ধর্ম্মযাজকগণের ক্ষমতাও খুব কমাইয়া দিয়াছেন। তিনি বেশ সুশিক্ষিত। বিজ্ঞান, শিল্প এবং সাধারণতঃ সকল বিষয়ে তাঁহার প্রভূত জ্ঞান আছে। পুস্তক পাঠ, জ্ঞানীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা প্রভৃতি উপায়ে তিনি জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার প্রজাগণ অতি সহজেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করে। বাতরোগে যখন কষ্ট পান, তখনও তিনি ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার দরিদ্রতম প্রজার দরখাস্ত শ্রবণ করেন, ও সত্বর ন্যায় বিচার করেন। আমীরের রাজ্যে মফঃস্বলেও ডাকাইতি ও খুন বিরল হইয়া পড়িয়াছে, সহরে খুন ও চুরি প্রায় ঘটে না। ইংরাজেরা প্রায়ই ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশ হইতে কাবুল যান; তাহাদিগকে কেহ বিরক্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করে না। আমীর মনে করেন যে প্রজাগণের অবস্থার উন্নতিসাধন রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। আমীর যে প্রকারে প্রজাগণের সাহায্য করেন, অন্য কোনও রাজা তাহা করেন কিনা সন্দেহ। যদি কোন কাবুলী কোন কারবার খুলিতে ইচ্ছা করেন, অথচ টাকার অভাবে কারবারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, তবে তিনি আমীরের নিকট দরখাস্ত করিলেই যথেষ্ট মূলধন প্রাপ্ত হন। আমীর বহু বৎসরের জন্য এই টাকা ঋণ দেন, কিন্তু কোন সুদ গ্রহণ করেন না। আমীর কাবুলে যে সকল কারখানা স্থাপন করিয়াছেন, তৎসমুদয় লাভজনক নহে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রজাবর্গের শিক্ষা হয়। এই সকল কারখানাতে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়। এই সকল জিনিস আমীর অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে রুসিয়া বা ভারতবর্ষে ক্রয় করিতে পারেন, কিন্তু তিনি প্রজাবর্গকে নানাবিধ শিল্প কার্য্য শিখাইবার জন্য অধিক ব্যয় করিতে কাতর নহেন। কাবুলে এখন বিলাতী সকল জিনিসই খুব "ফ্যাসনেব্‌ল্", (fashionable) খুব সমাদৃত—বিলাতী পোষাক

পর্য্যন্ত গায়ে ঠিক্ মানায় (fit করে) তাঁহার প্রজাবর্গকে এরূপ পোষাক প্রস্তুত করিতে শিখাইবার জন্য আমীর একজন ইংরাজ দরজী আনাইয়াছিলেন। এখন কাবুলী দরজীরা ইংরাজের ন্যায় আঁটা সাঁটা পোষাক করিতে শিখিয়াছে। আমীর কারখানায় বা অন্যত্র নূতন বা উৎকৃষ্ট কোন দ্রব্যের জন্য মূল্যবান্ পুরস্কার দিয়া থাকেন। ইহা দ্বারাই বুঝা যায় যে তিনি প্রজাবর্গকে জ্ঞানে ও সভ্যতায় উন্নত করিতে কিরূপ প্রয়াসী।

চিনি ও সৌন্দর্য্য। গ্র্যাণ্ট আলেন সাহেবের নাম বিজ্ঞান জগতে সুপরিচিত। তিনি কর্ণহিল ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া শর্করা ও সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, প্রাণিজগতে যেখানেই সৌন্দর্য্যের ঘটা, সাজ সজ্জার ছড়াছড়ি দেখিতে পাইবে—যেমন প্রজাপতি, গুঞ্জনকারী পক্ষী (humming bird), শুকপক্ষী প্রভৃতিতে—সেখানেই দেখিবে তজ্জাতীয় প্রাণিবর্গ "পাক্কা" চিনি খোর। সৃষ্ট জগতের সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্যানুরাগ ও শর্করাসক্তির সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। শকুনি, চীল, নেকড়ে বাঘ প্রভৃতি সুন্দরও নয়, তাহারা চিনি কিম্বা যাহাতে চিনি আছে এরূপ দ্রব্যও খাইতে ভাল বাসে না।

চরিত্র এবং মুখের ভাব ও আকৃতি। ডাক্তার লুইস রবিনসন ব্লাকউড্‌স্ ম্যাগাজিনে চরিত্র কি প্রকারে মুখের আকৃতি ও ভাব পরিবর্ত্তিত করে, তদ্বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, যখনই কোন ব্যক্তির চিন্তা বা ভাবের স্রোত কোন দিকে প্রবাহিত হয়, তখনই মস্তিষ্ক হইতে লুক্কায়িত মানসিক ভাবব্যঞ্জক মাংসপেশী সকলের মধ্যে স্নায়বিক শক্তি সঞ্চারিত হয়। তৎকালে হয়ত অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী বা তীক্ষ্ণদৃষ্টিশালী ব্যক্তিগণও উক্ত ব্যক্তির মুখের আকৃতি বা ভাবে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন, কিম্বা মুখের

অংশ বিশেষের কোন প্রকার গতি বা কম্পন লক্ষ্য করিতে পারিবেন না; উক্ত ব্যক্তি নিজেও হয়ত এই ব্যাপারের লেশমাত্রও না জানিতে পারেন। তথাপি কালক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উত্তেজিত মাংসপেশী সকল অপর মাংসপেশী অপেক্ষা পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং মুখমণ্ডলে চরিত্রানুযায়ী এক স্থায়ীভাব দাঁড়াইয়া যায়। স্বপ্নে অতিশয় ক্ষণিকভাব সমূহও মুখের মাংসপেশীর পরিবর্ত্তন সাধন করে। গুপ্ত পাপ চিন্তাও মুখের বিকৃতি উৎপাদন করে—পাপ যেন মুখের উপর ছাপ মারিয়া দেয়। পরমেশ্বরের কেমন চমৎকার বিধান!

মাতা ও গর্ভস্থ শিশু। এরেনা নামক মার্কিণ মাসিকপত্রে ডাক্তার এস্, বি, ইলিয়ট একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, মাতা এবং গর্ভস্থ শিশুর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। মাতার প্রত্যেক অঙ্গ এবং শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়ার সহিত শিশুরও তত্তৎ অঙ্গ এবং ক্রিয়া অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। গর্ভে শিশু বর্দ্ধনশীল অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় যদি মাতার কোন অঙ্গ কিম্বা শারীরিক বা মানসিক শক্তি বিশেষভাবে উত্তেজিত হয় বা ক্রিয়াশীল থাকে, তবে শিশুরও শরীর এবং মনও তদনুরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই তত্ত্বটি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জানিতেন। সসত্ত্বাবস্থায় মাতা যাহাতে সাত্ত্বিকভাবে কালযাপন করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহার ক্রোধাদি কোনও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত না হয়, প্রত্যেক পরিবারেই এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

মফঃস্বলের স্বাস্থ্য। বঙ্গদেশের বৃহত্তম নগর ব্যতীত অপরাপর নগরের এবং গ্রাম সমূহের স্বাস্থ্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বড় ক্লেশ হয়। হিন্দুশাস্ত্রের অনেক বিধি স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় স্বরূপ ছিল। এখন আর শাস্ত্রের বিধি সম্মানিত ও প্রতিপালিত হয় না। অথচ জনসাধারণে এখনও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক নিয়ম সকলও জ্ঞাত হইয়া পালন করিতে শিখে নাই। এরূপ অবস্থায়

দেশে যে বৎসরের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পীড়া বিরাজ করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

বর্ত্তমান সময়ে পুষ্করিণী খনন আর পুণ্যকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারও হয় না; সুতরাং গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া যায়; কোন কোন পুষ্করিণীতে অল্প যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা জল অপেক্ষা দুর্গন্ধময় তরল কর্দ্দম নামে অভিহিত হইবারই যোগ্য। পঙ্কোদ্ধার না হওয়ায় বৃক্ষের গলিত পত্রাদি এবং জলজ উদ্ভিদাদি পচিয়া জলকে অব্যবহার্য্য করে, এই অবস্থায় কিরূপে দেশের লোকের শরীর নীরোগ থাকিতে পারে? পুকুরের জল নষ্ট হইবার আরও অনেকগুলি কারণ আছে। বাসন ধুইয়া যত উচ্ছিষ্ট আবর্জ্জনাদি অনেক স্থলে পুকুরেই ফেলা হয়। পুকুরের পাড়ে মলমূত্রাদি ত্যাগ এবং উহার জলে শৌচাদি করা একটা প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে; এবং—লিখিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে শিষ্টাচার অতিক্রম করিয়াও লিখিতে হইতেছে—অনেক স্থলে বঙ্গমহিলাগণ কেবল পুষ্করিণীর সলিলেই মূত্রত্যাগ করেন। যে পুকুরের জলে স্নান করা হয়, তাহার জল পান ও রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়, কিন্তু অনেক গ্রামে একাধিক পুষ্করিণী নাই। যেখানে আছে, সেখানেও ভিন্ন ভিন্ন পুষ্করিণী ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট নাই।

পল্লীগ্রাম সমূহে জল নির্গমনের কোন উৎকৃষ্ট উপায় নাই। তদ্ভিন্ন আলস্যবশতঃ এবং চাষের সুবিধার জন্য গোময়াদি গৃহের নিকটেই সঞ্চিত থাকে। ইহাতে স্বাস্থের প্রভূত অনিষ্ট হয়। নিম্ন বঙ্গের মৃত্তিকা সরস বলিয়া অনেক আগাছা জন্মে। তাহাতে গ্রাম এবং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী মাঠে বাতাস খেলিতে পায় না। মাটিও শুকাইতে না পাওয়ায় ম্যালেরিয়া জন্মে। বঙ্গের প্রত্যেক পাঠশালায় স্বাস্থ্য-

রক্ষা বিষয়ক পুস্তক পঠিত হইলে কি হয়? যতদিন আমরা পুস্তক-লব্ধ জ্ঞান ও জীবনে সামঞ্জস্য বিধান করিতে যত্নশীল না হইব, ততদিন আমাদের কোন উন্নতি হইবে না। পুস্তকে যাহা পড়িয়া ভাল বোধ হয়, কাজে তাহা না করিলে পুস্তক পাঠ পণ্ডশ্রম মাত্র।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন।

বিলাতী ও দেশী খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের রুচি এবং শ্লীলতা সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ আছে। বিলাতী কাগজে অশ্লীল বিজ্ঞাপন দেখা যায় না। কিন্তু বাঙ্গালা প্রধান প্রধান কাগজও অশ্লীল বিজ্ঞাপনে পূর্ণ। এই সকল বিজ্ঞাপনে এরূপ কদর্য্য রোগের নাম আছে, যে তৎসমুদয় সমবয়স্ক লোকের নিকটও উচ্চারণ করিতে লজ্জা হয়; এরূপ অনেক কথা আছে, যাহা কেবল চিকিৎসা ও শরীর-তত্ত্ববিষয়ক পুস্তকেই আবদ্ধ থাকা উচিত। এই সকল জঘন্য রোগের উৎপত্তির কারণ, তাহাদের লক্ষণ এবং তজ্জনিত যন্ত্রণাদিও বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত থাকে। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকারের অশ্লীল বিজ্ঞাপন আছে। তাহাতে এরূপ ঔষধের নাম আছে, যাহা দ্বারা দুর্নীতি এবং অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবন বিশেষ ভাবে প্রশ্রয় পায়।

কোন দেশের খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিলেই তদ্দেশের লোকের অভাব, নীতি, দ্রব্য বিশেষের প্রতি আসক্তি প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশের খবরের কাগজে কুৎসিত রোগের ঔষধের বিজ্ঞাপন যত অধিক, এমন আর কোন দ্রব্যেরই নয়। ইহাতেই বুঝা যায় যে, এই সকল রোগের প্রাদুর্ভাব কত বেশী।

সুতরাং বঙ্গদেশ যে পাপে ডুবিতেছে, তাহার অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। এই সকল বিজ্ঞাপন যেমন একদিকে পাপের পরিচায়ক, অপরদিকে তেমনই পাপের প্রশ্রয়দাতা এবং জনক। লোকে পাপ করিয়া কুৎসিৎ রোগাক্রান্ত হয়। লজ্জায় চিকিৎসকের নিকট যাইতে পারে না। সুতরাং এই সকল বিজ্ঞাপন দেখিয়া যা তা ঔষধ কিনিয়া আরোগ্য লাভের আশা করে। অনেক সময় তাহাদের শরীর চিরকালের মত ভাঙ্গিয়া যায়। যে সকল লোক পূর্ব্বে পবিত্রচেতা ছিল, তাহারাও এই সকল বিজ্ঞাপন পড়িয়া হৃদয়ে অপবিত্র চিন্তা পোষণ করিতে শিখে। অপবিত্র চিন্তা হইতে অপবিত্র কার্য্যের উৎপত্তি হয়।

আমাদের দেশে পিতামাতা সন্তানদের হাতে কিরূপ পুস্তক বা কাগজ পত্র পড়ে তদ্বিষয়ে বড় একটা খবর লন না। ইহাতে এই ফল হয় যে সুকোমলমতি শিশুগণের শুভ্রহৃদয় অপবিত্র ভাবে কলঙ্কিত হয়। একে ত আমাদের দেশে অশ্লীল কথার জ্বালায় রাস্তা চলা ভার। গাড়োয়ান মহাশয়েরা গরুকে পর্য্যন্ত অকথ্য ভাষায় গালি দেন, আর তাই সকলে নির্ব্বিকার চিত্তে শ্রবণ করেন। ঝগড়া হইলেই উভয় পক্ষের মুখ অশ্লীলতা বর্ষণ করে। উপহাস করিতে হইলেই দেশস্থ প্রবীণ ভদ্রলোকেরাও অতি অশ্লীল নারকীয় ভাব এবং জঘন্য সম্পর্ক আরোপ করিয়া উপহাস করেন। এই প্রকারে কাণের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া অবিরত অপবিত্র ভাব আত্মাকে কলুষিত করে। ইহার উপর আবার খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনগুলি চক্ষুর দ্বার দিয়া আত্মার উপর পাপের কালিমা বিস্তার করে। কেহ যদি আমাদের কথা অতিরঞ্জিত মনে করেন, তাঁহাকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা যে কোন সাপ্তাহিক পত্রিকা লইয়া বিজ্ঞাপনগুলি নিজ পরিবারের মধ্যে পাঠ করুন। দেখিবেন পাঠ

করা অসাধ্য। যদি কোন বালক বা বালিকা বিজ্ঞাপনের কোন একটা অশ্লীল কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে কি হয় বলুন দেখি? রাজনৈতিক যতগুলি বাঙ্গালা কাগজ আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে—এবং বোধ হয় তদ্রূপ সমুদয় কাগজই আমরা পাইয়া থাকি—সকল গুলিতেই অশ্লীল বিজ্ঞাপন আছে। কোন একখানি কাগজে বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলীর মধ্যে অশ্লীল বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না বলিয়া লেখা আছে, অথচ তাহাতেও অশ্লীল বিজ্ঞাপন আছে। কি পরিতাপের বিষয়!

খবরের কাগজওয়ালারা দেশের নেতা বলিয়া ভাণ করেন, দেশের সমুদয় দুর্নীতি ও কুরীতি দূর করিতে বদ্ধপরিকর বলিয়া আত্ম পরিচয় দেন, অথচ তাঁহারা এরূপ বিসদৃশ ব্যবহার কেন করেন? ইহার উত্তরে মোহমুদ্গরের একটি পংক্তি মনে পড়ে—"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং।" অর্থ-লোভেই এই অনর্থ ঘটাইয়াছে। সংবাদ পত্রের সত্বাধিকারীরা অশ্লীল বিজ্ঞাপনদাতাগণের নিকট অনেক টাকা পান। তাঁহারা অশ্লীলতার নিকট ঘুস খাইয়াছেন; এই পাপার্জ্জিত অর্থের দাস হইয়াছেন; এখন কোন্ বলে কোন্ সাহসে তাঁহারা অশ্লীলতার বিরুদ্ধে লেখনী চালন করিবেন? আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা অর্থের মায়া কাটাইয়া দেশের প্রতি, নিজ পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করুন। আমরা আমাদের পাঠক-বর্গকেও অনুরোধ করি, তাঁহারাও প্রতিজ্ঞা করুন, যে কোন কাগজে অশ্লীল বিজ্ঞাপন থাকিবে, তাঁহারা তাহা পাঠ করিবেন না—গৃহে আনিবেন না—সম্পাদকগণকে এই কথা লিখিয়া, কোন্ কোন্ বিজ্ঞাপনটি অশ্লীল তাহার উল্লেখ করিয়া কাগজ ছাড়িয়া দিবেন;—তাঁহারা অল্পসংখ্যক হইলেও নিজ কর্ত্তব্য পালন করুন, ফলাফল ভগবানের হাতে।

সহরে ও মফঃস্বলে আর এক প্রকারে অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছে। নানাপ্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের পঞ্জিকা সমূহ আজ ডাকযোগে বঙ্গের গৃহে গৃহে আসিয়া পৌছিতেছে। ইহাতে কুৎসিৎ রোগের ঔষধ এবং কুরুচিপূর্ণ ভাষায় লিখিত আরোগ্য লাভের বিস্তর সার্টিফিকেট দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত অনেক কুৎসিৎ রোগের পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রেতাও ডাকযোগে দেশময় অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছড়াইতেছে। কলিকাতার বালকগণ যখন গৃহ হইতে স্কুলে যায়, আবার স্কুল হইতে গৃহে ফিরিয়া আইসে, তখন কত যে জঘন্য বিজ্ঞাপন তাহাদের নিকট বিতরিত হয়, তাহার বর্ণনা করা যায় না! এই সকল বন্ধ করিবার জন্য কেহ কি চেষ্টা করিবেন না? যুবকগণের উন্নতিবিধায়িনী এত সভা আছে, তাঁহারা আর কতকাল বক্তৃতারূপ ফাঁকা আওয়াজ করিবেন? একবার প্রকৃত প্রস্তাবে পাপরূপ শত্রুর সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হউন। দেখা যাউক, তাঁহারা সত্য সত্যই যুবকগণকে সুনীতি পরায়ণ করিতে চান কিনা।

সমালোচনা।

"ভক্ত-চরিতামৃত। অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীমৎরূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর জীবন-চরিত। প্রেম ভক্তিতত্ত্বের সমালোচনা সম্বলিত।" "শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন-চরিত।" শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই দুই খানি পুস্তকে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চারিজন সাধু বৈষ্ণব চূড়ামণির জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। জীবন-চরিত ব্যতীত বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভক্তিতত্ত্বেরও বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

রূপ, সনাতন ও রঘুনাথের ধর্ম্ম-পিপাসা, তাঁহাদের কঠোর বৈরাগ্য সাধন এবং তাঁহাদের অসাধারণ দীনতার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে অতিশয় শুষ্ক হৃদয়েও ধর্ম্মভাবের উদ্রেক্ হয়। বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব বঙ্গভাষাজ্ঞ সকল পাঠকেরই নিকট এই দুই খানি পুস্তক সমাদর পাইবার যোগ্য। গ্রন্থকার বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া ভালই করিয়াছেন। অনেকে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের মত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মমতেরই আভাস দিয়া ফেলেন। সুখের বিষয়, অঘোর বাবু তাহা করেন নাই। সনাতন গোস্বামীর জীবন সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

ভক্ত-চরিতামৃতের ২১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ঃ—

"সনাতন মনে করিলেন অসুস্থতার ভাণ করিয়া যদি রাজকার্য্যে অনুপস্থিত থাকি, তাহা হইলে রাজা বিরক্ত হইবেন, এবং রাজা বিরক্ত হইলেই আমার নিষ্কৃতি। সনাতন রাজদরবারে না গিয়া গৃহে রহিলেন, এবং নির্জ্জনে পণ্ডিতগণের সঙ্গে ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীর অসুস্থতার সংবাদ অবগত হইয়া রাজা চিকিৎসক প্রেরণ করিলেন। চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া গিয়া বলিল "পীড়ার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা।"

সনাতন বিষয়-বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ-কামনায় অসুস্থতার ভাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল ছিল, কিন্তু উদ্দেশ্য ভাল হইলেও গর্হিত উপায় অবলম্বন কখনই নীতিসঙ্গত নহে। সনাতনের এই মিথ্যাচরণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলে মন্দ হইত না। সনাতনের জীবনের অপর একটী ঘটনা সম্বন্ধেও গ্রন্থকার স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই। গ্রন্থের ৪০ ও ৪১ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি দৃষ্ট হয় ঃ—

["সনাতন কারাগারে ছিলেন।] [শ্রীরূপের] এই পত্র পাইয়া সনাতন শ্রীচৈতন্যের দর্শন লালসায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কারাধ্যক্ষকে অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন, মিঞা সাহেব! কেতাব কোরাণ শাস্ত্রে আপনি মহা পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। শাস্ত্রে আছে, নিজ ধন দিয়া একজন বন্দীরও কারামোচন করিতে পারিলেও পরমেশ্বর সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করেন। আমি এতদিন আপনার যে কিছু উপকার করিয়াছি, তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ আপনি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করুন। আমি আপনাকে পাঁচ সহস্র টাকা দিতেছি। ইহাতে আপনার পুণ্য-সঞ্চয় ও অর্থলাভ দুইই সিদ্ধ হইবে। * * * কারাধ্যক্ষ যবন বলিলেন, মহাশয় আপনাকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু রাজাকে বড় ভয় হয়। সনাতন উত্তর করিলেন, রাজা দক্ষিণদেশে যুদ্ধে গিয়াছেন, না আসিতেও পারেন। যদি ফিরিয়া আসেন, বলিবেন যে সনাতন গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, বহু অনুসন্ধানেও কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। আপনার কোন ভয় নাই, আমি এদেশ পরিত্যাগ করিয়া দরবেশ হইয়া মক্কায় চলিয়া যাইব। * সনাতনের অনুনয় বাক্যে সে ব্যক্তি সম্মত না হওয়াতে সনাতন সাত হাজার টাকা তাহার সম্মুখে রাশীকৃত করিলেন। কারাধ্যক্ষ এবারে আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, টাকাগুলি আত্মসাৎ করিলেন এবং রাত্রিকালে গোপনে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া সনাতনকে গঙ্গাপার করিয়া দিলেন।

* "সনাতন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে প্রমাণসহ উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার এই উক্তি যে, শুদ্ধ মুসলমান কারাধ্যক্ষের মনস্তুষ্টির জন্য তাহার কোন সন্দেহ নাই।"

এ স্থলে সনাতন কয়েকটি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। রাজার

অনুমতি ব্যতীত সনাতনকে ছাড়িয়া না দেওয়াই কারাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য ছিল। উৎকোচ দিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করা সনাতনের উচিত ছিল না। এখানে আমাদের মহাত্মা সক্রেটিসের কথা মনে পড়িতেছে। সক্রেটিস্ কারাগারে ছিলেন। তাঁহার প্রাণ-দণ্ড হইয়াছিল ; ইহা স্থির হইয়াছিল যে, বিষপান করিয়া তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। এমত অবস্থায় তাঁহার শিষ্যেরা কারাধ্যক্ষকে ঘুষ দিয়া তাঁহার পলায়নের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অবৈধ উপায়ে কারাগার হইতে পলায়ন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। রাজদণ্ডানুসারে তাঁহাকে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইল। এ বিষয়ে সক্রেটিস্ সনাতন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। উৎকোচ প্রদান সনাতনের একমাত্র দোষ নয়। তাঁহার মক্কা যাইবার অভিপ্রায় ছিল না, অথচ তিনি "শুদ্ধ মুসলমান কারাধ্যক্ষের মনস্তুষ্টির জন্য" এই মিথ্যা কথাটা বলিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি আবার কারাধ্যক্ষকে রাজার নিকট মিথ্যা কথা বলিতে শিখাইয়াছিলেন। কোন মনুষ্যেরই জীবন সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক হইতে পারে না। সুতরাং দুই একটি দোষ থাকায় সনাতনের জীবনের মহত্ত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু যেমন গুণের প্রশংসা করা চরিতাখ্যায়কের কর্ত্তব্য, তদ্রূপ দোষেরও নিন্দা করাও উচিত ; এই জন্য আমরা এই সকল কথা লিখিলাম।

"কোল কাহিনী। শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী প্রণীত।" এই পুস্তকে ছোটনাগপুর নিবাসী কোলারীয় কয়েকটি অসভ্য জাতির ধর্ম্ম-বিশ্বাস সামাজিক নিয়ম, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, উপজীবিকা, নৈতিক অবস্থা প্রভৃতি সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার রাজকার্য্যে বহু বৎসর ছোটনাগপুর অঞ্চলে যাপন করিয়াছেন।

সুতরাং তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কেবল মাত্র ইংরাজী গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত হয় নাই। ইহাতে তিনি নিজ ভূয়োদর্শনলব্ধ বহুবিধ তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় এরূপ পুস্তক অতি অল্পই আছে। অথচ এরূপ পুস্তক অতীব প্রয়োজনীয়। সমাজতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, সভ্য জাতির সামাজিক রীতি নীতির মূল নির্ণয় করিতে হইলে, অসভ্য জাতির রীতিনীতি সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া চাই। এই জন্য আমরা সকলকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে বলি।

"উপনিষদঃ অর্থাৎ ঈশ, কেন. কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই ছয়খানি উপনিষৎ। "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীসীতানাথ দত্ত-কৃত 'শঙ্কর কৃপা' নাম্নী টীকা ও 'প্রবোধক' নামক বঙ্গানুবাদ সহিত। সুপ্রসিদ্ধ বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক সংশোধিত।" শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত মহাশয় মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, "উপনিষৎ ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের প্রধান আকর। ইহা হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র এবং হিন্দু অহিন্দু, দেশীয় বিদেশীয়, সারগ্রাহী ব্যক্তি মাত্রেরই আদরের বস্তু। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত ইহাকে বঙ্গীয় সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নাই। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য সংবলিত উপনিষদের সংস্করণ এদেশে প্রচলিত আছে, কিন্তু শঙ্করভাষ্য অতি দীর্ঘ ও দুর্ব্বোধ, ইহা সাধারণের পাঠোপযোগী নহে। উপনিষদের কোন সরল টীকা বা অবিকল অনুবাদ এ পর্য্যন্ত একটিও প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং উপনিষদের অধ্যয়ন এতদিন পর্য্যন্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলেই উপনিষদের এই নূতন সংস্করণ প্রকাশের আবশ্যকতা বুঝা যাইবে। সীতানাথ বাবুর টীকা বেশ সরল এবং বঙ্গানুবাদ সহজ-বোধ্য ও বিশুদ্ধ হইয়াছে। এই সংস্করণ প্রকাশ করিয়া তিনি বঙ্গীয় সাধারণ

পাঠকবর্গের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। আমরা নিম্নে একটি শ্লোকের মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কঠোপনিষদের দ্বিতীয়া বল্লীর প্রথম শ্লোক।

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষম্ সিনীতঃ।
তয়োঃশ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্যউ প্রেয়োবৃণীতে ॥১॥

শ্রেয়ঃ (মঙ্গলম্) [প্রেয়সঃ] অন্যৎ (পৃথক্), উত (তথা) প্রেয়ঃ (সুখকরম্) [শ্রেয়সঃ] অন্যৎএব; তে উভে নানার্থে (বিভিন্নে) পুরুষং সিনীতঃ (বধ্নীতঃ) তয়োঃ শ্রেয়ঃ আদদানস্য (শ্রেয়ো গ্রহিতুঃ) সাধু (শিবম্) ভবতি; যঃ উ প্রেয়ঃ বৃণীতে (গৃহ্নাতি), [সঃ] অর্থাৎ (পরমার্থাৎ) হীয়তে (বিচ্যুতঃ ভবতি) ॥১॥

শ্রেয় (মঙ্গল) ও প্রেয় (সুখকর) [পরস্পর] বিভিন্ন। এই উভয়, বিভিন্নরূপে পুরুষকে আবদ্ধ করে। যে এই দুয়ের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে, তাহার মঙ্গল হয়; আর যে প্রেয়কে গ্রহণ করে, সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।১।"

স্বপন।

নির্ম্মল আকাশ তলে
প্রশান্ত জাহ্নবীকূলে
বসি কবি দেখিছে স্বপন—
আধ ঘুম আধ জাগরণ।

ধীরে ধীরে রবি নেমে যায়
সমুজ্জ্বল আকাশের গায়—

সোণালি কিরণমালা
ছুটে ছুটে করে খেলা
দিগন্ত প্রসর এক প্রান্তরের গায়
শোভে তাহা অপূর্ব্ব শোভায়।
যতদূর আঁখি ছুটে
সরিষার ফুল ফুটে'
করেছে প্রান্তর আলো কণক-প্রভায়—
রবিকর ঝলসিছে তায়।
অগণন ফুলরাশি
মুখে, মরি, সোণাহাসি—
রবির কিরণ-কোলে দেখিছে স্বপন
নিদ্রাতুর শিশুর মতন।

পক্ক যব শস্যমালা
নত করি মৌলিমালা
নীরব নিশ্চলভাবে করে যেন ধ্যান
জটাধারী যোগীর সমান।
খেলিছে রবির কর
জটাময় শিরোপর—
করিছে অপূর্ব্ব এক মাধুরী সৃজন—
অপরূপ শোভা দরশন!

সুদূরে গোধূলি রাশি
আকাশেতে যায় ভাসি
সোণার কুহেলি তারা করেছে রচনা—
স্বপনের অদ্ভুত ঘটনা!

অদূরে কৃষাণ বালা
নাহিক নিমেষ ফেলা—
ছাড়িয়া ক্ষেতের কাজ সতৃষ্ণ নয়নে
দেখে কিবা প্রেমআলাপনে
নিরত কপোতবর
প্রেম-পূর্ণ ছাড়িস্বর
প্রণয় উজ্জ্বল আঁখি কপোতীর সনে—
বিদেশের বন্ধু পড়ে মনে।
অবশাঙ্গী বসি বালা
সহিতে না পারি জ্বালা
আরম্ভে ক্ষণেক পরে সকরুণ গান
মৃদু মধু ভিজায় পরাণ।

নীরব আবার সব—
শুধু কুহু কুহু রব—
কভু বা জাহ্নবীবুকে একটি সঙ্গীত
প্রাণমন করে বিমোহিত।

ভাবময় কুহুতানে
জাগিল কবির প্রাণে
কতনা পুরাণ কথা, স্মৃতির কাহিনী
কত চিন্তা মন-উন্মাদিনী।
যেন যাদু মন্ত্র বলে
সহসা রে গেল খুলে
কি এক অদ্ভুত রাজ্য—মাধুরী-সম্ভার—
তুলনা যে নাহিক তাহার।

চর্ম্মচক্ষে কোন ঠাঁই
কেহ কভু দেখে নাই
সে মাধুরী, সে আলোক দিব্য বিমোহন—
দেখে শুধু কবির স্বপন।
গেল ডুবে গেল ডুবে
সে মাধুরী মহার্ণবে—
মন প্রাণ যাহা কিছু বলিতে আপন—
ভুলে কবি অস্তিত্ব তখন।
আত্মহারা হ'ল কবি—
অস্ত গেল সোণারবি—
অপার্থিব হাসিরাশি দিল ছড়াইয়া—
ধীরে সন্ধ্যা আসিল নামিয়া।

পূরব আকাশতলে
আধ ইন্দুবিম্ব জ্বলে—
প্রশান্ত সন্ধ্যার ভালে রত্ন খণ্ড-প্রায়—
মহাভাবে প্রাণ ডুবে যায়।

সন্ন্যাসী কুটীরবাসী
স্তিমিত নয়নে বসি'
নিরত প্রসন্নমনে বিভু-যশো-গানে,
দিব্যালোক খেলিছে বয়ানে।

নগরের কোলাহল
পশে নাকো এই স্থল,
নিস্পন্দ জগৎ যেন যোগে নিমগন—
প্রকৃতির জাগ্রত স্বপন।

নির্ম্মল আকাশ তলে
প্রশান্ত জাহ্নবী কূলে
বসি কবি দেখে এক অদ্ভুত স্বপন—
আধ, ঘুম, আধ জাগরণ।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

এই পথে।

"হায়! চারিদিক ঘেরিল আঁধারে
কে আছে গো ডাকিব কাহারে?
এযে ঘোর গহন কানন
নাই প্রাণী, নাহি কোন জন!
মৃত্যুর প্রহরী চারিদিকে;
প্রাণ কেঁপে উঠে থেকে থেকে!—"
"কেন আর সভয়ে দাঁড়াও?
এই পথে এই পথে যাও।"

(২)

"উঃ কার এই আঁধারের দেশ?
প্রকৃতি! কেন গো হেন বেশ?
কেন গো ভীষণ এই খেলা
জননী গো কার এই লীলা?
বড় ভয় বড় ভয় হায়!
কাঁদে প্রাণ কাঁদে উভরায়

কেবা হেথা আঁধারে দেবতা
জানিনে রয়েছ তুমি কোথা?
কোথা—কোথা—পথ ব'লে দাও—"
"এই পথে এই পথে যাও।"

(৩)

কে গো, কার এই মধুর বচন?
কতদিন শুনেনি শ্রবণ—
মধুর মধুর হেন কথা;
সংসারে হেথায় শুধু ব্যথা।
পড়ি দুখে ডুবি নিরাশায়
কাঁদে প্রাণ "সখাগো কোথায়"
নাহি কেহ করিতে সান্ত্বনা
কে ঘুচাবে প্রাণের বেদনা?
কোথা তুমি ছিলে এতদিন
ভুলি হায় কঠিন! কঠিন!!
এলে যদি দাও দেখা দাও
কোথা তুমি সম্মুখে দাঁড়াও।"
"এই এই রয়েছি হেথায়
এই পথে এই পথে আয়।"

শ্রীবিহারীলাল রায়, B.A.

দাসাশ্রম কাহার ?

সম্প্রতি দাসাশ্রমের একজন সংস্থাপকের নামে "দাসাশ্র
সত্ত্বাধিকারী" বলিয়া দুই একখানি পত্র আসিতেছে। এইজন্য "দা
শ্রম কাহার ?" এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু লেখা আবশ্যক
হইয়াছে।

দাসাশ্রম কাহারও লাভের উপায় স্বরূপ নয়। সুতরাং ইহা
কাহারও "সম্পত্তি" বলা যায় না। ইহার সমস্ত আয় দাসাশ্র
কার্য্যেই খরচ করা হয়। অর্থাদি যাহা কিছু আসে, তাহা ভগবা
গচ্ছিত অর্থ রূপে তাঁহার কার্য্যেই নিযুক্ত হয়।

তবে দাসাশ্রম কাহার ? এই প্রশ্নের অর্থ যদি এই হয়
দাসাশ্রমের আয় কাহারা ভোগ করে, তাহা হইলে ইহার উ
এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে দাসাশ্রম অসহায় রোগী ও আতুরগণে
যদি উক্ত প্রশ্নের অর্থ এই হয় যে কে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন,
অবশ্যই বলিতে হইবে, দাসাশ্রম ভগবানের ; কারণ তিনিই মানু
হাত দিয়া অর্থাদি প্রেরণ করেন।

দাসাশ্রম কাহার ? এই প্রশ্নের আর এক অর্থ হইতে পা
দাসাশ্রমের ঋণের জন্য কে দায়ী ? ইহার উত্তর, কার্য্যকারকগণ।

সুতরাং কোন বিশেষ ব্যক্তি দাসাশ্রমের সত্ত্বাধিকারী নহে
কার্য্যকারকগণ ইহার অর্থাদির ট্রষ্টী (trustee) মাত্র।

দাসাশ্রম ও "দাসী"র অর্থকষ্ট ।

"দাসী"র পাঠকগণ জানেন যে দাসাশ্রমের ৫০০৲ টাকা
হইয়াছে। "দাসী"রও ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩০০৲ টাকা হই

ক "দাসী"র অনেক গ্রাহক মহোদয়কে পুনঃপুনঃ তাগিদ দিয়া
কা পাওয়া যাইতেছে না। কেহ কেহ তাগিদ পাইয়া কাগজ বন্ধ
রিতে বলিতেছেন, অথচ মূল্য শোধ করিয়া দিতেছেন না। আমরা
হাতে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। সাধারণে দয়া করিয়া "দাসী"
হণ করেন। যদি কেহ লইতে অনিচ্ছুক হন, তাঁহার উপর জোর
ই। তবে যাঁহারা এতদিন ধরিয়া কাগজ লইয়াছেন, তাঁহারা
া করিয়া আমাদের পাওনা টাকা শোধ করিয়া দিলেই, আমাদের
র কিছু বলিবার থাকে না। যাঁহারা কাগজ বন্ধ করিতে বলিবেন,
হারা যেন কৃপা করিয়া সেই সঙ্গে আমাদের পাওনা শোধ করিয়া
ন। "দাসী"র গ্রাহকগণের নিকট প্রায় ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা
াওনা রহিয়াছে। এই টাকা পাইলে আমাদের অর্থকষ্ট দূর হয়।
হাদের নিকট টাকা বাকী পড়িয়াছে, তাঁহারা কি একবার আমা-
র প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিবেন ?

"দাসী"র তৃতীয় বৎসর আগত-প্রায়। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয়
দরের সমস্ত মূল্য শোধ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃপা করিয়া সত্বর
ীয় বর্ষের অগ্রিম মূল্য ১৲ টাকা পাঠাইলে আমরা বড়ই উপকৃত হই।
হারা আর "দাসী" লইতে অসমর্থ, তাঁহারা নূতন বৎসর আরম্ভ
বার পূর্ব্বেই অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই আমাদের প্রাপ্য টাকা
ধ করিয়া দিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিলে অনুগৃহীত হইব।
রণ বৎসর আরম্ভ হইবার পর জানাইলে আমাদিগকে বেশী
াজ ছাপাইয়া বৃথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

"দাসী"র অনেক মফঃস্বলস্থ গ্রাহক ১৲ একটি টাকা পাঠাইবার
দুই আনা মণিঅর্ডার কমিশন দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ
রেন। এইজন্য আমরা নিয়ম করিলাম যে আগামী জুন
সের শেষ পর্য্যন্ত যাঁহারা মনিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইবেন,

তাঁহারা ৸৵০ চৌদ্দ আনা পাঠাইয়া বাকী ৵০ দুই অ
মণিঅর্ডার কমিশনে ব্যয় করিতে পারিবেন। অনুমতি দি
আমরা ভিঃ পিঃতেও টাকা আদায় করিতে পারি। সক
যেন স্মরণ রাখেন যে আমরা তাগিদ দিবার এবং এজেণ্ট পাঠাই
খরচ বাঁচাইবার জন্যই এইরূপ বন্দোবস্ত করিলাম। সুতরাং যাঁ
দের নিকট এজেণ্ট পাঠাইয়া টাকা আদায় করিতে হইবে, তাঁ
দিগকে পূর্ণ এক টাকা মূল্যই দিতে হইবে।

কেহ যদি দশজন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া ১০৲ দশটি টাকা আ
দের কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে এ
বৎসর বিনা মূল্যে "দাসী" প্রেরণ করিব।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

সেবালয়।

এ মাসে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ২০ জন স্থায়ী আতুর ও নানা প্রকারের রো
সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন সর্ব্বশুদ্ধ ১৬টী স্থায়ী আতুর ও ১টী অ
প্রকারের রোগী আছে। রোগী ও আতুরগণের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। দামো, ২। রামজী, ৩। রাজেন্দ্র, ৪। তিতুরাম, ৫। বাবুরাম, ৬। কেদা
৭। ব্রহ্ম, ৮। আদুরী, ৯। দুর্গাতারিণী, ১০। শিবু, ১১। দেবীসুরা, ১২। পদ্ম
ইহারা সকলেই এক প্রকার ভাল আছে।

১৩। ইন্দ্রকুমার—আমাদিগকে না বলিয়াই দেশে চলিয়া গিয়াছে।

১৪। কুসুম—যক্ষ্মাকাশ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেও
হইয়াছে।

১৫। বসন্ত—নানা প্রকারের ক্ষত ও চর্ম্মরোগে বড় কষ্ট পাইতেছে। ইহ
কষ্ট দেখিলে অশ্রুজল সম্বরণ করা যায় না। একেত বোবা, তাহাতে আবার প
ঘাতগ্রস্ত ও পঙ্গু। রোগযন্ত্রণায় যখন ছট্ ফট্ করে, তখন কোন কথা বলিতে

পারিয়া কেবল উচ্চৈঃস্বরে এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ করিতে থাকে। ভগবান্ কবে যে ইহার এই যন্ত্রণা দূর করিবেন জানি না।

১৬। বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ—বয়স ১৫ বৎসর। বাড়ী বালীয়া জেলায়। শ্রীহট্টের কোন চা বাগানে কুলি হইয়া গিয়াছিল। পরে নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হওয়ায় জনৈক ভদ্রলোক ইহাকে কলিকাতায় ছাড়িয়া দিয়া যান্। রাস্তায় পড়িয়াছিল; বাবু রামচন্দ্র চৌধুরী নামক জনৈক ছাত্র ইহাকে আমাদের সেবালয়ে দিয়া যান্। ইহার সমস্ত শরীর কঙ্কালসার হইয়াছিল। পেটের অসুখ লাগিয়াই ছিল। অনেক চেষ্টার পর, বেশ একটু সারিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু ভিক্ষা ও যথেচ্ছ আহার চলিত না বলিয়া এখানে কিছুতেই রহিল না। সে বলে, ভিক্ষাতে তাহার প্রচুর লাভ। হায়! না জানি এই অভাগা বালক এখন রাস্তায় পড়িয়া কতই না কষ্ট ভোগ করিতেছে!

১৭। শ্রীগোবিন্দ সেন গুপ্ত—বয়স ২৮ বসৎর। বাড়ী রাজসাহী জেলায়। ইনি সাহাজাদপুর এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক। জ্বর, প্লীহা ও যকৃতে আক্রান্ত হইয়া অসহায় অবস্থায় কলিকাতা আসেন। বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু অনেক চেষ্টা ও যত্ন করিয়া আমাদের সেবালয়ে দিয়া যান্। স্বনাম খ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ কবিরাজ মহাশয় ইহাঁকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ প্রদান করিতেছেন। ক্রমেই ইহার অবস্থা ভাল হইতেছে।

১৮। ভাগ্নী—বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। আসামে চা বাগানের কুলি হইয়া গিয়াছিল। শোথ, উদরী, প্লীহা ও যকৃতে আক্রান্ত হইয়া দুইটী শিশু সন্তান সহ রাস্তায় পড়িয়াছিল। সহৃদয় চিত্রকর বাবু উপেন্দ্রনাথ সরকার ইহাদিগকে আমাদের সেবালয়ে রাখিয়া যান। ইহার অবস্থা অতি মন্দ। চিকিৎসা চলিতেছে।

১৯। সুবর্ণিয়া—বালিকা বয়স প্রায় ১০ বৎসর। পূর্ব্বোক্ত রমণীর কন্যা। ইহার বিশেষ কোন অসুখ নাই, তবে প্লীহাটী কিছু বেশী মাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে।

২০। চাণ্টিয়া—বয়স প্রায় ৭ বৎসর। সুবর্ণিয়ার ছোট ভাই। ইহারও প্লীহা আছে।

দানপ্রাপ্তি।

শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দাসী ১৲, শ্রীমতী সারদাসুন্দরী বসু ১৲, বিপিন বিহারী রায় মৃগাঙ্ক বাবুর নাণিকদহ যাওয়ার পাথেয় স্বরূপ ৬৲, হেড মাষ্টার জিলা স্কুল দিনাজ-

পুর ॥০, জানকীনাথ মজুমদার ২৲, গৌরাঙ্গসুন্দর মজুমদার ১৲, গিরিশচন্দ্র দত্ত ১৲, বলরাম দাস ॥০, বনমালী সরকার পুরুলিয়া /০, শ্রীমতী শরৎকুমারী সরকার ১৲, বরদা নাম্নী রোগীর জমা /০, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের চাঁদা ২৲, জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্ত খুড়ীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৲, রাধাগোবিন্দ সাহা ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের চাঁদা ১৲, জনৈক হিন্দু মহিলা এপ্রিল মাসের চাঁদা ১৲, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দাসের মাধুকুরী ভিক্ষা /০, অন্নদাকুমার গুহ /০, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের চাঁদা ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস গৌহাটী মহিলা সমিতির মাঘোৎসবের উদ্বৃত্ত ১৲, ২০/২ নং ছকু খানসামার লেনস্থ ছাত্রগণ ১৲, সারদাপ্রসাদ রায় ২৲, অজানিত ব্যক্তি ।০, মহানন্দ দে পোঃ মাঃ ।০, মনোহর সিংহ ।০, পরমেশ্বর দাঁ ১৲, মালদুয়ার এষ্টেটের মাতাগণ ৩৲, রায় রাধাগোবিন্দ সাহেব বাহাদুর ১০৲, ভুবনমোহন কর ১৲, রজনীকান্ত বসু ১৲, রসিকলাল রায় ১৲, নৃত্যচরণ সেন ১৲, বলরাম দাস ॥০, বিশ্বেশ্বর সেনগুপ্ত বাঁকুড়া ১৲, অন্নদা প্রসন্ন মুখার্জি মার্চ্চ মাসের চাঁদা ১৲, অশ্বিনীকুমার সেনগুপ্ত ২৲, শ্রীমতী ভূপেশনন্দিনী ঘোষ ২৲, শ্রীমতী রমাসুন্দরী ঘোষ ১৲, রেবতীমোহন পাল ৫, ধরণীধর দত্ত ॥০, শ্রীমতী কুন্দকুমারী গুপ্তা ২৲, শ্রীমতী তরঙ্গতারিণী দাসী স্বর্গীয় পিতার স্মরণার্থে ১৲, ও শ্বশুরের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৲, শ্রীমতী সরযূবালা রায় ২৲, মনোমোহন রায় ডিপুটী কালেক্টর পুরী ২৲, হরিবল্লভ বসু উকীল কটক ১০৲, অনুকুল চন্দ্র রাহা ।০, শ্রীমতী কুমুদিনী ঘোষ শিক্ষয়িত্রী বেথুন কলেজ ।০, কালীনাথ ঘোষ আত্মীয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৲, ফনীন্দ্রমোহন বসু কন্যার বিবাহোপলক্ষে ১০৲, মহেশচন্দ্র ভৌমিক বিবাহোপলক্ষে ৪৲, রাধাগোবিন্দ সাহা বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৪৲, a fellow sufferer ৩০৲, বাগআঁচড়া নিবাসী স্বর্গীয় ভগবতী বাবুর মৃত্যু উপলক্ষে তদীয় পত্নী ১৲, ক্ষুদ্র দান /৫, গঙ্গাধর বালিকৃষ্ণ গতি সারদাসদন পুনা ১৲, শ্রীমতী মহামায়া ঘোষ দিনাজপুর ১৲, যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী জমীদার ২৲, জানকীগিরি গোস্বামী ১৲, কেদারনাথ রায় রাইগঞ্জ ১৲, বৈদ্যনাথ প্রসাদ উকীল কাটিহার ॥০, জানকীনাথ গাঙ্গুলী ঐ /০, সত্যচরণ বানার্জি পোঃ মাঃ ঐ ।০, পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত পূর্ণিয়া ৫৲, গিরিশচন্দ্র গাঙ্গুলী ১৲, বাবু দেবীপ্রসাদ ডেঃ মাঃ ১৲, শ্রীযুক্তা অম্বিকা দেবী কোন্নগর ১০৲।

বস্ত্রাদি—অপরিচিত ব্যক্তি মাঃ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের দরোয়ান ঃ—পাশবালিশ ১, পর্দ্দা ৪, সতরঞ্জ ১, তসরের জ্যাকেট ১, ধুতি ১, লাল কাপড় ১। অশ্বিনীকুমার সেনগুপ্ত ধুতি ১, গঞ্জিফ্রক ২। বিহারীলাল রায় চৌধুরী জমীদার লাখুটিয়া বরিশাল ঃ—গরম পেণ্টলুন ২, আলপাকার চোগা ১, আলপাকার চাপকান ১। জনৈক বন্ধু ঃ—টিনের বাক্স ১, তোসক ১, বালিস ১, গরম পেণ্টলুন ৪, কাপড়ের জুতা ১ জোড়া, টুপী ১, কাঁথা ১, গেলাস ১, ছোট বাটী ২, পানের ডিবা ১, রূপার কাঁটা ১, কলসী ১, রেকাব ১, গামলা ১, থালা ২, জ্যাকেট ৪, হাতকাটা জ্যাকেট ১, গলার কলার ৬, সাটিনের জ্যাকেট ২, নাইট কামিজ ১, গরম মোজা ২ জোড়া,

সাদা মোজা ১ জোড়া, কামিজ ১, ফ্লানেলের জ্যাকেট ১, ধুতি ৪, লেপ ১, বেড়ী ১। কালীপ্রসন্ন দাস কাপড় ১। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছোট বেতের খাট ১।

দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহের বিগত মাসের কার্য্যবিবরণ।

চেরাপুঞ্জী—জ্বর ৩৪, আমাশয় ৩, কোষ্ঠবদ্ধ ১, চক্ষু প্রদাহ ২, উদরাধ্যান ৪, ক্ষত ২, শূল বেদনা ২, পাঁচড়া ১, পেট বেদনা ১, কাশী ২, বাত ৩, গণ্ডমালা ১, দুর্ব্বলতা ১, কৃমি ৪, উদরাময় ৪, শিরঃপীড়া ৩, স্ত্রীরোগ ২, দন্তশূল ১, পক্ষাঘাত ১, স্নায়ুশূল ৪, গ্রন্থিস্থীতি ১, অজীর্ণ ৫, শর্দ্দি ১, হাঁপানী ২, আঁচিল ১, অন্যান্য ২, মোট ৮৮। পুরুষ ৫২, স্ত্রী ৩৬, আরোগ্য ৪০, চিকিৎসাধীন ২৫, ফল অজ্ঞাত ২০। ত্যাগ ৩, এই মাসে পূর্ব্ব মাস হইতে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। ফল সন্তোষজনক।

নলধা—ওলাউঠা ১৫, জ্বর ১৭, আমাশয় ৪, অজীর্ণ ২, বাত ১, বিবিধ ৬। মোট ৪৫। পুরুষ ৩০, স্ত্রী ১৫। আরোগ্য ৩৮, চিকিৎসাধীন ৫, ত্যাগ ১, মৃত্যু ১। ফল সন্তোষজনক।

কোঁড়ামারা—নূতন জ্বর ১০, পুরাতন জ্বর ১৯, উদরাময় ১৬, ওলাউঠা ২, কাশী ২৪, নিঁউমোনিয়া ২, চক্ষুরোগ ৩, আঘাত ১, কৃমি ১৯, পেটের বেদনা ৬, কর্ণরোগ ২, ক্ষত ১, সূতিকা ১, বিবিধ ৯। আরোগ্য ৮৪, ত্যাগ ৮, চিকিৎসাধীন ২১, মৃত্যু ১। পুরুষ ৯২, স্ত্রী ২৪। ফল সন্তোষজনক।

জালালপুর—(মার্চ্চ মাসের) প্লীহা যকৃত ২, অতিসার ১, বায়ুনালীর প্রদাহ ১, চর্ম্মরোগ ১, ওলাউঠা ১, বিবিধ ২। মোট ৮। আরোগ্য ৩, ত্যাগ ৩, চিকিৎসাধীন ১, মৃত্যু ১। স্ত্রী ৫, পুরুষ ৩। এপ্রিল মাসের রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই।

নওগাঁ। (ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসের) সাধারণ জ্বর ৩, জীর্ণ জ্বর ১, ইনফ্লুয়েঞ্জা ৪, আমাশয় ২, উদরাময় ২, ওলাউঠা ১, নাশা ১, স্ত্রারোগ ১, পুরুষ ৯, স্ত্রী ৬। আরোগ্য ৮, চিকিৎসাধীন ৬, ত্যাগ ১। মোট ১৫।

এপ্রিল মাসের—ইনফ্লুয়েঞ্জা ৮, উলাউঠা ১, আমাশয় ২, স্ত্রীরোগ ১, জীর্ণজ্বর ১, কাশী ২, বিবিধ ২। পুরুষ ১৪, স্ত্রী ৩, মোট ১৭। আরোগ্য ৯, চিকিৎসাধীন ৮। পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যকারক বাবু বামাচরণ বসু রিপোর্ট না দিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়ায় এই প্রকার গোলমাল হইয়াছিল। বাবু কিশোরীমোহন মুন্সী মহাশয় দয়া করিয়া এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

সূর্পানগর। ফল সন্তোষ জনক না হওয়ায় সূর্পানগরের দাতব্য চিকিৎসালয় তুলিয়া দেওয়া হইল।

দাসাশ্রমের আয় ব্যয়।

আয়।

দানপ্রাপ্তি ১৪৪॥১০, পুস্তক বিক্রয় ৸১০ বিন্ধ্যেশ্বরী নামক রোগীর গচ্ছিত ১/০, বিঃ হোঃ হল হইতে ধার ৪৶০, অন্যান্য তহবীল হইতে ধার ৩৲, গচ্ছিত জমা ৪॥০, মুষ্টি ভিক্ষার চাউল ৩৸৵৫, উদ্বৃত্ত জমা ॥৵৫, দাসী হইতে ধার ২৭৶, দাসী হইতে সাহায্য ৫০৲, বিগত মাসের জের ৭॥৶০, বৈকুণ্ঠনাথ দাসের ঋণ শোধ ৫৲। অন্যান্য রূপে আয় ॥১৫, মোট আয় ২৫৪৻৫ মাত্র।

ব্যয়।

সংসার খরচ—৮৩৶১০, মাণিকদহ যাওয়ার পাথেয় ৬৲, নাপিত ।৵১০, ক্ষুদ্র খরচ ।০, রাধুণী মার্চ্চ মাসের ৬৲, ও এপ্রিল মাসের দরুণ অগ্রিম ২৲, "দাসী"র ঋণ শোধ ২৯।৶১০, কমিশন ॥৵০, রোগীর গাড়ীভাড়া ১।৶০, ডাকমাশুল ৵০, বরদা নাম্নী রোগীর জমা শোধ ৸৵১৫, ফিনাইল ।/০, মেথর ৬৲, ধোপা ২৲, কর্ম্মচারীর বেতন ১৩৲, রহিম ১৲, বাড়ীজাড়া ৫৮৲, ট্রামভাড়া ৵১০, দাতার অভিপ্রায়ানুসারে সন্দেশ ১॥৶০, দাসীকে ধার দেওয়া ২০/০, ঔষধ ২৲. মুটে ৵১০, দুধ ৭॥/৫, বার্লি ।০, কাপড় ক্রয় ২।০, অন্য তহবীলের ধার শোধ ৩৲, বিঃ হোঃ হলের ধার শোধ ৩৲, অগ্রিম বাড়ী ভাড়া ।১০। মোট ব্যয় ২৫১।৶০ মাত্র।

মোট আয় ব্যয়।

মোট আয়—২৫৪৻৫। মোট ব্যয়—২৫১।৶০। হস্তেস্থিত—২॥/৫ মাত্র।

"দাসী"র নিয়মাবলী।

১। দাসীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাশুল এক টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। "দাসী" কার্য্যালয়ে কিম্বা কোন এজেণ্টের নিকট "দাসী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসীদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রত্যেক লাইন ৶০ আনা। অপরাপর নিয়ম "দাসী" কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

১১৪ অপার সার্কুলার রোড
"দাসী" কার্য্যালয়
কলিকাতা।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস
কার্য্যাধ্যক্ষ

দাসী

স্বর্গীয় বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়

সম্বন্ধে

দুই চারিটী কথা।

বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য যে ইহার সুসন্তানদিগের মধ্যে একটীর মৃতাশৌচ শেষ না হইতে হইতে আর একটী পরলোক গমন করিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং রাজা রাজেন্দ্রলালের সমকালীন মৃত্যু বাঙ্গালা দেশ এখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই। কে জানিত যে, বঙ্কিম বাবুর চিতা নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে, ভূদেব বাবুর জন্যও, বঙ্গবাসিকে অশ্রুপাত করিতে হইবে? যাঁহাদিগকে পাইয়া বঙ্গদেশ এতদিন গৌরবান্বিত হইয়া আসিতেছিল, তাঁহারা সকলেই একে একে চলিয়া যাইতেছেন; অথচ, সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য, নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন উদীয়মান প্রতিভা দৃষ্ট হইতেছে না। বাঙ্গালা দেশের ভাবী উন্নতি সম্বন্ধে ইহা বড় শুভলক্ষণ নয়।

ভূদেব বাবু সদ্যোমৃত; সুতরাং তাঁহার চরিত বর্ণনার অথবা তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের সমালোচনা করিবার সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু তিনি বঙ্গবাসিকে যে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে এ সময় দুই চারিটী কথা বলিলে, বোধ হয়, তাহা "দাসী"র পাঠকবর্গের অপ্রীতিকর হইবে না। সেই জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা।

মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত রচনা উপলক্ষে ভূদেব বাবুর সহিত প্রবন্ধ-লেখকের পরিচয় হয়। ভূদেব বাবু মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ছিলেন। পাঠাবস্থায় উভয়ের প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ্য ছিল; মধুসূদনের জীবনচরিত রচনার ভূদেব বাবু একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সেই জন্য সাবকাশ পাইলেই আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। মধুসূদনের কথা ভিন্ন রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম্ম, নানা বিষয়ে কথোপকথন হইত। যতদূর স্মরণ আছে, তাহার দুই চারিটী কথা লিপিবদ্ধ করিব।

প্রথমে তাঁহার নিজের কথা বলিব। বৈদ্যনাথ দেওঘরে একবার সাক্ষাতের পর তাঁহার চুঁচুড়ার বাটীতে আমি তাঁহাকে দেখি। গঙ্গাতীরে সুন্দর পুষ্পোদ্যানের মধ্যে একটী অট্টালিকায় তিনি বাস করিতেন। অট্টালিকাটী অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত। শত সহস্র বৎসরের স্মৃতি বক্ষে লইয়া এবং প্রত্যেক তরঙ্গক্ষেপে আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া, ভাগীরথী ইহার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল এবং তাহার তর-তর কল-কল ধ্বনি অবিশ্রাম গৃহবাসিদিগের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। ভাগীরথীর অপর পার্শ্বে শ্যামল বৃক্ষশ্রেণী দূর হইতে অতি মনোহর দেখাইতেছিল। আমি পূর্ব্ব হইতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে ভূদেব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম; সুতরাং চতুর্দ্দিকের সেই সুন্দর দৃশ্য এবং তাহার মধ্যে ভূদেব বাবুর উজ্জ্বল গৌরকান্তি, আবক্ষলম্বিত শ্বেত শ্মশ্রু এবং প্রতিভামণ্ডিত মুখশ্রী দেখিয়া, প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের কথা আমার মনে স্বতই উদিত হইল। বয়োবাহুল্যে তাঁহার শরীর তখন ভগ্ন হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু হোমশেষ অগ্নির ন্যায় তথাপি যেন তাহা মহিমা এবং পবিত্রতা জ্ঞাপন করিতেছিল। ভূদেব বাবুর "পারিবারিক প্রবন্ধ" পাঠ করা অবধি তাঁহাকে দেখিবার এবং তাঁহার নিজের পারিবারিক

ব্যবস্থা অবগত হইবার জন্য আমার কৌতূহল ছিল। সুতরাং তাঁহার পারিবারিক প্রত্যেক বিষয় অতি মনোযোগের সহিত আমি অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। ভূদেব বাবুর পিতৃমাতৃভক্তি সকলেরই পরিচিত। পিতার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই তিনি অল্পদিন মাত্র হইল, একলক্ষ ষাট হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার জননীর স্মরণার্থ প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়ে প্রতিদিন বহুসংখ্যক অনাথ, আতুর এখনও সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। তিনি নিজে যেমন পিতৃমাতৃভক্ত, দেখিলাম, তাঁহার পুত্রগণও তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছেন। ভূদেব বাবুর ন্যায় ব্যক্তির গৃহে ভৃত্যের অভাব ছিল না, কিন্তু দেখিলাম, তাঁহার পুত্রেরাই স্বহস্তে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন, পদসেবা হইতে শয্যাপ্রস্তুতকরণ পর্য্যন্ত ভৃত্যোচিত অধিকাংশ কার্য্য তাঁহার পুত্রগণই করিলেন। পুত্র হইয়া পিতার পরিচর্য্যা করা কোন আশ্চর্য্য কথা নয়, কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্য দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়াই তাহার উল্লেখ করিতেছি। ভূদেব বাবুর পুত্রদ্বয় উভয়েই সুশিক্ষিত, এবং উভয়েই সম্ভ্রান্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু যেরূপ অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁহারা পিতার সেবা করিলেন, অতি অল্প পুত্রেই সেরূপ দেখিয়াছি। ভূদেব বাবু পুত্র কন্যাদিগকে বাল্যকাল হইতে যেরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহারই গুণে তাঁহার পুত্রগণ সেরূপ বিনীত এবং পিতৃভক্ত হইয়াছেন। প্রাতঃকালে দেখিলাম ভূদেব বাবু একখানি আসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার একটী শিশু পৌত্র আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটে দণ্ডায়মান হইল এবং অতি মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, কেমন আছ?" ভূদেব বাবু বলিলেন, "ভাল আছি। তুমি কেমন আছ ভাই?" বালক উত্তর দিল না। তিনি বলিলেন, "ভাই, একটী শ্লোক বল।" বালক মধুর কণ্ঠে বলিল,—

"রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥"

ভূদেব বাবু সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিলেন; বালকটী বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার পর অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ আর একটী বালক আসিল এবং প্রথমটীর ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, কেমন আছ?" ভূদেব বাবু উত্তর দিয়া, তাহাকেও একটী শ্লোক বলিতে বলিলেন। বালকটী বলিল;

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতা পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে।"

ভূদেব বাবু তাহার মুখচুম্বন করিয়া, এবং তাহার উচ্চারণ সংশোধন করিয়া বিদায় দিলেন। এইরূপে ৪।৫টী বালক বালিকা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গেল। শুনিলাম প্রতিদিন এইরূপ রীতি তাঁহার পরিবারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এরূপ শিক্ষার ফলে তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ যে শ্রদ্ধাবান্ ও বিনীত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্য নয়। রামচন্দ্রের জীবনই তাঁহার পারিবারিক আদর্শ। পুত্র, পৌত্র, দুহিতা, পুত্রবধু প্রত্যেককেই তিনি রামায়ণের আদর্শে গঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একবার ভূদেব বাবুর একটী শিশু পৌত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "দাদা, তুমি কি ঠাকুর?" ভূদেব বাবু উত্তর দিয়াছিলেন, "হাঁ, আমি তোমাদের ঠাকুর, আমায় গড় কর।" বালিকাদিগের কর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধেও অতি উৎকৃষ্ট রীতি তাঁহার পরিবারে প্রচলিত দেখিলাম। বালিকারা স্বহস্তে পূজার পুষ্প চয়ন করিয়া আনিতেছে, গঙ্গা হইতে পূজার পাত্রাদি প্রক্ষালন করিয়া আনিতেছে। দেবগৃহ মার্জ্জন ও পুষ্পচন্দনাদি পূজার উপকরণ সংগ্রহের ভার তাহাদিগেরই উপর সমর্পিত এবং অতি অল্প বয়স হইতেই নিয়মিত বার ব্রতাদিতে তাহারা অভ্যস্ত। তাহাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধেও ঔদাসীন্য ছিল না। ভূদেব বাবু স্বয়ং আপনার পৌত্রীদিগকে রামায়ণ অধ্যাপন করাইতেন এবং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন। তাঁহার নিজের শিক্ষার ন্যায় তাঁহার পরিবারস্থ সকলের শিক্ষাও যাহাতে সংস্কৃত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য তাঁহার একান্ত চেষ্টা ছিল। তাঁহার একটী পৌত্রকে ইংরাজী শিক্ষা না দিয়া, তিনি কেবলমাত্র সংস্কৃতই পড়াইতেন। নিজে ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ পারদর্শী হইলেও ইংরাজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনে নব্যসম্প্রদায় যে আচারভ্রষ্ট এবং কুমার্গগামী হইতেছেন বলিয়াই তাঁহার এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহা নয়। তিনি প্রকৃতই মনে করিতেন যে, ইংরাজ জাতি ধর্ম্ম ও আত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে হিন্দু জাতির অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে; শিল্প, বিজ্ঞান অথবা ইতিহাস শিক্ষার জন্য, ইংরাজী পড়িলে ক্ষতি নাই, কিন্তু ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইলে সংস্কৃত পড়াই শ্রেয়ঃ। আচার, ব্যবহার এবং ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ভূদেব বাবু আজীবন অতি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। বঙ্গ-সমাজের অতি দুর্দ্দিনে তাঁহার শিক্ষালাভ হইয়াছিল। যে সময় তিনি হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করেন, সেই সময়কার প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন; "তখন হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন, মদ্যপান সভ্যতার চিহ্ন; উহাতে দোষ নাই। আমি এবং আমার কতকগুলি সহচর একত্র হইয়া, গোলদিঘীতে বসিয়া মদ খাইতাম। এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শীক কাবাবের দোকান ছিল। আমরা গোলদিঘীর রেল টপ্‌কাইয়া, (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) ওই কাবাব কিনিয়া আনিয়া আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া, সভ্যতা ও

সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠ-প্রদর্শক কার্য্য বলিয়া মনে করিতাম।"* এইরূপ বিশ্বাসের এবং ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফলে ভূদেব বাবুর সহাধ্যায়ী-দিগের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, * * * প্রভৃতি অমিতাচারের ফলে অকালে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অনেকে না হিন্দু, না মুসলমান না খ্রীষ্টিয়ান ভাবে চিরজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। সে তরঙ্গে স্বল্পাধিক পরিমাণে বিচলিত হন নাই, ভূদেব বাবুর সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে সেরূপ অতি অল্প লোকই দেখিয়াছি। তিনি এবং তাঁহার ন্যায় আর দুই একজনই কেবল সাগরমধ্যস্থিত পর্ব্বতের ন্যায় সেই প্লাবনের মধ্যে অটলভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। আমরা বলিয়াছি যে ভূদেব বাবু অতি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। (তাঁহার প্রথম জীবনের কথা বলিতে পারি না, শেষ জীবনে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিতেছি)। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মমত, প্রচলিত কোন একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনুরূপ ছিল না। তিনি বিধবা বিবাহের বিপক্ষ এবং বাল্য বিবাহের পক্ষ-পাতী ছিলেন, অথচ শিল্পশিক্ষা এবং বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য, তিনি ইংলণ্ড গমন অনুমোদন করিতেন। পৈত্রিক ধর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থা থাকিলেও তিনি অপর কোন ধর্ম্মের নিন্দক ছিলেন না। একবার একটী খ্রীষ্টিয় মহিলা ধর্ম্মপ্রচারার্থ তাঁহার নিকট আসিয়া নিজের ধর্ম্মের প্রশংসাবাদ করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনাদিগের ধর্ম্ম উত্তম —অতি উত্তম, আমি তাহা জানি এবং তাহা আপনাদিগের উপযোগী; কিন্তু আমরা যে ধর্ম্ম লইয়া আছি, তাহা আমাদিগের উপযুক্ত; আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এই ধর্ম্ম লইয়া শান্তিতে জীবন যাপন

* যিনি এই সময়কার বিশেষ বিবরণ অবগত হইতে চান, তাঁহাকে প্রবন্ধ-লেখকের লিখিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতের দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিতে অনুরোধ করি। দাঃ সম্পাদক।

করিয়া গিয়াছেন। এত দূরদেশ হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া আসিয়া আমাদিগের প্রাচীন সংস্কার উৎপাটন করিয়া আপনাদিগের লাভ কি? আমরা শান্তিতে ছিলাম, আমাদিগকে শান্তিতে থাকিতে দিন্।" তিনি বলিতেন, "যে দেশে যে ধর্ম্ম যখন প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সেই দেশেরই উপযোগী হইয়া হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্মেই সত্য আছে এবং প্রত্যেক ধর্ম্মেই মুমুক্ষু ব্যক্তির সদ্গতি হইতে পারে; সুতরাং এক ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের আবশ্যক নাই।" এইজন্য কাহাকেও স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ ত্যাগ করিতে দেখিলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। জাতিভেদ সম্বন্ধে তাঁহার মত এইরূপ ছিল। তিনি বলিতেন, "সকল দেশেই যাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র এবং ধর্ম্মভাব প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা পূজা প্রাপ্ত হন। প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ এইরূপ সদ্গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা পূজার্হ ছিলেন। কালক্রমে সমাজরীতির যদিও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহা সংশোধনের জন্য জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নয়; নিম্নজাতি হইতে সদ্গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে গুণের পুরস্কার হয় এবং সমাজের মক্ষে এক উৎকৃষ্ট আদর্শ বর্ত্তমান থাকে।" এইরূপ বিশ্বাসে তিনি একবার নিজের স্কন্ধ হইতে উপবীত গ্রহণ করিয়া, শ্রদ্ধাস্পদ রাজ-নারায়ণ বসুর স্কন্ধে প্রদান করিয়াছিলেন।* এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাই যে জীবের চরম লক্ষ্য, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন। নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা যে অসম্ভব, তাহাও তিনি বলিতেন না; তবে ব্রাহ্মসমাজ শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলের নিকট যে নিরাকার উপাসনা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার তিনি অনুমোদন করিতেন না। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন প্রকৃতির

* রাজনারায়ণ বাবু সেই উপবীত এখনও অতি যত্নে রক্ষা করিতেছেন।

এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদিগের জন্য যেভাবে ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রীতি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। স্বদেশ এবং স্বজাতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ভারতের গৌরবে তিনি আপনাকে সর্ব্বদা গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। কেহ আর্য্যসমাজের নিন্দা করিলে তিনি তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। নিন্দাকারী যতই উচ্চপদস্থ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হউন্ নির্ভীকতার সহিত তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতেন। তাঁহার তর্ক বিতর্ক করিবার প্রণালীও অতি সুন্দর ছিল। ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া, অতীব নৈপুণ্যের সহিত তিনি প্রতিবাদীর কথার প্রত্যুত্তর দিতে পারিতেন। একবার কোন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সহিত তাঁহার তর্ক হইতেছিল। ভূদেব বাবু কথা প্রসঙ্গে ইংরাজ রাজনীতির দোষ নির্দ্দেশ এবং ভারতসন্তানদিগের সহিত তুলনায় ইংরাজদিগের দোষগুণ তুলনা করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদের পর রাজপুরুষটী একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "আপনি গবর্ণমেণ্টের এরূপ বিশ্বস্ত ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, নানারূপে গবর্ণমেণ্ট আপনার প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, অথচ আপনার ন্যায় এরূপ "anti-British feeling" আমিত আর কাহাতেও দেখি নাই।" ভূদেব বাবু বলিলেন, "আপনি আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিতেছেন; আমার feeling anti-British নহে "pro-Indian"। তিনি তর্ক করিবার সময় বেশ সুরসিকতারও পরিচয় দিতে পারিতেন। একবার একজন খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারক, পাপীর উদ্ধারের জন্য খ্রীষ্টের প্রাণত্যাগের বিষয় উল্লেখ করিয়া, সগর্ব্বে বলিতেছিলেন, "তোমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রে কি এমন একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার? পাপীর জন্য নিষ্পাপীর মৃত্যু, ইহার তুলনা কোথায়?" ভূদেব বাবু বলিলেন, "পাদরি সাহেব, দেখিতেছি আপনার দেওয়ানী ও ফৌজদারী

আইনের পার্থক্য জানা নাই। আমার ঋণ যদি আর একজন কেহ পরিশোধ করে, তাহা চলিতে পারে। কিন্তু আমি যদি কাহাকেও হত্যা করি, আমার পরিবর্ত্তে শ্যাম কিম্বা হরিকে কি আপনারা দণ্ড দিতে চান? পাপ পুণ্য ফৌজদারীর কথা, একজনের পরিবর্ত্তে আর একজনকে লওয়া যে বে-আইনী কায হইবে। আপনাদিগের আইনই যে, এরূপ নিয়মের প্রশ্রয় দিবে না।" পাদরী সাহেব আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, নিরস্ত হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বৈদ্যনাথ দেওঘর।

ধর্ম্মাচরণে ক্লান্তি।

আজ কাল কোন ভাল কাজের জন্য সাধারণের নিকট চাঁদা চাহিলেই, অনেকেই বলেন, "আর পারা যায় না বাপু; চাঁদা দিয়ে দিয়ে হায়রান হ'লাম। রোজ রোজ সেই একই কথা—চাঁদা দাও, চাঁদা দাও—কি ভাল লাগে?" কথাটা ঠিক; কিন্তু ভাল কাজের উপর এই যে বিরক্তি জন্মে, ইহার কারণ কি?

মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর মুদি চাল ডালের দাম চায়, দরজি পিরান চাপকান সেলাইয়ের মজুরি চায়, আরও কত বাঁধা খরচ আছে। কই কেহ ত মুদীকে বলেন না, "বাপু মুদী, দেখ, তুমি মাসে মাসে বিরক্ত করিও না। বার বার কতই আর তোমাকে চাল ডালের দাম দিব?" ইহার কারণ এই, শরীর রক্ষার জন্য চাল ডালের প্রয়োজন। শরীর রক্ষা না করিলে নয়।

মানুষ জীবনের মধ্যে কতবার খায়, কতবার স্নান করে, কতবার নিদ্রা যায়, কিন্তু এ সকল কার্য্যের প্রতি কেহ বিরক্ত হয় না। তবে

ধর্ম্মাচরণ দুই চারি বার পুনঃ পুনঃ করিতে হইলেই সকলে এত বিরক্ত হয় কেন ?

এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে জড়বাদী (materialist) বলেন। তাঁহারা বলেন জগতে কেবল জড় পদার্থই আছে, আত্মা নাই। মানুষের শরীরই সর্ব্বস্ব। শরীরের সুস্থতা এবং আনন্দেই মানুষের পরম মঙ্গল। শরীরের মৃত্যু হইলে মানুষের আর কিছুই থাকে না। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের মত এই, যে মানুষের যেমন শরীর আছে, তেমনই আত্মাও আছে। সুতরাং শরীর সুস্থ রাখা যেমন আবশ্যক, আত্মাকেও সুস্থ রাখা তেমনই—বরং অধিকতর—আবশ্যক। আমি যদি না খাই, আমার শরীর শুকাইয়া যাইবে আমার মৃত্যু হইবে। যদি কিছু দিন ধরিয়া এক জায়গায় বসিয়া থাকি, এক পাও না নড়ি, তাহা হইলে আমি পঙ্গু হইয়া যাইব। যে অঙ্গের চালনা না করিব, সেই অঙ্গই অবশ হইয়া যাইবে। শরীরের যেমন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ আছে আত্মারও তদ্রূপ কতকগুলি বৃত্তি ও শক্তি আছে। ইহাদের পরিচালনা না করিলে ইহারা বিকাশ পায় না। যে একপয়সাও দান করে না, কিম্বা নামের জন্যে বা অনুরোধে পড়িয়া দান করে, যে বিপন্নের উপকার করে না, তাহার হৃদয়ে দয়াবৃত্তি নিশ্চয়ই শুকাইয়া যাইবে। ক্ষতির সম্ভাবনা হইলে যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে না, তাহার সত্যনিষ্ঠা থাকিতে পারে না। সুতরাং শরীর রক্ষার জন্য যেমন অন্নপানের প্রয়োজন, আত্মার সুস্থতা রক্ষার জন্যও তদ্রূপ আধ্যাত্মিক অন্নপানের প্রয়োজন। আত্মার অন্নপান কি ? ধর্ম্মাচরণ।

যাঁহারা ধর্ম্মাচরণে ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করেন, তাঁহারা কথায় যাহাই বলুন, কাজে জড়বাদী ; তাঁহারা কেবল শরীরেরই খবর লন ; আত্মার উন্নতি বা অবনতি তাঁহাদের চিন্তার বিষয় নয়।

মুদীর ঋণ শোধ না করিলে, মুদী আর চাল ডাল দিবে না। সুতরাং উপবাসে প্রাণ যাইবে ; ইহা খুব সত্য। কিন্তু ভগবানের ঋণ শোধ না করিলে আত্মা যে শীর্ণ, মলিন ও অধঃপতিত হইবে, একথাটাও মাঝে মাঝে ভাবিতে হয়।

কিন্তু মানুষ বড় বুদ্ধিমান্। মুদীর টাকা না দিলে সে আদালতে নালিশ করিয়া আদায় করিয়া লয়। কিন্তু ভগবান তো মহাজনের বেশে মানুষের নিকট ঋণ আদায় করিতে আসেন না। তিনি দীন হীন কাঙ্গালের বেশে ভিক্ষা করিতে আসেন। এই আইন আদালতের দিনে বুদ্ধিমান্ মানুষ কি এত সহজে ঋণ শোধ করে ?

বারাসতনিবাসী মহাত্মা কালীকৃষ্ণ মিত্র।

মহাত্মা কালীকৃষ্ণ মিত্র সাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু বঙ্গের যে সকল প্রধান ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট সুপরিচিত এবং তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। বারাসতের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে তাঁহাকে দেবর্ষির ন্যায় ভক্তি করিত। ইনি অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর জননী সৌম্যমূর্ত্তি, বিদুষী এবং অতি সাধুশীলা ছিলেন। তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মতাবলম্বিনী এবং তাঁহার শিষ্যা ছিলেন। যোগবাশিষ্ঠাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। সংস্কৃত বেদান্তসার গ্রন্থ তাঁহার অন্যতম পাঠ্য ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত কথা কহিয়া উপকৃত ও আনন্দিত হইতেন। ধর্ম্ম, তত্ত্ববিদ্যা,

প্রভৃতি জটিল বিষয়ে তাঁহাকে যখন তাঁহাদের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী সুযুক্তিপূর্ণ কথোপকথনে ব্যাপৃত হইতে দেখা যাইত, তখন সে এক অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য হইত। তাঁহার উপদেশে অনেকের মনে ঈশ্বরে বিশ্বাস সঞ্চারিত হইয়াছিল। তিনি ছোট বড় সকলকে সর্ব্বদাই বলিতেন, "মনে রেখ, দয়াই প্রধান ধর্ম্ম।" জননী নিজ শিশু সন্তানকে মারিতেছেন, ইহা দেখিলে তাঁহার চক্ষে জল আসিত। তিনি তাহা দেখিতে পারিতেন না। তাঁহাকে বলিতেন, "কেন মারিলে, ভাল কথায় বুঝাইতে পারিতে না কি?" কোন ইতর প্রাণীকে তাঁহার সম্মুখে মারিবার যো ছিল না। বিড়ালে দুধ কিম্বা মাছ খাইয়া গেলে যদি কেহ মারিত, তিনি বলিতেন, "সে নিজ খাদ্য খাইয়াছে; সে ত জানে না যে চুরি করা হইল; সে অবোধ। তাহাকে মারিয়া ফল কি?" এ বিষয়ে তাঁহার জীবনের একটী ঘটনা তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণতা ও কোমল হৃদয়ের পরিচয় দেয়। একবার তিনি দুতলার উপর জানালার নিকট বসিয়া কোন কাজ করিতেছিলেন; একটা বিড়াল তাঁহাকে কেবল বিরক্ত করিতেছিল। তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া হঠাৎ তাহাকে জানালা হইতে ফেলিয়া দেন। ফেলিয়া দিয়া তাঁহার বোধ হইল যেন একটা কুকুর দৌড়িয়া আসিয়া বিড়ালকে মুখে করিয়া লইয়া গেল। ইহাতে তাঁহার প্রাণ এত ব্যথিত হইয়াছিল যে, তিনি ক্রমাগত অনুতাপ এবং অশ্রুপাত করিতেন। সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন; কিন্তু হৃদয়ের বিষাদ কিছুতেই অপসৃত হইত না। এক বৎসর পরে একদিন প্রার্থনার পর তাঁহার মনে হইল যে তাঁহার অপরাধের ক্ষমা হইয়াছে। সেই অবধি তাঁহার হৃদয়ের ভার লঘু হইল; বিষাদের ঘনান্ধকারের পরিবর্ত্তে হৃদয় শান্তির স্নিগ্ধ জ্যোতিতে প্লাবিত হইল। তাহার পর তিনি এরূপভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন যে আর

এমন অনুতাপ করিতে হয় নাই। স্ত্রীলোকেরা যে জীয়ন্ত মাছ কুটেন, ইহা তিনি বড় নিষ্ঠুর ব্যাপার মনে করিতেন। তজ্জন্য তাঁহার পরিবারে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার পিতা একজন কলিকাতাবাসী গৃহস্থ ছিলেন। তিনি রামমোহন রায়ের বন্ধু ও শিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহার উপাসনা মন্দিরে যাতায়াত করিতেন। কন্যাও একমাত্র নিত্য সত্য নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। তিনি ৩৪ বৎসর বয়সে বিধবা হন এবং ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন। এই সুদীর্ঘ জীবনে তাঁহার পরিবারে যে সকল বালক বালিকা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তিনি সকলকে পরমেশ্বরের উপাসনা এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে শিক্ষা দিতেন, তাহাতে উপাসনা ও প্রার্থনা শিশুদেরও বোধ-সুলভ হইয়াছিল। হিন্দু পরিবারে এরূপ উপাসনা প্রণালী প্রচলিত করিতে তাঁহাকে অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। পবিত্রতা এবং উন্নত জীবনের এমনই প্রভাব যে তিনি পরিবার মধ্যে বিদ্যমান থাকায়, তথা হইতে ছোট কথা, কুৎসা, বাজে কথা উঠিয়া গিয়াছিল। নানাবিধ সৎপ্রসঙ্গ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার কোন কুসংস্কার ছিল না। পরলোকে স্বর্গ নরক সম্বন্ধে অনেকের যেরূপ কুসংস্কার আছে, তাঁহার তাহা ছিল না। তিনি স্বর্গকে ইন্দ্রিয় সমূহের পরিতৃপ্তির স্থান মনে করিতেন না। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন বঙ্গদেশ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন কোন বঙ্গ-নারীর পক্ষে এরূপ জীবন যাপন বাস্তবিকই অতীব বিস্ময়কর। অতীতের কথাই বা কেন বলি? বর্ত্তমান কালেই বা এরূপ গুণবতী নারী কয়টি দেখিতে পাওয়া যায়?

এমন মায়ের সন্তান ভাল হইবারই কথা। মাতার চরিত্রই বহুল পরিমাণে সন্তানের চরিত্রে সংক্রামিত হয়। কালীকৃষ্ণ

যখন ছয় বৎসরের শিশু, তখন অবধি মাতার শিক্ষার গুণে তিনি তিনি অতিশয় সত্যবাদী ছিলেন। সেই বয়সে তাঁহার কোন আত্মীয়া বিধবা হন। এই দুঃসংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার আত্মীয়া একেবারে আহার করিতে অসম্মত হন। বাড়ীর সকলে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় নাই বলিয়া, তাঁহাকে আহারে প্রবৃত্ত করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, "যদি কালীকৃষ্ণ বলে কোন দুঃসংবাদ আসে নাই, তাহা হইলে আমি আহার করিব।" অনেকেই বালক কালীকৃষ্ণকে সেই কথা বলাইবার জন্য কতই অনুরোধ করিল। কিন্তু বালকের কি আশ্চর্য্য সত্যনিষ্ঠা! কালীকৃষ্ণ অতি বিমর্ষ ভাবে বলিলেন, "যাহা নয় আমি তাহা বলিতে পারিব না।" মাতার এমনই শিক্ষার গুণ! শৈশবের এই সত্যনিষ্ঠা তাঁহার জীবনব্যাপী সত্যনিষ্ঠারই পূর্ব্বাভাস মাত্র। ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কখনও বাক্যে কিম্বা কার্য্যে মিথ্যাচরণ করেন নাই।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণধন মিত্র ডেভিড হেয়ারের ছাত্র ছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত উইলসন সাহেব তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তিনি Encyclopœdia Britannica নামক ইংরাজী বিশ্বকোষ আরবী ভাষাতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎকালীন Oriental Pearl নাম্নী পত্রিকায় ইহাঁর বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল। মধ্যম ভ্রাতা নবীনকৃষ্ণ মিত্র, সেকালে কলিকাতার অতি প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। ইহাঁরও জীবন বৃত্তান্ত লিখিবার যোগ্য। নবীনকৃষ্ণ ধনী নির্ধনে কোন প্রভেদ করিতেন না। তিনি সকলকে এতদূর সমভাবে দেখিতেন, যে তজ্জন্য অনেকে তাঁহাকে মাথা পাগলা মনে করিত। একবার বারাসতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে অনেক লোক খাওয়ান হয়। তাহাতে সভাবাজারের

রাজপরিবারের মত অনেক বড় বড় লোক নিমন্ত্রিত হন। তিনি সে বার সর্ব্বাগ্রেই ৫০০ কৃষককে আহ্বান করিয়া সমুদয় উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী খাওয়াইয়া দেন। তাঁহার চিকিৎসাধীন কোন রোগী মারা পড়িলে তিনি বড় ব্যথিত হইতেন। এই জন্য তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের ফল অনিশ্চিত মনে করিয়া দুই তিন বার চিকিৎসা ব্যবসা ছাড়িয়া দেন। তাঁহার আত্মনির্ভর ও আত্মমর্য্যাদা উল্লেখযোগ্য। টাকার লোভ ত ছিলই না। মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী পরলোকগত কুমার কৃষ্ণনাথ একবার তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা ও আর একবার ৫০,০০০৲ টাকা দিতে চান। তিনি শুনিবামাত্র তাহা লইতে অস্বীকার করেন। নবীন বাবু যখন চুঁচুড়ায় থাকিতেন, তখন ঈশ্বর পাটনী নামক একজন গরিব লোক তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দিত। একবার একজন বড় জমীদার পীড়িত হওয়ায় তাঁহাকে দৈনিক ২০০৲ টাকা দিয়া লইয়া যাইবার জন্য লোক বসিয়া আছে; এমন সময় ঈশ্বর পাটনীর ছেলে আসিয়া বলিল যে তাহার পিতার ওলাউঠা হইয়াছে। নবীন বাবু তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর পাটনীর চিকিৎসা করিতে গেলেন। জমীদারের লোক ফিরিয়া গেল। তাঁহার যথেষ্ট প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা ছিল। এই জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত কুমার কৃষ্ণনাথ নিজ উইলে নবীন বাবুর উদ্ভাবিত প্রণালী অনুসারে একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থ তাঁহার নামে ১৬ লক্ষ টাকা দিয়া যান। আদালতে কোন কারণে সে উইল অগ্রাহ্য হয়। এক্ষণে উহা মুরশিদাবাদের প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার রামদাস সেনের চিত্রশালায় রক্ষিত রহিয়াছে। উইল অনুসারে কার্য্য হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইত।

কালীকৃষ্ণ বাবু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসনের

ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার অধ্যাপকের নিকট অতি সুন্দর ইংরাজী পড়িতে শিখিয়াছিলেন। তিনি আজীবন বড় কবিতাপ্রিয় ছিলেন। রাশি রাশি কবিতা অতি আগ্রহের সহিত আবৃত্তি করিতেন। ইংরাজ কবিগণের মধ্যে ওআর্ডস্‌ওআর্থ (Words worth) তাঁহার প্রিয়তম ছিলেন, এবং তিনি ওআর্ডস্‌ওআর্থকেই ইংরাজ কবিগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতেন।

তিনি স্ত্রীশিক্ষার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে তিনি লেখাপড়া শিখাইতেন। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রী তাঁহারই শিক্ষাগুণে বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিখিয়া সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে এবং সংবাদ পত্রের সম্পাদকতা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণ বাবু "বামাবোধিনী পত্রিকা"র জন্য বহু গবেষণাপূর্ণ ভারতের আদিম নিবাসী অনেক অসভ্য জাতির বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে বারাসতেই সর্ব্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অনেকে বলেন যে ইহা শুদ্ধ বঙ্গদেশের মধ্যে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালয়। ইহা কালীকৃষ্ণ বাবুর যত্নেই হইয়াছিল। এই জন্য ইহাঁকে অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। গোঁড়া হিন্দুগণ বলিতে লাগিলেন, "যদি কালীকৃষ্ণ বাবু পড়ান, তাহা হইলে আমরা বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইব।" তাঁহার যত্নে বারাসতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সদনুষ্ঠানেরও বিরোধী ছিল; কিন্তু এস্থলেও তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের প্রভাবে সমস্ত বিঘ্ন পরাভূত হইয়াছিল। ইনি বারাসতে একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করেন। তাহাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইত। নূতন নূতন কৃষিযন্ত্রের কার্য্যকারিতা পরীক্ষিত হইত। এখনও বারাসতের উদ্যানে নানাবিধ লাঙ্গলাদি পড়িয়া

আছে। বারাসতে যত জনহিতকর সভা আদি আছে, বারাসত-নিবাসিগণ তৎসমুদায়ের জন্য ইহাঁরই নিকট ঋণী।

১৮৫০ খৃঃঅব্দে ইনিই সর্ব্বপ্রথম কৃষ্ণনগরে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তাহাতে সেখানে তুমুল আন্দোলন হয়। তখন কৃষ্ণনগরের রাজা সতীশচন্দ্র বিধবা বিবাহের পোষকতা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণ বাবু বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে "হিতসাধক" নামক পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। যখন বিধবা বিবাহ আইনের প্রথম পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়, তখন তাহাতে একটী ধারা ছিল যে, সন্তানবতী কোন বিধবা পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেন না। কিন্তু কালীকৃষ্ণ বাবু শিশু হত্যার সম্ভাবনা প্রভৃতি কারণ দেখাইয়া উক্ত ধারার বিরুদ্ধে আবেদন করেন। তাহাতে ঐ ধারাটী উঠিয়া যায়। ভূতপূর্ব্ব প্যারীচরণ সরকার এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির সহকারিতায় তিনি দেশ হইতে পানদোষ দূরীকরণের জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জীবনের ৩০ বৎসর ধরিয়া বারাসতে প্রতিদিন ৮০ হইতে ১০০ জন রোগীকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি এবিষয়ে অনেকগুলি স্বহস্ত লিখিত খাতাপত্র রাখিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ তৎসমুদয় অন্ততঃ আংশিক ভাবে মুদ্রিত হইবে। তিনি কেবল ঔষধ বিতরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। রোগীকে সাধুভাবে ঈশ্বরে প্রীতি রাখিয়া জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিতেন। নিজের স্থাপিত দাতব্যচিকিৎসালয়ে খাদ্য পাঠাইয়া দিতেন। নিজের দুধটুকুও পান করিতে পারিতেন না। তাহা নিয়মিতরূপে হাঁসপাতালে রোগীদের নিকট প্রেরিত হইত। অনেক সময় হয় ত কোনও গরিব লোককে ব্যবস্থা ও ঔষধ দিয়াছেন। কিন্তু সে তাহার পথ্যের জন্য দুধ যোগাড়

করিতে পারে নাই বলিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছে। এরূপ স্থলে তিনি নিজ পানীয় দুগ্ধটুকু গরিব লোকদিগকে দিতেন। বলিতেন, "আমি দুধ না খাইলে ত মরিব না; কিন্তু তাহাদের দুগ্ধের একান্ত প্রয়োজন।" কোথাও দুর্ভিক্ষ হইলে তাঁহার আর চিত্তের শান্তি থাকিত না। নিজের এবং বন্ধুগণের নিকট হইতে সংগৃহীত টাকা, কাপড় চোপড়, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থানে প্রেরণ করিতেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অনেক অসহায় লোককে কলিকাতার গোল-দিঘীতে খাওয়াইয়াছিলেন।

তিনি জীবনের শেষ ৪০ বৎসর নিরামিষ আহার করিতেন। ইতর প্রাণিগণের প্রতি নিষ্ঠুরতার তিনি বড়ই বিরোধী ছিলেন। তিনি কৃষকদিগকে প্রায়ই এই বিষয়ে উপদেশ দিতেন। গবাদিকে সদয়ভাবে পালন করিতে বলিতেন। তিনি তাহাদিগের সহিত ভ্রাতৃভাবে মিশিতেন। এত বড় জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিনয় কি চমৎকার! তাঁহার সঙ্গে ধনে, মানে, বিদ্যায় বড় যে সকল উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তাঁহাদিগকেও চাষাদের সহিত মিশিতে হইত।

ভগবানের উদ্দেশ্যের গূঢ় রহস্য কে উদ্ভেদ করিতে পারে? কালীকৃষ্ণ বাবুর পরিবারের মধ্যে পীড়া লাগিয়াই ছিল। তাঁহারও শরীর আজীবন রুগ্ন। কিন্তু এই সকল অশান্তি প্রযুক্ত তাঁহার ঈশ্বরে জ্বলন্ত বিশ্বাস ও অটল ধৈর্য্যগুণ বরং আরও পরিস্ফুট হইয়াছিল। নিজ শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও পরিবারের মধ্যে কিম্বা বন্ধুবর্গের কাহারও পীড়া হইলে, তিনি রাত্রিজাগরণ করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন। এবিষয়ে বাড়ীর ভৃত্যগণ ও পরিবারবর্গের মধ্যে তিনি কোন প্রভেদ জানিতেন না। কোন ভৃত্যের পীড়া হইলেও রাত্রিজাগরণ করিতেন। তাঁহার দয়া যে কত প্রকার লোকে

সম্ভোগ করিত, বলা যায় না। বিদেশী, পথভ্রান্ত লোক, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দরিদ্র লোক, হাঁসপাতাল হইতে পলায়িত রোগী ও মুমূর্ষু ব্যক্তিগণ তাঁহার বারাসতস্থ গৃহে আশ্রয় লাভ করিত। এইরূপ কোন ব্যক্তি অধিক রাত্রিতে আসিলে তিনি নিজ খাদ্য তাহার সহিত ভাগ করিয়া খাইতেন।

তাঁহার দৈনিক জীবন অতি পবিত্র ও সাদাসিদে ছিল। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাদিগকে লিখিয়াছেন:—

"একটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স; একটী বা দুইটী সস্তা টিনের বাক্স, তাহার মধ্যে সাদা ও লেখা কতকগুলি খাতা; ২।৪ দিস্তা কাগজ, কলম ও কিছু নিব ও দেশলাইয়ের বাক্স ২।১টী; তাহার একটীর মধ্যে ২।৪টী টাকা ও কিছু পয়সা; ২।৪ দপ্তর বহি; একখানি চসমা চক্ষে, তাহা হইতে একটু শক্ত সূতা এক পাশে ঝুলিতেছে—তাহাতে একটী পেন্‌সিল বাঁধা; একখানি সামান্য ধুতি পরা, কখনও কখনও একটী সামান্য পিরাণ গায়, একখানি ছেঁড়া বালাপোষ গায়; ইহাতেই তিনি চিরজীবন সন্তুষ্ট ছিলেন। বারাসতের বাগানে অধিকাংশ জীবন যাপন করিয়াছেন। গাছ পালা দেখিতেন, বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্যের পরীক্ষা করিতেন—নানা প্রকার বিলাতী ফল ও ফুলের বীজ পুতিতেন ও ক্রমাগত পড়িতেন। বই যোগাইয়া উঠা ভার হইত। প্রাতে ঈশ্বরোপাসনার পর গাছ পালা, বীজ পোঁতা; একটু বেলা হইলে হোমিওপেথিক ঔষধ সমাগত রোগীদিগকে বিতরণ ও ধর্ম্মোপদেশ। এইরূপ বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, পরে অল্প আহার এবং সেই সময় মেয়েদের পড়া শুনিতেন। একটু বিশ্রাম করিয়াই—সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লিখিতেন ও পড়িতেন। সন্ধ্যাকালে সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত সদালাপ ও উপদেশ। সন্ধ্যার পর মেয়েদের উপদেশ ও তাহাদের সহিত ধর্ম্ম, শিক্ষা, নীতি, স্বাস্থ্য

প্রভৃতি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা। পরে ৫।৬ ঘণ্টা নিদ্রা যাইতেন। শেষ-রাত্রে উঠিয়া অনেকক্ষণ ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। সন্ধ্যাতেও করিতেন, নিরন্তরই ঈশ্বর-চিন্তা করিতেন।

দেশলায়ের বাক্স হইতে টাকা লইয়া কাহারও আবশ্যক শুনিলেই দিতেন—কেহ ফিরিত না। নিজের জন্য যিনি কাহারও নিকট জীবনে কখনও কিছু চাহেন নাই—দুঃখীর আবশ্যকের জন্য তিনি বন্ধু-দের নিকট তাহা ভিক্ষা করিতেন—তাহাদের নিকট অনুরোধ করিতে যাইতেন। বড় দুর্ব্বল ছিলেন, চলিতে বড় পারিতেন না; তথাপি কখন কখন যাইতেন আর সর্ব্বদা লিখিতেন। যাহাকে একবারে চিনিতেন না, তাহার দুঃখ শুনিয়া অথবা সংবাদপত্রে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত অথবা বন্যায় সর্ব্বস্বান্ত অথবা পীড়িতের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না—বন্ধুদের, আত্মীয়দের বিরক্ত করিয়া তুলিতেন, কিছু করিয়া তবে ক্ষান্ত হইতেন। বাড়ীর বিধবা স্ত্রীলোকেরা অথবা অপর যে কেহ কিছু সাহায্য দানে অক্ষম, তাহাদিগকে দুঃখিত হইতে বারণ করিতেন এবং বলিতেন, তোমরা অন্তরের সহিত আর্ত্তগণের শুভকামনা কর, অর্থ সাহায্য অপেক্ষা তাহাতে কিছুমাত্র অল্প সাহায্য করা হইবেক না। জর্জমূলার নামক অনাথ নিবাসের স্থাপনকর্ত্তার বিশ্বাসের কথা সর্ব্বদা উল্লেখ করিতেন, এবং প্রার্থনা যে পূর্ণ হয় তাহাতে তাঁহার নিয়ত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। "জর্জ মূলারের সহিত ঈশ্বরের ব্যবহার" নামক পুস্তক সকলকে পড়িতে বলিতেন। মূলার প্রার্থনা করিয়া নিয়মিতরূপে লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন, তিনি ইহার প্রত্যেক বর্ণ বিশ্বাস করিতেন।

নিজের ২।১ খানা অতি অল্প দামের কাপড় (১ খানে তিনি ৫ খান ধুতি করিতেন) ও অতি সামান্য ও স্বল্প দামের জামা, ইহা যত কম খরচে হয়, সারিতেন। কোন ক্রমেই নিজের আবশ্যকের জন্য

খরচ বেশী (এমন কি যাহা আমাদের বিবেচনায় আবশ্যক তাহাও) করিতেন না—নিজের আয় সমস্ত, বন্ধুরা যাহা উপঢৌকন দিতেন তাহা, বস্ত্র, অর্থ, খাদ্য সামগ্রী সমস্তই গরিবদের বিলাইতেন। কলিকাতায় যখন থাকিতেন, চাঁপাতলার মেথরদিগের পুত্র কন্যাদের এক দল সঙ্গে করিয়া আনিয়া সব দিতেন। বাটীর খাওয়া দাওয়া হইলে স্বহস্তে এবং সকলকে ডাকিয়া পাতের অবশিষ্ট খাবার যত্ন করিয়া রাখিয়া পরদিন মেথরদের এবং অন্য কাঙ্গাল দুঃখীদের দিয়া তবে ক্ষান্ত হইতেন।

যত কিছু মহৎ ও সুন্দর বই পাইতেন, বন্ধুদের জেদ করিয়া সেই সকল পাঠ করাইতেন। এক এক জনের জন্য বই ডাকযোগেও অনেক দূর চালান করিতেন।

জেল হইতে প্রত্যাগত অথবা অন্য কোন প্রকারে সমাজে কলঙ্কিত ব্যক্তিদের নিকট তিনি অতিশয় আগ্রহসহকারে উপস্থিত হইতেন—এবং ঈশ্বরের অপার দয়ার কথা বলিয়া ও অনুতাপ-যোগে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনঃ পবিত্র হওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেন। "পাপী হইতে পুণ্যাত্মা" এই কথা তিনি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। অনন্ত উন্নতিতে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। পীড়ায়, কষ্টে, দুঃখে, যন্ত্রণায় অত্যন্ত সহিষ্ণু ছিলেন। পরিজন সকলকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। জগতের সকলকে পরিবারবর্গের ন্যায় ভাল বাসিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষতি করিয়া কখনও কেহ তাঁহার বিরাগভাজন হয় নাই—আর এই সত্তর বৎসরের মধ্যে কখনও কেহ তাঁহার শত্রু হয় নাই।"

কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য তিনি যেরূপ চেষ্টিত ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। যাহাতে সামান্য কৃষকেরা পর্য্যন্ত তাঁহার চেষ্টার ফল ভোগ করিতে পারে, এবং তাঁহার কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয়

জ্ঞান তাহাদের মধ্যেও বিকীর্ণ হয়, তজ্জন্য তিনি ৮৲ টাকা বেতন দিয়া ১২ জন কৃষককে নিজ উদ্যানে শিক্ষা দিবার জন্য রাখিয়াছিলেন।

তিনি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা শেষ হয়। ৭০ বৎসর ব্যাপী এই সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে কেহ তাঁহাকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখেন নাই। তাঁহার পরিবারস্থ বালক-বালিকাগণের মধ্যে কেহ রাগিলে তাহাকে কুড়ি গণিয়া তবে কোন কথা বলিতে বা কার্য্য করিতে বলিতেন। তাঁহার প্রকৃতি এমন ছিল যে তিনি কাহাকেও কর্কশ কিম্বা বিদ্রূপপূর্ণ কথা বলিয়া ক্লেশ দিতে পারিতেন না। তাঁহাকে স্বভাব-সাধু বলা যাইতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় যে যাঁহারা বৈরাগ্য ব্রতাবলম্বন করেন, সংযমী হন, জীবন যাপন যাঁহাদের পক্ষে ঠিক তপশ্চরণের মত, তাঁহাদের চরিত্রের কমনীয়তা নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা লোকের সঙ্গে মিশিতে পারেন না। জনসাধারণ তাঁহাদের সহবাসে সুখ বোধ করেন না। কিন্তু মহাত্মা কালীকৃষ্ণ মিত্রের চরিত্রে যেমন একদিকে বৈরাগ্য ও সংযম ছিল, তেমনই অপরদিকে তাঁহার কি এক অলোকসামান্য মাধুরী ছিল যে শিশুগণও তাঁহার সংসর্গে সুখ লাভ করিত। সৌন্দর্য্য-বোধ —কাব্যামোদ, এবং পবিত্রতা তাঁহার চরিত্রে যেমন একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছিল, এমন প্রায় দেখা যায় না। বাক্যে, চিন্তায়, এবং কার্য্যে বিন্দুমাত্র অপবিত্রতা, অসাধুতা কিম্বা ক্রোধের আভাস পাইতে না পাইতে তিনি যেন দশ পা হটিয়া যাইতেন। তাঁহার হাসি এবং বিশ্বাসপূর্ণ কথা এক স্বর্গীয় বস্তু ছিল। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তিনি উচ্চ উচ্চ বিষয়ের আলোচনাতে যাপন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে দু মিনিট থাকিলে জীবন উন্নত এবং পবিত্র হইয়া গেল, এরূপ বোধ হইত। তিনি কাহারও সহিত বাজে কথা কহিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি অতিশয় সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল ছিলেন। অতি সামান্য লোকেও তাঁহাকে কতবার অপমান করিয়াছে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। কত লোক তাঁহাকে ঠকাইয়া টাকা লইয়াছে। তিনি কত লোকের নিকট ন্যায্য প্রাপ্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। কখনও তজ্জন্য আদালতে উপস্থিত হন নাই। অপরের

ছিলেন বলিয়া তিনি সকলেরই উপদেষ্টা হইবার উপযুক্ত ছিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। বলা বাহুল্য যে, ইনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। বারাসতের উদ্যানে এক বিস্তৃত শাখা-প্রশাখাশালী অশ্বত্থ বৃক্ষের ইষ্টকাচ্ছাদিত পাদদেশে পর-ব্রহ্মের উপাসনা এবং নাম কীর্ত্তনাদি হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় কাহারও সঙ্গে বড় ধর্ম্মালাপ করিতেন না। কিন্তু তাঁহার এই প্রিয় সহচরের সহিত গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেন। শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয়বন্ধু কালীকৃষ্ণের মুখে ভগবদ্বিষয়ক প্রসঙ্গ এবং ভগবদ্ভক্তির কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগরের চক্ষে জল আসিত।

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, কালীকৃষ্ণ বাবু "মহাত্মা" কথাটীর প্রত্যেক অর্থেই মহাত্মা ছিলেন। তিনি জনসাধারণের পরিচিত ছিলেন না। তাঁহার প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নির্জ্জন তপোবনে বিকশিত শুভ্র পুষ্পের ন্যায় ছিল। সে পুষ্পের সৌরভ আঘ্রাণ পুণ্যের ফল, সাধনার বস্তু। আশ্রমের মুক্ত বিশুদ্ধ সমীরণে পুষ্পের সৌরভ যেমন নিয়তই ঈশ্বরের চরণাভিমুখে উত্থিত হয়, তাঁহার বিমল আত্মার প্রত্যেক চিন্তা, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য, তেমনই মানবকর্ণের অগোচর স্তোত্রের মত সেই দেবাধিদেবের সিংহাসনাভিমুখে প্রতিনিয়ত ধাবিত হইত। *

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

সেবালয়।

এ মাসে এ পর্য্যন্ত সর্ব্ব শুদ্ধ ২১ জন স্থায়ী আতুর ও নানা প্রকারের রোগী সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন সর্ব্ব শুদ্ধ ১৪টি স্থায়ী আতুর ও ২টী রোগী সেবালয়ে আছে। রোগী ও আতুরগণের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। দামো, ২। রামজী, ৩। রাজেন্দ্র, ৪। তিতুরাম, ৫। বাবুরাম, ৬। ব্রহ্ম, ৭। আদুরী, ৮। দুর্গাতারিণী, ৯। শিবু, ১০। দেবীস্বরা, ১১। পদ্ম, ইহারা সকলেই এক প্রকার ভাল আছে।

* এই প্রবন্ধ ইতি পূর্ব্বে 'ধর্ম্মবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবন উপদেশপূর্ণ বলিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া আবার প্রকাশ করা গেল।

১২। কেদার—ইহার কিছু জমি আছে বলিয়া তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর আসে নাই।

১৩। বসন্ত—নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে শান্তিময়ী জননীর ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৪। শ্রীগোবিন্দ সেন গুপ্ত—কিয়ৎ পরিমাণে আরোগ্য লাভ করিয়া কবিরাজের ব্যবস্থা লইয়া বাটি গিয়াছেন।

১৫। ভাগ্নী—দুইটি অনাথা শিশুরাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে ইহার দৃষ্টান্ত কুলি-কাহিনীর একটি অপূর্ব্ব ছবি। মৃত্যুর এক দিন পূর্ব্ব হইতে যখন ইহার পুত্র-কন্যাগণ মা-মা করিয়া ডাকিত, তখন হতভাগিনীর দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিত।

১৬। সুবর্ণিয়া, ১৭। চাঁটিয়া—মাতৃহীন হইয়া এখনও আশ্রমে আছে। তাহারাও জ্বর প্লীহা ও লিভারে ভুগিতেছে।

১৮। ফকির মহম্মদ—নিবাস ফরিদপুর, রোগ প্লীহা ও যকৃত। "নব্যভারত" সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ইহাকে প্রেরণ করেন। বাবু ফকিরচাঁদ সাধু খাঁ ইহার চিকিৎসা করেন। রোগ অনেকটা আরোগ্য হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এক দিন ঔষধ ছিল না। একজন দাসী প্রাতঃকালে একজন দাসকে ঔষধ আনিতে বলেন। ইতিমধ্যে দেবীসুরার একটি ফোড়া অস্ত্র করা হয় ও ড্রেস্ করিবার জন্য কার্ব্বলিক এসিড বাহির করা হয়। পূর্ব্বোক্ত দাসী ফকির মহম্মদকে ২ টার সময় ঔষধ খাওয়াইবার জন্য যখন ঔষধ অন্বেষণ করিলেন তখনও প্রকৃত ঔষধ আসে নাই। দাসী খুঁজিয়া দেখিলেন, অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ঐ কার্ব্বলিক শিশি আছে। ঐ শিশি ও ফকির মহম্মদের ঔষধের বর্ণ দেখিতে প্রায় অনেকটা এক প্রকার। সুতরাং ফকীর মহম্মেদের ঔষধ ভ্রমে ঐ কার্ব্বলিক এসিড খাওয়াইয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ হতভাগ্য রোগী চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইল। দাসী তাড়াতাড়ি কার্য্যাধ্যক্ষকে সংবাদ দিলেন। কার্য্যাধ্যক্ষ শিশির উপর যে ইংরাজিতে ঔষধের নাম লেখা ছিল তাহা দেখিয়া ভয়ে অস্থির হইলেন। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনিতে পাঠান হইল। এবং ক্ষণকালের মধ্যেই পুলিসে যথাযথ সংবাদ দিয়া একজন দাস ও ডাক্তার মেডিকেল কলেজে লইয়া গেলেন। বিষ উঠাইয়া ফেলিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু হায়, সকলই বৃথা হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফকির মহম্মদ চিরদিনের জন্য ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। যাঁহার হস্তে এই মারাত্মক ভ্রম হইয়াছিল তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পাষাণও বিগলিত হয়। সেই দিন হইতে কয়েক দিন যাবৎ তিনি বার বার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছেন, ও অনেক সময় অজ্ঞানাবস্থায় ফকির মহম্মদের নাম করিয়া নানা প্রকার হৃদয় বিদারক কথা উচ্চারণ করিতেছেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনাতে আমরা বড়ই ব্যথিত হইয়াছি।

১৯। স্বর্ণ—একজন বন্ধু ইহাকে আশ্রমে রাখিয়া গিয়াছেন। বয়স প্রায়

৪০।৪৫ বৎসর। জন্মান্ধ, পায়ে গোদ। লোকটি ভাল মানুষ। এখানে স্থায়ী ভাবে থাকিবে। আশ্রমে আসিয়া বেশ আনন্দিত হইয়াছে।

২০। একজন অন্ধবৃদ্ধ—ইহাকেও পূর্ব্বোক্ত বন্ধু দিয়া যান। কিন্তু এ প্রকার অবস্থার অপেক্ষা ভিক্ষার অবস্থাকে সুখের জ্ঞান করিয়া চলিয়া যায়।

২১। মাতঙ্গিনী—নিবাস কলিকাতায়। রোগ হাঁপকাশ। বয়স আন্দাজ ৬০।৭০। স্থায়ীভাবে থাকিবে বলিয়া আসিয়াছে।

দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহের কার্য্যবিবরণ।

চেরাপুঞ্জি। জ্বর ২৩, শূলবেদনা ৩, হাঁপকাশ ১, অজীর্ণ ৭, উদরাময় ৩, স্ত্রীরোগ ১, স্নায়ুশূল ২, বাত ২, কৃমি ৮, দুর্ব্বলতা ১, আমাশয় ৬, কাশি ৫, আঁচিল ১, উদরাধ্মান ২, গণ্ডমালা ১, ক্ষত ১, শিরঃপীড়া ৩, পাঁচড়া ১, দন্তোদ্গম ১, পেটবেদনা ১। মোট ৭৩। পুরুষ ৪২, স্ত্রী ৩১। আরোগ্য ৪২, চিকিৎসাধীন ১১, ফল অজ্ঞাত ২০।

জালালপুর। জ্বর ১, প্লীহা লিভার ২, ওলাউঠা ৩, কর্ণমূল প্রদাহ ১। মোট ৭। স্ত্রী ৩, পুরুষ ৪। আরোগ্য ৭।

নলধা। ওলাউঠা ৩, জ্বর ২৯, অজীর্ণ ৪, আমাশয় ৪, শিরোরোগ ২, [illegible] ৩, কাশি ৪, অন্যান্য ২। মোট ৫১। পুরুষ ৩০, স্ত্রী ২১। আরোগ [illegible]ভু ১, ত্যাগ ৩, ফল অজ্ঞাত ১০, চিকিৎসাধীন ১১।

কোঁড়ামারা। কাশি ২০, ক্ষয়কাশ ২, নবজ্বর ১৬, পুরাতন [illegible]াত ২, কৃমি ৯, পেটের পীড়া ১৪, কর্ণপ্রদাহ ১, ওলাউঠা ২, চর্ম্মরোগ ২, হাঁপ [illegible]হা ১, রক্তকাশি ২, অম্ল ৩, সর্দ্দি ১, গাত্রবেদনা ৪, অম্লপিত্ত ১, একজেমা ১, ১, দন্তের পীড়া ২, দাদ ১, অন্যান্য ৯। আরোগ্য ৭৭, ত্যাগ ২, চি [illegible]া ২০, মৃত ১, ফল অজ্ঞাত ১।

দানপ্রাপ্তি।

অর্থ—শ্রীমতী সুলোচনা সিংহ ১৲, জামালপুর স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ ২৷৵০, উমেশচন্দ্র দে জামালপুর ২৲, শ্রীমতী শরৎকুমারী সরকার ১৷৷০, সুধীরচন্দ্র নিয়োগী সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল /১০, কালীপ্রসন্ন দাস ।০, উপেন্দ্রনাথ সরকার ৷৷০, A friend ১৲, কুমার ভবেন্দ্রনারায়ণ ১৲, শশধর ভাদুড়ী ।০, পাবনার দানাধার ।০ হারাণচন্দ্র সরকার ।১০, জনৈক ভদ্রমহিলা ১৲, ত্রৈলোক্যনাথ তালুকদারের স্বর্গ কামনায় শশিভূষণ তালুকদার ১৲, সৈয়দ মোবারক আলি ৩৲, নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণলাল সাহা ১৲, গগনচন্দ্র দাস ১৲, শশিভূষণ তালুকদার ১৲, একজন মুসলমান সহৃদয়া ভগিনী ৪৲, শিবনাথ ঘোষ ১৲, খলিলপুর স্কুল ৷৷০, বনমালী দাস ১৲, কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী ১৲, শ্রীনারায়ণ রায় কৃষ্ণগঞ্জ ১৲, হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ ১৲, নয়নাঞ্জন মিত্র ঐ ১৲, ক্ষেত্রমোহন মিত্র ঐ ১৲, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ ১৲, রাখাল-

চন্দ্র তরফদার ১৲, মুন্সি নুরুলহক ১৲, রজনীকান্ত কোঙর ১৲, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ১৲, রতনচন্দ্র দাস ১৲, কৈলাসচন্দ্র ভৌমিক ২৲, প্রিয়নাথ সিংহ ।০, হরিমে[illegible]দী ।০, ভূতনাথ বসু মহিষাদল রাজবাটী ॥০, হিন্দু হোটেলের জনৈক ছাত্র ।০, মন্মথনাথ বিশ্বাস /০, দীনেশচন্দ্র রায় বরিশাল ২৲, শ্রীমতী হেমলতা সেন ১৲, শ্রীমতী প্রভাবতী দাসী মজঃফরপুর ৩৲, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষে ২৲, কাকিনিয়ার জনৈক ভদ্রলোক মারফত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৲, কার্ত্তিকচন্দ্র গাঙ্গুলী স্ত্রীর আদ্য-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, কোনও বন্ধুর পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাঃ নবদ্বীপচন্দ্র দাস ৫৲, তিনকড়ি ঘোষ ১৲, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৲, রাজকুমার ঘোষাল ১৲, মণিমোহন ঘোষ ১৲, শীতলচন্দ্র ঘোষাল ১৲, ক্ষেত্রমোহিনী দাসী আমতা বৈশাখ মাসের চাঁদা ১৲, ফণিভূষণ বসু খুড়ির শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৲ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৫৲, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ১৲, ক্ষান্তমোহিনী বসু ১৲, পরেশনাথ সেন ১৲, হরিদাস শ্রীমানী ১৲, কোড়ামারার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১৲, One Interested ৫৲, ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৲, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৫৲, গোরাচাঁদ দাস ২॥০, বীরেশ্বর দত্ত মাঃ যোগেন্দ্রনাথ বসু ১৲, শ্রীমতী [illegible]রলা দাস ১৲।

বস্ত্রাদি—শ্রীমতী কুমুদিনী দাসী মোজা ৩ জোড়া, গেঞ্জিফ্রক ১, পিরাণ ১, বানিয়ান ৩, কোম[illegible] বন্ধ ১, জ্যাকেট ১, ধুতি ১। কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী গরম মোজা ১০ জোড়া, [illegible] জ্যাকেট ৭টা, তোয়ালে ১, কামিজ ১, গরম জ্যাকেট ২, সাড়ী ২, পেটিকে[illegible]তি ২। যদুনাথ ঘোষ বালিস (ছোট বড়) ৮। দুকড়ি ঘোষ থানধুতি [illegible]। গিরিজানন্দ দত্তঝা সাগুদানা আন্দাজ তিন সের।

দাসাশ্রমের আয় ব্যয়।

আয়।

দানপ্রাপ্তি ৯৭৸৫ পুস্তক বিক্রয় ৵০, "দাসী"র সাহায্য ২৪॥০, এলোপ্যাথিক ডিস্‌পেন্‌সারীর সাহায্য ৩৸০, সুরাজমোহিনী ফণ্ডের টাকার সুদ ৫।৶০, হোমিওপ্যাথিক ডিস্‌পেন্‌সারি হইতে ৯৲, ফেরত জমা /০, গত মাসের স্থিত ২॥/৫, মোট জমা ১৪৩।১০।

ব্যয়।

সংসার খরচ ৯২॥১০, রাঁধুনী ৭৲, বাটিমেরামত ।০, ঔষধ ৩৸০, কার্য্যকারক ২০৲, চাকরাণী ৪৸৫ রোগীর গাড়ীভাড়া ।/০, সাইনবোর্ড ।৶০, মেথর ৪৵১৫, কর্জ্জশোধ ৩৵৲, রোগীর দাহ খরচ ৪॥০, ধোপা ২৲। মোট খরচ ১৪৩৲১০।

মোট আয় ব্যয়।

মোট আয় ১৪৩।১০, মোট ব্যয় ১৪৩৲১০, হস্তেস্থিত ।০ মাত্র।